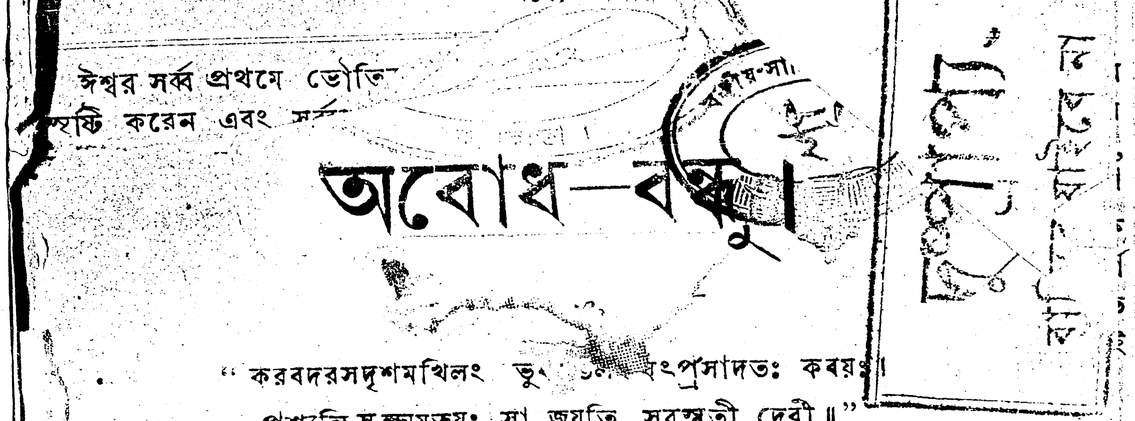

ঈশ্বর সর্ব্ব প্রথমে ভৌতি...
সৃষ্টি করেন এবং সর্ব...


# অবোধ-বন্ধু।

" করবদরসদৃশমখিলং ভু... ...ৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥"

২ ভাগ] বৈশাখ, ১২৭৫ সাল ॥ [১ সংখ্যা


## নব বর্ষ।

অদ্য কি শুভ দিন! অদ্য এই অবোধবন্ধু দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। অদ্য আমাদিগের অতিশয় সুখসৌভাগ্য। যেমন কোন পোতারোহী ব্যক্তি ভীষণ বাটিকাক্রান্ত সমুদ্র বক্ষের দুষ্পরিহার্য্য দুর্দ্দৈব ঘটনা সকল অতিক্রম করিয়া সুখশান্তি লাভ করেন, সেইরূপ আমরা এই অবোধবন্ধুকে বিগত বর্ষে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া আপনাদিগকে পরম সুখী জ্ঞান করিতেছি। ইহা কাহারো প্রত্যাশা ছিল না যে অবোধবন্ধু আবার জীবিত থাকিয়া এই নব-বর্ষে প্রকাশিত হইবে। নানা সময়ের নানা প্রকার কশাঘাতে অবোধবন্ধু এক প্রকার ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া ছিল। এক দিকে যেমন অর্থকৃচ্ছ্র, অপর দিকে তেমনি বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দুর্ঘটনায় ইহা এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিল যে আমাদিগকে বিষম ক্ষতি ও কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক বঙ্গমাতার ক্রোড়ে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের উন্নতির জন্য এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া যদ্যপি কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয়, তবে বঙ্গমাতা কাহার নিকট আর আপনার সুখ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিবেন? কাহার হস্তে আর ভাবী কালের উন্নতির ভার অর্পিত হইবে। কি সামান্য, কি গুরুতর, যিনি যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই ভার অবশ্য বহন করিতে হইবেই হইবে। শাক অন্ন ভোজন করিয়া যদ্যপি পত্রিকা রক্ষা করিতে হয়, বরং তাহাও ভাল, তথাপি "পত্রিকা বাহির হইয়া উঠিয়া গেল," এইরূপ কলঙ্ক গ্রহণ করা নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ। আমরা এইরূপ কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অবোধবন্ধুকে বিগত বর্ষে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণেও তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কতদূর সিদ্ধি লাভ করিব, তাহা ঈশ্বর জানেন। এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন উৎসাহ দানে পরাঙ্মুখ না হন।

১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে অবোধ-বন্ধু প্রকাশিত হইয়া গত ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার এক বর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা কারণ এবং সুবিধা বশতঃ বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাস হইতে অবোধবন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। ইহার ক্ষুদ্র কলেবর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে আমরা যেরূপ করিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা সহিত করিয়া এইরূপ আকারে প্রকাশ করিলাম! বোধ করি, ইহাতে পাঠকগণের ... অনেক সুবিধা ঘটিবে, পাঠকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পত্র গুলি শীঘ্র শীঘ্র উল্‌টাইতে হইবে না। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ১ টাকা; মফঃস্বলের জন্য ১৫০; মাসিক প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। একত্রে ১২ কাপি ১ টাকা।

উপসংহার কালে, যে সকল ভ্রাতা ভগিনী গত বর্ষে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল।

---

# বেকন্ সন্দর্ভ।

## ১।—সত্য।

যখন যে মত ইচ্ছা হয় অবলম্বন করা যায় ও যখন যাহা ইচ্ছা হয় করা যায়, ইহাই অনেকে ভালবাসেন; কোন একটী মত লইয়া স্থির থাকা তাঁহাদের পক্ষে দাসত্বের শৃঙ্খলা স্বরূপ। অস্থিরতাই তাঁহাদের অধিক সন্তোষকর। যদিও এক্ষণে অস্থিরমত ভট্টাচার্য্যের কাল আর নাই; তথাপি সেরূপ ধাতুর তার্কিক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাদের ধাতু পূর্ব্বতনদিগের মত দৃঢ় ও সবল নহে।

সত্যের আবিষ্ক্রিয়া করিতে অধিক পরিশ্রম লাগে ও যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়; কিম্বা সত্য লোকের মনকে তাদৃশ উশৃঙ্খল হইতে দেয় না বলিয়াই যে লোকে মিথ্যা ভালবাসে এমন নয়; মানুষের স্বভাব এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে স্বভাবতই লোকে মিথ্যা ভাল বাসিয়া থাকে। নব্য গ্রীক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বিষয় লইয়া ঘোরতর বিতর্ক উপস্থিত করিয়া হইয়া।৬০ ... ষের জন্য মিথ্যা রচনা করিয়া থাকেন বণিক্‌রাই লাভের নিমিত্ত মিথ্যা বলে, কিন্তু যেখানে লোকের সন্তোষ হইবারও সম্ভাবনা নাই ও লাভেরও সম্পার্ক নাই সে স্থলেও মিথ্যা বলা কেবল মিথ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের কার্য্য বই আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি ইহার কিছুই বলিতে পারিনা।

সত্য সূর্য্যের পরিষ্কার আলোক; ইহাতে যাত্রার সঙ আনিলে ভাল দেখায়না, প্রদীপের আলোকেই তাহার অধিক শোভা হয়। সত্য মার্জ্জিত মুক্তা মালা; দিবসেই তাহার অধিক বাহার; হীরা পান্না চুনি প্রভৃতি মিশ্রিত আলোকেই উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু মুক্তার দাম হীরা পান্না চুনির হইতে অনেক কম। মিথ্যার ভাঁজ থাকিলে লোকের বেশী আমোদ হইয়া থাকে।

যদি লোকের মন হইতে বৃথা কল্পনা, অসম্ভব আশা ও মিথ্যা অভিমান একেবারে কাড়িয়া লওয়া যায় তবে সেই মন কেবল অন্ধকারময় অসুখের আগার হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। তাহাতে সুখের একটী মাত্র কিরণও পতিত হয় না।

একজন প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন "কাব্য আসুরী সুরা" কারণ ইহাতে কল্পনা শক্তিই অধিক পুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সে পুষ্টি কেবল মিথ্যার ছায়াতেই হয়। যে মিথ্যা কেবল মনের উপর উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয় না, কিন্তু যাহা মনে নিমগ্ন হয় এবং বদ্ধমূল হইয়া উঠে তাহাতেই অধিক অপকার হয়।

লোকের মন যখন কলুষিত হয় তখনই কেবল এরূপ ঘটিয়া থাকে। সত্য নিজেই নিজের বিচারকর্ত্তা। সত্যই লোককে সত্যান্বেষণ সত্যজ্ঞান ও সত্যেবিশ্বাস যে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ ইহা শিখাইয়া দেয়। সত্যান্বেষণ পূর্ব্বরাগ স্বরূপ, সত্যজ্ঞান সত্য সাক্ষাৎকার স্বরূপ, সত্যে বিশ্বাস সত্য সম্ভোগ স্বরূপ।



ঈশ্বর সর্ব্ব প্রথমে ভৌতিক আলোকের সৃষ্টি করেন এবং সর্ব্বশেষে অন্তরালোক বুদ্ধি বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই হইতে বিশ্রাম দিবস কেবল অন্তরাত্মার উন্নতির জন্যই রহিয়াছে। প্রথমে তিনি তমোময় জড়রাশির উপর আলোক বিস্তার করিলেন। পরে বুদ্ধি রূপ আলোক দ্বারা মানুষের মুখশ্রী সমুজ্জ্বল করিলেন এবং এক্ষণেও কতিপয় অনুগৃহীত দিগের মনে সত্যের আলোক উদ্দীপিত ও বিস্ফারিত করিতেছেন।

কোন কবি বলিয়াছেন "যখন আমরা সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া জাহাজগুলিকে তরঙ্গ মালায় আন্দোলিত হইতে দেখি এবং যখন আমরা কোন দুর্ভেদ্য গৃহের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া অধঃপ্রদেশস্থ লোকদিগের যুদ্ধ দেখিতে থাকি, তখন আমরা যথেষ্ট আহ্লাদ অনুভব করি সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য ভূধরের অত্যুচ্চ শিখরের উপর দাঁড়াইয়া অধঃপ্রদেশস্থ লোকদিগের ভ্রম প্রমাদ বিপথ গতি দেখিয়া যে আনন্দ হয় সেরূপ আনন্দ আর কোথাও হয়না; কিন্তু এরূপ আনন্দে দয়ার ভাঁজ থাকাই ভাল, দর্প ও গর্ব্বের ভাঁজ কিছু নহে। যখন মানুষের মন কেবল দয়ার কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিবে, ঈশ্বরের শান্তি অনুভব করিবে এবং সত্যই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে তখন এই পৃথিবী স্বর্গের প্রতিবিম্ব স্বরূপ হইবে সন্দেহ নাই।

যে সকল লোক বিষয় কার্য্যে সত্যনিষ্ঠ নয় তাহারাও সরল ও পরিস্কার ব্যবহার মানব প্রকৃতির ভূষণ বলিয়া স্বীকার করে। মিথ্যার মিশাল মোহর ও টাকার খাদ্। যদিও ইহাতে ধাতু কিছু টন্‌ক হয় বটে, কিন্তু অতিশয় নোর হইয়া যায়। কুটিল ব্যবহার সর্পের গতির অনুকরণ মাত্র। সর্প খাড়া হইয়া চলিতে পারেনা নীচ ভাবে বুকে হাটিয়া যায়। মিথ্যাকথা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লোকে যেরূপ লজ্জা পায় অন্য কোন পাপের জন্যই সেরূপ নহে।

কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন "সুক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে মিথ্যাবাদীরা ঈশ্বরের উপর স্পর্দ্ধা করে, কিন্তু মানুষের নিকট ভীত হয়।" মিথ্যা কথা ও বিশ্বাসঘাতকতা যে কতদূর ভয়ানক পাপ তাহা "যখন ক্রাইষ্ট অবতীর্ণ হইবেন তখন তিনি জগতে বিশ্বাস দেখিতে পাইবেন না" এই ভবিষ্যৎ বাক্য দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে॥

---

## ২।—মৃত্যু।

বালকেরা অন্ধকার ঘরে যাইতে ভয় পায় লোকেও সেইরূপ মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে। বালকদের সেই স্বাভাবিক ভয় উপন্যাস শুনিয়া বাড়িতে থাকে, লোকেরও সেইরূপ মৃত্যুভয় বাড়িতে থাকে। মৃত্যুকে পাপের নিস্ক্রয় ও পরলোক যাত্রার দ্বার বলিয়া ভাবনা করা অতি পবিত্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার চিহ্ন, কিন্তু প্রকৃতির নিকট অবশ্য দেয়কর বলিয়া মৃত্যুকে ভয় করা ক্ষীণতার লক্ষণ। ধর্ম্মচিন্তার মধ্যেও কতকগুলি উপধর্ম্মের ও বৃথা আড়ম্বরের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন তপস্যা শাস্ত্রে লিখিত আছে "কোন কঠিন বস্তুর উপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিলেই যন্ত্রণা কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারা যায়। ক্রমে মৃত্যু সময়ে সমুদায় শরীর বিকৃত ও পচিয়া যায় সেই মৃত্যু যন্ত্রণা কি ইহাও তাহা হইতে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।" কিন্তু অনেক সময়ে মৃত্যু যন্ত্রণা কোন অঙ্গ বিশেষের যন্ত্রণা অপেক্ষা অনেকাংশে অল্প বোধ হয়। কারণ মর্ম্মস্থানগুলির অনুভব শক্তি তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে।

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন "মৃত্যু অপেক্ষা মৃত্যুর আসবাব্ অধিক ভয়ানক। ক্রন্দন হৃৎকম্প মুখের পাণ্ডুতা বন্ধু বান্ধবের বিলাপ ও অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতিই মৃত্যুকে ভয়ানক করিয়া তুলে। কিন্তু এখানে ইহাও বলা

উচিত যে আমাদের মনের মধ্যে এমন কোন বৃত্তিই নাই যাহা মৃত্যু ভয়কে পরাজয় করিতে না পারে। সুতরাং মানুষের যখন এমন সহবল আছে যাহারা মৃত্যুভয়কে সম্মুখ যুদ্ধেই পরাজয় করিতে পারে, তখন মৃত্যু মানুষের নিকট তত অধিক ভয়ঙ্কর হইবে কেন? নির্যাতন বাসনা মৃত্যুর উপর জয় ঘোষণা করে; প্রণয় মৃত্যুকে গ্রাহ্যই করেনা; অভিমান ইহাকে ডাকিয়া আনে; শোক ইহার দিকে দৌড়িতে থাকে, ভয় পূর্ব্বেই ইহার কাজ করিয়া বসে। যখন সম্রাট ওথো আত্মঘাতী হয়েন তখন অনেকেই তাঁহার প্রতি অনুকম্পা বশতঃ এবং আপনাদিগের অকৃত্রিম স্বামি ভক্তি দেখাইবার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে উৎসাহী হইয়া ছিলেন।

সেনেকা বলেন "বিবেচনা কর আমাদের জীবনের মধ্যে এক প্রকার কাজ কতবার করিতে হয়; সাহসী বা চিরদুঃখী হইলেই যে কেবল মরিতে চাহে এমন নয়, সংসারে এক কাজ বারম্বার করিতে হয় বলিয়া বিরক্ত হইয়া লোকে মরিয়া থাকে।" ইহাও এখানে উল্লেখ করা উচিত যে যাহাদের মন স্ববশে আছে মৃত্যু নিকট হইলেও তাহাদের মন বিচলিত হয় না, শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মন এক প্রকারই থাকে। অগষ্টস্ সীজর মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন "যত দিন বাঁচিবে আমাদের বিবাহ সূত্রের বিষয় মনে রাখিও তোমার মঙ্গল হউক।" টাসিটস টাইবীরিয়সের বিষয়ে বলেন "যদিও মৃত্যুকালে টাইবীরিয়সের মন নিস্তেজ ও শরীর ক্ষীণ হইয়াছিল তথাপি তাহার আকারেঙ্গিত গোপনের শক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই।" গাল্‌বা বলিয়াছিলেন "আমাকে মারিলে রোমপুরবাসীদের কোন উপকার হয় মার, প্রস্তুত আছি।" সেপ্টিমস্ সার্ব্বস বলিয়াছিলেন "যদি আমার কোন কাজ বাকী থাকে, শীঘ্র সারিয়া লও।"

পুরাতন ষ্টোয়িকেরা মৃত্যু লইয়া মহা আড়ম্বর করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে বড় বড় পুথি লিখিয়া মৃত্যুকে এক ভয়ানক পদার্থ করিয়া ভুলিয়াছেন। কোন পণ্ডিত বলেন "মৃত্যুকে প্রকৃতির একটী প্রসাদ বলিয়া বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ কল্প।" জন্ম ও মৃত্যু স্বভাবসিদ্ধ এবং শৈশবাবস্থায় জন্ম ও মৃত্যু দুইই সমান ক্লেশকর।

যখন কোন ব্যক্তি একাগ্রতার সহিত এক বিষয়ের অনুসরণ করিতেছে তখন তাহার মৃত্যু আর উষ্ণ শোণিত ব্যক্তির উপর আঘাত দুইই সমান কারণ, তখন সে আঘাতের পীড়া কিছুই বুঝিতে পারে না, সুতরাং কোন উত্তম বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে তৎকালে মৃত্যু যন্ত্রণা অনেকাংশে অল্পবোধ হয়, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি আশার উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছেন তখন তাঁহার পক্ষে "ঈশ্বর তোমার দাসকে কুশলে কুশলে বিদায় হইতে দাও" এই সঙ্গীতটী সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর।

মৃত্যু লোকের ঈর্ষ্যাগ্নি নির্ব্বাণ করে এবং বিশুদ্ধ যশের দ্বার খুলিয়া দেয়! যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় সকলের ঈর্ষ্যার পাত্র ছিল মৃত্যু হইলে সকলেই তাহাকে ভালবাসে॥

---

৩।—দুঃসময়।

সেনেকা বলিয়াছেন "সুসময়ের সম্পদ গুলি সকলেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু দুঃসময়ের শোভাকর বস্তু গুলি দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়।" স্বভাবের উপর প্রাধান্যই অলৌকিক ঘটনা, দুঃসময়ই তাহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সেনেকা আরও বলিয়াছেন "মানুষ সুলভ ক্ষীণতা থাকিতেও দেবর্ষিদের ন্যায় অটল হওয়া যথার্থ মাহাত্ম্যের লক্ষণ" কিন্তু কাব্যেই এই সকল কথা ভাল দেখায়। কারণ কাব্যেই অতিশয়োক্তির অধিক প্রাদুর্ভাব এবং কবিরাই অতিশয়োক্তি লইয়া অধিক ব্যস্ত। এইরূপ অলৌকিক মাহাত্ম্যের বিষয়ে একটী প্রাচীন গল্প



আছে; গল্পটীর একটী যে নিগুঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। উহার সার মর্ম্ম এই:—যখন হরকিউলিস মূর্ত্তিমতী মানবপ্রকৃতি স্বরূপ প্রমিথীউসের বন্ধন মোচন করিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি একটী মৃণ্ময় পাত্রের উপর আরোহণ করিয়া মহাসমুদ্র পার হইয়াছিলেন, ইহার নিগুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা অলৌকিক অধ্যবসায় সহকারে মানবশরীর রূপ ভগ্ন নৌকা আরোহণ করিয়া সংসার সাগরের প্রবল তরঙ্গ পার হইয়া যান। অতিশয়োক্তি পরিত্যাগ করিয়া রীতিমত বলিতে হইলে সম্পদের সময় জিতেন্দ্রিয় হওয়া ও বিপদের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করা মহাপুরুষের লক্ষণ; ধৈর্য্যই অসামান্য বশিত্বের কার্য্য!

প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রে সম্পদই ঈশ্বরের প্রসাদ, নবীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিপদই তাঁহার সন্তোষের এক মাত্র ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রে দায়ুদের সঙ্গীতে সুখের তানও যত শুনিতে পাওয়া যায় দুঃখের তানও তত মিলিয়া থাকে এবং ঈশ্বর সলমনের সুখ বর্ণনা অপেক্ষা জোবের দুঃখ বর্ণনায় অধিক আয়াস স্বীকার করিয়াছেন স্পষ্টই প্রতীত হয়।

সম্পদ—ভয় ও বিরক্তি শূন্য নহে, বিপদ আনন্দ ও আশা রহিত নহে। আমরা দেখিতে পাই যে কোন রঙ্গীণ জমীর উপর কালা বুটী অপেক্ষা কালা জমীর উপর রঙ্গীণ বুটীর বাহার অধিক; অতএব চক্ষুর প্রীতি দেখিয়া অন্তরের প্রীতির বিচার কর।

ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি মনোরম সুরভি পদার্থ। ঘর্ষণ ও দাহ করিলেই ইহার অতিশয় সৌরভ পাওয়া যায়!

সম্পদ পাপের ও বিপদ পুণ্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিকষ।

## অশ্বত্থামার বিলাপ

১৪ই চৈত্র ১২৭৪ সাল।

ধরণী বিদীর্ণ হও, অন্ধকার কোলে লও.
শমন দর্শন দেও, বাক্য আর সরেনা।
পরাণ গিয়েছে উড়ে, গৌরব গিয়েছে ছেড়ে,
কলঙ্ক ধরেছে বেড়ে, অপমান সহেনা॥
দেহ কাঁপে থর থর, অবজ্ঞা দহে অন্তর,
শুনিয়া আপন স্বর, আপনি লজ্জিত রে।
কেমনে এ মুখ আর, ঘৃণাভরে কদাকার,
পাপাচারে হৃতসার, দেখাইব পরে রে॥
কেন সচকিত চিত, একি মম সমুচিত,
চরাচরে সুবিদিত, দ্রোণের তনয় রে।
বীর মাঝে অগ্রগণ্য, শক্তি শৌর্য্য বীর্য্য ধন্য,
আঁখিরাগে কাঁপে অন্য, চরণে লুটায় রে
হেরি কত শত বীর, প্রাণভয়ে নহে স্থির
বিন্ধ্য যেন নত শির, অগস্ত্য দর্শনে রে।
কৃতাঞ্জলিকরে স্তুতি, আজ্ঞা ভিন্ন নাহি গতি,
প্রতীক্ষণ করে ভারতী, ভক্তিপূর্ণ চিত্তরে॥
একিরে বিধাতা বাম, ঘুচে গেল গুণগ্রাম,
শুনি অশ্বত্থামা নাম, জনতা হাসিবেরে।
নাহি পদ বিবেচন, আপামর সাধারণ,
দৈবে হলে দরশন, দিবে টিটিকারি রে॥
যে লুকালো দরশনে, সে হাসিবে স্বস্থ মনে
রতে হবে নতাননে, জীবনে কি কাজ রে।
তার আয়ু তৃপ্তিকর, যে থাকে মস্তকোপর,
নত হয়ে দিবা কর, কতক্ষণ থাকে রে॥
অরে অসি কথা ধর, দে দে দুঃখে প্রসর,
হৃদয় বিদীর্ণ কর, ফেটে যায় থাকে না।
কররে জীবন শেষ. করি নরকে প্রবেশ
নাহি তায় ভীতি লেশ, সুখ সেই যন্ত্রণা॥
একিরে সহিতে পারি, অশ্বত্থামা হত্যাকারী,
ঘৃণাকরে নরনারী, রাম রাম স্মরিয়ে।
দর্শন হইল পাপ, চিরস্থায়ী মনস্তাপ,
ফুরাইল বীরদাপ, দুঃখমাত্র থাকিয়ে॥
ধিক্ বিধি বিড়ম্বনা. অমর্থক সে কামনা,
অসি পূরাতে পারনা, এপাপ অমর হে।
অতএব নমস্কার, বৃথা তোমা ধরি আর;
তোমায় নাহি দরকার, জনন্ধয় নাশে হে॥

ছেদিলে মত্ত বারণ তুটিলে শাত্রবগণ,
বৈরিসেনা বিদারণ, করিলে হে নিঃশঙ্কে।
আমি মূঢ় পাপাচার, ভুলিলাম উপকার,
শেষে দিনু পুরস্কার, ডুবাইনু কলঙ্কে॥
শুন ওহে শরাসন, বীর বাহু আভরণ,
থাক আর কি কারণ ছাড় ছাড় ত্বরিত।
থেকে আর কিকরিবে.দর্পে গর্জ্জিতেনারিবে,
নিভৃত কার্য্য সাধিবে, অশ্বত্থামা কুরীত॥
শুন দিব্য শিলীমুখ, বৃথা লুকাইয়া মুখ,
থাকিয়া কি পাবে সুখ,খর্ব্ব করি আপনা।
বীর বক্ষঃ ভিন্ন আর কে তব বুঝিবে সার,
নিরীহ সুপ্ত কুমার, বধে কিবা কামনা॥
যারেসাজে ভেটতারে কেনলজ্জা দেও মোরে,
দর্শনে দহ অন্তরে, তিন জন মিলিয়ে।
কৃপাকরি আর্ত্ত জনে চিরকাল, এবে কেনে,
পাড়া দেও দীনহীনে,নিজ ধর্ম্ম ভুলিয়ে॥
অথবা সঙ্গের দায়, নাহি বুঝ ন্যায়ান্যায়,
অন্ধসাথি পান্থ প্রায়, পড়িছ পাপ পঙ্কে।
যাও শীঘ্র বন্ধুবর, যাচিছে যুড়িয়া কর;
এলো বুঝি দিবাকর, কাঁপে কায় আতঙ্কে॥
স্মরি বুক ফেটে যায়; কি হইল হায় হায়;
বলরে বল আমায়, আমি একি সেইরে।
যাহারি শৌর্য্য তেমন, সুবিমল এ তপন,
দেখি লাজে নতানন. ভয়ে হীন কর রে?
যার ভীম হুহুঙ্কারে, ভীষ্ম আদি বীর ডরে,
সচকিত সুর নরে, সমাকুল ধায় রে।
কত শত মুদি আঁখি, পলাইল দেহ রাখি,
শাখী হতে যেন পাখী,সিংহ নাদেপড়ে রে।
তাহলে কি সর্ব্বনাশী,সাথে লই তমোরাশি,
লুকায়ে কলঙ্ক শশি, সাধিতাম কার্য্য রে।
চোর হেন ধীরে ধীরে, লুকাইয়া রমণীরে,
পাণ্ডব শিবির দ্বারে সভয়ে প্রবেশিরে॥
হাঁরে ও পামর চিত, তুইনা দ্রোণির চিত,
অপমান সশঙ্কিত, বিশাল দয়াল রে।
তুইনা ভীষণ রণে, বিপন্ন বিপক্ষ গণে,
ব্যস্তে সজল নয়নে,কোলে তুলি ললি রে॥
রাহু হেরি শশধর, যথা কাঁপে থর থর,
পূর্ব্বাপর নিরন্তর, ক্ষুদ্রাচার ভীত রে।
যবে ভ্রম, রিপু মিলে, মম জ্ঞান হরে নিলে,
প্রকাশিয়া নিজ বলে,তুইনা ফিরালি রে॥

তবে কেন বল বল, সেকালে হলি বিকল,
রলি নিভৃত নিশ্চল, উদাসীন প্রায় রে।
যেনরে আমার নও, মিত্র নও, শত্রু হও,
অবসর আশে রও, হাসিবে বলিয়ে রে॥
অথবা বুঝেছি সার, বৃথা তোমা দুষি আর,
ছেড়েছ দেহ আমার সেই সে কুক্ষণে হে
যেক্ষণে উন্মত্ত প্রায়, ভগ্ন উরু নিঃসহায়,
ভেটিয়া কুরু রাজায়, হতজ্ঞান দীনে হে॥
নাম মাত্রে চমূস্বামী, যাচিয়া হইনু আমি,
মর্য্যাদা প্রণয়ী তুমি, কেন আর রবে হে।
চমূ নাই চমূপতি; নাহি রথ পদে গতি;
অমর্ষ নিহত মতি, নাহি দেখি চাহিয়ে॥
নিঃস্বলভে ভূপ নাম, তারে বলি বিধি বাম,
নিখিল ন্যক্কার ধাম, ঘৃণা রাখে ঘেরিয়ে
ধিক আমি নরাধম; কাক নীচ বিহঙ্গম,
পূর্ত্ত, শঠ, তুচ্ছতম, অমঙ্গল, চকিত।
আমি বীর, বলবান, তারে করি উপমান,
আশ্বস্ত করি প্রস্থান, সাধিলাম নিন্দিত॥
শুভ্র সেনাপতি নাম, পৌরুষ বিশ্রাম ধাম,
মোরে বিধি হলো বাম,কালি তায় দিনুরে
ভারত আহব নদ. ফুল্ল যশঃ কোকনদ,
সিন্ধু, স্বচ্ছ, সুবিবদ, পঙ্কিল করিনু রে॥
ধন্য কর্ণ চমূপতি, ধন্য তব বীর্য্য শক্তি,
আমি কিন্তু মূঢ়মতি, নিন্দেছি সর্ব্বদা হে
কেবল মাৎসর্য্য দোষ,করোনা তাহায় রোষ
সত্য শূর আশু তোষ, ক্ষম অপরাধ হে॥
নিন্দায় কি ভয় তব, আমি আর কিবা কব,
চরাচর জানে সব, বীর্য্য যে দেখালে হে
বীরগণ মাঝে পশি, অসংখ্য বিপক্ষ নাশি
প্রাণ দিয়া যশোরাশি,হাসিয়া কিনিলে হে
যাক্ প্রাণ নাহি ক্ষতি,তুষিলে কৌরবপতি
কি হবে আমার গতি,নাহি পাই ভাবিয়ে
যত্নে ভরণ পোষণ, যে করিল অনুক্ষণ,
কান্দানু তারে এখন, পাপ কার্য্য সাধিয়ে
আর যত ছিল বীর, ছেদিয়া বিপক্ষ শির,
রাজায় করি সুস্থির, স্বর্গগামি হলো রে।
আমি পাপ অবশেষে, ঘটায়ে দুঃখ হরষে,
বধিলাম ধরণীশে, প্রাণী বর্গে দেখে রে
অথবা আপন দোষে, বিকৃত বুদ্ধির দোষে,
কুকনাথ ভাগ্য রোষে,হারাইলে প্রাণ হে



সময়ে সাধিনু যত, উপেক্ষা করিলে তত,
শেষে হয়ে বুদ্ধি হত, আমায় বরিলে হে॥
আমি অতি নরাধম, এ গুরুভারে অক্ষম,
চিরকাল নরোত্তম, জানিতেত মনে হে।
তথাপি সহসা কেন, মম মুখে শুনি হেন,
মেঘনাদে দগ্ধ যেন, হরবে ডুবিলে হে॥
একি তব নিলে চিত, পার্থবীর. কুন্তীসুত,
কি জাগ্রত কি নিদ্রিত, মম হস্তে মরিবে।
তাই বটে ছিল সাধ, বিধাতা সাধিল বাদ,
তাহলে যে যশোনাদ, দশ দিক্ পুরিবে॥
যার সখা নারায়ণ, অচিন্ত্য ভূতভাবন,
সে কি ক্ষিতীশ কখন,নীচ হস্তে মরে হে।
কুরু সেনা বারি নিধি,মথিয়া পেলেরে নিধি,
তাহলে যে নিরবধি, কীর্ত্তি ক্ষত রবে হে॥
বৃথা ধরি বীরনাম, অহঙ্কার করিলাম,
বীরশিশু নাশিলাম,নৃশংস নির্ল্লজ্জ গো।
আমায় ধরিয়া ধরা, হলে বীর রত্ন হারা,
কাঙ্গালিনী হৃত সারা,ভাবি কায় কাঁপেগো॥
অভাগিনী যাজ্ঞসেনী, পাণ্ডব মনোমোহিনী,
আর কত ঘুমাও ধনী, দেখ দেখ চাহিয়ে।
অশ্বত্থামা পাপমতি, কি তব করেছে গতি,
জনমের মত সতি, নিল সুখ হরিয়ে॥
এই যে শারদ শশি, পুলকে চুম্বিলে হাসি,
জাননা যে নিদ্রা আসি,হেন বাদ সাধিবে।
আহা সে আনন্দকর, জননী জীবনধর,
রম্য মূর্ত্তি, ক্ষণপর জনমে না দেখিবে॥
আগে যদি হতো জ্ঞান, লইতাম তব প্রাণ,
হতো দুঃখ অবসান, দূরে যেতো যন্ত্রণা!
নিদ্রিত কোলের ছেলে,যে নাশিল অবহেলে
রমণী বধিতে হলে, সে কি করে ভাবনা।
অই যে উদিত রবি, ক্রোধে যেন রক্ত ছবি,
অশ্বত্থামা কোথা যাবি,কোথায় লুকাবি রে।
এখন বিলম্ব কেন, নির্দ্দোষী নির্ভীক যেন,
ভেবনা ভেবনা পুন, এ মুখ দেখাবি রে।

# গ্রীস দেশের ইতিহাস

## পঞ্চম অধ্যায়।

### জারেকসিসের সমর সজ্জা।

মারেথন ক্ষেত্রে পরাভবে রাজা ডেরায়স অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বার গ্রীস আক্রমণের অভিলাস করিলেন। কিন্তু তাহার সে অভিলাস সম্পূর্ণ হইল না। ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া যে সমস্ত সমরোপযোগী দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছিল সে সমস্তই পড়িয়া থাকিল, তিনি মিসরের রাজবিদ্রহ শান্তির নিমিত্ত যাত্রা করিয়া তথায় মানবলীলা সংবরণ করিলেন; অনন্তর মহা বীর সাইরসের দুহিতা আছোটর গর্ভ সম্ভূত তদীয় পুত্র জারোক্সিস রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। জারেক্সিসের চিত্তে আদৌ গ্রীসআক্রমণের কোন বাসনাই ছিল না। শুদ্ধ তাঁহার পরমাত্মীয় মার্জেনিয়স্ তাঁহাকে গ্রীস আক্রমণের পরামর্শ দিয়া এই বলিয়া বুঝায় যে তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রীস আক্রমণ করুন অনায়াসেই জয়লাভ হইবে। যদি গ্রীস জয় হইল তবে উত্তর কালে সমস্ত ইয়ুরোপ জয়েরও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিবে। জারেক্সিস মার্জেনিয়সের এইরূপ প্রলোভন বাক্যে সম্মত হইয়া নিজ পিতৃব্য সুবিজ্ঞ আর্টাবেনস্কে উক্ত বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বারবার নিষেধ করিয়া কহিলেন যাহাতে বিপদ ক্ষতি এবং লোকের অবজ্ঞা বৈ আর কিছুই হইবে না, এরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া কদাচ পরামর্শ সিদ্ধ নহে; অতএব ক্ষান্ত হউন।" জারেক্সিস নাকি মার্জেনিয়সের প্রলোভন বাক্যে বিমোহিত হইয়া আছেন এজন্য তিনি পিতৃব্য বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বয়ং যাইয়া গ্রীস আক্রমণের বাসনা করিলেন এবং যুদ্ধযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর সমস্ত পারসীক সাম্রাজ্যে যুদ্ধ

যাত্রার অনুষ্ঠানে অবিরত ব্যাপৃত থাকিয়া পোত-নির্ম্মাণ খাদ্যাহরণ এবং সংগ্রামোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিলে সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশ হইতে সৈন্য আসিয়া আসিয়া মাইনরের বিস্তৃত ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হইল। পরে জারেক্‌সিস স্বয়ং সেনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুসা হইতে যাত্রা করিলেন। হেলেস্পন্ট যাত্রা কালে লীডিয়ার অধিবাসী পীথিরাজ নামক এক জন ধনাঢ্য সবিশেষ অনুরোধ করাতে জারেক্‌সিস সসৈন্যে তদীয় ভবনে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অশেষবিধ আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করেন। পীথিরাজ আপনার সমস্ত সম্পত্তি সম্রাটকে সেই সময়ে দিবার প্রস্তাব করিল; সম্রাট তাহা অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় ধনাগার হইতে বিত্ত আনাইয়া পীথিরাজকে প্রদান পূর্ব্বক সার্ডীসে গমন করিলেন। এবং তথায় তাঁহার সমস্ত শীত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্পার্টা ও আথেন্‌স্ ভিন্ন গ্রীসের সমস্ত প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়া এই বলিয়া পাঠান যে "তোমরা আমাকে ভূমি ও জল* প্রদান কর এবং আমার নিমিত্ত খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া রাখ।"

তিনি সার্ডীসে অবস্থিতি কালে মিসর এবং কিলিসিয়ার প্রজাবর্গকে হেলেস্পন্টের উপর এক নৌসেতু নির্ম্মাণের আদেশ করিয়াছিলেন। এজন্য তাহারা তথায় একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ছিল। দৈবাৎ বাটিকা উত্থিত হইয়া সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহারা সেই সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর করিল। সম্রাট দৈবকৃত এই অনিষ্ট শ্রবণ মাত্র ক্রোধে অধীর হইলেন। এবং যাহারা সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাদের শিরশ্ছেদন আদেশ করিলেন। আর হেলেস্পন্ট সাগর যে তাহার অনিষ্ট করিয়াছে তাহার শাস্তি স্বরূপ তিন শত বেত্রাঘাত হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। পরে পুনর্ব্বার সেতু নির্ম্মাণের আদেশ করিলে দৃঢ়রূপে ঐ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল।

* রাজা জল স্থলময় সমস্ত প্রদেশের অধিপতি ইহা জানাইবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে তাবৎ প্রজাকে আদেশ করা হইত যে তাহারা ভূমি ও বারি প্রদান করে।

---

## দুরাশা

আহা কিবা মনোহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ঐ সব নবীন উদ্যান।
বিহঙ্গম গণে মেলি, কত মত করে কেলি,
মন সুখে করিতেছে গান। ১

প্রস্ফুটিত পুষ্পচয়, চতুর্দ্দিক শোভাময়,
মন্দ বহে মলয় পবন।
তাহে উচ্চ গিরিবর, যেন নব জলধর,
হেরিয়া পফুল্ল হয় মন। ২

না করি মনে বিচার, সুখ লাভ করি সার,
সঙ্গে লয়ে আশা মহা বলে,
হইলাম অগ্রসর, দেখিবারে সে ভূধর,
বিরাজিত আছে যেই স্থলে। ৩

কিন্তু কে জানিত হায়, মৃগ তৃষিকার প্রায়
আমারে করিবে সে ছলনা;
মোহিনীর রূপ ধরি, হৃদয়ে সরল করি,
পথিকেরে দিবে হে যাতনা! ৪

আগে নাহি ভাবি মনে, ভুজঙ্গের বাসস্থানে
আইলাম মণি অন্বেষণে;
না করিনু মনে হায়, মায়া মৃগ ছলনায়,
কি দুর্দ্দশা শ্রীরামের বনে। ৫

হেরিয়া দুর্গম পথ, না পুরিবে মনোরথ,
ভাবি, আশা করি বিসর্জ্জন;
তথাপি মনন হয়, অন্বেষিব পুনরায়,
যদি কোন হয় সুঘটন॥ ৬

হায় কি মনোবিকার, ভাবি সুখ করে সার
বর্ত্তমানে নাহিক সন্তোষ॥
ধিক্‌রে মানব তোর; একি দেখি ভ্রম ঘোর
কেবল আশায় পরিতোষ॥ ৭



কথা সে শৈশব কাল, সুখের শৈশবকাল,
নাহি ছিল দুরাশা এমন;
ক্রীড়া বশে ছিনু মত্ত, বিষয় বিষের তত্ত্ব,
ঘটিবে কে জানিত তখন। ৮

যে মার কোলে বসি, হেরিয়া গগণ শশী,
সুধাতাম প্রফুল্ল হইয়া;
নিকটে দেখিলে পাখি, মনে মনে কত সুখি,
যাইতাম ধরিতে ছুটিয়া। ৯

ক্ষুধায় কাতর হলে, জননী করিয়া কোলে,
খাওয়াইয়া দিতেন তখনি,
কে জানিত বল, পরে, এ পোড়া জঠর তরে
ভ্রমিবারে হইবে ধরণী। ১০

এবে সে গগণ শশী, নক্ষত্র মণ্ডলে পসি,
কিবা শোভা করিছে ধারণ;
বিহঙ্গম গণ যত, বৃক্ষ ডালে অবিরত,
সুমধুর স্বরে করে গান। ১১

এখনও সে বসুমতি, ধরিয়া নব প্রকৃতি,
মানবের সুখের কারণ,
সাজি নানা আভরণে, বিরাজিত কত স্থানে
প্রতি দিন করি দরশন। ১২

কিন্তু কিছুতেই হায়, মানস নাহিক ধায়,
ভাবী সুখ করে আকিঞ্চন;
কিসে হবে ধন জন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
কোন মতে না মানে বারণ। ১৩

আহা কি ধন প্রয়াস, ছাড়িয়া জীবন আশ,
বিশাল জলধি সীমা তরি,
বাতাঘাতে অবিরত, স্খলিত পত্রের মত,
ভ্রমে দেখ দিবস সর্ব্বরী। ১৪

এড়াইয়া নানা স্থান, কত শত অকল্যাণ,
না পূরিল মন অভিলাষ;
তাতেও নাহিক ভ্রান্তি, হায় কি মনের ভ্রান্তি,
ধন লোভে করে সর্ব্বনাশ॥ ১৫

হেথা তাঁর প্রিয় সতী, বিদেশে গিয়েছে পতি
দিবা নিশি করিয়ে ভাবনা,
ক্রমে ক্রমে তনু ক্ষীণ, সুবর্ণ বর্ণ মলিন,
ম্রিয়মানা বিরস বদনা। ১৬

কোন সুখ নাহি মনে, শোক অশ্রু ক্ষণে২,
পূর্ণ করে যুগল নয়ন;
এড়াইতে লোক লাজ, সাধিতে মুগ্ধায় কাজ
পুনঃ অশ্রু করে সম্বরণ। ১৭

দ্বিগুণ তাহে কেবল, জ্বলে উঠে শোকানল,
শূল হেন বাজয়ে অন্তরে;
সহিতে না পারে আর, শূন্য হেরি ত্রিসংসার
অচেতনা পড়ে ক্ষিতি পরে। ১৮

ধৈরজ না ধরে হিয়া, তথাপিও প্রকাশিয়া,
নাহি বলে মনের বেদন;
মনের আগুণ হায়, মনেতে মিলায়ে যায়,
পোড়াইয়া সোণার বরণ॥ ১৯

ভাবিতে সে প্রাণনাথে, অমনি তাহার সাথে
অমঙ্গল চিন্তার উদয়;
দ্বিগুণ হইয়া পুনঃ, জ্বলে উঠে সে আগুণ,
দগ্ধ করে সরল হৃদয়। ২০

তম নাশি সে সময়, আশা সূর্য্যের উদয়,
রমণীর মানস আকাশে,
নাহি মাত্র দুঃখ লেশ, হৃদয় মাঝারে শেষ,
সুখ কমলিনী পরকাশে। ২১

আসিবেন প্রাণেশ্বর, বসাইব হৃদিপর,
মন ক্লেশ জানাইব তাঁরে;
কপোত মিথুন প্রায়, হয়ে রব দুজনায়,
ভৎর্সিব বিরহ দুরাচারে। ২২

ধন্য ধন্য আশা তোর, ধন্য সে কুহক ঘোর,
যে বলে নাশিলি দুঃখ রাশি;
ধুলায় ধূষর কায়, এখনি হেরিনু যায়,
এবে কেন সেই সে রূপসী; ২৩

প্রফুল্লিত কলেবরে, হাস্য-পূর্ণ ওষ্ঠাধরে,
পালঙ্কের উপরে বসিয়া;
ত্যাগিয়া শোকতাপ, অশুভ চিন্তাকলাপ,
প্রাণ নাথে মানসে রাখিয়া। ২৪

ওরেরে দারুণ আশা, একিরে কর তামাসা,
মিছে কেন করিছ ছলনা;
আর কি সে প্রাণধনে, হেরিয়া সতী নয়নে,
পুরাইবে মনের কামনা॥ ২৫

উঃ কিবা ভয়ঙ্কর, ওই অসীম প্রান্তর,
নিস্তব্ধ নিশীথ প্রায় হেরি ;
হেথা হোথা বৃক্ষচয়, শোকাকুলা বালা প্রায়
দাঁড়াইয়া আছে সারি সারি ॥ ২৬

না শুনি বিহঙ্গ রব, ঝাঁ ঝাঁ শব্দে পূর্ণ সব,
তাহে খরতর রবিকর ;
ধরা পৃষ্ঠ অসমান, অতি উচ্চ কোন স্থান,
বোধ হয় যেন গিরিবর ॥ ২৭

নিম্ন ভাবে পুনরায়, তটিনীর গর্ভ প্রায়,
অন্য দিকে পড়েছে হেলিয়া ;
মৃত দেহ স্থানে স্থানে, শকুনি গৃধিনীগণে,
খাইতেছে সকলে ঘেরিয়া। ২৮

হেরিলে সে শব রাশি, অমনি সন্তোষ নাশি,
কত ভাবোদয় হয় মনে ;
মানবের কীর্ত্তি যত, ক্রমে আসি সমাগত,
হৃদয় মাঝারে সেই ক্ষণে ॥ ২৯

যে মানব এ সংসারে, আপন জাতীর তরে,
অনাসে করিছে প্রাণ দান ;
অন্ন দানে অবিরত, তুষিছে দরিদ্র যত,
অন্যে ভাবে আপন সমান ॥ ৩০

এবে সে দুরাশা হায়, উত্তেজিত করে তায়,
ধরাইয়া পিসাচের বেশ ;
মান গর্ব্বে নাচাইয়া, নর রক্ত ছড়াইয়া,
কলঙ্কিত করিতেছে দেশ। ৩১

কোথা সে স্বর্গীয় রূপ, আর না দেখি সেরূপ
দয়া পূর্ণ প্রফুল্ল আনন ;
কোথা করুণা আবাস, সেই সুমধুর ভাষ,
মন দুঃখ মোচন কারণ ॥ ৩২

কোথা সে দীন আশ্রয়, ধনপূর্ণ হস্তদ্বয়,
প্রসারিত দরিদ্রতা নাশে ;
কোথায় মঙ্গলকর, সুখময় সে অন্তর,
কৃপা রূপ জ্যোতি পরকাশে ॥ ৩৩

এবে দেখি ভয়ঙ্কর, জিনি শত দিনকর,
প্রচণ্ড সে মূর্ত্তি বিপরিত ;
রক্ত আঁখি ঘুরে ভালে, যেমন বারষা কালে,
ঘন জালে সঘনে তড়িৎ ॥ ৩৪

কোপস্ফীত কলেবর, ক্ষণে কাঁপে ওষ্ঠাধর,
বিক্ নিক্ অস্ত্র করে করে ;
অগ্নিশিখা বহে শ্বাসে, জড়তা প্রকাশে ভাষে
ভাবি আশা বিরাজে অন্তরে। ৩৫

পূর্ব্বে এই বাহুদ্বয়, মানবে দিবে আশ্রয়,
অনুক্ষণ করিত যতন ;
এবে ধরি তীক্ষ্ণ অশি, সে মানব হৃদয় পসি,
করিতেছে জীবন হরণ ॥ ৩৬

পূর্ব্বে হায় যে অন্তর, স্বজাতী মঙ্গলকর,
বাসনায় থাকিত পূরিত ;
ফবে দেখি অন্য মত, কুপ্রবৃত্তি শত শত,
অবিরত করে উত্তেজিত ॥ ৩৭

আহা কি বিষম ভুল, ত্যজিয়া বকুল ফুল,
সিমুলেতে করে আকিঞ্চন ;
ত্যজি দিব্য আভরণে, সুবাস সার চন্দনে,
দেহে পঙ্ক করয়ে লেপন। ৩৮

ত্যজিয়া নির্ম্মল যশ, হয়ে সুরাশার বশ,
কলুষিত যশেতে বাসনা ;
ওরেরে নির্ব্বোধ নর, না ভাবিয়া পূর্ব্বাপর,
আপনারে করিছ বঞ্চনা। ৩৯

দেখরে তোমার তরে, কাঁদিতেছে ঘরে ঘরে,
যতেক অবলা কুলনারী ;
পিতৃহীন শিশুগণ, ভূতলে করি শয়ন,
রোদন করিছে সারি সারি। ৪০

বলরে নির্দ্দয় লোক, কারনা উপজে শোক,
হেরে ইহাদের এই দশা ?
তথাপি না হয় জ্ঞান, ধিক্‌রে পাষাণ প্রাণ,
ধিক্ ধিক্ ধিক্‌রে দুরাশা। ৪১

## সভ্যতা ও সমাজ সংস্কার

এক্ষণে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে এই সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য বিবিধ সুখদ পদার্থে পরিপূরিত হইয়া আপামর সাধারণের অশেষ প্রকার সুখ বর্দ্ধন করিতেছে ; এবং সকল সুখের রূপ যে বিদ্যা



বুদ্ধি তাহারও অধিক পরিমাণে অনুশীলন হওয়াতে অনেকেই উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতাদৃশ সুখ সময়েতে দুইটি বিষম ব্যাধি উৎপাদিত হইয়া সর্ব্বক্ষণই সকল প্রাণীর বহুল প্রকার অনিষ্ঠ সাধন করিতেছে। প্রাণীগণ দীপ শিখা প্রিয় শলভ রাজির ন্যায় ভ্রমান্ধ হইয়া পরম হর্ষে সেই সর্ব্বভূত বিনাশকারী বিষম অরি যুগলকে কোল দান করত ভস্মীভূত হইতেছে। সেই ব্যাধিদ্বয়ের সাধারণ নাম বারুণী ও বারবিলাসিনী। উহারা চুম্বুক লোহের গুণ সম্পন্ন ; কিন্তু চুম্বুক লৌহ হইতে উহাদের আর একটী অসাধারণ গুণ যে উভয়েই উভয়কে আকর্ষণ করিতে পারে। ইহারা সাধারণ ব্যাধির ন্যায় উগ্র স্বভাব বা আক্রমণ মাত্রেই পীড়া প্রায় নহে। উহারা আমেরিকা বাসী, শোণিতাশী, সুচতুর বাদুড় সকলের ন্যায় সংসার-কানন-পর্য্যটক সন্তপ্ত পান্থবৃন্দের সুখ সুপ্তি হেতুক সর্ব্বাগ্রে শনৈঃ শনৈঃ পক্ষ সঞ্চালন করিয়া সুশীতল বায়ু প্রদান করত নিজ অভিলাষ পূর্ণ করে। অবিজ্ঞ পান্থ তাহার কিছুই তদন্ত জানিতে পারে না, এবং সেই সুপ্তিতেই মহাসুপ্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সামান্য পান্থ বর্গের এতাদৃশ দশা অতি বিরল ঘটিয়া থাকে, এবং সংসারারণ্য পর্য্যটকদিগকে সততই বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। ইহারা গম্য মার্গের ভয়ঙ্কর ভাব অগ্রে না জানিয়াই জীবন রূপ অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন করে ; সর্ব্বদা সর্ব্বত্রেই এই মর্ম্মনিষ্ঠকর ব্যাপার দর্শন করিয়াও সেই ধন-প্রাণ-নিধনকারী বিষম অরিকে আপনা আপনিই আহ্বান করত বিনষ্ট হইতে ক্ষান্ত হয়েন না। উহা প্রথমতঃ ইহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ আমোদপ্রদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে যে কি ফল ফলিবে তাহার বিষয় একবারও ভ্রমেও ভাবেনা ; এবং এই ব্যাধিতে যে কত স্থলে কত লোকের দুর্দ্দশা করিতেছে তাহার দিকে একবার দৃক্‌পাতও করেন না। আহা! এই ব্যাধির করাল করে পতিত হইয়া যে কত স্থলে কত লোকের কতই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহা স্মরণ করিলে লেখনী অচল, মন চঞ্চল ও শরীর দুর্ব্বল হয়। ইহাদের এমনি গুণ যে যখন যাহাকে ধরেন, তাহাকে একেবারে খুন্ না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না। ইঁহাদের করে পতিত হইয়া কত শত ধনেশ সদৃশ অতুল ধনশালী ব্যক্তিও সর্ব্বস্বান্ত হওত বিষম দৈন্য প্রাপ্ত হইয়া জন সমাজে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইয়াছেন, এবং পরিশেষে আত্মবিনাশ রূপ মহা পাপে পতিত হইয়া নির্ম্মল কুল দূষিত করিয়াছেন! কত স্থলে কত শত সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি এই সর্ব্বভূত-গ্রাসী রাক্ষসীদের হস্তে পতিত হইয়া নিতান্ত ঘৃণিত কর্ম্মে রত হন, আত্ম নাম কলুষিত করেন! কত স্থলে কত কত রতিপতি বিনিন্দিত সুকোমল কান্তি সুপুরুষ এই পৌরুষনাশিনী পিশাচিনীদের কুহকে ভ্রান্ত হইয়া অতুল সৌন্দর্য্য নাশ ও হস্ত পদাদি ভ্রংশ হইয়া যাবজ্জীবন অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছেন! কত স্থলেই বা ইহাদের প্রতাপে ভীষণ হত্যাকাণ্ড উদ্ভাবিত হইয়া কত শত প্রাণীর প্রাণ নষ্ট করিয়া ভূতধাত্রী ধরণী ধনীকে অপবিত্র করিতেছে! কত স্থলে ইহাদের বলে কত শত চৌর ও প্রতারক বৃদ্ধি পাইতেছে! কত স্থলেই যে ইহাদের অত্যাচারে কত শত জনক জননীর অশ্রুবারি ধারাবাহিত রূপে পতিত হইয়া ধরণীকে অভিষিক্ত করিতেছে! কত স্থলেই বা কত শত সুশীলা সুন্দরী শান্ত প্রকৃতি সাধ্বীর নবকুসুম সদৃশ সুকোমল হৃদয় চিন্তানলে দগ্ধীভূত হইতেছে কত স্থলেই বা কত শত সুকুমারমতি কুমার বর্গ অর্থাভাবে অমূল্য বিদ্যাধনে বঞ্চিত হওত মূর্খতা রূপ চিরকণ্টকে পতিত হইয়া জননীর বক্ষঃ শেল রূপে প্রতীয়মান হইতেছে! কত স্থলে বা কত সুকুমারী কুমারী পিতৃসত্তেও পিতৃহীনার ন্যায় অতীব অযোগ্য পাত্রে পতিত হইয়া জীবিত মৃতের

ন্যায় কাল যাপন করিতেছে! এবং কত স্থলেই যে মদোন্মত্ত দুর্জ্জন মাতঙ্গ হস্তে পতিত কত শত অবলা কুলবালার জীবন সর্ব্বস্ব রূপ কুলধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে! এই সকল স্মরণ করিলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, অঙ্গ অবসন্ন ও হৃদয় বিদীর্ণ হয়!

হা দেশ! এই কি তোমার উন্নতাবস্থা? এই কি তোমার গৌরব চিহ্ন? এই কি তোমার সভ্যতা পদ? এই কি তোমার সমাজ সংস্কার? ইহার দ্বারাই কি তুমি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইবে? ইহা দ্বারাই কি তোমার সকল দুঃখ মোচন হইবে? ইহা দ্বারাই কি তোমার অতীতাবস্থা পুনরুদ্দীপিত হইয়া মহৎ সম্মান রক্ষা করিবে? হা ভ্রম! তার কত দিন সভ্যাভিমানী ভব্য বৃন্দের হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া রহিবে? আমরা দন্তে তৃণ ধারণ করত ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ অধিকার পরিবর্জ্জন করত নিরুদ্দেশ হও। দুর্ব্বল ভারত সন্তানদিগের প্রতি তোমার আর এতাদৃশ বল প্রকাশ করা উচিত হয় না। ইহাদিগের তুল সদৃশ লঘুতর অন্তরে অধিবাস করা কখনই সংগত নহে। তুমি আর পবন-রূপী বহু-রূপী সাজিয়া নিজ গতি মার্গে ইহাদিগকে সদম্ভে আকর্ষণ করিও না। ত্বরায় বিদায় গ্রহণ কর আর বিলম্ব করিও না।

বারুণী বিদায়।

হে দেবি! তুমি সত্যযুগে সুরাসুর মথিত ক্ষীর সাগর হইতে সমুত্থিত হইয়া দেবতা গণকে সুরত্বপদ প্রদান করিয়াছ। ত্রেতা যুগে বৃহস্পতি পুত্র কচের সহিত মিলিত হইয়া অসুর গুরু শুক্রাচার্য্যের উদরে প্রবেশ করত আত্ম মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছ। এবং দ্বাপর পরিশিষ্ট সময়ে অসীম দর্পকারী পরস্বাপহারী যাদব বৃন্দের প্রবল দর্পচূর্ণ করিয়া ধরণীকে সুস্থির করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আবার তোমারই ভারে আক্রান্ত হওত তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চঞ্চল হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন। তুমি এই বেলা আলোয় আলোয় নিজ পিতৃ আলয়ে প্রবেশ কর। হে দেবি! তুমি এক্ষণে প্রায় সর্ব্ব জীবের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছ। জীবগণ অনন্যমনা হইয়া সতত তোমারই সেবায় রত রহিয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে সেই পাষণ্ডদিগের দ্বারা তোমার কীদৃশ দুর্দ্দশা উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহা তুমি অবোধ তন্তু কীটের ন্যায় আত্মসূত্রে বদ্ধ প্রযুক্ত অজ্ঞাত রহিয়াছ। হে দেবি! এই অজ্ঞান পামরেরা তোমার পবিত্র ভাব না জানিয়া তোমার সহিত কত শত সুপ্রসস্ত পয়ঃপ্রণালীতে পতিত হইয়া হাড়ীর সহিত হাড়ী হইতেছে। কখন বা রাজপথে জনতা করিয়া প্রহরীর অসীম প্রহার সহ্য করিতেছে, কখন বা নিজ কর্ম্মের পুরস্কারার্থে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেছে। এবং কখন বা লোক সকলকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করণাশয়ে সুচিত্র দোলায় আরোহণ করত দোলা খাইতেছে। কেহ বা যবনান্ন ভোজন করিয়া তোমার পূর্ব্ব নামের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। তুমি এই বেলা আলোয় আলোয় প্রস্থান কর আর বিলম্ব করিও না।

হে বারুণি! তুমি বীর ভোগ্যা, বীরাধ্যা, তোমাকে একবার মাত্র সেবন করিয়া কত সহস্র সহস্র বীর পুরুষ অনুপমেয় বীর্য্য প্রকাশ করত ভূতধাত্রীকে বিপদ শূন্য করিয়া তোমার উচ্চ গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষগণ অহরহঃ আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিয়াও একটি মক্ষিকা বিনাশ করিতেও শক্ত নহেন। অতএব হে দেবি! তোমার আর ইহাদিগের সহবাস কখনই শোভা পায় না, তুমি ত্বরায় প্রস্থান কর আর বিলম্ব করিওনা॥

হে দেবি! তুমি সুগভীর প্রকৃতি বরুণ রাজের অঙ্গজা হইয়াও কি প্রকারে এতাদৃশ গর্হিত কর্ম্ম সকল সম্পাদনে প্রবৃত্ত



হইতেছ। তুমি কখন বা বেদিয়াদের পোষিত বানরীর ন্যায় প্রভুর সঙ্গে হাটে মাঠে অনায়াসে নৃত্য করিয়া লোক সকলকে মোহিত করিতেছ, এবং অতি কদর্য্য বারাঙ্গনা-আবাসও তোমার প্রিয় আবাস হইয়াছে। পূর্ব্বে তুমি দেবরক্ষিত ও অমৃত নামে খ্যাত হইয়াছিলে, কিন্তু সঙ্গদোষে দূষিত হইয়া এক্ষণে তোমার পূর্ব্ব অভিধানের আদ্য বর্ণটী বিলুপ্ত হইয়া অনেক বিধায়ে অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। তুমি ত্বরায় বিদায় গ্রহণ কর আর বিলম্ব সহেনা॥

একি হলো ঘোর দায়,
একি হলো ঘোর দায়,
কোথায় পালাব ছুটি মদের জ্বালায়॥
মদে না পারে কি কাজ!
মদে না পারে কি কাজ!
বিচারিয়ে দেখ মনে বিজ্ঞের সমাজ॥
মদে মাতি কত জন,
মদে মাতি কত জন,
নির্দোষা যোষারে ধরি করেছে নিধন॥
উহু কি দারুণ দায়,
উহু কি দারুণ দায়,
মজিল ডুবিল দেশ মদের জ্বালায়॥
ফিরে যে দিকে নয়ন,
ফিরে যে দিকে নয়ন,
সেই দিকে দেখি মাত্র অঘট ঘটন॥
কোথা ইহার কারণ,
কোথা ইহার কারণ,
ঘটিতেছে একেবারে অকাল মরণ॥

হে দেবি! তুমি এক্ষণে সর্ব্ববিধায়েই লোক সকলের স্বাধীনতা একেবারে হরণ করিয়াছ। তুমি যে দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছ, তাহারা সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে! তুমি এক্ষণে এতদ্দেশীয়দিগের সভ্যতার সোপান ও সুখের নিদান রূপে বিরাজ করিতেছ। তোমাকে অন্তরে রাখিলে শোক দুঃখ কিছুরই অধিকার থাকে না। সেই কারণেই রাজা প্রজাবৃন্দের সুখ সাধনোদ্দেশে দেশে দেশে যাহাতে তোমার ক্ষমতা বজায় থাকে তার উপায় করিতেছেন। তুমি তাঁহার রাজশ্রীরূপে সততই ভাণ্ডার পরিপূরিত করিতেছ।

আবগারি ধনে সদা, পূরিছ ভাণ্ডার,
রাজলক্ষ্মী তুমি ধনে হয়েছ রাজার।
ধরিতে বাঁধিতে সদা তোমার সেবক,
পথে পথে কত তিনি দিয়াছেন লোক;
তব উপার্জ্জিত ধন আদায় কারণ,
হইয়াছে কত ঠাঁই আফিস স্থাপন।
তোমার কারণে কর দুকরে আদায়,
তোমায় কেমনে তিনি দিবেন বিদায়।
পোড়া লোক বোঝে নাকো মরে বকে২,
ইচ্ছা করে শলা দিই তাহাদের চোকে॥
দেখে তবু বোঝে নাকো, ভাবে মনে মনে,
সবে মিলে চেঁচাইব রাজার সদনে।
চিৎকারেতে কানে তালা লাগিবে যখন,
তখন প্রজার দুঃখ হবে বিমোচন।
আরেরে নির্ব্বোধগণ না জানিয়ে সার,
কেন মিছা দিবা নিশি করিস চিৎকার!
উপার্জ্জনে বাধা দিলে সতত রাজার,
এ দেশেতে বাস করা হইবে যে ভার।
এই ভাবি আমি তাই বুঝিয়াছি সার,
কর যোড় করি স্তব করিব সুরার।

সুরা দেবীর স্তব।

দেবি! করি যোড় কর,
দেবি! করি যোড় কর,
তোমার চরণে কিছু মাগি লই বর।
তুমি হায় কৃপাবতী,
তুমি হায় কৃপাবতী,
সুখেতে করগে গিয়া পাতালে বসতি।
গেলে সে অনন্ত ধাম,
গেলে সে অনন্ত ধাম,
চরাচরে ঘুষিবেক তোমার সুনাম।
দেখ নামের কারণ,
দেখ নামের কারণ,
কত জন করিতেছে কত আচরণ।

যদি কর এই কাজ,
যদি কর এই কাজ,
ঘুষিবে পাইবে যশ বিজ্ঞের সমাজ।
যশ অমূল্য রতন,
যশ অমূল্য রতন,
সে ধনে পাইতে কর কিছু আয়োজন।
ছাড় ভারতের বাস,
ছাড় ভারতের বাস,
সুখরাজ্যে কর গিয়া সুখ সহ বাস॥

শ্রীমতী কৈলাস বাসিনী দেবী।

---

# ধর্ম্মাচার্য্য

গত প্রকাশিতের পর।

অলিবিয়া থরন্‌হিলের বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া এতদূর ম্রিয়মানা ও নিরাশা হইয়া উঠিলেন, যে তদ্দৃষ্টে কাতর হইয়া আমি আর অধিক কহিতে পারিলাম না। আমি তাহার বিষাদ নিরাকরণ করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইব না বলিয়া প্রণয়িনীকে তৎ কার্য্যের ভারার্পণ করিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ কন্যাও জননীর সান্ত্বনাবাক্যে অনতি বিলম্বে প্রকৃতিস্থা হইয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু ইহা আমার বুঝিবার ভ্রম মাত্র; দুঃখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে লোকে অগত্যা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৌখিক হাস্য কৌতুকে রত হয়; ফলতঃ মনের দুঃখ মনেই জাগরূক থাকে। অলিবিয়ারও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। সে যাহাহউক দুহিতার প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়া পরিজনগণ পরমাপ্যায়িত হইলেন, ও তৎ সহযোগে পূর্ব্ববৎ হাস্য কৌতুক ও ক্রীড়া প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতে লাগিলেন॥

---

## চতুর্বিংশ অধ্যায়।

### পুনর্ব্বার দুর্দ্দৈব ঘটনা।

পর দিন প্রভাতে সপরিবারে গৃহের পশ্চাদ্‌বর্ত্তি রমণীয় উপবনে বসিয়া প্রাতরাশে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমরা অতি সুচ্ছায় স্থানে উপবেশন করিয়াছিলাম; মন্দ মন্দ সমীরণে গাত্র জুড়াইতেছিল; এবং শাখীর শাখা পল্লব অল্পে অল্পে সঞ্চালিত হইয়া একপ্রকার শ্রুতি সুখকর শব্দ করিতেছিল। আমি এই সময়ে আমার কনিষ্ঠা কন্যা সোফিয়াকে একটি গান করিতে অনুরোধ করায় তনয়া সুললিত স্বরে একটি মধুর সংগীত করিয়া আমোদিত করিলেন। এই উপবনে দুরাত্মা থরন্‌হিলের সহিত অলিবিয়ার প্রথম প্রণয় ঘটে; সুতরাং অত্রত্য যাবতীয় প্রমোদকর পদার্থ দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতি পথে উদিত হওয়াতে কন্যার বিষাদ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এক সময়ে যে সকল প্রমোদকর পদার্থ দর্শনে ও তালমান বাদ্য শ্রবণে সুখোদয় হইয়াছে, যদি তাহার পর বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রিয় বিরহ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ তদ্দারা বিষাদ জন্মে, তবে সেই বিষাদ শরীর শোষক হয় না; বরং পূর্ব্বের সুখ বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া মনের তুষ্টি সাধন করে। এই বিবেচনায় আমার প্রণয়িনী জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কহিলেন, "বৎস, আমরা বহু দিবস তোমার মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি নাই, এখন একটী গান করিয়া আমাদের সেই ক্ষোভ নিবারণ কর।" ইহা শুনিয়া অলিবিয়া এমন একটী মধুর সংগীত করিলেন, যে তচ্ছ্রবণে আমরা বিমোহিত ও ব্যথিত হইলাম।

গীত।

শঠেরে সরল জ্ঞানে সমর্পিয়া দেহ মন।
যে অবলা হইয়াছে কলঙ্ক হৃদে মগন॥
প্রবল সন্তাপ তায়, দংশে বিষধর প্রায়,



সে জ্বালা কি সান্ত্বনায়, কভু হয় নিবারণ,
দিবা নিশি অভাগিনী পোড়ে চিন্তানলে,
তাহারে তুষিয়া রাখে কে আছে ভূতলে।
কালিম কলঙ্ক তার, লোকলজ্জা ভয় আর,
মৃত্যু বিনা সাধ্য কার, করিতে অপনয়ন॥

দুহিতা এই গীতের শেষ অন্তরা গাইতেছেন, এমন সময়ে আমরা দেখিতে পাইলাম, থরন্‌হিল যানারোহণে কিঞ্চিদ্দূর আসিতেছেন, ইহা দেখিয়া অলিবিয়ার সাতিশয় উৎকণ্ঠা জন্মিল; তিনি ঐ প্রতারকের মুখ দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া সোফিয়ার সহিত তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণ কাল মধ্যে থরন্‌হিল শকট হইতে অবরোহণ করিয়া আমাদের নিকট উপনীত হইলেন; এবং পূর্ব্ববৎ সৌহার্দ্দ ভাবে অকুতোভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনকার মঙ্গল ত?" আমি এই প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, "ওহে থরন্‌হিল, তোমার গুণাগুণ সকলই জানা গিয়াছে, আর বন্ধুর ভান করিয়া কথা কহিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আমি সবল থাকিলে তোমার উচিত প্রতিফল দিতাম সন্দেহ নাই; কিন্তু বার্দ্ধক্য প্রভাবে আমার বলের ও ক্রোধের অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; বিশেষতঃ শত্রুকে ক্ষমা করা আমার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্ত তুমি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলে।" ইহা শুনিয়া থরন্‌হিল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "ও মহাশয়, আপনি অকারণে আমাকে এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন কেন? আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না;—আমি কয়েক দিন আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া নির্দ্দোষ আমোদ প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি বটে; আপনি কি তাহা দুষ্কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিয়া মৎপ্রতি কোপাসক্ত হইয়া আছেন?" আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুক্তি করিলাম, "ও হে থরন্‌হিল, তোমার কথায় আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া যাইতেছে; আর বাগাড়ম্বর করিয়া আপনার নীচতা প্রকাশ করিওনা। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি কি পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্ততা ও নীচাশয়তা প্রকাশ করিয়াছ! ক্ষণমাত্র অতি অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করিয়া এক সরল স্বভাব অবলাকে জন্মাবচ্ছিন্ন বিষাদিনী ও কলঙ্কিনী করিয়াছ; এবং যে বংশে পুরুষ পরম্পরায় অখ্যাতি স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই নির্ম্মল ও তেজস্বি বংশকে একেবারে কলুষিত ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছ; তোমার এই দারুণ পাপের কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত হইবে বলিতে পারি না।" থরন্‌হিল কহিলেন, "যদি তোমরা অকারণে অপনাদিগকে অবমানিত ও কলঙ্কিত জ্ঞান করিয়া যাবজ্জীবন বৃথা দুঃখে অতিবাহিত কর, তাহা তোমাদেরই মূঢ়তা; আমার কোন অপরাধ নাই; বরং তোমরা আমাকে যত কেন অসাধু বলিয়া তিরস্কার করনা, আমি তোমাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে নিয়তই চেষ্টা করিব। অতি অল্প দিনের মধ্যে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অলিবিয়াকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান কর, কিন্তু তাহা হইলে যে আমার সত্ত্ব যাইবে এমন বিবেচনা করিও না। ঐ বরবর্ণিনী আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা; তিনি বিবাহিতা হইলেও আমার পরিত্যজ্যা হইবেন না।"

থরন্‌হিলের এই অশ্লীল কথায় আমি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভৎর্সিয়া কহিলাম, "ওরে নরাধম! তুই এখনো আমার সাক্ষাতে জঘন্য বাক্ চাতুরি করিতেছিস্। ওরে নির্লজ্জ! এরূপ কুকথা প্রয়োগ করিতে তোর কিছুই লজ্জা হইল না। দূর পাপাত্মা, তোর মুখাবলোকন করিয়া আমি ও অশুচি হইতেছি। কি বলিব, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র গৃহে নাই; সে থাকিলে তোর মস্তক চূর্ণ করিত সন্দেহ নাই।" থরন্‌হিল কহিল, "তুমি ক্রমশঃ তুমুল কলহের সূচনা করিতেছ দেখিতেছি; তবে আমিও আর ক্ষান্ত হইয়া থাকিতে পারি না। দেখ আমি সহায় থাকিলে তোমাদের কত সুবি-

ধা তাহা বিলক্ষই অবগত আছ; তাদৃশ আমি প্রতিকূল হইলে তোমাদের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিবেক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তুমি আমার নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা ঋণ স্বরূপে লইয়া যে এক খানি খত লিখিয়া দিয়াছিল, তাহা আমার উকীলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি; তিনি তোমার স্থানে ঐ বরাতি খতের টাকা আদায় করিয়া লইবেন; কিন্তু তুমি যে হঠাৎ সহস্র তঙ্কা দিয়া উঠিতে পার, আমার এমন বোধ হয় না; সুতরাং আমি অনুগ্রহ না করিলে তোমাকে অবশ্যই বিচারে দণ্ডভাগী হইতে হইবেক। অপর, তোমার নিকট অনেক দিনের কর বক্রী রহিয়াছে, আমার গমস্তা তজ্জন্য তোমাদিগকে ভূমি হইতে দূর করিয়া দিবেক, ও দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া লইবেক। আমার সহিত বিবাদ করিলে তোমাদের এই সকল দুর্গতি ঘটিবেক; তদ্দ্বারা তোমরা ধনে প্রাণে মারা যাইবে সন্দেহ নাই। অতএব পরামর্শ দিতেছি, তোমরা আমার সহিত সম্প্রতি রাখিয়া সুখ সচ্ছন্দে থাক; ও নিমন্ত্রণ করিতেছি, সম্প্রতি উইল্‌মটের সহিত আমার বিবাহ উপস্থিত; তুমি অলিবিয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিরূপিত দিনে উৎসব স্থলীতে অধিষ্ঠান করিও।"

আমি প্রত্যুত্তর দিলাম, "হে থরন্‌হিল, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সত্ত্বে তুমি অন্য কোন রমণীকে কোন ক্রমেই বিবাহ করিতে পারিবে না; আমি এমন গর্হিত বিষয়ে প্রাণান্তে অনুমোদন করিব না। তুমি অনুকূল হইয়া আমাকে রাজাই কর, বা বিপক্ষ হইয়া আমার সর্ব্বনাশই কর, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। পূর্ব্বে তোমাকে মহৎ বলিয়া যে কিছু বিশ্বাস ছিল, তুমি শঠতা প্রকাশ করিয়া তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ। অধুনা তোমার প্রতি এতদূর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, যে তোমার মুখ দর্শনেও ঘৃণা হয়। তুমি ভাগ্যবান, তোমার ধন আছে, জন আছে, সুখ চ্ছন্দতা, রূপলাবণ্য, আমোদ পমোদ প্রভৃতি সকলই আছে; আমি অতি দীন হীন, দুঃখ-সাগরে ভাসিতেছি, ও কলঙ্কে কলুষিত হইয়াছি; আমার সহিত তোমার কোন মতেই সৌহার্দ্দ হইতে পারিবেক না। বস্তুতঃ তোমার সদৃশ নীচ প্রকৃতি পাপাধমের সহিত আমি আর বন্ধুতা করিতে চাহি না; আমি এত যে দুঃখে ও রোগে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমার মন কিছুতেই সঙ্কুচিত ও ভীত হয় নাই; উহার গৌরবের কিছুই হ্রাস হয় নাই।"

থরনহিল কহিল, "তোমার বড় যে অহঙ্কার দেখিতেছি। ভাল, আমার কোপে তোমার কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হয় অচিরেই দেখিতে পাইবে। সে কথা বলিয়া রোষ ভরে উঠিয়া গেল। আমার স্ত্রী ও পুত্র ভয়ে কম্পিত কলেবর হইলেন; কন্যারাও ভূস্বামী চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া গৃহ হইতে পুনর্ব্বার আমাদের নিকট আগমন করিলেন এবং থরনহিলের সহিত যেরূপ কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, শুনিতে পাইয়া সাতিশয় ভীতা হইলেন। কেবল আমি মাত্র নির্ভয় ও অসঙ্কুচিত চিত্ত রহিলাম।

সে যাহাহউক, দুরাত্মা থরনহিল আমাদিগকে যে রূপ ভয় দেখাইয়া গিয়াছিল, তাহা নিতান্ত মিথ্যা হইল না। পর দিন প্রভাতে তাহার গমস্তা আসিয়া কর প্রার্থনা করিল; আমি অর্থাভাব প্রযুক্ত তাহা প্রদান করিতে অশক্ত হওয়াতে ঐ ব্যক্তি আমার গো অশ্ব প্রভৃতি পশুগণকে অর্দ্ধাপেক্ষা ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করিয়া লইল। তখন আমার স্ত্রী পুত্রাদি সকলেই অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "থরনহিলের সহিত সখ্য করিয়া তাঁহার অভিমতানুযায়ি কার্য্য কর; নতুবা আমাদের ঘোরতর বিপত্তি ঘটিবেক। তিনি ভূস্বামী, মনে করিলে এখনই কারারুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি দণ্ড দিতে পারেন।

ক্রমশঃ

# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ] জৈষ্ঠ, ১২৭৫ সাল॥ [২ সংখ্যা

## ধর্ম্মাচার্য্য

গত প্রকাশিতের পর।

এই নিদারুণ শীতকালে কারাগৃহে অবস্থিতি করা দুঃসাধ্য; বিশেষতঃ দগ্ধ হস্ত লইয়া সেই অন্ধকূপে এক মুহূর্ত্ত থাকিলে তোমার সাংঘাতিক রোগোৎপত্তি হইবেক। অতএব এই আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে থরন্‌হিলের সহিত বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।" আমি তাহাদের এইরূপ প্রবর্ত্তনায় সম্মত না হইয়া সম্বোধিয়া কহিলাম, হে প্রিয়তমগণ, তোমরা ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে না পারিয়া আমাকে অতীব গর্হিত কার্য্যে রত হইতে অনুরোধ করিতেছ; আমি স্বীয় পৌরহিত্য ব্যবসায়ের অনুরোধে থরন্‌হিলের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি প্রকৃত বটে, কিন্তু ঐ পাপাধম আমার যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকিবেক। দেখ, যে দুরাশয় আমার কন্যার ধর্ম্মনষ্ট করিয়া আমাদের নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহার বাক্যে অনুমোদন ও তাহার মতানুযায়ি কার্য্যানুষ্ঠান করিলে আমার কত দূর নীচতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ পায়? আমি কি এত নিকৃষ্ট যে কারারুদ্ধ হইবার ভয়ে পাপাচারীর উপাসনা করিয়া মনের গৌরব নষ্ট করিব? আমি প্রাণান্তেও এত হীনতা স্বীকার করিতে পারিব না। যদিও আমাদিগকে কারাগৃহে বদ্ধ হইতে হয়, তদবস্থায় যে কিছু কষ্ট হইবে ধর্ম্মপথে থাকিলে তাহা ক্লেশের মধ্যেই গণ্য হইবেক না। ধর্ম্মই যথার্থ সুখের মূলাধার; মনুষ্য যত কেন দুর্গতি ভোগ করুক না, ধর্ম্মালোচনা দ্বারা তাহার মনে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইয়া তাহার সকল দুঃখ নিরাকরণ করে। এই প্রকার কথোপকথনে সে দিবস অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রভাতে দেখিলাম, আমাদের গৃহদ্বারের সন্মুখবর্ত্তি ভূমিখণ্ড তুষার রাশিতে আচ্ছন্ন হওয়াতে গতিবিধির অসুবিধা হইয়াছে; সুতরাং মোজেস্ পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিতে লাগিল। পুত্র ক্ষণেক পরে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, দুইজন নগরপাল আমাদের গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছে। মোজেস্ এই কথা বলিবা মাত্র তাহারা আমাদের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে ডাকিয়া কাহল, "আমরা রাজাজ্ঞায় তোমাকে বন্দী করিয়া লইতে আসিয়াছি; এখন সত্বর প্রস্তুত হইয়া আমাদের সহিত কারাগৃহে চল।" আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, হে ভাইরা, তোমরা অতি নিদারুণ সময়ে আমাকে বন্দী করিয়া লইতে আসিয়াছ; দেখ, আমার এই হস্তটি সম্প্রতি পুড়িয়া যাওয়াতে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছি; আমি এত

দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, যে দুই চারি পা চলিবারও সামর্থ্য নাই; আমার এমন বস্ত্রাদি নাই, যে তদ্দ্বারা শীত নিবারণ করি; অতএব এই ভয়ানক তুষার রাশির মধ্য দিয়া এতদূর গমন করিতে কোন ক্রমেই পারিয়া উঠিব না। যদি একান্তই যাইতে হয়, তবে———, আমি এই পর্য্যন্ত কহিয়া পরিজনদিগকে ডাকিয়া কহিলাম, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আমার সহিত যাত্রা কর; এবং গৃহে যে কিছু দ্রব্য সম্ভার আছে, সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লও। অলিবিয়া ভয়বিহ্বলা হইয়া মূর্চ্ছাপন্না হইলেন; মোজেস্ তাঁহাকে সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রণয়িনীও কম্পিত কলেবরে শিশুদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়া বিষণ্ণ বদনে আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; আমি তাঁহাকে তৎকালোচিত অনেক উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। পরন্তু আমরা সপরিবারে একত্র হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম॥

---

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

---

### মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই সুখোদয় হইতে পারে।

অধুনা আমরা সুখময় পল্লী পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিলাম। কয়েক দিন আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা জ্বর রোগে পীড়িতা থাকাতে তিনি সাতিশয় দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া নগরপালদের অন্যতর এক জন দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে আপনার অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। আমার দ্বিতীয় পুত্র মোজেস্ একটি শিশুর হস্ত ধরিয়া যাইতে লাগিলেন; অপরটী স্বীয় জননীর সহিত চলিতে লাগিল। আমার কনিষ্ঠা কন্যা সোফিয়া আমার হস্ত ধরিয়া লইলেন; এবং আমার দুরাবস্থায় কাতর হইয়া কান্দিতে কান্দিতে যাইতে লাগিল।

আমরা গৃহ হইতে প্রায় এক ক্রোশ আসিয়াছি, ইত্যবসরে তুমুল কোলাহল শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, ন্যূনাধিক আমার পঞ্চাশ জন প্রতিবাসী মার্ মার্ শব্দে আমাদের অনুসরণ করিতেছে। ইহারা শীঘ্র আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া গভীর গর্জ্জন সহকারে দুই জন নগরপালকে আক্রমণ করিল; এবং আমাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে প্রাণান্তেও কারাগারে যাইতে দিব না, এই বলিয়া তাহাদের উভয়কে প্রহার করিবার উপক্রম করিল। তৎকালে তাহারা এতদূর ক্রোধোন্মত্ত হইয়াছিল, যে আমি তাহাদিগকে নিবারণ না করিলে ঐ দুই জন নগরপালের প্রাণ নষ্ট হইত সন্দেহ নাই। আমার সন্তানেরা মনে করিল, প্রতিবাসীরা আমাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেক, সুতরাং কারাযন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবেক না; এই ভাবিয়া তাহারা সাতিশয় আনন্দিত হইল। কিন্তু তাহাদের ঐ আনন্দ বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। আমি প্রতিবাসীদিগকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলাম, হে ভাই সকল! আমি তোমাদিগকে এত কাল যেসকল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার কি এই পরিণাম? তোমরা আমাকে যে ভাল বাসিয়া থাক, তাহার কি এই প্রমাণ? রাজা আমাকে বন্দী করিতে দূত প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা বল পূর্ব্বক তাহাদের হস্ত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করিয়াছ? এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয় তোমাদের ও আমার সর্ব্বনাশ হইবেক, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিছ না? তোমাদিগকে এমন কুপরামর্শ কোন্ ব্যক্তি দিয়াছে? কোন্ মূঢ় এবিষয়ের প্রবর্ত্তয়িতা বল; আমি তাহাকে উচিত প্রতিফল দিতেছি! হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা এই মুহূর্ত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ কর; আমার অনুপস্থিতি ও কারাবাস জন্য ক্ষুণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হইও না। আমি এক দিন কারাবন্ধন-মুক্ত হইয়া তোমাদিগকে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব; ও সকলে একত্র হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিব।

ইহা শুনিয়া তাহারা আমার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। আমরা ও সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট গ্রামে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ তত্রত্য কোন পান্থমন্দিরে আশ্রয় লইলাম; তথায় পথশ্রান্তি ও ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করণানন্তর পরিজনদিগের বিশ্রাম কুটীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া আমি নগরপালদের সহিত একাকী কারাগারে উপনীত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম, কারাগারে বন্দিগণের হাহাকার ও বিলাপধ্বনি ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাইব না; কিন্তু এখন তাহার বিপরীত দৃষ্টি করিলাম। বন্দীরা উন্মত্ত প্রায় হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতেছে; ও তাহাদের হাস্য কৌতুক ও গীত বাদ্যের শব্দে সমস্ত কারাগৃহ শব্দায়িত হইতেছে। দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আমি উপনীত হইবা মাত্র তাহারা আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া নিয়মিত সুরাপানের টাকা চাহিল। তথাকার নিয়ম এই, কোন নূতন বন্দী উপস্থিত হইলে তাহাকে অন্যান্য বন্দিগণের সৎকার করিতে হয়। অতএব, আমার যে কিছু সম্বল ছিল, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া তাহাদের প্রার্থনা সফল করিলাম। মদ্দত্ত মুদ্রায় মদিরা ক্রয় করিয়া আনিয়া সকলে ইচ্ছানুরূপ পান করিতে লাগিল; ও আনন্দে মত্ত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যে কালে ইহারা যথার্থ অপরাধী ও দুর্জ্জন হইয়াও সদানন্দে কাল হরণ করিতেছে, সেকালে আমার নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণ থাকিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। এই বিবেচনায় মনোগত দুঃখাপনোদন ও সন্তোষ লাভের অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন মতেই মনের সচ্ছন্দতা জন্মিল না; বিষাদ স্বতই উদিত হইতে লাগিল। আমি এইরূপে ম্রিয়মাণ হইয়া কারাগারের এক প্রান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন্ সময়ে এক জন বন্দী তথায় উপনীত হইয়া আমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ ব্যক্তির বাক্ প্রসঙ্গে স্পষ্ট প্রতীতি হইতে লাগিল, তিনি লৌকিক বিষয় অনেক জানেন। পরন্তু তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একটি শয্যা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন কি না?" আমি প্রত্যুত্তর করিলাম, তদ্বিষয়ে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি! বন্দী কহিলেন, "ও মহাশয়! আপনি প্রধান কর্ম্মটিই ভুলিয়া রহিয়াছেন; আপনার প্রতি যে কুটীর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতি প্রশস্ত দেখিতেছি, তথায় শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব, সন্দেহ নাই। কারারক্ষীরা আপনাকে তৃণ ব্যতিরিক্ত কিছুই দিবেক না; তদ্দ্বারা আপনার শয়ন সুখের সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, আপনার শয়ন সৌকর্য্যার্থে আমি স্বীয় শয্যার কিয়দংশ তুলিয়া দিব, আপনি ভাবিত হইবেন না! আপনি ভদ্রলোক, এবং আমিও ভদ্রসন্তান বটে, ভদ্র ব্যতীত ভদ্রের মর্য্যাদা আর কে জানিতে পারে?" আমি বন্দীর এইরূপ দয়াবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করত কহিলাম, মহাশয়, বন্ধু যে কি পদার্থ তাহা দুঃখের সময় ব্যতীত জানা যাইতে পারে না; দুরবস্থাকালীন দশ জনে মিলিত হইয়া থাকা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? যে ব্যক্তি বন্ধুহীন, তাহার পক্ষে এই পৃথিবী বিজন কানন স্বরূপে প্রতীয়মান হয়।

বন্দী প্রত্যুক্তি করিলেন, "মহাশয়, পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে কোন পণ্ডিতই পারেন নাই; নানা বিচক্ষণ তদ্বিষয়ে নানা মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেঞ্চুনিথন্, মানিথো, বিরোসস্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা তদ্বিষয়ের কি-

ছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। পরিশেষে লুকেন্স———" বন্দী এই পর্য্যন্ত কহিবা মাত্রেই আমি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলাম, মহাশয়, আমার স্মরণ হইতেছে, এই কথা গুলি কোথাও যেন অবিকল শ্রবণ করিয়াছি। বোধ করি, আপনার সহিত একদা কোন হট্ট স্থলে সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবেক;—আপনার নাম কি ইব্রাহিম জেঙ্কিন্‌সন? ইহা শুনিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে আরো কহিলাম, আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি,প্রিমরোজ নামা কোন ব্যক্তির নিকট একটি ঘোটক ক্রয় করিয়াছিলেন কি না? তিনি ইহা শুনিয়া আমাকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিলেন। আমরা যে খানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম, সেই স্থান তাদৃশ আলোকময় ছিল না; বিশেষতঃ প্রদোষ উপস্থিত হওয়াতে আরো অন্ধকারময় হইয়া ছিল; সুতরাং তিনি আমাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়েন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, "হে মহাশয়, বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, আমি অপনার নিকট একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান বিষয়ে চাতুরি করিয়াছিলাম। ফ্লাম্বারা নামক আপনকার এক জন প্রতিবাসী আমাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন; তিনি আগামী মোকদ্দমায় আমাকে গ্রন্থিভেদক সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। আমি তজ্জন্য অতীব ভীত হইয়াছি। আমি আপনাকে বা যে কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া অধুনা মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভোগ করিতেছি; দেখুন, আমার ঐ পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ এই বেড়ীর ভার বহন করিতে হইতেছে।"

আমি ইহা শুনিয়া কহিলাম, মহাশয়, আপনি প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ হইয়াও আমার সাহায্য করিতে উদ্যত হইতেছেন, ইহা দ্বারা আপনার উদারাশয়তা ও অস্বার্থপরতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতেছি, যাহাতে ফ্লাম্বারা আপনার প্রতি প্রতিকূলাচরণ না করেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব; ঐ ব্যক্তি আমার পরম সুহৃৎ, আমার অনুরোধে আপনকার প্রতি প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। ফলতঃ আমি আপনার মঙ্গল চেষ্টায় নিরত রহিলাম জানিবেন। বন্দী কহিলেন, "আমিও মহাশয়ের হিত সাধন করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিব না; এই কারাগারে আমার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে, আপনি যত দিন এখানে অবস্থিতি করিবেন, আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবেক না। সম্প্রতি আপনার শয্যা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।"

আমি তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম করিলাম। এখন একটি বিস্ময়কর ব্যাপার উপস্থিত হইল; ঐ ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বে যখন হট্টস্থলে সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি ন্যূনাধিক ষষ্টিবর্ষীয় প্রবীণের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন; অদ্য তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক বোধ হইতে লাগিল। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই বিষয়ের নিগূঢ় তথ্য জিজ্ঞাসা করাতে বন্দী প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে মহাশয়, আপনি অতি সরল স্বভাব; সুতরাং এসকল জুয়াচুরিসন্ধান কিছুই জানেন না। পূর্ব্বে আমার সহিত আপনার যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তৎকালে পরচুলা ধারণ করিয়া প্রবীণবৎদৃষ্ট হইয়াছিলাম। অপর আমি এমন কৌশল শিখিয়াছি, যে তদ্দ্বারা সপ্তদশবর্ষীয় যুবা অবধি সপ্ততি বর্ষীয় বৃদ্ধের পর্য্যন্ত অবিকল রূপ ধরিতে পারি। হায়! হায়! আমি জুয়াচুরি ছল কৌশল শিখিতে যত দূর কষ্ট লইয়াছিলাম, যদি বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষার্থে তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রম স্বীকার করিতাম, বোধ করি, এত দিন আমার সুখ সমৃদ্ধির সীমা থাকিত না॥ সে যাহা হউক, আমি দুর্ব্বৃত্তই হই, বা জুয়াচোরই হই, প্রাণপণে আপনার শুভ সাধন করিব, তদ্বিষয়ে আপনি সন্দিগ্ধ চিত্ত হইবেন না।"



আমরা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, ইত্যবসরে কারাধ্যক্ষের কিঙ্করেরা উপনীত হইয়া বন্দীদের একৈকশঃ নামোল্লেখ পূর্ব্বক স্ব স্ব কুটীরে বদ্ধ করিতে লাগিল। সুতরাং তৎকালে আমাদের কথাবার্ত্তার বিরাম হইল। পরন্তু এক জন ভৃত্য আমার শয্যার নিমিত্ত এক স্তম্ব বিচালি হস্তে করিয়া আমাকে শয়ন কুটীরে ডাকিয়া লইয়া গেল; আমি উহার এক প্রান্তে বিচালি বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি জেঙ্কিন্‌সনের প্রদত্ত শয্যাবস্ত্রাদি পাতিলাম। তদনন্তর বিশ্বস্রষ্টার স্তোত্র পাঠ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইলাম।

## ষড়বিংশ অধ্যায়।

বন্দীদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। অপরাধি ব্যক্তিরা কারারুদ্ধ হইয়া সদুপদেশ প্রাপ্ত হয়, এবং যথাযোগ্য দণ্ড ভোগ করে, এমন নিয়ম সংস্থাপন করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম; পক্ষান্তরে যদ্দ্বারা বন্দীরা কেবল অহর্নিশি নিষ্পিড়িত ও গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, ও তাহাদের দুশ্চরিত্র শোধনের পন্থা না থাকে, এমন বিধি কোন মতেই প্রশস্ত হইতে পারে না॥

পর দিন প্রভাতে আমার পরিজনগণ শয্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। দেখিলাম তাঁহাদের নয়নযুগলে দরদরিত অশ্রুধারা বহিতেছে, ও তাঁহারা আমার দুঃখে কাতর হইয়া ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমি তাঁহাদের প্রবোধার্থে সম্বোধিয়া কহিলাম, হে প্রিয়তমগণ, তোমাদের কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন ও কাতর হইবার আবশ্যকতা নাই; এখানে গত রাত্রে আমার সুখে নিদ্রা হইয়াছে। তদনন্তর তাঁহাদের মধ্যে অলিবিয়া নাই দেখিয়া দুহিতার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা প্রত্যুত্তর করিলেন, "গত কল্যের পথশ্রান্তি প্রযুক্ত অলিবিয়ার জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনা যায় নাই।" পরন্তু আমি মোজেস্‌কে আদেশ করিলাম, হে পুত্র, এই কারাগারের যত নিকটে হয়, একটী গৃহ ভাড়া করিয়া আইস; তথায় পরিজনগণ অবস্থিতি করিবেন। পুত্র, যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন, "হে পিতঃ, অতি নিকটবর্ত্তি স্থানে স্বল্প ভাড়ায় একটী বাসা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে একটী কুটীর মাত্র আছে।" আমি ঐ গৃহে আমার স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম; এবং কারাধ্যক্ষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার তিনটি পুত্রকে আমার সহিত অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন। আমি শিশুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রিয়তমেরা, এই ভয়ানক অন্ধকারময় স্থানে তোমরা বাস করিতে পারিবে কি না? তাহারা এক মত হইয়া কহিল. "তাত, সুস্থানই হউক বা কুস্থানই হউক, যেখানে আপনি বাস করিতেছেন, সেখানে আমাদের থাকিবার ভাবনা কি?"

তদনন্তর পরিবারস্থ প্রত্যেক জনকে এক এক কর্ম্মের ভারার্পণ করিলাম। সোফিয়াকে কহিলাম, "বৎসে, তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর শুশ্রূষায় নিরতা হও।" প্রণয়িনীকে কহিলাম, প্রিয়ে, তুমি আমার নিকট সদাসর্ব্বদা থাকিয়া পরিচর্য্যায় রত হইবে; শিশুদ্বয়কে আমার নিকট গ্রন্থাদি পাঠ করিতে নিয়োগ করিলাম; ও মোজেস্‌কে সম্বোধিয়া কহিলাম, হে প্রিয়তম, অধুনা তুমি ষোড়শ বর্ষীয় যুবা পুরুষ হইয়াছ; অতএব এই দুঃসময়ে তুমি ভিন্ন আমাদিগকে ভরণ পোষণ করে, এমন আর কেহই নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি বলিষ্ট ও শ্রমসহিষ্ণু হইয়াছ, এক্ষণে কোনরূপ কর্ম্মকার্য্য করিয়া তোমার বৃদ্ধ জনক জননী ও ভ্রাতৃ ভগিনী-

দিগকে প্রতিপালন করিবার ভার লও। এইরূপে সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করণাভিপ্রায়ে দালানে গিয়া বসিলাম; ঐ স্থান সাধারণ কারাগার শব্দে উক্ত হইত, তথায় সমুদয় বন্দিগণের যথেচ্ছা ক্রীড়া কৌতুক করিবার অনুমতি ছিল। আমি ঐ স্থানে ক্ষণমাত্র বসিয়া আর থাকিতে পারিলাম না; বন্দীরা মদোন্মত্ত হইয়া এরূপ তুমুল কোলাহল করিতেছিল, ও দুর্নীতির অনুগামী হইয়া নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রসঙ্গে পরস্পর কৌতুকদ্বন্দ্ব করিতেছিল, যে তদ্দ্বারা সাতিশয় উদ্বেজিত হইয়া আমি স্বীয় কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমি স্বকীয় মন্দিরে ফিরিয়া গিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলাম না; কেবল বন্দিগণের ঘোরতর অজ্ঞান কার্য্য ও দুর্নীতির বিষয় মুহুর্মুহুঃ চিন্তা পথে উদিত হইয়া আমাকে সাতিশয় ব্যথিত করিতে লাগিল। এমন কি, আমি তাহাদের দুরবস্থা চিন্তা করিতে করিতে আপনার দুঃখ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলাম। অনন্তর বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, ঐ নিরঙ্কুশ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন বন্দীদিগকে সদুপদেশ দ্বারা সংযত, সৎপথে প্রবর্ত্তিত, ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই বিবেচনায় পুনর্ব্বার বন্দিগণের আমোদ স্থলীতে গমন করিয়া জেঙ্কিন্‌সন্‌কে আমার মনোগত অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলাম। তিনি তৎশ্রবণে অসম্ভব হাস্য করিয়া উঠিলেন; এবং বন্দীদিগের সমক্ষে ঐ বিষয় প্রচার করিয়া দিলেন। বন্দীরাও আমোদ প্রমোদের প্রত্যাশায় উত্তেজিত হইয়া ঐ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল॥

অনন্তর আমি তাহাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যানের কিয়দংশ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলাম, তৎশ্রবণে শ্রোতাগণের কৌতুকের পরিসীমা রহিল না। কেহ চুপে চুপে দুর্ভাষা ভাষিতে লাগিল, কেহ মুখ বিকৃত করিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, কেহ ভ্রূভঙ্গী করিতে লাগিল, এবং কেহ বা ঘোরশব্দে কাশিতে আরম্ভ করিল! এই সমস্ত রঙ্গ দেখিয়া আমারও হাস্য আসিবার উপক্রম হইল। কিন্তু তাদৃশ চাপল্য ভাব প্রকাশ পাইলে আমার সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবেক এই বিবেচনায় নিরতিশয় ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে এক তান মনে ব্যাখ্যান পাঠ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম যে ব্যক্তি যত কেন বিদ্রূপ করুক না, আমার ধর্ম্মব্যাখ্যান তদ্দ্বারা কোন মতেই দূষিত হইবেক না; প্রত্যুত, তৎপাঠ শ্রবণে কোন না কোন ব্যক্তি পরিণামে উপকৃত হইবেক, এমন সম্ভাবনা আছে।

পরন্তু পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলাম, "হে প্রিয় ভাই সকল আমি তোমাদের মঙ্গল সাধনাভিপ্রায়ে কতক গুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে বন্ধুগণ, তোমরা ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া সৎপথ না দেখিতে পাইয়া অহর্নিশি কুমার্গগামী হইতেছ, ইহা অতি দুঃখের বিষয়! দেখ, তোমরা দিনের মধ্যে সহস্র সহস্র শপথ করিতেছ, লক্ষ লক্ষ মিথ্যা কহিতেছ, ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতেছ; তদ্দ্বারা তোমাদের কোন লাভ দেখিতে পাইতেছি না। কেবল অন্নাভাবে লালায়িত হইয়া অনবরত কষ্ট ভোগ করিতেছ। হে সুহৃন্মণ্ডলি! তোমরা মনুষ্য, অন্য কোন জীব নও; সুতরাং তোমাদের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি অবশ্যই আছে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যে প্রভুর আশ্রয়ে দুঃখ ও যন্ত্রণা ব্যতিরিক্ত সুখের লেশ মাত্র প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন দয়াশীল ও সজ্জন প্রভুর আশ্রিত হইতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় কি না? যদি তাহা স্বীকার কর, তবে বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা, শপথ বাক্য প্রয়োগ, মিথ্যাকথন, ও জঘন্য আমোদ কৌতুক প্রভৃতি কদাচারে নিবৃত্ত হইয়া সৎপথের পথিক, সত্যের



আশ্রিত, ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হওয়া তোমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য হইতেছে। যে হেতুক তদ্দ্বারা তোমাদের জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত করত অপার সুখময় আনন্দ ধামের পথ প্রদর্শন করিবেক।

পরন্তু বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে বন্দীরা আমাকে ধন্যবাদ করিল; কেহ কেহ আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শপথ করিয়া কহিল, "আপনি অতি সাধু ব্যক্তি, আপনার সদুপদেশ আরো শুনিতে বাসনা করি।" ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলাম, কল্য তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব। বস্তুতঃ, তাহাদের ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণে এরূপ আস্থা ও আগ্রহ দেখিয়া আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না; ভাবিলাম, তাহাদের সজ্জ্ঞান লাভের পন্থা হইয়াছে।

ক্রমশঃ

## যশো ধাম

কোমল বসন্ত ঋতু হইল প্রকাশ,
অতিশয় নিরমল হইল আকাশ;
কাননে ফুটিল চারু কুসুম নিকর,
মধুলোভে ছুটিল প্রমত্ত মধুকর;
গুণ্ গুণ্ স্বরে তারা করি মধুপান,
করিতে লাগিল যেন বিভু গুণ গান;
শাখীতে শাখীতে নানা বিহঙ্গম গণ,
গাইতে লাগিল গীত সুধা বরষণ;
দিবা অবসান, ভানু হয়ে তূলকর,
অস্তাচলে যাইলেন ত্যজিয়া অম্বর;
প্রকাশিল অম্বরে অসংখ্য তারাগণ,
জলে যেন এক এক মাণিক রতন;
সহস্র তারার তেজে উদিত চন্দ্রমা,
ধরায় হইল অতি সুচারু সুধমা;
যামিনীর সমাগমে যত জীবগণ,
স্বীয় স্বীয় কার্য্য ত্যজি করিল শয়ন;
আমিও আপন কর্ম্ম করি পরিহার,
গমন করিনু যথা শয়ন-আগার;
নিশির হইলে ক্রমে নিশুতি সময়,
স্বভাব ধরিল ভাব অতি স্থিরময়;
জীবচয় সুখে হোল নিদ্রায় মগন,
আমারো হইল দুটী মুদিত নয়ন;
সহসা অপূর্ব্ব স্বপ্ন দরশন করি,
উথলে উঠিল মম আনন্দ-লহরী;
সে সব স্বপন কথা অতি চমৎকার,
তাই হইতেছে বাঞ্ছা বর্ণিতে আমার;
নানা দেশ, জনপদ করি পর্য্যটন,
নদ, নদী, রত্নাকর, বিজন কানন;
সহসা সম্মুখে হেরি এক রম্য স্থান;
অতি অপরূপ দৃশ্য কি দিব প্রমাণ।
চারিদিক বেষ্টিত প্রাচীরে সেই স্থল,
কনক-খচিত সেই প্রাচীর মণ্ডল;
মুক্তামালা দুলিতেছে ঝল মল করি,
জ্বলিতেছে তারা যেন গগণ উপরি;
দ্বারে এক দৌবারিক ভীম-দরশন,
করেতে কোদণ্ড ঘোর তীক্ষ্ণ প্রহরণ,
শরীরে কঞ্চুক শোভে অরস্ নির্ম্মিত,
মস্তকে উষ্ণীষ এক সুচারু গঠিত;
ঝক্ মক্ করিতেছে তক্‌মা কোমরে,
"যশো-ধাম" এই কথা লেখা তদুপরে।
অতএব ভাবিলাম নাহিক সঙ্কট,
ধীরে ধীরে যাইলাম প্রহরী নিকট;
আমারে হেরিয়া দ্বারী উঠি তত ক্ষণ,
জিজ্ঞাসিল "কি কারণ হেথা আগমন?
ওই যে দেখিছ অগ্রে দীর্ঘ অতিশয়,
শূন্যোপরি অবস্থিত সুরম্য আলয়;
যশোদেবী করিছেন উহাতে বিরাজ,
কীর্ত্তিকুল শেখর সহিত মহারাজ।"
সভয়ে তাহারে আমি দিলাম উত্তর,
পূজিতে দেবীরে হইয়াছি অগ্রসর;
অতএব অনুমতি যদি কর মোরে,
পূজিতে দেবীরে যাই মন্দির ভিতরে।
শুনিয়া প্রহরী মোরে দিল অনুমতি,
পশিলাম গৃহ মধ্যে মন্দ মন্দ গতি;
দেখিলাম সম্মুখে সুদীর্ঘ সরোবর,
সুবর্ণ-খচিত ঘাট পরম সুন্দর;
কমলে প্রফুল্ল শত কমলের বন,
ভৃঙ্গচয় করিতেছে গুণ্ গুণ্ স্বন;

হংস সব ভেসে ভেসে করিতেছে কেলি,
অন্য অন্য জলচর-পক্ষী সহ মেলি ;
সরসীর চারি ধারে কুসুম কানন,
ফুটিয়াছে পুষ্প গুলি মানস রঞ্জন ;
শ্বেত, পীত, লোহিত, হরিৎ ফুলচয়,
মধ্যে মধ্যে বিকসিত স্থল কুবলয় ;
মেদুর সমীর ধীর বহি পরিমল,
করিতেছে আমোদিত মনোহর স্থল ;
ত্যজিয়া উদ্যান পরে দেখিনু সোপান,
মখমল-মণ্ডিত, সুদীর্ঘ, সুনির্ম্মাণ ;
পরেতে তোরণোপরি করি আরোহণ,
হেরিলাম চারি দ্বার-শোভিত ভবন ;
অনন্ত তুহিনোপরি সৌধ সুনির্ম্মিত,
মানব করের কার্য্য নহে কদাচিত ;
দ্বিরদ-রদ নির্ম্মিত দুয়ার সকল,
উঠিতেছে বিভা যার গগণ-মণ্ডল ;
মধ্যে মধ্যে খোদিত বিচিত্র চিত্র চারু,
অশ্রুত অদৃষ্ট পূর্ব্ব সুনিপুণ কারু।
রত্ন রাজি খচিত কবাট্ মনোহর,
পশু পক্ষী মনুষ্য খোদিত তদুপর ;
শুক্ল বর্ণ প্রস্তরে কুট্টিম সুরচন,
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে সুধাংশু কিরণ ;
মধ্যে এক সিংহাসন রতন রচিত,
নয়ন-পথেতে মম হইল পতিত ;
হেরিলাম যশোদেবী তাহাতে বিরাজ,
"কীর্ত্তিকুল শেখর সহিত মহারাজ।"
দেবীর দক্ষিণ দিকে দেখি অতঃপর,
হিরণ্য-খচিত এক পর্য্যঙ্ক সুন্দর ;
ঝুলিতেছে তাহে কত মরকত মণি,
তাহার মধ্যেতে সূর্য্যকান্ত অগ্রগণী ;
অনন্ত যাহার বিভা গগণ-পরশী,
বোধ হয় ধরাতলে সমুদিত শশী ;
আসনে আসীন এক পুরুষ প্রধান,
রজঃকান্তি জিনিয়া শরীর জ্যোতিষ্মান,
স্কন্ধে শোভে উপবীত অতি শুভ্রতর,
মস্তকে কুন্তল-শিখা পরম সুন্দর ;
করেতে জপের মালা সুর-কাক কৃত,
সুদীর্ঘ তিলক শোভে ললাট বিস্তৃত ;
বামভাগে বিরাজিত গ্রন্থ কতিপয়,
দেবাক্ষরে দেখিনু লিখিত সমুদয় ;
দেখিয়া আমার মনে হইল বিস্ময়,
কাব্য-গুরু কবি-সিংহ এই মহোদয় ;
ইনিই হবেন বুঝি কবি কালিদাস,
যাহার বদনে ছিল ভারতী প্রকাশ,
পরেতে আমার হৈল ভ্রমাপনোদন,
এক বাক্য আসনেতে করি বিলোকন,
"সুকবি-কেশরী কাব্য গুরু কালিদাস,"
অমর যাহার কীর্ত্তি ধরায় প্রকাশ।
অতঃপর পশ্চাতে করিয়া নিরীক্ষণ,
হেরিলাম অনুপম এক সিংহাসন ;
বিক্রম-আদিত্য উজ্জয়িনী মহারাজ,
করিছেন অষ্ট রত্ন সহিত বিরাজ ;
সম্মুখে বেতাল তাল দাস দুই জন,
করিতেছিলেন সদা চামর ব্যজন ;
আসনের নিম্ন ভাগে দ্বাত্রিংশ পুতুল,
লাবণ্যে ভবন দীপ্ত কিবা দিব তুল।
অতঃপর বামদিগে করি বিলোকন,
হেরিলাম দুই জন গম্ভীর দর্শন ;
কটিদেশে পরিধান অজিন অম্বর,
শিরেতে জটার ভার অতি মনোহর,
ভালেতে বিভূতি ভাতি ধক্ ধক্ করে,
ঘনাবৃত শশী যেন উদিত অম্বরে।
আস্য দেশে শ্মশ্রু শোভে অতি লম্বমান,
মনোহর শুভ্রতর কি দিব প্রমাণ।
গলেতে রুদ্রাক্ষ মালা অতি চমৎকার,
বম্ বম্ ববম্ বদনে অনিবার ;
এক মুনি করে শোভে গ্রন্থ রামায়ণ,
অমর যাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপি ত্রিভুবন ;
বাল্মিকী তাঁহার নাম জানি অতঃপর,
যে জন পূর্ব্বেতে ছিল পামর তস্কর ;
মনুষ্য মারিত সদা জীবিকা কারণ,
রত্নাকর নামে ব্যক্ত ধরণী ভুবন ;
জপিয়া শ্রীরাম নাম অসংখ্য বৎসর,
কলুষে হইল মুক্ত দিব্য কলেবর ;
ব্রহ্মার বরেতে মুখে ভারতীর বাস,
(রামায়ণ যে কারণ ভারতে প্রকাশ)
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চ নিষাদ বিন্ধিলা,
হেরিয়া অপূর্ব্ব শ্লোক যে জন বান্ধিলা*

* একদা বাল্মিকী স্নান করিয়া যাইতে



সেই রত্নাকর কাব্য-রত্নাকর কবি,
হেরিলাম পর্য্যঙ্কে সুদীপ্ত যেন রবি।
অপরের করে মহাভারত সংগ্রহ,
জানিতে তাঁহার নাম হইল আগ্রহ ;
অতঃপর জানিলাম ঋষি বেদব্যাস,
অমর যাঁহার যশ ধরায় প্রকাশ ;
যাঁ হোতে হইল কুরুকুলের উদ্ভব,
বিভাবসু সম দীপ্ত দেখিনু নীরব।
দেখিতে ছিলাম সব অতৃপ্ত নয়নে,
সহসা বাদিত্র এক শুনিনু শ্রবণে,
সেই দিকে মম অক্ষি হইল পতন,
করিলাম কতিপয় যুবক দর্শন!
দুই এক গ্রন্থ শোভে সকলের করে,
আসিয়া দেবীরে পরে নিবেদন করে ;
"হে দেবি, গুণগ্রাহিণী করি নিবেদন,
তোমার চরণে স্থান করহ অর্পণ ;
বহু কষ্টে রচিয়াছি গ্রন্থ কতিপয়,
করিতে বসতি মাত্র তোমার নিলয়।"
হাসিয়া কহিল দেবী "শুন যুবাগণ,
তোমরা সুযোগ্য পাত্র নহ কদাচন।"
না হইতে দেবীর বচন সমাপণ,
অপযশ বাদিত্র বাজিল ততক্ষণ ;
অতঃপর যুবাচয় করিল প্রস্থান,
ক্ষুব্ধ মনে স্তব্ধ প্রায়! অতি ম্রিয়মাণ।
দক্ষিণ দ্বারেতে এই ব্যাপার সকল,
করিলাম নিরীক্ষণ হইয়া চঞ্চল।

ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ কাম ক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বাণাঘাত দ্বারা বধ করিল। তিনি ঐ নিষ্ঠুরাচরণ দেখিয়া এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী সরোষে পাঠ করিলেন :—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কাম-মোহিতং।"

ওরে নিষাদ, তুই অকারণে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব এই পৃথিবীতে তুই কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।

পরেতে পূর্ব্বের দ্বারে করিয়া গমন,
করিলাম অলৌকিক ব্যাপার দর্শন ;
মাণিক্য-মণ্ডিত দ্বার দীপ্ত যেন রবি,
তদুপরে খোদিত অসংখ্য চারু ছবি।
ধক্ ধক্ বক্ বক্ প্রভায় তাহার,
স্থির দৃষ্টি রাখে তাহে হেন সাধ্য কার?
পরেতে প্রবিষ্ট হোয়ে প্রকোষ্ঠ ভিতরে,
ডুবিলাম একবারে আনন্দ-সাগরে,
হেরিয়া কয়েক জন নরচূড়ামণি,
ওজস্বী যশস্বী যারা ব্যাপিয়া ধরণী ;
ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ, মুরারি, ভর্ত্তৃহরি,
বসিয়া আছেন সবে গৃহ আলো করি ;
বিখ্যাত যাঁদের নাম সুকবি-শার্দ্দূল,
প্রকাশ করিছে সবে কবিত্ব অতুল ;
বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে দেখিনু সে সব,
তথাপি ঔৎসুক্য মম না হোল নীরব ;
ক্ষণপরে মন্দ মন্দ চরণ সঞ্চারে,
উপনীত হইলাম উত্তরের দ্বারে ;
করিলাম অপরূপ দৃশ্য দরশন,
এক এক আসনে আসীন যোধগণ,
কঞ্চুকে আবৃত দেহ পরম সুন্দর,
শিরেতে শিরস্ত্র শোভে অতি মনোহর ;
কেহবা করেতে ধরে চর্ম্ম, তীক্ষ্ণ অসি,
কেহ বা লইয়া ধনু রহিয়াছে বসি, ;
কেহ বা চাপেতে শর করেছে যোজনা,
প্রকাশ করিছে কেহ স্বীয় বীরপণা ;
কাহার হাতেতে গদা অতি ভয়ঙ্কর,
আরূঢ় স্যন্দনোপরি কোন যোধবর ;
মনোহর পালঙ্কে আসীন যুধিষ্ঠির,
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সংগ্রামে সুস্থির ;
তাঁহার দক্ষিণে শোভে বীর ধনঞ্জয়,
করেতে প্রকাণ্ড ধনু গাণ্ডিব বিজয় ;
বীর-সিংহ বৃকোদর বামে বিরাজিত,
অযুত দন্তীর বল যে জন ধরিত ;
পদতলে পতিত কীচক মূঢ়মতি,
কুষ্মাণ্ড আকার সম প্রকাণ্ড মূরতি ;

করেতে শোভয়ে গদা অতি বিভীষণ,
যাহার আঘাতে দুর্য্যোধনের নিধন ;
সেই কুরুপতি বসি অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
দেখিয়া ভীমের মুণ্ড নহে কদাচনে ;
রথোপরি অধিষ্ঠিত দ্রোণাচার্য্য বীর,
দর্ দর্ বরষিছে নয়নের নীর ;
প্রিয় তনয়ের মৃত্যু করি আকর্ণন,
"অশ্বত্থমা হত ইতি" ইত্যাদি বচন।
সপ্তরথী মধ্যে বীর বিজয় কুমার,
বদনেতে বাক্য যেন মার মার মার।
একাগ্নি সহিত বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
তাহার সম্মুখে ঘটোৎকচ নিশাচর ;
পরম পর্য্যঙ্কে বসি রাম যোধপতি,
পদতলে পতিত রাবণ মূঢ়মতি ;
দক্ষিণেতে শোভে তাঁর অনুজ লক্ষণ,
সব্যভাগে বিরাজিত কৈকেয়ী নন্দন ;
লব কুশ দুই ভাই জানকী কুমার,
বসিয়া পালঙ্কোপরি করিছে বিহার ;
সম্মুখে তুরগ এক বাঁধা তরুতলে,
জয়-পত্র শোভে যার ললাট মণ্ডলে ;
এইরূপে হেরিলাম লক্ষ যোধগণ,
প্রকাশিছে বীর-গর্ব্ব আপন আপন।

দেখিতে দেখিতে এক বাজনা বাজিল,
সেই দিকে মম নেত্র পতিত হইল ;
হেরিলাম কতিপয় পুরুষ-শার্দ্দূল,
(ভয়েতে হৃদয় মম হইল ব্যাকুল ;)
শিরেতে কিরীট শোভে শরীরে কঞ্চুক,
করদেশে দীপ্তিমান চিকণ কার্ম্মুক ;
ভীষণ মূরতি যেন তপন-নন্দন,
আসিয়া করিল সবে দেবীরে বন্দন ;
"তোমার কারণে, দেবি, ভ্রমি কত দেশ,
করিয়াছি ভয়ঙ্কর সমরে প্রবেশ ;
রণস্থলে করিয়াছি লক্ষ বলি দান,
বহিয়াছে রক্ত ধারা সমুদ্র সমান।
লক্ষ লক্ষ দেশ দান করেছি অনলে,
উঠিয়াছে শিখা যার গগণ-মণ্ডলে ;
অগণ্য মানব-শূন্য সে সকল দেশ,
কেবল আছয়ে চিহ্ন ভস্ম অবশেষ।"
হাসিয়া কহিল দেবী, "শুন যোধগণ,
ভূতলে সন্তুষ্ট কর মানবের মন ;
তবে তোমাদের প্রতি হইব সদয়,
বসতি করিতে পাবে আমার আলয়।"
শুনিয়া দেবীর বাণী বীর সম্প্রদায়,
তথা হ'তে সকলেতে হইল বিদায়।

পরেতে পশ্চিম দ্বারে করিনু গমন,
হেরিয়া আশ্চর্য্য, তৃপ্ত হইল নয়ন ;
দানশীল, মানশীল, দেশ-হিতকারী,
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, বসি সারি সারি ;
পাতাল ভূপতি বলি-রাজ মহাবল,
যার সম দাতা নাহি পৃথিবী মণ্ডল ;
করিয়া ত্রিপাদ ভূমি বামনে অর্পণ,
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্যজিল সেই জন ;
হেরিলাম পর্য্যঙ্কে বসিয়া কুতূহলে,
শশী যথা তারা মধ্যে আকাশ-মণ্ডলে ;
পুনর্ব্বার হেরিতেছি কত ঋষিগণে,
চতুর্দ্দিকে অধ্যাসীন মুদিত নয়নে ;
সহসা শ্রবণ পথে হইল পতিত,
অপূর্ব্ব বাদিত্র ধ্বনি মধুর নিশ্চিত।
করিলাম নিরীক্ষণ যুবকের দল,
বোধ হয় ধনে মানে অত্যন্ত প্রবল ;
আসিয়া কহিল সবে অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
বাষ্পবারি অনিবারি বারিছে নয়নে ;
"ধরাতল দুরিতে পূরিত অতিশয়,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম একবারে পাইয়াছে লয় ;
পাপীগণ অনুক্ষণ পায় পুরস্কার,
ধার্ম্মিকের হইয়াছে সার তিরস্কার ;
তোমার কারণে মাত্র করি প্রাণপণ,
দরিদ্রের করিয়াছি দারিদ্র্য মোচন,
মুছায়েছি বিধবার নয়নের নীর,
নিবায়েছি অনাথের রোদন অস্থির ;
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ করেছি উদ্ধার,
কেবল পাইতে, দেবি, তব পুরস্কার ;
সুবিচার কর, মাতঃ, করি নিবেদন,
তোমার সদনে স্থান করহ অর্পণ।"
শুনিয়া এতেক বাণী, সহাস্য বদনে,
কহিলেন যশো দেবী নিবেদক গণে ;
"কর আরো দীর্ঘ কাল মম উপাসনা,
তবে পূর্ণ হবে তূর্ণ মনের বাসনা।"
দেবীর নির্দ্দয় বাণী শুনি যুবাচয়,
হইলেন অন্তরেতে ক্ষুব্ধ অতিশয় ;



অতঃপর তথা হ'তে করিল গমন,
মলিন হইল অতি সহাস্য বদন।
এইরূপে বিলোকন করি দৃশ্যচয়,
নয়ন হইল মম তৃপ্ত অতিশয় ;
পরেতে অপূর্ব্ব এক শুনিলাম ধ্বনি,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল অশনি :
চকিত হইল গাত্র আতঙ্ক কারণ,
নিদ্রা দেবী করিলেন স্বস্থানে গমন ;
উন্মীলিত হ'ল দুটী নয়ন আমার,
চারিদিকে হেরিলাম তিমির আকার ;
কোথা সেই অট্টালিকা-সুশোভিত স্থল,
কোথা সেই সুবিখ্যাত যুবকের দল ;
শয্যাতে রয়েছি আমি করিয়া শয়ন,
সব্যভাগে সহচরী মুদিত নয়ন॥

# গ্রীস দেশের ইতিহাস

## জারেক্‌সিসের যাত্রা।

অভিযান যোগ্য সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হইলে জারেক্‌সিস্ সার্ডিস হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত পীথিয়সের পাঁচটী পুত্রেরই গ্রীস যাইবার কথা ছিল, একারণে জারেক্‌সিসের যাত্রাকালে পীথিয়স্ আসিয়া বিনয় নম্র বচনে নিবেদন করিল "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অতএব এ সময় যদি কৃপা করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া যাইবার অনুমতি দেন, তবে এ অধীন বিশেষ অনুগৃহীত হয়।" কিন্তু সেই নৃশংস সম্রাট পীথিয়সের এবম্বিধ প্রার্থনা বাক্যকে গর্ব্ব-সূচক বিবেচনা করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল "আতিথ্য নিবন্ধন তোমার চারিটী পুত্র রক্ষা পাইল। জ্যেষ্ঠের আর নিস্তার নাই।" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠের শিরশ্ছেদন আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাত তাহা সম্পন্ন হইল। অনন্তর সম্রাটের আদেশানুসারে যাবতীয় সৈন্য সেই দ্বিধাকৃত শরীরের মধ্য দিয়া গমন করিল।

সেই সৈন্যসাগর সার্ডিস হইতে বহির্গত হইয়া ট্রোজা অভিমুখে যাত্রা করিয়া, (একদা যে স্থানে রাজা প্রায়স্ একাধিপত্য করিয়াছিলেন, এবং উদার হেক্‌টর্ যথায় আপন বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন) সেই স্থানে উপস্থিত হইলে জারেক্‌সিস্ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং যথায় ট্রয়নগর বিদ্যমান ছিল, তথায় গমন পূর্ব্বক দেবতোদ্দেশে বলিপ্রদান করিলেন। পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া হেলেস্পন্টের আসিয়িক তীরে উপনীত হইলেন। সমস্ত সৈন্য উপকূলভাগে সন্নিবিষ্ট হইলে সম্রাট উচ্চভূমিস্থ এক খানি মার্ব্বেল নির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পটভবন, পতাকা, তুরঙ্গমসেনা, অস্ত্রশস্ত্র এবং অসংখ্য সৈন্যসাগর অবলোকন করিতে লাগিলেন। যে সেতু ইয়ুরোপ এবং আসিয়া বিভাগকে সংযুক্ত করিয়া অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত রহিয়াছে, দূর হইতে সেই সেতু অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময় পারসীকদিগের পরমারাধ্য সূর্য্যদেব নির্ম্মল নভোমণ্ডল হইতে কিরণ বিস্তার করিতে ছিলেন। ভূতলে সৈনিকদিগের অধ্যবসায় ও গতিবিধি ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সমুদ্রে অসংখ্য রণতরী কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া জারেক্‌সিসের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল! এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় মহিমা এবং প্রতাপ প্রভৃতির গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরত বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য আর্টেবেনস্ অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন "আমি এই ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছি যে শত বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত লোকদিগের কেহই জীবিত থাকিবে না। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার এই ভাবিয়া ক্রন্দন করা উচিত ছিল যে তিনি দুরাকাঙ্ক্ষা ও জিগীষার বশীভূত হইয়া এত লোককে

তাহাদের জন্মভূমি এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আনিয়াছেন।

যাহা হউক পর দিবস প্রত্যুত হইলে যখন সূর্য্যোদয় হয়, সেই সময় জারেক্‌সিস্ একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ সুরা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়া সূর্য্য দেবের স্তব করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার রক্ষার্থ অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সম্রাটের আদেশানুসারে ধূপ ও ধুনার গন্ধে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে জারেক্‌সিস্ সসৈন্যে হেলস্পণ্ট পার হইতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট এবং তদীয় সৈন্যগণ সেতুর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে লাগিল, এবং ভারবাহী পশুগণ বামপার্শ্ব দিয়া পার হইতে লাগিল সৈন্যদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পার করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেত্রধারী পুরুষ নিযুক্ত ছিল, তথাপি সৈন্য সংখ্যা এত অধিক যে ঐ তাবৎ সেনার সেতু পার হইতে সম্পূর্ণ সাত দিবস লাগিয়াছিল। যৎকালে জারেক্‌সিসের সৈন্য গণ থ্রেসের বিস্তৃত ক্ষেত্র দিয়া গমন করে, তখন তাহারা জল পান দ্বারা উক্ত ক্ষেত্রের যাবতীয় নদী শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছিল। জারেক্‌সিস্ থ্রেসের সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে যাবতীয় সৈন্য গণনা করিবার মানস করিলেন; পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে গণনা করিবার জন্য জারেক্‌সিসকে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ দশ হাজার সৈন্য একত্র দণ্ডায়মান হইলে তাহাদের চারি পার্শ্বে একটী সেই গোলাকার রেখা অঙ্কিত করা হইল, পরে সেই রেখা অনুসারে কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া প্রস্তরময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন। অনন্তর ঐ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে সৈন্যদিগকে প্রবেশ করাইয়া তাহা পরিপূর্ণ হইলে এক অযুত করিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল, এইরূপ গণনা করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পদাতি সৈন্য সংখ্যা এক কোটী সত্তর লক্ষ হইল, এতদ্ভিন্ন এক লক্ষ তুরঙ্গ সেনা এবং অসংখ্য পোত সৈন্য ছিল; অতএব জারেক্‌সিস্ পাঁচ নিযুত সৈন্য লইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করিতে গমন করেন, কিন্তু সমস্ত গ্রীসে চারি নিযুত বই অধিবাসী ছিল না।

---

### গ্রীক্‌দিগের সমর সজ্জা॥

ইতি পূর্ব্বে জারেক্‌সিস্ গ্রীসে যে সকল দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রীসে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সেই সকল দূতের সহিত পথি মধ্যে সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের মুখে অবগত হইলেন যে করিন্থ যোজকের বহির্স্থিত সমস্ত আথিনীয় এবং আর কতকগুলি জাতি ভিন্ন প্রায় সমস্ত গ্রীস দেশ তদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইতে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া জারেক্‌সিস থেসালির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং সেই দেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে অবশেষে থার্মপল্লী নামক সংকীর্ণ গিরিপথ প্রাপ্ত হইলেন। থেসালি হইতে বিয়োসিয়ায় প্রবিষ্ট হইবার অন্য পথ ছিল না এই মাত্র একটী পথ ছিল। তিনি দেখিলেন স্পার্টার রাজা লিয়োনিডসের অধীনস্থ এক ক্ষুদ্র সেনা সেই পথ রুদ্ধ করিয়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত আছে॥

আথিনীয় এবং স্পার্টীয়েরা যখন জারেক্‌সিসের ভয়ানক রণ সজ্জা শ্রবণ করিল তখন তাহারা দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে গ্রীসের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া গ্রীসের অপরাপর প্রদেশের অধিবাসিদিগকে সাহার্য্যার্থ আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু অধিকাংশ গ্রীকই স্বাধীনতা পরিহার পূর্ব্বক জারেক্‌সিসের বশীভূত হইতে অভিলাষ করিলে তাহাদের সেই প্রযত্ন অনেক স্থলেই নিষ্ফল হইল। এদিকে আথিনীয়েরা সর্ব্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও যাহাতে স্বাধীনতা রক্ষা হয়, তদনুষ্ঠানে স্থির প্রতিজ্ঞ হইল, এবং



দেবতা দিগের মত জানিবার জন্য ডেল্‌ফির দেবালয়ে লোক প্রেরণ করিল। তাঁহাতে দেবতার এই অস্ফুট আদেশ হইল যে জুস অর্থাৎ দেবাধিপতি শুদ্ধ আথেন্সের অধিদেবতা পালাস্* আথিনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নগর রক্ষার্থ কাষ্ঠময় প্রাচীর প্রদান করিবেন। আথিনিয়েরা সেই কাষ্ঠময় প্রাচীর আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা করিবে এবং স্বর্গীয় সালামিস্ গ্রীসবাসিদিগকে বিনষ্ট করিবে। এখন কাষ্ঠময় প্রাচীর এই শব্দের অর্থ কি এই লইয়া সকলে নানা আন্দোলন করিতে লাগিল। কতকগুলি বৃদ্ধ পুরুষ অনুমান করিলেন পূর্ব্বে দুর্গ একবার কণ্টক বৃক্ষের বৃতি দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয়, দেবতারা তাহারই আশ্রয় লইতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য লোক কাষ্ঠময় প্রাচীরের অর্থ রণ-তরীই স্পষ্ট স্থির করিয়া লোকদিগকে তদারোহণ পূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিল; এইরূপ অনেকেই অনেক প্রকার অনুমান করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন মহা পুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান থেমিষ্টোক্লিস ঐ দৈববাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন দারুময় প্রাকার শব্দের অর্থ জাহাজই বটে। দেবাদেশের অর্থ এই বুঝিতে হইবেক যে, যদি গ্রীকেরা জাহাজ আরোহণ করিয়া সালামিস্ দ্বীপ আশ্রয় করে তবে তাহাদিগের মারি নাই। এই উপদেশই গ্রাহ্য হইল; সকলে একত্র হইয়া এই স্থির হইল যে গ্রীকেরা জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ পণে যুদ্ধ করিবে। এবিধায় যত দূর হইয়া উঠে জাহাজ নির্ম্মাণের আদেশ হইল।

জারেক্‌সিস থেসেলি প্রবেশ করিতেছেন, এই সংবাদ গ্রীকদিগের কর্ণগোচর হইলে গ্রীকেরা সমস্ত গ্রীক নারী একত্র করিয়া যাত্রা করিল এবং থার্মাপ্লি বর্ত্মের পুরোবর্ত্তী ইয়ুরিয়া দ্বীপের উপকূল ভাগ আশ্রয় করিল। এ দিকে স্পার্টার রাজা লিয়োনিডাস্ প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া পথ রুদ্ধ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত থাকিলেন! এই সকল সৈন্যের অধিকাংশই পিলপনিসীয় ছিল। এই সংকীর্ণ পথে এক দিকে পর্ব্বত, অন্য দিকে সমুদ্র। ইহার দীর্ঘতা প্রায় পাঁচ মাইল হইবেক। স্থানে স্থানে ইহার প্রস্থ এত অল্প যে, শওয়া শ গজের অধিক হইবে না। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত প্রভূত সৈন্য না আইসে ততক্ষণ সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও সেই গিরি পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। বিয়োসিয়ার অন্তঃপাতী থীয়স বাসিরা গ্রীক জাতি সাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকেও এই বিপদের অংশভাগী করিবার মানস করিলেন। তাহারা সম্মত হইয়া তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ পুরাতন ভগ্নাবিশিষ্ট প্রাচীর রক্ষার নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছিল। এই প্রাচীর পূর্ব্বকালে থেসালিবাসিদিগের আক্রমণ নিবারণার্থ থার্মপালির উত্তর প্রান্তে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

---

* পালাস্ আথিনা বলিতে আথেনস অধিষ্ঠিত পালাস দেবী। লাটিন ভাষায় ইঁহাকে মিনরভা কহে।

## বামাগণের রচনা।

### দুঃখী বালক॥

দেখ দেখ প্রিয় সখি দেখ গো চাহিয়ে,
কাহার বালক ওই কাঁদিছে দাঁড়িয়ে।
আহা মরি শশি মুখ ভাষিতেছে জলে,
ধরায় পড়িয়ে শিশু কাঁদে মা মা বোলে।
আহা মরি ওরে বাছা গিয়ে কার দ্বারে,
অপমান হয়ে বুঝি আসিয়াছ ফিরে॥
নাহিক দয়ার লেশ অন্তরে তাহার,
কেমনে এমন অঙ্গে করেছে প্রহার!

ধন মদে মত্ত হয়ে জ্ঞান নাই তার,
নির্ধন হেরিলে পরে করে তিরস্কার।
শুন বলি ওরে শিশু জিজ্ঞাসি তোমারে,
কি কারণে গিয়াছিলে উহাদের দ্বারে?
শিশু বলে শুন মাতা নিবেদি চরণে,
গিয়েছিনু ওই স্থানে ভিক্ষার কারণে।
দ্বারে দ্বারে বাছা তুমি ভ্রম অকারণে:
তোমার কি কেহ নাই এতিন ভুবনে?
নিরাশ্রয় শিশু আমি ভিক্ষা করি খাই,
দ্বারে দ্বারে ফিরে ফিরে দিবস কাটাই।
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান মলিন বদন,
কে আমারে কৃপা করি দিবে আভরণ॥
বৃক্ষ তলে বাস মোর, থাকি সেই ঠাঁই।
করেন আমায় রক্ষা জগৎ-গোঁসাই।
এইরূপে দিনপাত করিয়া বেড়াই,
যতন করিয়ে মোরে কে দিবে মিঠাই।
আহা কি আশ্চর্য্য হেরি, দেখে এশিশুরে
ঈশ্বর নির্দয় বুঝি হয়েছেন ওরে॥
অনাথের নাথ তিনি দীনদয়াময়,
দুখি দেখে কেন তাঁর দয়া নাহি হয়?

শ্রীমতি জাহ্নবী দেবী॥

---

## বিদ্যা॥

বিদ্যার সমান ধন কি আছে সংসারে,
বিদ্যার গুণের কথা বর্ণিতে কে পারে॥
বিদ্যাই সবার মূল কুবুদ্ধি নাশিনী,
জ্ঞানময়ী বিদ্যাদেবী সুদ্ধিদায়িনী॥
যথার্থ বিদ্যার তত্ত্ব যে জন পেয়েছে,
নম্রতার হার সেই গলায় পরেছে॥
ভণ্ড বিদ্বানেরা মরি ভাণ করে কত,
দাঁড়ায় গম্ভীর হয়ে মুরাদের মত॥
এ, বি, পড়ে মনে করে হেয়েছি বিদ্বান।
যেখানে সেখানে গিয়ে বিদ্যারে ছড়ান॥
বালক বালিকাগণ হয়ে এক মন,
যতনেতে বিদ্যা ধনে কর উপার্জ্জন॥
অক্ষয় বিদ্যার নাম ক্ষয় কভু নয়,
বিতরণে বিদ্যা ধনে আর বৃদ্ধি হয়॥
অনায়াসে ধন দেখ চুরি করে চরে,
কে আছে এমন চোর বিদ্যা চুরি করে॥
রূপহীন, ধনহীন, বিদ্যা যদি রয়,
বিদ্যার গুণেতে তাঁর সর্ব্বত্র বিজয়॥
কি কব বিদ্যার গুণ বিদ্বান তো নই,
বর্ণিতে বিদ্যার গুণ পারিলাম কই॥

ঐ

## ঈশ্বরের মহিমা॥

সৃষ্টির সকল স্থানেই জগদীশ্বরের অসীম মহিমার চিহ্ন প্রকাশিত রহিয়াছে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা বিদ্যমান নাই। চন্দ্র নিজ শীতল কিরণ দ্বারা এবং সূর্য্য স্বীয় খরতর কর দ্বারা তাঁহারি মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। সন্ধ্যাকালীন নীল বর্ণ আকাশে যখন সবুজ পীত, লোহিত ও শ্বেত বর্ণের মেঘ সকল শোভা পায়, মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতে থাকে, তখন আমরা আমাদের জগৎপিতার মহিমা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। হরিত বর্ণ ঘাসের মাঠ, মনোহর পুষ্প, পক্ষিগণের মধুর সঙ্গীত; প্রাতঃকালের স্বভাবের সুন্দর শোভা, এবং প্রাতঃকালীন আকাশের লোহিত বর্ণ, এ সকলই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে। আকাশে যখন বিদ্যুতের আভা ঝক্ মক্ করে, বজ্র সকল ঘোরতর গভীর শব্দ করিতে থাকে, তখনও জগদীশ্বরের মহিমা দৃষ্টিগোচর হয়।

সৃষ্টির সকল স্থানে, বিভুর মহিমা,
কে পারে তাঁহার বল, করিবারে সীমা।
ময়ূরের পাখা আর বিদ্যুতের আভা,
সকলি প্রকাশে তাঁর মহিমার প্রভা;
কুঞ্জবনে বসি যবে পাখি গীত গায়,
প্রস্ফুটিত পুষ্পে চারি দিক শোভা পায়।
নানা বর্ণ শোভিত উজল রামধনু,
প্রখর কিরণ পূর্ণ মধ্যাহ্নের ভানু।
এ সবে হতেছে তাঁর মহিমা প্রকাশ,
প্রকাশে মহিমা তাঁর অনন্ত আকাশ।
শিশিরের বিন্দু আর আকাশের তারা,
প্রকাশে মহিমা তাঁর বরষার ধারা।
অনন্ত মহিমা তাঁর ব্যপ্ত চরাচর,
সমুদয় ব্যক্ত করে, হেন সাধ্য কার?

কুমারী অন্নদা লাহিড়ী॥



# প্রেম প্রবাহিনী কাব্য

## প্রথম সর্গ॥

প্রথম ভাগ, ৫ম সংখ্যা ১৯১ পৃষ্ঠার পর।

বস তবে প্রিয়তম পাঠক হেথায়,
কিছু ক্ষণ তরে দাও বিদায় আমায়।
এই মম বিজ্ঞবর মিত্র সদাশয়,
বনিতা-বিরাগাঘাতে ব্যথিত হৃদয়;
তোমার কাছেতে এবে রহিলেন একা;
শেষ সর্গে মম সনে পুন হবে দেখা॥

ইতি প্রথম সর্গ।

---

## দ্বিতীয় সর্গ॥

বিষাদ।

হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার,
কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার!
হাসি হাসি মুখ খানি, কথা মধুময়,
গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয়।
যত দেখি ততই দেখিতে সাধ যায়,
যত শুনি ততই শুনিতে মন চায়।
ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে,
আসিয়াছি রতনের লুকান আকরে।
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল!
হাসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারি দিক আলো।
লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে,
সুখের লহরী মালা খেলে চারি পাশে।
পাখি সব সুললিত স্বরে ধোরে তান,
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান।
মেদুর সমীর হরি কসুম সৌরভ,
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব।
চারি দিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধনু,
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তনু।
ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছটা,
অভিনব প্রণয়ের অনুরাগ ঘটা।
প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই,
হায়রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই।
যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে,
যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে।
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ,
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম প্রতিরূপ।
প্রেম ধ্যান, প্রেমজ্ঞান, প্রেম প্রাণ মন,
প্রেমেরি জন্যেতে যেন রয়েছে জীবন।
যেথা যাই দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
যাহা গাই প্রণয়ের গুণ গান গাই।
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহীমা।
পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে,
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো করে।
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা,
ঝলমল প্রণয়ের হাব ভাব হেলা।
সূর্য্যবল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ;
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়;
তাই তো প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়!

হেরিয়ে তোমারে প্রেম! হারালেম মন
তুমিও মাহেন্দ্র ক্ষণ পাইলে তখন।
ধীরে ধীরে বিস্তারিয়ে মোহিনী মায়ায়,
জালে গাঁথা পাখি যেন, করিলে আমায়।
নড়িবার চড়িবার আর যো নাই,
তুমিই যা কর, আমি যেচে করি তাই।
লয়ে গেলে সঙ্গে করে সেই উপবনে,
সুখের কানন যারে ভাবিতেম মনে।
যথায় নধর তরু সরস লতায়,
পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে সদা শোভা পায়।
যথায় ময়ুর নাচে ময়ুরীর সনে,
কোকিল কোকিলা গায় বসি কুঞ্জবনে।
ভ্রমর ভ্রমরী ধরি গুণ গুণ তান,
দুয়ে এক ফুলে বসি করে মধুপান।
কুরঙ্গিণী নিমিল নয়না রসভরে,
কৃষ্ণসার কণ্ঠে তার কণ্ডূয়ন করে।
মলয় অনিল বসি কুসুম-দোলায়,
সৌরভ সুন্দরী কোলে, দোলে দুজনায়।
সুদূরে শ্যামল ক্ষুদ্র গিরির গহ্বরে,
উথলিয়ে স্বচ্ছজল ঝরঝর ঝরে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা সব এঁকেবেঁকে গিয়ে,
কত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ রেখেছে নির্ম্মিয়ে।
প্রতিদ্বীপে পাতা আছে কেমন শোভন,
মিশ্রিত পল্লব নব কুসুম আসন!

চৌদিকের দুর্ব্বাময় হরিৎ প্রান্তরে,
উষার উজল ছবি ঝলমল করে।
মাজে মাজে রাজে তার শ্বেত শীলাতল,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে তাহে ফোয়ারার জল।
কোথাও রয়েছে ব্যেপে কাশের চামর,
যেন পাতা ধপ্‌ধোপে পশমি চাদর।
কোথাও ভ্রমর মালা উড়ে দলে দলে,
মেঘ ভ্রম জনমায় অম্বরের তলে;
কোথাও কুসুমরেণু উড়িয়ে বেড়ায়।
বনশ্রীর ওড়্না যেন বাতাসে উড়ায়;
যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন,
মরি কিবে মনোহর সুখ ফুলবন!
এমন সুন্দর সেই সুখের কাননে
কাটাতে ছিলেম কাল নির্জ্জনে দুজনে।
আমোদে প্রমোদে ভোর, কত হাসি খেলি,
কত ভালবাসাবাসি কত মেলামেলি।
পরস্পর পর স্পর-হৃদয় তোষণে,
নিরন্তর কত মত যত্ন প্রাণপণে।
দেখিলে কাহারো কেহ বিরস বয়ান,
অগ্নি যেন একেবারে ফেটে যেত প্রাণ।
হরিষ হেরিলে আনন্দের সীমা নাই,
হাত বাড়াইলে যেন স্বর্গ হাতে পাই।
কোথাও পাইলে কিছু মনের মতন,
করিতেম তব করে তখনি অর্পণ।
এক ফুল শুঁকিতেম লয়ে পরস্পরে,
এক ফল খাইতেম মুখামুখি কোরে।
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাঁতার,
লুকাচুরি ঝাঁপাঝাঁপি এপার ওপার।
হেরিতেম ময়ুরের নৃত্য অপরূপ,
তুলিতেম লতা পাতা ফুল কত রূপ।
যাইতেম ক্ষুদ্র দ্বীপে বিকেল বেলায়,
বসিতেম সুকোমল কুসুম শয্যায়।
চারি দিকে জলধারা গায় ধীরে ধীরে,
শরীর জুড়ায়ে যায় শীতল সমীরে।
ফুলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর,
বিন্দু বিন্দু পড়ে এসে মুখের উপর।
পশ্চিমেতে ঢল ঢল দিনকর ছটা,
জরদ পাটল রক্ত রঞ্জনের ঘটা।
কিরণের ফুল কাটা নীরদ মণ্ডলে,
যেন সব স্বর্ণ পদ্ম ভাসে নীল জলে।

কোন দিন মনোহর নিশীথ সময়,
যে সময় পূর্ণ শশি অম্বরে উদয়,
অন্তরীক্ষ রত্নময়, দিশ আলোময়,
বন ভূমি হাস্যময়, বায়ু মধুময়,
প্রকৃতি লাবণ্যময়, ধরা শান্তিময়,
রসময় ভাব ভরে উথলে হৃদয়;
সে সময় প্রান্তরের নব দুর্ব্বাদলে,
বেড়াতেম; বসিতেম শ্বেত শিলাতলে;
কহিতেম মন কথা হয়ে নিমগণ,
কথায় কথায় খুলে যেত প্রাণ মন।
দুজনেই গদ গদ, ধরিতেম তান,
গাহিতেম গলা ছেড়ে প্রণয়ের গান।
ভাবিতেম স্বর্গ সুখ লোকে কারে বলে,
এর চেয়ে আরো সুখ আছে কোন্ স্থলে?
হায়রে সাধের প্রেম! তখন তোমার,
যেন খুলে দিয়ে ছিলে হৃদয় ভাণ্ডার।
যেন তুমি আমার নিতান্ত অনুরাগী,
পরাণ পর্য্যন্ত দিতে পার মোর লাগি।
সুখে দুখে চিরকাল রবে অনুগত,
হবে না থাকিতে প্রাণ কভু অন্য মত।
আদরে আদরে কত যতনে যতনে,
রাখিবে হৃদয়ে করি সুখ ফুল বনে।
সে সব কোথায়, ছিছি কেবল কথায়,
প্রেমরে এখন তুমি উবেছ কোথায়?
কোথা সেই সোহাগের সুখ উপবন,
চকিতে মিলায়ে গেল সাধের স্বপন?
বিষম বিকট এ যে বিপর্য্যয় স্থান,
অহো কি কঠোর কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ!
চারি দিকে কাঁটা বন বাড়ে অনিবার,
ঝোপে ঝোপে মরা পশু পোচে কদাকার।
পশিছে বিটকেল গন্ধ নাকের ভিতরে,
পড়িছে পুঁজের বৃষ্টি মাথার উপরে।
আছম্বিতে জন্তু এক বিকট আকার,
ঝাঁপিয়ে আসিয়ে বুক চিরিয়ে আমার;
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে প্রখর নখরে,
গুঁজড়িয়ে ধোরে আছে অগ্নির ভিতরে।
জীবিত, কি মৃত আমি, আমি জানি নাই,
শূন্যময় ভিন্ন কিছু দেখিতে না পাই।
হায়রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!

ইতি দ্বিতীয় ভাগ।


# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ ] আষাঢ়, ১২৭৫ সাল। [ ৩ সংখ্যা


## স্বাস্থ্য রক্ষা।

অধিক কাল জীবিত থাকিতে সকলেরই বাসনা, কিন্তু কি উপায় দ্বারা সেই বাসনা সফল হইবার সম্ভাবনা তাহা একবার ভ্রমেও কাহার মনে উদয় হয় না। বিশেষতঃ এতদ্দেশে এ বিষয় যতদূর পর্য্যন্ত শিথিলতা ততদূর বোধ হয় আর কোন দেশেই নাই। অজ্ঞানতা ও উপধর্ম্ম ইহার দুই মূল কারণ। বিষপান করিয়া দেবতার নিকট প্রাণরক্ষার আরাধনা আর শূকরের ন্যায় নিকৃষ্ট পশুবৎ অবস্থায় থাকিয়া রোগাক্রান্ত হইলে বিধাতাকে ভৎর্সনা করিতে সর্ব্বদা দেখা যায়, কিন্তু জগতের নিয়ম কি এবং কার্য্যকারণের সম্বন্ধ কি এতদ্বিষয়ের আলোচনা করা কাহারও আবশ্যক বোধ হয় না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এইরূপ কর্ত্তব্যতা বিবেচনা কখনই সম্ভবে না, কারণ এরূপ বিবেচনা কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সাপেক্ষা করে এবং সেই জ্ঞান কথঞ্চিৎ প্রাকৃতিক বিদ্যা না থাকিলে জন্মায় না। অদ্যাবধি অনেক সুবিখ্যাত সভ্যজাতির মধ্যে এখন পর্য্যন্ত এতাদৃশ বিদ্যাশিক্ষা প্রচারিত হয় নাই যে তাহাদিগের মধ্যে অপর সাধারণ সকলেই নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হইয়া চলিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের তত জ্ঞান থাকিবার আবশ্যক করে না, এবং তদভাব জন্য কিছুমাত্র তাহাদিগের শরীর রক্ষার ব্যাঘাত হয় না। ভদ্রসমাজের আচার ব্যবহার তাহাদিগের আদর্শ এবং ভদ্র সমাজের ব্যবহার প্রসিদ্ধ নিয়ম মূলে বদ্ধ। আমাদিগের এদেশে যদিও বিদ্যালোচনা অপেক্ষাকৃত সমধিক হইয়াছে কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে জ্ঞানের দ্বারা অমূল্য ধনস্বরূপ শরীরের সুস্থতা এবং আয়ুর্বৃদ্ধি লাভ হয়, তাহার প্রতি কিছুমাত্র আদর কিম্বা মনোযোগ নাই।

একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে মনুষ্যের যত কাল জীবিত থাকা সম্ভাবনা, তত কাল পর্য্যন্ত বোধ হয় মনুষ্য মাত্রেই জীবিত থাকিতে পারেন। তবে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেটি কেবল কোন প্রতিবন্ধক কিম্বা বিড়ম্বনা হইতে হয়। কাহারো যেন এরূপ ভ্রম কখন না হয় যে উক্ত প্রতিবন্ধক ও বিড়ম্বনার নিরাকরণ নাই। নৈসর্গিক নিয়মাধীন ফল ভোগেরই উপায়ান্তর নাই, তদ্ভিন্ন জনসমাজের নিয়ম কিম্বা ব্যবহার দোষে যে সকল ফলভোগ করিতে হয় তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হইতে পারে। অতএব উপরে যে সকল প্রতিবন্ধক ও বিড়ম্বনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা

হইতে যে মুক্ত হওয়া যায় না এমন বিশ্বাস যেন কদাপি হয় না। তবে বক্তব্য এই যে কতক প্রতিবন্ধক আমাদিগের চেষ্টা ও যত্নে নির্মূল হইবার সম্ভাবনা, কতক বা সময় ও অবস্থা এবং সংস্কার দোষে জ্ঞান সত্বেও বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রসিদ্ধ নিয়ম কি, এবং সেই নিয়ম রক্ষণ বা কিসে হয়? অনায়াসে এই জ্ঞান সকলের হইতে পারে যে বায়ু ও নির্ম্মল জলসেবন জীব মাত্রেরই স্বাস্থ্য ভোগের প্রধান কারণ। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ যুক্তি প্রয়োগের আবশ্যক নাই। আমরা পদে পদে ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। বায়ু প্রাণির পক্ষে কি প্রকার প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয়,অতি অজ্ঞান যিনি তাঁহারও বোধগম্য; কিন্তু বায়ু দ্বারা জীবগণ কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, পরিশুদ্ধ বায়ু কাহাকে বলে,বায়ু অপরিস্কার ও অশুদ্ধ কিসে হয়, বোধ হয়, এ সকল বিষয়ে অনেকের সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই। আমরা এই পত্রের ১ম সংখ্যাতে * এই প্রসঙ্গের যাহা বলিয়াছি তদ্দ্বারা নিতান্ত অবোধ যাহারা তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা,কিন্তু এতদ্বিষয়ে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও অধিক বক্তব্য আছে, তাহা পত্রান্তরে ব্যক্ত করিব। স্থূল কথা এই যে আমাদিগের বাসগৃহ ও নিবাস গ্রাম সাধ্যমত এরূপ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য যে নিয়তঃ যেন আমরা শুদ্ধ বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসে ব্যবহার করিতে পারি। নির্ম্মল শুদ্ধ বায়ু যেমন শরীর রক্ষার্থে প্রয়োজন নির্ম্মল জলও তদ্রূপ। জলে স্বভাবতঃ যে যে পদার্থ আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বাহ্যিক পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে তাহা অশুদ্ধ ও অনিষ্টকারী হয়,এবং সেই জল ব্যবহার করিলে শরীরের পক্ষে নানাবিধ ব্যাঘাত জন্মায়। কেবল পানীয় জল শুদ্ধ থাকা আবশ্যক এমন নহে, গাত্রমার্জ্জন ও ধৌত করিবার জন্য যে জল ব্যবহার করিতে হয় তাহাও নির্ম্মলে থাকা আবশ্যক। জল বায়ু শুদ্ধ ও নির্ম্মলাবস্থায় ব্যবহার করিলেই যে শরীর রক্ষা হইবে এমন নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, আবার শরীরপোষক সুখাদ্য সংগ্রহ আবশ্যক। সুখাদ্য কাহাকে বলে এ বিষয়েও অনেকের অনেক প্রকার মত আছে। সুস্বাদু যাহা তাহাই যে সুখাদ্য এ কথা আমাদিগের বক্তব্য নহে। পৃথিবী মধ্যে নিজ নিজ দেশে যত প্রকার দ্রব্য আহারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় এতাবৎ রসায়ন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং কোন্ দ্রব্যে কি পরিমাণে কি কি পদার্থ আছে তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যের পক্ষে উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য কি তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। ভোজ্য দ্রব্য মাত্রেই চারি প্রকার পদার্থ আছে ঃ—

১।—মাংস রচক,
২।—উত্তাপ প্রদায়ক,
৩।—ধাতু মিশ্রিত অম্ল,
৪।—জলীয় ও তৈল পদার্থ।

এই চারি পদার্থের মধ্যে প্রত্যেকের ভাগ আবশ্যক মত পরিমাণে থাকা আবশ্যক এবং এই পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হইলে দ্রব্য গুণের ব্যতিক্রম হয়। দেশ কালে ও ব্যবসায় বিবেচনায় আহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। শীত প্রধান দেশে যে দ্রব্য আদরণীয় উষ্ণপ্রধান দেশে তাহা অনিষ্টকর। গ্রীষ্মকালে যাহাতে শরীরের উপকার হয়, শীতকালে সেই দ্রব্যই নিয়ত ব্যবহার করিলে শরীর নির্ম্মল ও তেজহীন হইয়া যায়। যাহারা এক স্থানে থাকিয়া মানসিক পরিশ্রম দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাহাদিগের যে প্রকার দ্রব্য সেবন কর্ত্তব্য, যাহারা কেবল শরীর চালন দ্বারা ইতর পরিশ্রম করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন তাহাদিগের পক্ষে সেই দ্রব্য ব্যবহার করিলে প্রাণ নাশক হয়। উত্তম বায়ু ও জলসেবন

* ১ খণ্ড, ১ সংখ্যা। প্রস্তাব—বায়ু।



এবং সুখাদ্য ব্যবহার করিলেই শরীর রক্ষার দক্ষ কর্ম্ম হইল এরূপ বিবেচনা অকর্ত্তব্য। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার উপযুক্ত মত মানসিক পরিশ্রম ও ইন্দ্রিয়াদি চালনা করা আবশ্যক।

এইবারে অনুষ্ঠান স্বরূপ স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মের প্রসঙ্গমাত্র বলা গেল, সংখ্যানুক্রমে ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ যাহা যাহা বক্তব্য তাহা বলা যাইবেক।

---

# অশোক বনে সীতা।

ভীষণ গৃধিনী মাঝে শারিকা যেমন,
ভয়ে কাঁপে থর থর মুদিয়া নয়ন;
তেমতি রাক্ষসী মাঝে জনক-নন্দিনী,
সতত কাতর অতি বিরহ-দুঃখিনী ॥
রাজার দুহিতা সতী রাজার গেহিনী।
বিধির বিপাকে যেন জন্ম কাঙ্গালিনী ॥
দৈব বশে রাম-তরু-চ্ছায়া-বিয়োগিনী।
শোক-তাপে ম্রিয়মাণা সীতা পল্লবিনী ॥
আলু থালু কেশ পাশে আচ্ছন্ন বদন;
শশি যেন মেঘ আড়ে অস্ফুট কিরণ ॥
নীলিম বেত্রের লেখা অঙ্গে সারি সারি।
বহিয়া কমল আঁখি সদা বহে বারি ॥
অতি ক্ষীণ অঙ্গ যষ্টি কাঁপে ক্ষণে ক্ষণ,
নিবিল দীপের শিখা হেন লয় মন ॥
নিয়ত মুদিত আঁখি নাহি বাহ্যজ্ঞান;
স্বপনে মিলন সুখে সহসা উৎথান ॥
মনে যেন ঋষিবেশে পাশে দাঁড়াইয়া,
শ্রীরাম যাচেন ক্ষমা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
পশ্চাতে আনত আঁখি দেবর লক্ষণ,
লাজ, ভয়, অনুতাপে সজল নয়ন ॥
হেরিয়া আনন্দ সিন্ধু উঠে উথলিয়া
আলিঙ্গন আশে ধায় বাহু পসারিয়া ॥
মনের আবেগে ক্ষণে মোহ অবসান।
শূন্য হেরি চারি দিক বাহিরায় প্রাণ ॥
পিশাচী,পাষাণী,ভীমা,ওলো লো দুরাশা,
কোন্ প্রাণে হেন জনে করলো তামাসা ॥
হাসি হাসি কাছে আসি দিয়া আলম্বন
অবশেষে সর্ব্বনাশী একি আচরণ!
দেবের আবাস এই সুখের সংসার,
তোকেই চিনিয়া হলো দুঃখের আগার ॥
যাতনা দুহিতা তোর, নৈরাশ কুমার,
মিলিয়া মানব-মন করে ছারখার ॥
সুখের বান্ধব মৃত্যু শীতল, মোহন,
তুইনালো কুহকিনী দেখালি ভীষণ ॥
জীবন আনিয়া বশে সেধেছ অভীষ্ট।
আছাড়িয়া পিষ্ট তনু করিতেছ ক্লিষ্ট ॥
দেখনা চাহিয়া দশা শ্রীরাম জায়ার,
শুন না হৃদয় ভেদী প্রলাপ চীৎকার ॥
ধরায় লোটায় তনু নৈরাশ-আহত;
চপলা চঞ্চলা যেন ভ্রমে ইতস্ততঃ ॥
বাষ্প-ভরে রুদ্ধ কণ্ঠ বাক্য নাহি সরে,
অর্দ্ধ-স্ফুট রাম নাম মিলায় অন্তরে ॥
তাহাতে নির্দ্দয় চেটী করিয়ে প্রহার।
পালিছে যেমতি আজ্ঞা রাবণ রাজার ॥
ধিক্‌রে চাকরি তোরে শত ধিক বলি।
দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, মোহ নাশিলি সকলি ॥
ক্ষণে মোহ নিদ্রা ত্যজি উঠেন চমকি।
সম্ভাষিয়া শরমায় কহেন জানকী ॥
ওগো ও শরমা সাধু-বিভীষণ-প্রিয়া
বাঁচাও সখীর প্রাণ রামধন দিয়া ॥
লয়ে চল যথা সেই নব-ঘন-শ্যাম।
চরণ ধরিয়া যাচি পুর মনস্কাম ॥
আজি কাল করি সখি হলো কত দিন।
রাম অদর্শনে আর কাটেনা গো দিন।
কোথায় কেমনে সখি মম প্রাণ-ধন,
আছেন, জানিয়া এসো জুড়াও জীবন ॥
ওই যে লো প্রভঞ্জন পাতায় পাতায়
ফিরিছে, সভয়ে অতি মৃদু মৃদু রায় ॥
উঠ, চুপে চুপে গিয়া জিজ্ঞাস উহায়।
বুঝি লো সংবাদ লয়ে খুঁজিছে আমায়
প্রণমিয়া যোড় করে বিনয়-বচনে,
লইয়া আমার নাম কহগে তপনে ॥
বংশের প্রভব তুমি ওগো দিনমণি।
অখিল অনন্ত ধরা দেখিছ আপনি ॥
কোথা তব অভিরাম রাম বংশধর।
কি ভাবে কেমনে স্থিত ভ্রাতৃ [illegible] ॥

বলগো ত্বরিত দেব বিলম্ব না সয়।
এতক্ষণ রাম-প্রিয়া রয় কিনা রয়॥
গগণে আইলে শশি, জিজ্ঞাস তাঁহায়।
নবীন তাপস মোর দেখেছ কোথায়॥
কোথায় উন্মত্ত মোর প্রাণের ঈশ্বর
বিন্ধিতে তোমার তনু জুড়িছেন শর॥
কোথায় সজল সেই লোহিত লোচন
হেরিয়া আতঙ্কে তব কাঁপিতেছে মন॥
ভেট লো ত্বরিত সখি রাবণ রাজায়।
মম আশীর্ব্বাদ লয়ে কহগে তাহায়॥
রামের সর্ব্বস্ব ধন রামে দেহ ফিরে।
মন সুখে থাক রাজা লঙ্কার ভিতরে॥
নিরীহ হরিণ যুগ নিজ সুখে রত,
নিশ্চিন্ত কাননে ভ্রমে দোঁহে অবিরত॥
আনন্দে আহার করে নব দুর্ব্বাদল।
পান করে সুমধুর প্রস্রবণ জল॥
মুখে মুখ সমর্পিয়া পাদপ ছায়ায়,
প্রেম ভরে আলু থালু সুখে নিদ্রা যায়॥
সদয়ে মলয়ানিল করেন বীজন।
ডালে বসি বাঁশি রবে গায় পাখীগণ॥
দুঃখের সহিত কভু নাহি পরিচয়।
বিয়োগ যাতনা তার মনে নাহি হয়॥
অরে রে নির্দ্দয় ব্যাধ, পাষাণ হৃদয়।
বিনা দোষে নাশ সুখ, উচিত কি হয়॥
পাতার আড়ালে যারা হারা-তো পরাণ।
সহস্র যোজন আড়ে করিলি সংস্থান॥
বঞ্চনা করিয়া তারে কি লাভ হইবে।
সবে মাত্র ত্রিসংসারে কলঙ্ক রটিবে॥
অরে ও উন্মত্ত, অজ্ঞ, পামর রাবণ।
বাসব জিনিয়া দর্পে হয়েছ মগন॥
যে দিন অশনি বুকে চূর্ণ হয়ে গেল।
জিনিলাম ত্রিসংসার, প্রত্যয় হইল॥
ছি ছি লাজ নাহি, লাজ পায় কব কত।
কেমনে কন্দর্প পদে হইলি প্রণত॥
পাষাণ হৃদয়ে তোর (নাহি ঘৃণা-লেশ)।
অনায়াসে কুসুম-শর করিল প্রবেশ॥
সহজে রাক্ষস জাতি নাহি বোধাবোধ।
প্রণয় কীদৃশ বস্তু জাননা নির্ব্বোধ॥
নিম্নগামী বারি সম স্বেচ্ছা গতি তার।
স্বেচ্ছায় ফিরায় তারে হেন সাধ্য কার?

দেখিতে সতীর মন পুষ্প সুকুমার।
জাননা লৌহের সম আছে অন্তঃসার॥
বিভীষিকা, প্রলোভন, তর্জ্জন, প্রহার
লাগিয়া লোষ্ট্রের প্রায় হয় চূরমার॥
যে দিকে রহেছে পতি অয়স্কান্ত মণি,
সেই দিকে নত মন দিবস যামিনী॥
অন্তরে থাকিয়া সিন্ধু অপার, দুস্তর,
বিশ্লিষ্ট করেছে গ্রন্থি ভেবোনা পামর॥
মাঝে দেশ দেশান্তর, ওরে দুরাশয়,
নাশিল সে অনুরাগ, না করো প্রত্যয়॥
মাংসপিণ্ড মাত্র হরি আনিলে হেথায়।
লুটিছে সীতার প্রাণ শ্রীরামের পায়॥
হরষে নীরদ-বুকে খেলে সৌদামিনী।
আভামাত্র ভূপতি হে, লভয়ে মেদিনী॥
নলিনী মৃণাল শিরে কত শোভা পায়।
অর্পিলে এরণ্ড-শিরে শুকাইয়া যায়॥
শশি পাশে অরুন্ধতী প্রফুল্ল বদন।
দিনমণি সমাগমে মুদিত-নয়ন॥
যখন তটিনী করে ভূধর দর্শন,
অমনি ধাইয়া তারে করে আলিঙ্গন॥
থাকিয়া থাকিয়া তার আনন্দ-লহরী
উথলিয়া পড়ে কত প্রিয়-অঙ্গোপরি॥
গতি-বশে মরু সাথে হইলে মিলন
ধীরে, কত অনিচ্ছায়, করয়ে গমন॥
যার যেই প্রাণ-ধন তারে সেই তুষ্ট।
অন্য জনে কখন কি ভজে সে রে দুষ্ট?
বিধি-বশে শশধর গেলে দেশান্তর
বল কোথা কুমুদিনী ভজে দিবাকর॥
রসাল-মঞ্জরী কবে, বলনা রাজন,
বসন্ত ত্যজিয়া গ্রীষ্মে করেছে সেবন?
না হেরিয়া নব শ্যাম নীরদ মাধুরী
প্রেম-মধু-রবে কবে, নেচেছে ময়ূরী?
অবহেলি প্রিয়রব, সুস্থ মনে বসি,
বায়সে সম্ভাষে কোথা রথাঙ্গ-প্রেয়সী?
যখনি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বায়,
সুখ আলিঙ্গন দিয়া শরীর জুড়ায়;
তখনি আনন্দে শাখা-বাহু পসারিয়া
গলে তার পল্লবিনী দেয় হে তুলিয়া॥
নিকট নিধন তোর, হলি বুদ্ধিহত।
সীতায় ভাবিলি তাই অন্য নারী মত॥



দেখেছ শুনেছ তবু নাহি হলো জ্ঞান!
অলৌকিক জানকীর সকলি আখ্যান॥
ধরণী করেছে মোরে জঠরে ধারণ।
কার হেন শুনিয়াছ ধনুক্-ভাঙ্গা পণ॥
কবে দেখিয়াছ বল, কোথা কোন্ বালা।
রাম হেন পতি-গলে দিল বর-মালা॥
ভূপতি হইবে পতি হবে রাজরাণী।
হর্ষে করি অধিবাস, কাটয়ে যামিনী;
দিবস আইলে পরি তাপসীর বেশ,
প্রিয় সহ বনে কেবা করিল প্রবেশ॥
জানত সকলি তবু নাজানি কেমনে
এখন দুরাশা তোর ফিরিতেছে মনে॥
সুবর্ণের লঙ্কাপুর রতনে পূরিত,
ভেবেছ রমণী-মন করিবে মোহিত॥
ভ্রম মাত্র সে ভাবনা রক্ষ-কুলমণি।
অতুল বিভব তোর তৃণ নাহি গণি॥
দেবের লোভের স্থান, স্বর্গ নাহি চাই।
বাকল্-পরা জটাধারী রাম যদি পাই॥
এমন পৌরুষ তোর কি আছে ভূপতি!
ভুলাবে সে মোহিনীরে রাম যার পতি॥
মোহ-বশে ভুলিলে কি ওহে দশানন,
বজ্রসার ভীম সেই হর শরাসন॥
তাল তরু জিনি তোর বাহু কুড়িখান,
শুনেছি কৈলাশ যার না সহিল টান;
প্রাণপণে ধরি যার নাড়িতে নারিল।
আনত আনন দেখি জনতা হাসিল॥
অবহেলে সেই ধনু তুলি বাম করে,
ভাঙিলেন প্রাণনাথ দেখে চরাচরে॥
জিনিয়াছ ত্রিভুবন সত্য বটে মানি।
সুরাসুর রাখিয়াছ বন্দি করি আনি॥
কিন্তু তায় কিবা লোভ দেখাবে আমায়।
শুদ্ধ প্রাণ-ভয়ে তারা সেবিছে তোমায়॥
রামের প্রভাব রাজা কি কহিব আমি।
অপার মহিমা কত ধরে মোর স্বামী॥
স্থাবর, জঙ্গম, মূঢ় পশু পক্ষিগণ,
স্বেচ্ছায় আসিয়া সেবে রামের চরণ॥
রূপে, গুণে, মুগ্ধ হয়ে বনের পাদপ,
ক্ষুধায় যোগায় ফল; বারয়ে আতপ॥
হিংস্রক বনের পশু শার্দ্দূল কেশরী,
পাছু পাছু ধায় হেরি রূপের মাধুরী॥

হেন গুণধাম রাম যাহার কোমার
হরেছ, ভুলাবে তারে কি সাধ্য তোমার॥
তবে কেন বৃথা আর দিতেছ যাতনা।
নিরীহ রমণী জনে করিছ তাড়না॥
জাননা কি সতী, পতি অবশ্য লভিবে;
কার সাধ্য রোধে—নদী সাগরে মিলিবে॥
মিছে বল প্রকাশিয়া দেখাইছ ভয়।
রামের রমণী সীতা অন্য নারী নয়॥
বীরের প্রেয়সী মোরা ধরি হেন বল,
কটাক্ষে নাশিতে পারি রাক্ষসের দল॥
সহজে কোমল বটি ননীর পুতলি,
লাগিলে কষ্টের আঁচ সত্য বটে গলি॥
কিন্তু ভ্রমে যদি কেহ করে অপমান,
আসি জুটে অন্তঃসার পাষাণ সমান॥
তবে যে এখন তব সহি তিরস্কার;
পতি অপমানে মন সরেনা আমার॥
রাম হেন যার পতি ত্রিভুবন পূজ্য;
কাতরে ভ্রমিছে, ভূপ, এখন অধিজ্য॥
সে কেন অবনি মাঝে যেন অনাথিনী;
নাশিতে আপন ক্লেশ বুঝিবে আপনি॥
যার কার্য্য সেই আসি আপনি সাধিবে।
তবেত আদর, মোর, গৌরব থাকিবে॥
দেখিবে আসিয়া রাম নব জটাধারী
মুছায়ে দিবেন মোর নয়নের বারি॥
আবার বিরলে বসি নয়নে নয়ন,
দোঁহের দুঃখের কথা কব দুই জন॥
লজ্জাভরে প্রাণনাথ কান্দিলে আমার,
প্রেম-মৃদু-মধুভাষে তুষিব আবার॥
এ হেন প্রত্যয় মোর হতেছে রাজন।
দ্বারে বুঝি রঘুবীর এলো এতক্ষণ॥
ক্ষণে ক্ষণে শুনি যেন কোদণ্ড টঙ্কার।
দেখগে বিলম্ব তুমি করোনা হে আর॥
যোড় করে প্রণমিয়ে চরণে তাঁহার,
মধুভাষে সম্ভাষিবে লক্ষ্মণে আমার॥
তাতে যদি ভীম রাগ না ত্যজে নয়ন।
আনিবে আমার কাছে, বাঁচাবো জীবন॥
বলিতে বলিতে মূর্চ্ছা আসিয়া জুটিল।
ঝঞ্ঝাহত স্বর্ণলতা হেলিয়া পড়িল॥

---

# ধর্ম্মাচার্য্য।

গত প্রকাশিতের পর।

তদনন্তর স্বীয় কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলাম, আমার সহধর্ম্মিণী রন্ধনাদি সমাধা করিয়া বসিয়া আছেন। জেঙ্কিন্‌সন্ আমাদের সহিত ভোজন করিতে প্রার্থনা করিলেন; আমরাও তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া অতিথি সৎকার করিলাম। আমার পরিজনদিগের সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমার কনিষ্ঠা কন্যার রূপ লাবণ্য দেখিয়া বিমোহিত প্রায় প্রতীত হইতে লাগিলেন, এবং শিশুদ্বয়কে অবলোকন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরন্তু পরিজনদিগের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইলে তিনি আমাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে মহাশয়! এই ক্লেশাবহ কারাগার আপনার এই কোমল কলেবর সন্তানদিগের উপযুক্ত বাসস্থান নহে; এস্থানে ইহাদের দুর্ব্বিসহ কষ্ট হইবেক সন্দেহ নাই।" আমি ইহা শুনিয়া প্রত্যুত্তর দিলাম, "মহাশয়, ইহাদের নীতিজ্ঞান বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, সুতরাং অবস্থানুরোধে ইহারা কষ্টভোগ করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না।" জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, আপনি এই কষ্টদায়ক কারাগৃহেও পুত্র কলত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখানুভব করিতেছেন, সন্দেহ নাই।" আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, হে ভাই, এই পরিজনগুলি আমার সন্তোষ সাধনের একমাত্র উপায়; এমন কি, কোন দুষ্প্রবেশ অন্ধকূপে ইহাদের সহিত একত্রে বাস করিলে রাজার ন্যায় সুখে থাকিতে পারি। ইহাদের কোন প্রকার অপকার বা অমঙ্গল ঘটিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। ইহা শুনিয়া বন্দী অঙ্গুলী সঙ্কেতে মোজেসকে দেখাইয়া কহিলেন, "মহাশয়, এই বালকটিকে আমি একদা প্রতারণা করিয়া কতকগুলি কৃত্রিম চস্‌মা বিক্রয় করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা ইহার অনেক অপকার করা হইয়াছে সন্দেহ নাই; প্রার্থনা ইনি আমাকে ক্ষমা করুন।", মোজেস ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন। যদিও তিনি পূর্ব্বে জেঙ্কিন্‌সন্‌কে ছদ্ম বেশে দেখিয়াছিলেন, তথাপি এখন তাঁহার মুখের আকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ও স্বরভেদের পরিচয় পাইয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিলেন। পুত্র, জেঙ্কিন্‌সনের হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার কি লক্ষণ দেখিয়া প্রতারণার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়াছিলে?" বন্দী প্রত্যুত্তর দিলেন "বাপু, তুমি একে বালক, বিশেষতঃ সরল স্বভাব; তোমাকে প্রতারণা করা কোন্ বিচিত্র কথা? তোমার কথা থাকুক, তোমার অপেক্ষা কত বড় বড় জ্ঞানি লোককে অবলীলাক্রমে ঠকাইয়া লইয়াছি। কিন্তু পরিণামে আমার সেই সকল দুষ্কৃতি অতীব প্রবল হইয়া আমাকে এইরূপ দণ্ডভোগী করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মোজেস্ কহিলেন "আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন; বোধ হয়, তদ্দ্বারা অনেক উপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।" জেঙ্কিন্‌সন্ প্রত্যুক্তি করিলেন, "বাপু, আমার চাতুরিময় জীবন বৃত্তান্ত শুনিলে তোমার কোন উপদেশ ও আমোদ পাইবার সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত তদ্দ্বারা তোমার অপকার হইতে পারে। তুমি অতি সরলা স্বভাব; আমার পাপময়ী কাহিনী শুনিলে তোমার নির্ম্মল মন মলিন হইবেক। আমি যে সকল জুয়াচুরি কৌশল দ্বারা ব্যক্তিদিগকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছি, তৎসমুদয় বর্ণনা করিলে জগতের প্রতি তোমার ঘোরতর অবিশ্বাস জন্মিবেক; ও তুমি সর্ব্বদা সংশয়াপন্ন হইয়া কোন করণীয় কার্য্য সহজে করিয়া উঠিতে পারিবে না। যেমন পথিক ব্যক্তি পথবাহি জন মাত্রকেই চোর ভাবিয়া সন্দিহান মনে চারিদিক দেখিয়া দেখিয়া চলিলে যথাকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পহুঁছিতে পারে না, তাদৃশ সংসারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে তুমি নির্ব্বিবাদে জীবন যাত্রা করিতে পারিবেনা। বস্তুতঃ আমি অভিজ্ঞতা দ্বারা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি, যে ব্যক্তি জগতের অনেক প্রকার সন্ধান লইয়া বেড়ায়, ও বহুবিধ ছল কৌশল জানে, পরিণামে তাহাকেই বাগুরায় বদ্ধ হইতে হয়। অতি শৈশবাবস্থায় আমি চতুর ও বুদ্ধিজীবী বলিয়া জন সমাজে বিখ্যাত হই; কিন্তু তৎকালে কেহ আমাকে দুষ্ট বলিয়া জানিত না। যখন বয়ক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন জগতের নানা সন্ধান জানিলাম, এবং টাকা যে কি পদার্থ তাহাও চিনিতে পারিলাম। পরন্তু বিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালে আমার নিরতিশয় চতুরতা দেখিয়া প্রায় কেহই আমাকে বিশ্বাস করিত না; সুতরাং জীবিকা নির্ব্বাহার্থে আমাকে সেই অবধি চাতুরি ব্রতের ব্রতী হইতে হইল। তখন কি উপায়ে কাহাকে প্রতারণা করিয়া বিত্তাপহরণ করিব, দিবানিশি এইরূপ কল্পনায় ব্যস্ত থাকিতাম, জপিচ, ধৃত হইবার ভয়েও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকিত। ফ্লম্বারা নামক তোমাদের একজন সরল ভাবাপন্ন প্রতিবাসীকে বৎসরের মধ্যে কোন না কোন প্রকারে একবার করিয়া অবশ্যই প্রতারণা করিতাম, কিন্তু ঐ ব্যক্তি প্রতারিত হইয়াও গুরুতর ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেন না; প্রত্যুত অসন্দিহান মনে লোকের প্রতি বিশ্বাসও যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিয়া থাকিতেন। দেখ বাপু, অধুনা সেই সুশীল ব্যক্তি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছেন; এবং আমারও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সে যাহাহউক, এখন তোমরা কি অপরাধে এই কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছ শুনিতে বাঞ্ছা করি, যদিও আমি নিজের নিষ্কৃতি সাধন করিয়া উঠিতে পারিবনা, তথাপি তোমাদিগকে যে কোন প্রকারে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া দেখিব।" আমি জেঙ্কিন্‌সনের অনুরোধে আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরন্তু, যেন কোন সদুপায় স্থির করিয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া উৎসাহ বাক্যে কহিলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন, দেখি কি পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারা যায়।" ইহা কহিয়া তিনি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।



## সপ্তবিংশ অধ্যায়॥

প্রস্তাবিত বিষয় ক্রমাগত।

পরদিন প্রভাতে, আমি বন্দিদিগের উন্নতি সাধনের যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা পরিজনদিগকে বিজ্ঞাপন করিলাম। তাহারা তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন না; কহিলেন, এই সকল কুমার্গগামী ও দুর্নীতি পরায়ণ বন্দীকে সদুপদেশ দ্বারা সুসংযত করিতে চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র, তদ্দ্বারা তাহাদের কিছুই উপকার হইবেক না, বরং উপদেষ্টার মর্য্যাদার হানি হইতে পারে।" আমি কহিলাম, "হে প্রিয়তম গণ, তোমরা অতি অজ্ঞানের ন্যায় কথা কহিতেছ; বিবেচনা করিয়া দেখ, এই বন্দিরা যত কেন অধর্ম্মাক্রান্ত ও দুর্নীতি পরবশ হউক না তথাপি ইহাদিগকে মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন শব্দে বাচ্য করা যাইতে পারে না। মনুষ্যই সদুপদেশ পাইবার উপযুক্ত পাত্র, পশুকে কোন্ ব্যক্তি উপদেশ দিতে উদ্যত হয়? অপর, উপদেশ বাক্য দ্বারা এই বন্দিগণের দুর্নীতির মূলোৎপাটন করিতে পারি বা না পারি, তাহা নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবেক না; প্রত্যুত তদ্দ্বারা আমার আপনার অনেক উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই। হে বৎসগণ, যদি রাজপুত্রের এই হতভাগ্য বন্দীদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল দুরাচার হয়, তবে কত সহস্র ধর্ম্মোপদেষ্ট উপযাচক হইয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ প্র

দান করিতে আইসে বলা যায় না; কিন্তু দুর্ভগের কেহই বন্ধু নাই। আমার মতে কি সিংহাসনাসীন ভূপতি, কি কারারুদ্ধ বন্দী উভয়েই সমান; যদি শতাবধির মধ্যে একজনকেও সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি, তাহাও পরম মঙ্গলের বিষয়।”

ইহা কহিয়া আমি সাধারণ কারা গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলাম, বন্দিগণ আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অনন্তর আমি ধর্ম্ম ব্যাখ্যান পাঠ করিবার উপক্রম করিতেছি, ইত্যবসরে একজন বন্দী আমার শিরোধৃত পরচুলা আকর্ষণ করিয়া বক্র করিয়া বসাইল; কিন্তু যেন হঠাৎ তাহার হস্ত লাগিয়া পরচুলা সরিয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আর একজন রাশীকৃত নিষ্ঠীবন দ্বারা আমার পুস্তক আর্দ্র করিয়া দিল; কেহবা সংগোপনে আমার জেব হইতে চস্‌মা তুলিয়া লইল। তাহারা আমাকে এইরূপে বিরক্ত করিতে লাগিলেও আমি অধ্যবসায় হইতে বিচলিত হইলাম না, প্রত্যুত এক তান মনে ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলাম। এই উপায়ে অচিরাৎ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ক্রমশ ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে ছয় দিনের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাব ও আর আর সকলের উপদেশ শ্রবণে আস্থা হইল। অনন্তর বন্দিদের সজ্জ্ঞানের উদয় হইলে তাহাদের জীবিকা সুখে নির্ব্বাহ হইবেক বলিয়া তাহাদিগকে অর্থকরী ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলাম; তদ্দ্বারা তাহাদের ভরণ পোষণ সুচারু রূপে চলিতে লাগিল। অপর, তাহারা আর কোন মতে পূর্ব্ববৎ আলস্য পরতন্ত্র ও নীতিমার্গ-পরিভ্রষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমের পারিতোষিক ও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠানের দণ্ড বিধান করিতে লাগিলাম। এই উপায়ে তাহারা একপক্ষ কালের মধ্যে শান্ত, দান্ত, বিনীত ও পরিশ্রমী হইয়া উঠিল।

এক্ষণে প্রার্থনা, রাজপুরুষেরা বন্দীকৃত ব্যক্তিদের এইরূপে চরিত্র সংশোধন করিতে সচেষ্ট হউন। দুর্জ্জন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া গুরুতর দণ্ড বিধান করিলে সে কখনই সচ্চরিত্র হয় না; প্রত্যুত, সে কারামুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার দুষ্ক্রিয়ায় নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে হেতুক, নিরন্তর দণ্ডভোগ তাহার ক্রমশঃ সহ্য হইয়া আইসে; সুতরাং দুষ্ক্রিয়াপরাধে পুনর্ব্বার রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবেক বলিয়া তাহাদের কিছুই আশঙ্কা হয় না। অতএব দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের চরিত্রশোধন করিতে হইলে এমন উপায় করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা কারাগারে তাহারা কোন সাধু ব্যক্তির সদুপদেশ লাভ করে; অপিচ, নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান ও দুর্ব্বৃত্ততা প্রকাশ করিলে রাজা দণ্ড দিবেন বলিয়া মনে একটি ভয় থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় কারাগার সমূহে এরূপ প্রথা কিছুই নাই; তথায় লঘুপাপে গুরুদণ্ড, এমন কি, গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি চুরি করিলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা যে কতদূর অবিচার, বলিতে পারি না। বরং যে ব্যক্তি অন্যের প্রাণবধ করিয়াছে তাহার প্রাণ দণ্ড বিধান যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু চৌর্য্যাপরাধে এরূপ দণ্ডাজ্ঞা কোন ক্রমেই বিধেয় ও ক্ষমকর হইতে পারে না। অপর তুচ্ছ অপরাধে লোকের প্রাণদণ্ড করা নিরতিশয় নির্দ্দয়তা ও ক্রুরতার কর্ম্ম সন্দেহ নাই; তদ্দ্বারা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। বন্য জাতিদের কৃত্রিম নিয়ম প্রণালী কিছুই নাই, তাহারা অকৃত্রিম প্রাকৃতিক বিধানের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহারা এত ক্রুর-কর্ম্মা ও নৃশংস নহে, তাহাদের রাজ্যে এত রক্তপাত হয় না; লঘুপাপে গুরুদণ্ডও হয় না; কেবল হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড বিধান হইয়া থাকে।

অপিচ, পূর্ব্বকালে যখন স্যাক্‌সনেরা ইংলণ্ডে রাজত্ব করিয়াছিল, তখন প্রজাদের কোন অপরাধই গুরুতর বলিয়া ধর্ত্তব্য হইত না; তাহাদের রাজ্যে কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড বিধান হইত কি না সন্দেহ। রাজ্যের বয়োবৃদ্ধি পরিমাণে উহার অত্যাচারেরও উপচয় হইতে থাকে; অধুনা ইংলণ্ডে যে-সমস্ত নিয়ম প্রণালী সংস্থাপিত হইতেছে, তদ্দ্বারা ধনীদেরই প্রভুত্ব বাড়িতেছে, দরিদ্রদিগের দুর্গতির পরিসীমা নাই। ধনীরা দরিদ্রদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, ও তাহাদিগকে কথায় কথায় দণ্ড দিতেছে। ফলতঃ ইংলণ্ডে এত দণ্ড বিধান হয় বলিয়াই তত্রত্য লোকেরা এত দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। তথায় প্রতিবৎসর এত লোক কারারুদ্ধ হইয়া থাকে, যে ইউরোপের অর্দ্ধেক খণ্ডেও তত বন্দী পাওয়া যায় না। অতএব প্রার্থনা, রাজপুরুষেরা অসাধু ও অকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে এরূপ শাস্তি না দিয়া তাহাদিগকে উপায়ান্তরে সাধু ও সৎক্রিয়ান্বিত করিতে চেষ্টা করুন। তাঁহারা কারাগৃহ সমূহে এমন সকল লোক নিযুক্ত করুন, যাঁহাদের সদুপদেশ শুনিতে শুনিতে দুর্নীতি পরবশ বন্দিরা ক্রমশঃ সুনীতি সম্পন্ন ও সচ্চরিত্র হইয়া উঠিতে পারে। মনুষ্য যত কেন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অধর্ম্মাক্রান্ত হউক না, কাহাকেও অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; প্রত্যুত, অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে সকলকেই সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়।

---

# গ্রীস্‌দেশের ইতিহাস।

থার্ম্মপিলি।

জ্যারক্সিস বর্ত্মের সমীপে পঁহুছিয়া গ্রীকদিগের অবস্থিতি ভূমি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত একজন অশ্বারোহী পাঠাইল। গ্রীকেরা প্রাচীরের বাহিরে, কেহ অস্ত্র মার্জ্জন, কেহ কেশবিন্যাস্ এবং কেহবা ব্যায়াম করিতেছিল। পারসীক তুরগসাদী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। সে ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দিলে, জ্যার্‌ক্সিস ডেমরেট্‌সকে ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসিলে ডেমরেটস কহিলেন, এতাবতা তাহাদের অটল প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে, যে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে, জীবন থাকিতে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিবে না। জ্যার্‌ক্সিস সে কথায় কাণ না দিয়া এবং তাহাদের প্রস্থানের আশায় চারি দিন অপেক্ষা করিয়া, শেষে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ দিয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেন। হুকুম যত সহজে দেওয়া হইল সম্পন্ন করা তত সহজ হইয়া উঠিল না; সমস্ত দিন যুদ্ধের পর আক্রমণকারিরা বিলক্ষণ ক্ষতি সহ্য করিয়া অপসারিত হইল। পরে অমর সৈন্য নামে দশ হাজার সৈন্য প্রেরিত হয়। গ্রীকেরা পলায়ন স্থলে হটিয়া গিয়া তাহাদিগকে বর্ত্মের ভিতর আনিল, সেখানে স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ অধিক লোকের একেবারে যুদ্ধ করিবার যো ছিল না, সুতরাং তাহাদের অধিক সৈন্য থাকাতে কোন উপকার দর্শিল না। গ্রীকেরা ফিরিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক অকাতরে হত্যা করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিল। জ্যার্‌ক্সিস্ রক্ষকদিগকে পলায়নমুখ দেখিয়া ভয়ে সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। পরদিন পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সে দিনও পরাস্ত হইলেন, এবং যার পর নাই হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একিয়লটিস্ নামে স্বদেশদ্বেষ্টা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, পর্ব্বতের উপর দিয়া আর এক পথ আছে এবং নিজে ঐ স্থান দিয়া এক দল পারসীক সৈন্য লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। অমর সৈন্যদিগের উপর এই কার্য্যের ভারার্পণ হইল এবং সন্ধ্যার সময় তাহারা ঐ স্বদেশদ্বেষ্টা নরাধমের সহিত যাত্রা করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে পারসীকেরা পর্ব্বতের শিখরে পঁহুছিল, এপর্য্যন্ত গ্রীকেরা কিছুই টের পায় নাই; কিন্তু ঐ পর্ব্বত তরুমণ্ডলীতে সমাচ্ছাদিত এবং [illegible] প্রদেশ বিগলিত জীর্ণ পর্ণরাশি

ভূমি আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। এই নিমিত্ত পর্ব্বতস্থ গ্রীক্‌পক্ষীয় রক্ষী-পুরুষেরা খড় মড় শব্দ শুনিয়া শত্রুদিগের পায়ের শব্দ বলিয়া বুঝিতে পারিল, এবং অবিলম্বে অস্ত্র ধারণ করিল। কিন্তু পারসীকেরা যখন তাহাদের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল, তখন তাহারা পলায়ন করিল। এবং আক্রমণকারিরা তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুত বেগে পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিল। লীওনিডস্ ইতিপূর্ব্বে পারসীক দলের কএক জন পলাতকের নিকট এই সম্বাদ পাইয়া ছিলেন, এবং প্রাতঃকালে উল্লিখিত শাস্ত্রীরা আসিয়া খবর দিল, শত্রু সৈন্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তখন তিনি বিপক্ষ সেনার গতিরোধের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্পার্টিয় ওথীনীয় ভিন্ন অন্যান্য সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। আইন অনুসারে স্পার্টান্‌দিগের রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার যো ছিল না, আর অধীনস্থ সৈন্যবর্গের মধ্যে যে যে জাতীয় সৈন্যকে তিনি বিশিষ্টরূপে রণক্ষম জ্ঞান করিলেন, তাহাদের সকলেই তথায় উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইল।

প্রাতঃকালে জ্যার্‌ক্সিস্ গ্রীক্‌দিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইলেন। গ্রীকেরা এক্ষণে শরীরের মমতা ত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে বর্ত্মের মধ্য স্থল হইতে তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা তখন এমন মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল যে, পারসীক সৈন্যদিগকে রণাভিমুখে রাখিবার নিমিত্ত প্রহার পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল এবং সেই সঙ্গে রাজার দুই পিতৃব্য ও দুই সহোদরও মরিলেন। পরিশেষে যখন লিয়োনিডাসও পড়িলেন তখন (গ্রীকেরা আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র বিকল দেখিয়া) বর্ত্মের ভিতর ফিরিয়া আসিল এবং একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর মোকাম লইয়া যতক্ষণ স্পার্টার এক ব্যক্তিও জীবিত ছিল ততক্ষণ রিপুর বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

জ্যারক্সিস্ স্বহস্তে লীয়োনিডাসের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং তাহার কবন্ধ ঝুলাইয়া রাখিলেন। কিন্তু যখন গ্রীসদেশ, আক্রমণকারিদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল,একটী মার্ব্বিল প্রস্তরে সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লিয়োনিডাসের নাম খুদিয়া সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সংস্থাপন করা হইয়াছিল এবং তাঁহার সঙ্গীগণের কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়াছিল।

যে দুরাত্মা পারসীকদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়, তাহার মুণ্ড-আনয়ন-কর্ত্তার পুরস্কার হইবেক, এই ঘোষণা প্রচার করা হইল। কিন্তু সে পামর কয়েক বর্ষের পর যখন কারণান্তরে নিহত হয়, তখন সেই বধ-কর্ত্তাকে উল্লিখিত পুরস্কার দেওয়া হইল।

### ডেল্‌ফি।

ইয়ুবিয়ার উপকূলে পারসীক্ রণ-তরী না আসিতে পায় এই নিমিত্ত যে সকল গ্রীক সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা এক্ষণে লীয়োনিডাসের ও তাহার অনুচরবর্গের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া তথা হইতে পলায়নের উদ্যম করিল। তাহাদের প্রস্থানের পূর্ব্বে থেমিস্টোক্লিস ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে ভ্রমণ করিয়া যে সকল আয়োনিয়ানেরা পারসীক্ রণপোতে কর্ম্ম করিত, তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে প্রস্তর খণ্ডে এই কথা খুদিয়া আসিলেন, যে তোমরা স্বজাতির বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া নিতান্ত নরাধমের কর্ম্ম করিতেছ, যদি সাহায্য করিতেই না পার, অন্ততঃ এই লজ্জাকর দাসত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক জাতিশত্রু পারসীকদিগের সাহায্য কার্য্য হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার মনে মনে এই ছিল যে, যদি তাহারা না আইসে, অন্ততঃ জ্যার্‌ক্সিস্ তাহাদের উপর সন্দিহান হইবেন।

এক্ষণে পথ নিষ্কণ্টক পাইয়া জ্যারক্সিস সমস্ত সৈন্য সমেত ইহার মধ্য দিয়া চলিলেন, এবং বিয়োসিয়ায় পঁহুছিয়া ডেল্‌ফির পরম সমৃদ্ধ দেবমঠ আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। তত্রত্য লোকেরা পারসীকদিগের আগমন শুনিয়া ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য কোথায় রাখা যাইবেক, মাটীতে পুঁতিয়া রাখা যাইবে, কি স্থানান্তরিত করা যাইবে? আপলো দেব কহিলেন তিনি আপনার ধন আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন। অতএব তাহারা আপনাদের মেয়ে ছেলে সমস্ত পিলপনীসস্‌দিগের নিকট পাঠাইয়া দিল। এবং নগরে ষাটি জনমাত্র লোক রাখিয়া, আপনারা সকলে পারিসস পর্ব্বতের বৃহস্তর এক কন্দরে প্রস্থান করিল। পারসীকেরা প্রায় মঠের নিকট পঁহুছিয়াছে এমন সময়ে সহসা তথায় ঝড়, বৃষ্টি বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ হইতে লাগিল, পার্ণনসের শিখর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল এবং মঠ হইতে যোদ্ধাদিগের ন্যায় জয়ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। কতকগুলি আক্রমণকারী পাথরের চাঁই চাপা পড়িয়া মরিয়াছিল। অনেকেই ডেল্‌ফিয়ানদিগের হস্তে নিহত হয়, এবং যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা উহাদিগকে বলিল যে যাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই জন মহাকায় বীর ছিল। যাহাদিগকে ডেল্‌ফিয়ানেরাও প্রধান দুই বীর বলিত।

### আথেন্স।

প্রত্যাগমন কালে জ্যার ক্সিস্ বিয়োসিয়ার মধ্যদিয়া, থেস্পিও প্লেটিয়া নগর অগ্নিসাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আথেন্সে আসিয়া দেখিলেন্ নগর শূন্য প্রায়। অধিবাসিগণ থেমিস্টক্লিসের পরামর্শে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। থেমিস্‌ষ্টোক্লিস্ আপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই কিংবদন্তী প্রচার করেন যে, পালাস্‌এথিনার মন্দিরে যে প্রকৃত কায় নাগরাজ ছিলেন, তিনি অন্তর্হৃত হইয়াছেন; এইটী দেবীর নগর পরিহারের একটী প্রমাণ। এবং এই নিয়ম প্রচারিত করেন যে, সকলকেই আপন আপন পরিবারবর্গের রক্ষার নিমিত্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সকলকেই পোতে আরোহণ করিতে হইবে। মিলটাইটিজের পুত্র ডাইমন্ প্রথম এই যুক্তির অনুবর্ত্তন করেন। তিনি নিজ করে জাহাজের রসী ধরিয়া, কতিপয় সমবয়স্ক ও সমান মর্য্যদাপন্ন যুবক সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন করিলেন,ও তথায় রসী ঝুলাইয়া রাখিলেন। এবং তথায় যে সকল ঢাল্ ছিল তাহার মধ্যে একখানি লইয়া দেবীর বন্দনা করিয়া এক জাহাজে গিয়া উঠিলেন। এথীনিয়ান্‌দিগের কেহ কেহ আপন আপন পরিবারদিগকে সালেমিস্ দ্বীপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কাহাকেবা পিলপনিসসের বিপর্য্যন্ত উপকূলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যেখানকার অধিবাসিগণ তাহাদের উপর যারপর নাই দয়ার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল, এমন্ কি সন্তান্‌দিগের শিক্ষার্থে অধ্যাপক পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল, এবং তাহাদিগকে যথেচ্ছ ফল মূল আহরণ করিতে দিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি একটি প্রভুভক্ত কুকুর আপন প্রভুকে জাহাজে যাইতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিয়া সালামিস্ দ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কিন্তু তীরে উঠিয়া মরিয়া গেল।

কেবল কতিপয় মূঢ়মতি দারুদুর্গকে দৈববাণী নির্দ্দিষ্ট স্থান ভাবিয়া তথায় রহিল। কিন্তু তাহারা পারসীকদিগকে নিবারণ করিতে পারিলনা, তাহারা কেল্লা মারিয়া নগর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

### স্যালামিসের যুদ্ধ।

সমস্ত গ্রীক্ পোত স্যালামিসে থাকিয়া আথেন্সের দুরবস্থা দেখিল। এবং সকলে

মিলিয়া পণ করিল, কালি সকালে নগরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ইহাতে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, থেমিস্টোক্লিসের এক জন বন্ধু তাঁহার মনে পড়াইয়া দিল, তখন তিনি স্পার্টার প্রধান সেনানায়ক ইউরিবাইডিজের নিকট গিয়া, তাঁহাকে এই বিষয়ের আর একটী সভা বসাইতে পরামর্শ দিলেন। থেমিস্টোক্লিস্ অবিলম্বে এই বিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, সভ্যগণকে ইউরিবাইডিজের মতে আনিবার নিমিত্ত, বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন কহিলেন "থেমিস্টোক্লিস্ যাহারা সময় না হইতেই খেলায় উঠে, চাবুক খাইয়া তাহাদের প্রাণ বেরিয়া যায়।" এই কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ সত্য বটে। কিন্তু যাহারা সময় হইলেও না উঠে তাহাদের কপালেও কখন মুকুট ঘটেনা। এই কথা শুনিয়া ইউরিবাইডিজ তাঁহাকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু থেমিস্টোক্লিস্, নিজের কোন উপকার অপেক্ষা দেশের উপকার গুরুতর ভাবিয়া এই বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন "মারুন, কিন্তু আমার কথায় একবার কর্ণপাত করুন" এই বলিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে নগর ছাড়িয়া পলাইয়া আসায় যে কতদূর মূঢ়তার কাজ এবং সালামিসে আথীনীয়দিগের যে সকল পরিবার ছিল, তাহাদিগকে শত্রুদিগের হাতে ফেলিয়া দেওয়ায় যে কতদূর নিষ্ঠুরতার কাজ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াও তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ ফল ফলিলনা, তখন তিনি কহিলেন, যদি তাহারা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে না চাহে, তবে এথীনিয়েরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া সপরিবারে পোতে লইয়া ইটালিতে গমন করিবে। এই ভয় প্রদর্শনে সব গোল চুকিয়া গেল, এবং পরদিন তাহারা সালোমিসে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে রাজি হইল।

এই সময়ে জ্যারক্সিস্ স্বীয় রণপোতের অধ্যক্ষদিগকে ডাকাইয়া এক সভা করিলেন, এবং তথায় সকলের মত লইয়া, সার্টিমিসিয়া ভিন্ন সকলেই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। আর্টিমিসিয়া কেরিয়ার অধীশ্বরী ছিলেন। ঐ দেশে তিনি স্বয়ং সামান্য এক দল সৈন্যের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পরামর্শ এই যে পদাতিক সৈন্যদিগকে পিলপনীসসে লইয়া গেলে খাদ্যের অভাবে গ্রীক্‌দিগের রণতরী সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং তাহা হইলেই আমাদিগকে আর জলযুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবে না। জ্যারক্সিস্ তাঁহার এই পরামর্শ শুনিয়া বুদ্ধি ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার পরামর্শের অনুবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে বলবৎ পক্ষের মতে চলিতে হইল। পরে পারসীক্ রণপোত সকল যুদ্ধার্থ সালামিসে যাত্রা করিল, কিন্তু রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে সে দিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল।

এই রাত্রে গ্রীকেরা অবগত হইল যে এক দল পারসীক সৈন্য যোজক আক্রমণার্থে যাত্রা করিয়াছে। তাহারাও আপনাদের গৃহ রক্ষার্থ গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল। থেমিস্টোক্লিস্, অতঃপর রণে ক্ষান্ত থাকিলে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে দেখিয়া পারসীক্ শিবিরে এক জন বিশ্বাসী ভৃত্য পাঠাইলেন, এবং তাহাকে কয়েকটী কথা শিখাইয়া দিলেন। সে তথায় গিয়া বলিল, "গ্রীকেরা যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইতেছে, এই সময় সহসা আক্রমণ করিলে অনায়াসে আপনাদের জয়লাভ হইবে। এই কথা বলিবার নিমিত্ত আপনাদের গুপ্ত মিত্র এথীনিয়ান সেনা নায়ক আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। (এই কৌশল সিদ্ধ হইল) পারসীকেরা আর কোন ওজর না করিয়া অবিলম্বে আক্রমণে মাতিল, কতকগুলি রণতরী সালামিস দ্বীপের চারি দিকে বেড়িয়া রহিল যে গ্রীকেরা কোন দিক দিয়া সরিয়া পলাইতে না পারে।



এই সময়ে আথেন্স নগরে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম নির্ব্বাসন বিধি। নগরের কোন অধিবাসী লোকের বিশেষ প্রিয় পাত্র বা বিশেষ ক্ষমাশালী না হইলে, তাহাকে সকলের সমক্ষে আনিয়া নির্ব্বাসনের বিচার করিত; বিচারে ছয় হাজার লোক এক বাক্য হইলেই, তাঁহাকে দশ বৎসরের নিমিত্ত বাড়ী ঘর ছাড়িয়া নির্ব্বাসনে যাইতে হইত। এরিষ্টাইডিস নামে দেশহিতৈষী পরম ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ এক ব্যক্তি এইরূপে নির্ব্বাসিত হন; থেমিস্টোক্লিস্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তিনি চাতুরী খেলিয়া সমস্তলোকদিগকে লওয়াইয়া, তাঁহাকে নির্ব্বাসনে ফেলাইয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া আথেন্সের সম্মুখবর্ত্তী এজিনা দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তিনি পারসীকদিগকে সালামিস্ বেষ্টন্ করিতে দেখিয়া (যাহারা তাঁহাকে দেশহইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল মূহুর্ত্তের নিমিত্তও তাহাদের সে নিষ্ঠুরতা স্মরণ না করিয়া, সমস্ত শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অবিলম্বে এক খানি বোটে চড়িয়া সলামিস দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং থেমিস্টক্লিসের নিকট গিয়া বলিলেন "শত্রুরা চারি দিক বন্ধ করিয়াছে, কোন দিক দিয়া পলাইবার যো নাই, অতএব যদি তোমরা এই সময় উহাদের জাহাজ ফুঁড়িয়া চলিয়া যাইতে পার তবেই বাঁচিবে, নতুবা আর কোন উপায় দেখিনা।" থেমিস্টক্লিসও যাহা যাহা করিয়াছেন সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, এবং আর আর সেনাপতিদিগের নিকট গিয়া জানাইতে অনুরোধ করিলেন, যে তাহারাও তাহাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিবে। তিনি সকলের কাছে গিয়া জানাইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার কথায় তাহাদের বিশ্বাস জন্মে নাই। পরিশেষে যখন শত্রুপক্ষ হইতে এই সম্বাদ লইয়া একখান জাহাজ আসিল, তখন তাহাদের সব সন্দেহ মিটিল। ভোর হইতেছে দেখিয়া সকলকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন, এবং থেমিস্টোক্লিস্ তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত এমন এক বক্তৃতা করিলেন, যে, অবিলম্বে তাহারা পোতে উঠিল।

জ্যারক্সিস্ যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সালামিসের সম্মুখবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপর অধিষ্ঠান করিলেন এবং পারিষদেরা তাঁহার পার্শ্বে বসিল। উভয় পক্ষেরই রণ-পোত সকল যুদ্ধার্থ শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পারসীক রণ-তরীর সংখ্যা হাজার এবং গ্রীক্‌দিগের চারি শত অপেক্ষাও কম। মধ্যে আথীনিয়ানেরা প্রায় দুইশত সৈন্য লইয়া সরবরাহ করিয়াছিল। ক্ষণকাল মধ্যে গ্রীকেরা আক্রমণ করিতে সন্দিহান হইয়া দাঁড়ের উপর শয়ন করিল। পরিশেষে একটি স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ওহে কাপুরুষগণ আর কতক্ষণ নিদ্রা যাইবে, এই কথা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে সমস্ত পোতের লোকেই শুনিতে পাইল। এবং একখানি এথীনিয়ান রণপোত বেগে আসিয়া শত্রুদিগের এক যান আক্রমণ করিল। অতঃপর উভয় পক্ষই রণে মত্ত হইল, কিন্তু ঐস্থানে সাগর অতি সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া, পারসীকদিগের বড় ব্যাঘাত জন্মিল। এবং অল্পকাল মধ্যেই তাহারা ভেবাচেকা খাইয়া পড়িল, এবং তাহাদের অনেক রণতরী মারা গেল। একখান এথীনীয় রণ-পোত আর্টিমিসিয়ার প্রতি ধাবমান হইল। তিনি আর পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া আপনাদেরই একখান জাহাজ আক্রমণ করিয়া বারিসাৎ করিলেন। এই দেখিয় আথীনিয়ান্ কাপ্তেন্ তাঁহাকে আপনাদের মিত্র ভাবিয়া আক্রমণোদ্‌যোগ পরিত্যাগ করিলেন।

জ্যারক্সিস্ তাঁহার অবদান অবলোকন করিয়া শত্রু পক্ষের জাহাজ জলসাৎ করিলেন ভাবিয়া এই বলিয়া উঠিলেন "পুরুষেরা মেয়ে এবং মেয়েরাই পুরুষ।" এদিকে পারসীকদিগের সমস্ত রণ-তরী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে পালাইতে লাগিল। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাহাদের অনু

ধাবন করিয়াছিল। সমুদায়ে গ্রীক্‌দিগের চল্লিশ খানি মাত্র জাহাজ মারাগিয়াছিল। কিন্তু পারসীকদিগের যাহা অধিকার করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা ব্যতিরেকে প্রায় দুইশত জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

---

# প্রেম-প্রবাহিনী কাব্য।

---

তৃতীয় সর্গ।

---

## বিষাদ।

একি একি প্রীতি দেবী কেন গো এমন,
বিজন কাননে বসি করিছ রোদন।
থেকে থেকে নিশ্বাস পড়িছে কেন বল,
থেকে থেকে নড়িতেছে হৃদয় কমল।
থেকে থেকে উঠিতেছ করিয়ে চিৎকার,
আছাড়িয়ে পড়িতেছ ভূমে বার বার।
আকাশ দেখিছ কেন থাকিয়ে থাকিয়ে,
থাকিয়ে থাকিয়ে উঠিতেছ চমকিয়ে।
রুক্ষ কেশ রক্ত চক্ষু মলিন আকার,
কটি তটে শতগ্রন্থি চীর মাত্র সার,।
সহসা দেখিলে, শীঘ্র চিনে উঠা ভার,
এমন হইল কিসে তেমন আকার?

কোথা সে লাবণ্য ছটা জগমনোলোভা,
কোথায় গিয়েছে মুখ সুধাকর শোভা।
কোথা সে সুমন্দ হাসি সুধা বরিষণ,
কোথায় গিয়েছে সেই মধুর বচন।
দুলিয়ে দুলিয়ে কোথা বিমুগ্ধ গমন,
কোথা সে বিলোল নেত্রে প্রেম বিতরণ।
কোথা সে দেখিলে ছুটে এসে কথা কওয়া,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি স্থির হয়ে রওয়া,
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন,
গদ গদ আধ স্বরে প্রিয় সম্ভাষণ!

অহো, সে সকল ভাব কোথায় গিয়েছে,
প্রত্যক্ষ পদার্থ এবে স্বপন হয়েছে!
কি বিচিত্র পরিবর্ত্ত জগৎ ব্যাপার,
সহসা ভাবিয়ে ইহা বুঝে ওঠা ভার।
এই দেখি দিবাকর উদয় অম্বরে,
এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চরাচরে।
এই দেখি ফুলকুল প্রফুল্ল হয়েছে,
এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিয়ে পড়েছে॥
এই দেখি যুবাবর দর্পভরে যায়,
এই দেখি দেহ তার ধূলায় লুটায়।
এই দেখেছিনু তুমি বসি সিংহাসনে,
বিভূষিত হয়ে নানা রতন ভূষণে;
মস্তকে মুকুতা মণি, খচিত মটুক,
মুকুতা মালায় ধুক্‌ধুকি ধুক্ ধুক্,
সদত মুখেতে হাসি লাগিয়ে রয়েছে,
চারি দিকে সখিগণ ঘেরিয়ে বসেছে;
স্বর্গের শিশির সম মধুর বচন,
ক্ষরিতেছে হরিতেছে সকলের মন।
এই পুন দেখি সেই তুমি একাকিনী,
নিবিড় অরণ্য মাঝে, যেন পাগলিনী!
চিরপরিচিত জনে চিনিতে পারনা,
সুধাইলে কোন কথা বলিতে পারনা,
তুমি যেন তুমি নও একি অপরূপ,
কিরূপে হইল হেন স্বরূপ বিরূপ!

সেই আমি সেই আমি দেখ ও বিহ্বলে!
তোমার প্রতিমা আঁকা যার বক্ষস্থলে।
যাহার সুখেতে সুখ পাইতে অপার,
যাহার বিপদে হোত বিপদ তোমার।
যার সনে ভ্রমিয়াছ দেশ দেশান্তরে,
অরণ্যে, সমুদ্র তটে, পর্ব্বতে প্রান্তরে।
কিছুদিন ভূধর কন্দরে যার সনে,
বসতি করিয়ে ছিলে প্রফুল্লিত মনে।
উপত্যকা, শিখর প্রভৃতি নানা স্থান
যখন যথায় ইচ্ছা করিতে পয়ান।
নিত্য নিত্য নব নব করি নিরীক্ষণ,
বিস্ময় আনন্দ নীরে হইত মগন।
ঝরণার জল আর পাদপের ফল,
শাখার শীতল ছায়া, স্নিগ্ধ শিলাতল,
নানা জাতি বন ফুল, পাখিদের গান,
সুমন্দ সুগন্ধ বায়ু জুড়াইত প্রাণ।
পদতলে প্রবাহিয়ে যেত মেঘমালা,
স্বর্ণলতা-সম তাহে খেলিত চপলা।



মধুর গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়ে তাহার,
চিকন কলাপরাজি করিয়ে বিস্তার,
হরষে নাচিত সব ময়ুর ময়ুরী,
কেকা রবে মরি কিবে ক্ষরিত মাধুরী।
সস্য খেতে মৃগ সব ছুটে বেড়াইত।
বেঁকে বেঁকে ফিরে ফিরে চাহিয়া দেখিত।
এক দিন যার সনে বিকেল বেলায়,
বেড়াইতে ছিলে সেই মেখলা মালায়।
তুলারাশি সম ফেনরাশি মুখে ধরে,
পড়িছে নির্ঝর সেথা ঘোর শব্দ করে।
প্রচণ্ড মধুর সেই নিঝর সুন্দর,
আচম্বিতে হরে নিল তোমার অন্তর।
কৌতহল ভরে তার তীরে দাঁড়াইয়ে,
চাহিয়ে রহিলে তুমি অবাক্ হইয়ে।
বহুক্ষণ বিধুমুখে কথা সরিল না,
বহুক্ষণ নয়নের পাতা পড়িল না।
সে সময় সূর্য্য দেব পাটেতে বসিয়া,
ঢলে ঢলে চলেছেন নীচেতে নামিয়া,
পশ্চিম পরিয়া আছে গোলাপী বসন,
বিবিধ রঞ্জন ছটা তাহাতে শোভন।
মরি কি সে বসনের শোভা মনোহর,
নূতন নূতন ভাব ধরে নিরন্তর।
প্রকৃতির চারু রূপ নয়ন ভরিয়া,
হেরিয়া উভয়ে আছি নিমগ্ন হইয়া।
পার্শ্ব হতে চকাচকী কাঁদিয়া উঠিল,
করুণ কাতর স্বরে দিগন্ত পূরিল।
সহসা স্বভাব হতে সরিয়া নয়ন,
চক্রবাক মিথুনেতে হইল পতন।
কোকবধূ কোক মুখে মুখটী রাখিয়ে,
করিল কতই দুখ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
শেষে ছট্ ফট্ করে আকাশে উঠিল,
লুঠিতে লুঠিতে গিয়া ওপারে পড়িল।
তাহাদের কাতরতা করি দরশন,
অশ্রুজলে ভেসে গেল তোমার নয়ন।
এক বার তাহাদের দেখিতে লাগিলে,
আরবার যার পানে চাহিয়ে রহিলে;
প্রেমের বিচিত্র ভাব স্নেহ সুধাময়,
ভালবাসা বস্তু মাত্র আশঙ্কা নিলয়।
যাহার বাহুর মূলে মস্তক রাখিয়ে,
কাঁদিতে লাগিলে কত বিচ্ছেদে নিন্দিয়ে।

এদিকেতে পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়,
সুধারসে সিক্ত হল পৃথিবী বলয়।
রজনীর মুখ শশি প্রফুল্ল হেরিয়ে,
দিগঙ্গণা সখিগণ মিলিল আসিয়ে,
তারকা ভূষণ সবে সর্ব্বাঙ্গে পরিল,
চন্দ্রের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল;
শ্বেত মেঘ বস্ত্রাঞ্চলে ঘোমটা টানিয়া,
বেড়াতে লাগিল তারা নাচিয়া নাচিয়া;
আহা কি রূপের ছটা মরি মরি মরি!
তার কাছে কোথা লাগে স্বর্গ-বিদ্যাধরী?
দেখিয়ে জগৎ বুঝি মোহিত হইল,
তা না হলে তত কেন নিস্তব্ধ রহিল?
মনোহর স্তব্ধ ভাব করি বিলোকন,
উল্লাসিত হল মন, প্রফুল্ল বদন।
মনের আনন্দে ছেড়ে সুমধুর তান,
গাইতে লাগিলে প্রেম-সুধাময় গান।
ভাবভরে টল টল ঢল ঢল ভাব।
যে জন গলিয়ে গেল দেখিয়া এ ভাব।
মন সাধে বন ফুল যতনে তুলিয়ে,
চিবুক ধরিয়ে দিল খোঁপায় পরিয়ে;
নয়নে লহরী লীলা খেলিতে লাগিল,
কমলে খঞ্জন কিবা নাচিতে লাগিল,
মধুর অধর সুধা রস করি পান,
যাহার জুড়ায়ে গেল দেহ মন প্রাণ।
হেসেখেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন, কি দিন, হায়! এ দিন, কি দিন!

যার করে কোরে ছিলে আত্ম সমর্পণ,
যে তোমায় সমর্পণ করেছিল মন,
যে তোমায় প্রেমরাজ্যে করিল বরণ,
প্রদান করিল সুখ পদ্ম সিংহাসন,
নিযুক্ত করিল মন্ত্রী রাখিতে সুরীতি,
দয়া, ক্ষমা, শান্তি, শ্রদ্ধা, শীলতা প্রভৃতি
মনসাধে বসাইয়া রাজ সিংহাসনে,
নিয়ত নিযুক্ত ছিল তোমারি সাধনে।
মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় চলিতে বলিত।
প্রাণপণ করি সদা সুপথে রাখিত।
কিসে তুমি সুখে রবে এই চিন্তা যার।
তোমাকেই ভেবে ছিল সকলের সার;
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মন প্রাণ,
তোমার বিরসে যার বিদরিত প্রাণ;

অনুরাগ তাপে, প্রেম সোহাগে গালিয়া,
যে তোমায় দিয়েছিল হৃদয় ঢালিয়া।
কিন্তু হায়! যারে ক্রমে ঘৃণা আরম্ভিলে,
শান্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতিরে তাড়াইয়ে দিলে;
ঈর্ষা, ঘৃণা, দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান,
যত্ন করে ইহাদের করিলে আহ্বান।
এসময় যে তোমায় কত বুঝাইল,
কোন মতে কোন কথা নাহিক রহিল।
দেখে তব ভাব ভঙ্গি হয়ে জ্বালাতন,
যে অভাগা ভ্রমে সদা বিবাগী মতন।

স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজ মনে,
দেখিবে না প্রেম মুখ আর এ জীবনে।
জল ভ্রমে মৃগ আর যাইবে না ছুটে,
তপ্ত বালুকায় আর পড়িবে না লুটে।
যাবে না হৃদয় তার হইয়া বিদার,
ছুটিবে না অঙ্গ বয়ে রুধিরের ধার।
প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়া মগণ;
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।
দর দর আনন্দের ববে অশ্রু ধারা;
স্থির হয়ে রবে দুটী নয়নের তারা;
প্রকৃতির পুত্র সব হবে অনুকূল,
আকাশের তারা আর কাননের ফুল;
ফুল গুলি ঝরে ঝরে পড়িবে মাথায়,
তারকা কিরণ দিবে চোকের পাতায়;
পবন ভ্রমর আদি সুললিত স্বরে,
চারি দিকে বেড়াবে করুণ গান করে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এসে এই পোড়া বনে,
তোমার এ দশা হ'ল হেরিতে নয়নে।
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়!

যে জন বসিত সদা রাজ সিংহাসনে,
যে জন ভূষিত হত রত্ন বিভূষণে।
যার গলে গজমতি সদা শোভা পায়।
সে পরিয়ে ছেঁড়া টেনা বনেতে বেড়ায়।
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়।

কোমল শয্যায় যার না হত শয়ন।
ভূমিতে চলিতে যার বাজিত চরণ।
বাহণার ভার যার সহিত না কায়।
স এখন বন ভূমে ধূলায় লুটায়।
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়।
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়।

ভুবন মোহন যার সহাস আনন,
বিকশিত বিক্টোরিয়া পদ্মের মতন।
ললিত লাবণ্য ছটা চন্দ্রিকা জিনিয়া।
সুমধুর স্বর যার বীণা বিনিন্দিয়া।
যে থাকিত সদানন্দে সখিদের সনে;
হাস্য পরিহাস রস গীত আলাপনে।
নয়নে কখন যার পড়েনিক জল,
জ্বলেনি হৃদয়ে কভু যাতনা অনল।
জনমে দেখেনি কভু দুখের আকার,
কি দশা ঘটেছে আজ ভাগ্যেতে তাহার!
বিশীর্ণা মাধবী মত হইয়ে মলিনী
পড়িয়ে রয়েছে, করিতেছে হাহা ধ্বনি।
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়!

বৃথা আর কাঁদিওনা ধৈর্য্য ধর ধর,
পরে কি হইল মোরে বল পর পর।
দম্ভাদি কুমন্ত্রী সব একেত্তরে মিলে
রাজ্য পাট ছারখার কোরে বুঝি দিলে?
অবশেষে এই ছেড়া টেনা পরাইয়ে,
রাখিয়ে গিয়াছে এই বনে বসাইয়ে?
এই জন্যে কতকোরে কোরেছিনু মানা
দম্ভাদিকে নিকটেতে আসিতে দিওনা।
সুখময় প্রেমরাজ্য উড়ে পুড়ে যাবে;
অথচ শান্তিরে আর ফিরে নাহি পাবে।
লুকাইবে শান্তি দেবী তব দরশনে,
চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবে নয়নে।
পৃথিবীতে কোন বস্তু নাহিক এমন,
সে সময় যে তোমার সুখি করে মন।
বিষম বিষাদ দশা ঘটিয়ে উঠিবে,
অচেতনে হাহাকার করিতে হইবে।
যাহা বলে ছিনু হায় তাহাই ঘটেছে,
কেবল যন্ত্রণা দিতে পরাণ রয়েছে।
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়!

ইতি

তৃতীয় সর্গ।


# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ] শ্রাবণ, ১২৭৫ সাল। [৪ সংখ্যা


## স্বাস্থ্য রক্ষা।

আমরা এই প্রস্তাবের পূর্ব্ব সংখ্যায় লিখিয়াছি যে মনুষ্যের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত পরিষ্কার বায়ু, জল ও সুস্থকর শরীর-পোষক খাদ্য এবং নিয়মানুযায়িক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আবশ্যক। এক্ষণে বায়ু ও জলের গুণ কি, কিপ্রকারেই বা তাহারা মনুষ্য, কি জীবমাত্রের প্রাণ-রক্ষক, তাহাদিগের ব্যবহারের নিয়ম কি, এবং কি অবস্থায় বা তাহারা অসুস্থকর হইয়া প্রাণনাশক হয়, এই কএকটি বিষয় প্রথমে বিবেচনা করিব। তৎপরে মনুষ্য সমাজে যত প্রকার গণনীয় দ্রব্য আহারার্থে ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণ কি, কতদূর পুষ্টকর এবং দেশকাল ও বয়ঃক্রম প্রভেদে কি প্রকারে আহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, এতদ্‌সংক্রান্ত বক্তব্য কথা পরে প্রকাশ করিব। মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম কাহাকে বলে, কি প্রকারেইবা তাহাদিগের দ্বারা শরীরের উপকার দর্শে এবং এই পরিশ্রম কতদূর পর্য্যন্ত সহ্য হইতে পারে এবং কি করিলেই বা তাহাদিগের দ্বারা অপকার সম্ভাবনা এসকল কথাও ক্রমে ব্যক্ত হইবেক। আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক বিপরীতাচরণের ফল আছে তদ্বিষয়ও লক্ষ্য করা হইবেক।

প্রথমে বায়ু সঞ্চালনের কথা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। বায়ু যে প্রাণী মাত্রেরই প্রাণ ধারণের প্রধান এবং একই অবলম্বন তদ্বিষয় বোধ হয় অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বায়ু কি প্রকারেই বা জীবের প্রাণ রক্ষা করে এবং বায়ু পদার্থই বা কি, এতদ্বিষয়ে এদেশীয় অনেকের সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা এবং অন্যান্য দেশীয় পদার্থ বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা বায়ুকে একটি অসংযুক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অর্থাৎ বায়ুই একটি স্বাধীন পদার্থ; অন্য কোন দ্রব্যের সংমিলনে উৎপন্ন হয় নাই। অত্রকালীয় রসায়ন বিদ্যজ্ঞ পণ্ডিতেরা অখণ্ডনীয় যুক্তি ও পরীক্ষা দ্বারা মিমাংসা করিয়াছেন যে অম্লযান কিম্বা প্রাণ-বায়ু নামক এক প্রকার বাষ্প (Oxygen) ওক্‌সিজেন ও (Nitrogen) নাইট্রোজেন অর্থাৎ যবক্ষারজনক অন্য একপ্রকার বাষ্প আছে। এই দুয়ে সংযোগে বায়ুর উৎপত্তি। বায়ুর অন্তরস্থ উপরোক্ত দুই বাষ্পের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ অম্লযান বাষ্প জীবের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ ইহা উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে সমূহ অনর্থের মূল। এবং একৃকালীন শূন্য হইলে প্রাণনাশের বিশিষ্ট সম্ভাবনা। যে পরিমাণে

বায়ু পরীক্ষা করা যাউক, তাহার প্রায় চতুর্থাংশ এই বাষ্প ও অবশিষ্টাংশ নাইট্রেজেন কিম্বা যবক্ষারজনক বাষ্প। কেবল এই দুই বাষ্প যে বায়ুতে থাকে তাহাই অমিশ্রিত ও শুদ্ধ বায়ু। কিন্তু এতদ্রূপ শুদ্ধ বায়ু অতি দুর্ল্লভ। বায়ু মাত্রেতেই আর দুইটি পদার্থ কার্য্যগতিকে মিশ্রিত হয়। ইহার একটি পদার্থ অঙ্গারীয় অম্ল(Carbonic Acid) এবং অন্য পদার্থ জলীয় বাষ্প। এই দুই পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে বায়ু অপবিত্র ও অনিষ্টকর হয়; আমরা উপরে বলিয়াছি যে অম্লযান বায়ু চতুর্থাংশ পরিমাণে সকল বায়ুতে থাকে। কিন্তু অশুদ্ধ বায়ুতে সচরাচর উপরোক্ত অনিষ্টকর পদার্থদ্বয়ের সমষ্টি ষোড়শাংশের অধিক হয় না। কিন্তু এই পদার্থদ্বয় যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে অম্লযান বায়ুর অংশ ন্যূন হয়। অর্দ্ধ সের পরিমাণের শুদ্ধ বায়ুতে দুই ছটাক অম্লযান কিম্বা প্রাণ-বায়ু থাকা উচিত; কিন্তু সচরাচর ঐ পরিমাণের বায়ুতে উক্ত দুই ছটাক প্রাণ বায়ুর অংশ মধ্যে চতুর্থাংশ অঙ্গারীয় অম্ল ও জলীয় বাষ্প থাকে। ব্যবহারের দ্বারা এবং অপরিষ্কার স্থান দোষে এই অপবিত্র ভাগের আধিক্য হয়। মনুষ্য প্রশ্বাসের দ্বারা যে বায়ু ত্যাগ করেন, তাহাতে প্রাণ-বায়ু কিছুমাত্র থাকে না, সুতরাং সেই বায়ু তখন বিষ তুল্য। কারণ তাহাতে অনিষ্টকর জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারীয় অম্লের ভাগ অপেক্ষাতর অধিক পরিমাণে থাকে। এই হেতুক মনুষ্যের সুস্থকায় থাকিবার জন্য আবাস গৃহে এবং বিচরণের স্থানে অমিশ্রিত পরিষ্কার বায়ু যত পরিমাণে আইসে তাহার উপায় করা উচিত। পার্কস নামক একজন বিখ্যাত ইংলণ্ডীয় ভেষজ ও প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ বলিয়াছেন যে একজন সুস্থকায় মনুষ্যের পক্ষে ন্যূনকল্পে প্রতি ঘণ্টায় দুই সহস্র ঘন-ফুট শুদ্ধ বায়ু আবশ্যক এবং পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ৩ কিম্বা ৪ সহস্র ঘন-ফুট শুদ্ধ বায়ু আবশ্যক।

উপরে যে কয়েকটি কথা বলা গেল তাহা স্মরণ করিয়া চলিলে বোধ হয় রোগ ও আয়ুক্ষয়ের একটা প্রধান কারণ হইতে মুক্ত থাকা যায়। আমাদিগের বাসস্থান ও শয়নগৃহ এই বিবেচনায় নির্ম্মাণ করা উচিত যে তাহাতে অধিক পরিমাণেও অবাধে বায়ুর সঞ্চালন হয়।

যেমন ঘর সেই পরিমাণে তাহাতে লোক থাকা উচিত, এবং যে ঘরে যত লোকের থাকা আবশ্যক সেই ঘর তদনুযায়িক উচ্চ ও প্রসস্থ করা উচিত। একটি বিষয় স্মরণ করিলে অতিশয় আক্ষেপ হয় যে আমাদিগের এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে প্রায় কেহই এই বিষয় অবধারণ করেন না। পূর্ব্বকালে বাসোপযোগী যত বাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহাতে অধিকারীর দুষ্ট মুখ্য অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ হয়। প্রথম, তস্কর ও দুষ্ট লোকের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করা, দ্বিতীয়তঃ অন্তঃপুর রুদ্ধ পরিজনদিগকে ব্যবধানে রাখা এই দুই অভিপ্রায় যে প্রণালীতে সিদ্ধ হয় সেই প্রণালীই শুদ্ধ ও সর্ব্বতোভাবে মনোরোম্য জ্ঞান হইত। পঞ্চাশৎ হস্ত পরিমাণের একটা দীর্ঘ বাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যক্ষ হইবেক যে ঐ দীর্ঘ ভিত্তির উপর বাতায়নের প্রতিনীধি স্বরূপ অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণের দুটি ছিদ্র আছে। বোধ হয়, কর্ত্তারা এই বিবেচনা করিতেন যে বর্হিদ্দেশের বায়ু কিম্বা জ্যোতিঃ গৃহে প্রবেশ করা অতি কুলক্ষণ। যৎকিঞ্চিৎ বায়ু জ্যোতিঃ প্রবেশের পথ থাকিলেই যথেষ্ট এক একটি বাটী যেন এক একটি ইষ্টকরাশি যদিও একালের গৃহাদি নূতন প্রণালীতে নির্ম্মিত তথাচ বায়ু সঞ্চালনের সম্পূর্ণ সুবিধা করা যে প্রধান উদ্দেশ্য তাহা বোধ হয় না। অদ্যাবধি আমাদিগের কতকগুলী কদর্য্য রীতি আছে তাহার নিরাকরণ যত শীঘ্র হয় ততই উত্তম।

মলিন পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং এক গৃহে অনেক লোকের বাস ও শয়নাগারে বৈজসাদি অন্যান্য নানা দ্রব্যাদি রাখা প্রচলিত প্রথা। স্ত্রী পুত্রাদির সহিত চার পাঁচ জনকে এক ঘরে শয়ন করিতে প্রায় সর্ব্বদা দেখা যায়। এবং কলিকাতা প্রবাসী বিদেশীয় গৃহস্থ লোক মাত্রেই প্রায় ব্যয় সংক্ষেপ অভিপ্রায়ে ১০।২০ জন এক বাসায় থাকে এবং সকলেই একটি অপ্রশস্ত গৃহে শয়ন করে। এই সকল লোক সমস্ত রাত্রে যে বায়ু সেবন করে তাহাতে বোধ হয় এক বিন্দু ও প্রাণ-বায়ু থাকে না। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আবার এইরূপ বায়ুর স্বল্পতা দোষে অসম্ভব ক্লেশ উৎপন্ন হয়। ইহার অধিক প্রমাণ আবশ্যক করে না। যাঁহারা এইরূপে কালযাপন করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের আপনাপন শরীরের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন গ্রীষ্মকালে উক্ত প্রকার জন-পূর্ণ গৃহে যাঁহারা নিদ্রা জান তাঁহারা প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তর সুস্থবোধ না করিয়া যেন এক কালীন জীর্ণ ও নিস্তেজ বোধ করেন। ফলতঃ শীত-প্রধান দেশে কিম্বা শীতকালে বায়ুর অশুদ্ধতা জনিত দোষ থাকিলে যেমন অপেক্ষাতর অল্প অসুখবোধ হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিম্বা গ্রীষ্ম কালে তদ্রূপ হয় না। যত উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তত প্রাণিদেহ নির্গত বাষ্প সমধিক ক্লেশকর হয়, এবং তাহার সঙ্গে অঙ্গারীয় অম্ল (Carbonic Acid) মিশ্রিত বায়ু অধিক থাকিলে অসুখের সীমা থাকে না। আমরা যে অবস্থার প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিতেছি তাহার একটি পরীক্ষা দ্বারা আমাদিগের কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইবেক। উপরোক্ত জন-পূর্ণ শয়ন গৃহের দ্বার প্রভাতে উদ্ঘাটন মাত্র একবার তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিবেন যে কি প্রকার গন্ধ ও কি প্রকার বাষ্প নির্গত হয়। এই প্রকার অবস্থায় বাস করা যে নিষিদ্ধ তাহার আরো অনেক কারণ আছে। ইহাতে যে কেবল বলের ও তেজের খর্ব্বতা হয় তাহা নহে। বুদ্ধিরও হ্রাসতা জন্মায়। যদি যোত্রাভাবে অন্যতর উপায় না থাকে



তবে শয়ন-গৃহে যাহাতে নভ-মণ্ডলস্থ বাহ্যিক নির্ম্মল বায়ু মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করে তাহা করা উচিত। রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে দ্বার উদ্ঘাটন করিলে কতক কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অনেকে নব-প্রসূত শিশুর শয়নগৃহে অগ্নি রাখেন; ইহাও একটি নিষিদ্ধ কর্ম্ম। যাত্রা ও নৃত্যগীতাদি-প্রিয় অনেককে দেখা যায়, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই আশক্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করিয়া জনাকীর্ণ ভবন প্রকোষ্টে সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। রাত্রি জাগরণ শরীরের পক্ষে অসুস্থকর বটে, কিন্তু রাত্রি জাগরণ এতাধিক দুষ্য নহে, যেমন ছয় সাত ঘণ্টা কালাধিক সময় সহস্র লোকের মধ্যে অতিবাহিত করা। যে স্থান পঞ্চ ষষ্ঠ শত দীপালোকে উদ্দীপ্ত, যে স্থানে এককালিন শতাধিক হুকার ধূম অনবরত গল গল ভাবে নির্গত হইতেছে এবং নানাবিধ লোকের অতি কদর্য্য মলীন বস্ত্রের ও ঘর্ম্ম বিগলিত শরীরের বাষ্প আমোদিত হইতেছে সে স্থান যে কি প্রকার সুখজনক তাহা কিঞ্চিৎ স্থির চিত্তে ভাবিলে উপলব্ধি হইতে পারিবেক। বাসস্থানে মল মূত্রপূর্ণ পাত্র রাখা-প্রাণিদেহ গলিত হইতে দেওয়া এবং বৎসরাধিক কালের সমস্ত বাটীর উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত অপরিষ্কার দ্রব্যাদি রাখা যে রোগ সঞ্চারের একটি প্রধান হেতু তাহা আবাল বৃদ্ধ সকলেই জানেন। যে দেশে কিম্বা নগরে প্রজারা নিজে অপরিষ্কার সে স্থানে রাজ নিয়োজিত নগর পরিষ্কারকেরা, অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম সত্ত্বেও, কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

# শ্রীরামের বিলাপ।

(পঞ্চবটী বনে সীতার বিরহে।)

অয়ি হা! প্রকৃতি,কৈ সে শোভা এখন,
কেন আজি হেরি তব হেন ম্লান বেশ?
গভীর চিন্তার নীরে, হইয়ে মগন,
শোকাকুলা বালা যেন এলাইয়া কেশ।

তব শিরোমণি, কেন হয়ে তেজোহীন;
প্রকাশিছে প্রভা, যেন ঢাকা ঘন জালে,
যথা হীরকের জ্যোতি দেখায় মলিন,
ধূলায় ধূসর মরি, সীমন্তিনী ভালে।

কৈ তব সুধামুখি! সে মধুর স্বর?
বীণার সুরব যার, কাছে পায় লাজ,
নিঃশ্বাস কদুষ্ণ বায়ু, বহে নিরন্তর,
অন্তরে অনল যেন করিছে বিরাজ।

হে সুভগে! কেন কেন এমন আকার,
নীরবেতে কেন আজ রহিলে সুমুখি?
অথবা কপাল গুণে এই অভাগার,
তুমিও হইলে আজি ইহারে বিমুখী।

মিছে ভাগ্যবতী কেন তুষি হে তোমায়,
কিছুই বিকৃতি বুঝি হয়নি তোমার;
সেই মনোলোভা শোভা রহিয়াছে; হায়!
কেবল রামের কাছে সকলি আন্ধার॥

কোথায় প্রেয়সী মম রহিলে এখন?
তোমা বিনে অন্ধকার হেরিছে সংসার;
ভুজঙ্গ মাণিক বিনে বাঁচে কতক্ষণ,
এদশা আসিয়া প্রিয়ে দেখ একবার।

যে কুটীর তব রূপে ছিল আলোময়,
যিনি ক্ষণপ্রভা, প্রভা ধরিতো অন্তরে,
মণি মুক্তা বিরচিত সুবর্ণ আলয়,
কি ছার ইহার কাছে, থাকিত অন্তরে।

আজি হে রূপসি! বিনে তব চন্দ্রানন,
আবৃত তিমিরে এই পর্ণের কুটীর;
যথা অমা নিশি, বিনে শশীর কিরণ,
ধরে গো বিষণ্ণ ভাব নিস্তব্ধ গম্ভীর।

দেখ আসি তোমার হরিণ শিশুগণ,
প্রবেশি কুটীর দ্বারে,না দেখে তোমায়,
চঞ্চল হইয়া হায়! করিছে ভ্রমণ,
কেন হে নির্দ্দয়, প্রিয়ে, হইলে তাহায়।

রে লক্ষ্মণ! কোথা মোর হৃদয় রতন?
আদরে যাহার করে, দিতে ফল আনি
যার তরে, দিবা নিশি করিতে যাপন,
অনাহারে অনিদ্রায়, ক্লেশ নাহি মানি।

কেন ভাই! একাকিনী রেখে প্রাণধনে,
ভুলিয়া সে রাক্ষসের, বিষম মায়ায়,
গিয়েছিলে দূর বনে মোর অন্বেষণে?
তাই ভাই হারাইনু আজিরে তাহায়।

অথবা তোমারে কেন দুষি অকারণ,
ভাল ভেবে গেলে,তাহে ঘটিল জঞ্জাল,
তুমি কি জানিতে ভাই,হইবে এমন,
কে পারে খণ্ডিতে বল দৈব মায়াজাল?

ধিক্‌রে দারুণ বিধি! কি তোর বিচার,
দয়া মায়া নাই কিরে তোমার অন্তরে?
যা হোক তোমারে ভয় করিনে রে আর,
শিশিরে কি ভয় তার পড়ে যে সাগরে?

জনমিয়ে ধরাতলে চিরকাল তরে,
পবিত্র সুখসম্ভোগে আছিরে বঞ্চিত;
বলরে কে আছে হেন ধরণী উপরে?
চিরসুখে একবারে হইয়া বর্জ্জিত।

কি কুক্ষণে, পিতা মোরে দিতে রাজ্যভার,
ভাবিয়া ছিলেন মনে, বলিতে না পারি;
বিমাতা করিয়ে তায় নিঠুর ব্যাভার,
করিলেন মোরে চির পথের ভিখারী।

হায়! মম শোকে পিতা ত্যজিলেন প্রাণ,
অস্তমিত হইলেন রঘুকুল রবি;
আচম্বিতে দীপশিখা হইল নির্ব্বাণ,
ভাঙ্গিল বিশাল তরু আন্ধারি অটবী।

তাতেও ধৈরজ ধরে প্রবেশিনু বনে,
জানকী লক্ষ্মণ দোঁহে, করিয়া সহায়;
ফলমূলাহারে সুখে থাকি তিন জনে,
পত্রের শয্যায় শুয়ে গাছের তলায়।



হায় দুরাচার বিধি সাধিলি রে বাদ,
হরে নিলি প্রাণধন জানকী রতনে;
এত দুখ দিয়ে কিরে না পুরিল সাধ,
কত আর সহিব রে, এ পাপ জীবনে।

হে অশনি! শুনিয়াছি তোমার পতন,
হয় নাকি পাপীদের মস্তক উপরে,
যে না পারে নিজ জায়া করিতে রক্ষণ,
হেন কাপুরুষ রামে বধহ সত্বরে।

হা মাতঃ ধরণি! হও বিদীর্ণ এক্ষণে,
লও যথা আদরের ধন সে তোমার,
অথবা পাপীর অঙ্গ স্পর্শিবে কেমনে,
পবিত্র দেহেতে হবে পাপের সঞ্চার।

ওহে হরধনু তব গরবের ধন,
যার যশে ত্রিভুবনে গৌরব তোমার,
যথা শোভে ফণী মণি, করিয়ে ধারণ,
হারাইলে তখনি বিনাশ হয় তার।

আমি পাপ দুরাচার তোমারে ভাঙ্গিয়া
হরিয়াছিলাম তব মস্তক ভূষণ;
এবে হায়! কি দুর্দশা দেখ না চাহিয়া,
হারা হয়ে তোমার সে অমূল্য রতন।

হা সীতে! হৃদয়েশ্বরি! কোথায় এখন,
কেমনে ভুলিয়া আমি থাকিব তোমারে।
চাতক ভুলিতে পারে জলদে কখন?
সদা জাগে যার রূপ হৃদয় মাঝারে!

রে লক্ষ্মণ! বল ভাই কে আছে এমন,
কহিয়া প্রিয়ার বার্ত্তা জুড়ায় আমারে?
তাপিত এ দেহে সুধা করিবে বর্ষণ;
উদ্ধার করিবে মোরে এঘোর পাথারে।

হে আকাশ! শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
যাও হে আছেন মম প্রেয়সী যেথায়;
আমার দুখের কথা তাঁরে গিয়া কহ,
তাঁহার কুশল আনি, জানাও আমায়।

কৈ, কৈ; উত্তর না দিলে কি কারণ;
জানিয়াছি তোমার হে যেমন প্রকৃতি,
বিপদ সময়ে বল কে হয় আপন?
তুমি শুধু নও, এই সংসারের রীতি।

হে সমীর! তুমিতো গো জীবের জীবন,
বাঁচাও আমায়, দিয়া প্রিয়ার সংবাদ;
তুমিও যে নিস্তব্ধে রহিলে প্রভঞ্জন?
যাও দেব, মিছে আর সেধো নাহে বাদ।

পিকবর! গাইতেছ গীত পঞ্চতানে,
মন সুখে শাখি পরে দিবস যামিনী;
যে খানে জনক বালা যাইয়া সেখানে,
গাও মৃদুস্বরে, মম দুখের কাহিনী।

হে তপন! এ জগতে কি আছে এমন,
তোমার দর্শন পথে না হয় পতিত;
তবে কেন নীরবেতে রহিলে এখন,
বিপদে নিস্তার করা, নয় কি উচিত?

অয়ি নাথ! এদাস উদ্ভব তব কুলে,
তব কুলবধূ সেই জনক নন্দিনী;
যদি হে হারায় প্রাণ পড়িয়া অকুলে,
তোমার এ অপযশ ঘুষিবে মেদিনী।

হায় রে, আমার ভাগ্যে সকলি সমান,
নিদারুণ বিধি বাম কি হবে কান্দিলে,
জ্বলন্ত অনলে মৃত করিলে প্রদান,
নির্ব্বাণ কি হয় তাহা কুশাগ্র সলিলে?

রে পাদপ! তোরাও কি মোর দুখে দুখী?
তাতেই কি হেন ভাব করেছ ধারণ?
তোমরা দেখছ কিরে সীতা শশীমুখী,
না, তা হলে নীরবে রহিবে কি কারণ?

আহা সে প্রিয়ার কর-বারি বরিষণে
বঞ্চিত হইয়া, বাছা হতেছ মলিন;
যথা নবসুত শিশু জননী বিহনে,
কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া হয় দিনে দিনে ক্ষীণ

ভেবোনা ভেবোনা হায়! ওরে বাছাগণ
এতই নিষ্ঠুর কিরে হইবে সে ধনী?
একেবারে সব মায়া দিবে বিসর্জ্জন,
ভুলিয়ে কি রহিবেরে সে বিধু বদনী।

হায়, কুহকিনী আশা মৃত সঞ্জীবনী
মিছে কেন দাও আর প্রবোধ আমায়,
হারালে নিরধিনীরে হৃদয়ের মণি
পুন কি তাহারে আর খুঁজে পাওয়া যায়

হে নিদয়ে! আর কেন? এখন কি তব
ছলনা করিতে সাধ আছে হে রূপসি?
ছাড় ছল, দেখা দাও, বাঁচুক রাঘব;
কতক্ষণ বাঁচে তরু প্রহারিলে অসি?

বৃথা কেন তিরস্কার করিব তোমায়,
প্রাণাধিকে! তুমি কভু নহতো এমন,
জানিয়াছি ভাগ্য দোষে ঘটেছে এ দায়,
অঞ্চলের নিধি, বিধি করেছে হরণ।

হাহা! প্রিয়তমে মোর, রহিলে কোথায়,
কি বলে বশিষ্ঠে, আমি দিব এ সংবাদ;
কি বলে বা বুঝাইব কৌশল্যা মাতায়,
নিদারুণ বিধি হেন সাধিয়াছে বাদ।

দেখ গো জনক! তব সুবর্ণ প্রতিমা,
দুরাত্মা রাঘব, বনে দিল বিসর্জ্জন;
আসমুদ্র পৃথিবীর যত দূর সীমা,
রঘুকুল কালিধ্বজা তুলিল দুর্জ্জন।

কোথা পিতা দশরথ! দেখনা আসিয়া,
তব প্রিয় বধূ আজ গেল গো কোথায়;
নরাধম রাম তারে বনেতে ফেলিয়া,
অনায়াসে,মায়া তেজে, দেশে চলে যায়।

জননী! তোমার সেই আদরের ধন,
দিবানিশি রাখিতে মা হৃদয়ে যাহারে;
আজি হারাইলে সেই অমূল্য রতন,
কি বলিয়ে হায়! মাতঃ! বুঝাব তোমারে।

বিমাতা! মিটিল এবে মনো সাধ যত
তব কাল দংশনেতে পিতার নিধন,
সীতার বিরহে রাম হবে আজি হত,
আর কিবা বাকি বল, রহিল এখন।

যাহোক কি হবে আর অন্যেরে দুষিলে,
আপনার ভাগ্য দোষে আপনি নিধন,
স্বইচ্ছায় পতঙ্গম অনলে পড়িলে
কার সাধ্য আছে, বল, করে নিবারণ?

যায় প্রাণ প্রিয়া তব বিরহ অগ্নিতে,
ঐ দেখ! অস্তাচলে চলিল তপন,
সুবর্ণের থালা যেন কাঁপিতে কাঁপিতে,
শূন্য থেকে হইতেছে ভূতলে পতন।

ঐ যে গ্রাসিল বিশ্ব তমিস্রা রাক্ষসী
দশ দিক নিমগন ঘোর অন্ধকারে,
ভেবো নাহে রামে পুন পাইবে প্রেয়সি!
নিশ্চয় এ নিশাচরী গ্রাসিবে আমারে।

---

# ধর্ম্মাচার্য্য।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

মনুষ্য ইহজন্মে ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই যে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এমন নহে; প্রত্যুত, সুখ দুঃখ আমাদের সদসদ্বিবেচনার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে।

অধুনা আমি একপক্ষের অধিক কাল কারাগারে অবস্থিতি করিতেছি,কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখিতে পাই নাই। প্রণয়িনীকে কহিলাম প্রিয়ে, বহুদিবস অলিবিয়াকে দর্শন করি নাই, তাহাকে দেখিবার জন্য আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। পরদিন প্রভাতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, সোফিয়াকে অবলম্বন করিয়া আমাকে দেখা দিতে আইলেন। দেখিলাম, তাঁহার কলেবর অস্থিসার, ও মুখশ্রী বিবর্ণা হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে এইরূপ শীর্ণা ও বিগত কান্তি দেখিয়া কাতর হইয়া কহিলাম, হে প্রিয়তমে, বহুদিবস পরে তোমাকে অদ্য নয়নগোচর করিয়া যেমন সন্তোষ লাভ করিলাম, তেমনি তোমার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। হে বৎসে, তুমি সুখ প্রত্যাশায় একেবারে জলাঞ্জলী দিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছ; তোমার এরূপ সাংঘাতিক রোগ জন্মিয়াছে, এ যাত্রা বাঁচ কি না সন্দেহ। হে প্রাণাধিকে, তুমি আমার জীবন স্বরূপ, তোমার বিয়োগে আমি কখনই প্রাণ ধরিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব যদি তোমার যথার্থই মৎপ্রতি অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় স্নেহ থাকে, আর কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সচ্ছন্দ মনে থাক, অবশ্যই সুখ উপস্থিত হইবেক। অলিবিয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, "পিতঃ, আপনি আমাকে যে কি পর্য্যন্ত স্নেহ করেন, তাহা বলিয়া কি জানাইব; কিন্তু এই অভাগিনীর আয়ুষকাল প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং আপনি যে সুখের আশা দেখাইয়া আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে কহিতেছেন, তাহা আমাকে আর সম্ভোগ করিতে হইবেক না। অধুনা মৃত্যুই আমার প্রার্থয়িতব্য মাত্র; মরিলে এই দারুণ দুঃখময় ও শঠতা সঙ্কুল সংসার হইতে অব্যাহতি পাই। এক্ষণে আপনাকে বিনীত ভাবে কহিতেছি, আমার এই নিদান সময়ে আপনি থরন্‌হিলের সহিত পুনরায় সখ্য করুন, তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যে অনুমোদন করুন; তিনি তদ্দ্বারা আপনার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া অবশ্যই এই কারাযন্ত্রণা নিবারণ করিবেন সন্দেহ নাই। আমিও আপনাকে ক্লেশমুক্ত দেখিয়া সুখে তনুত্যাগ করিব।"

আমি ইহা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলাম, হে কন্যে, আমি প্রাণান্তে সেই দুরাচার থরন্‌হিলের সহিত আর বন্ধুতা করিব না; ও তুমি জীবিত থাকিতে সে অপর মহিলার পাণিগ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে কখনই অনুমোদন করিতে পারিব না। আমি তুচ্ছ কারাযন্ত্রণা নিবারণার্থে দুর্ব্বৃত্তের উপাসনা করিয়া কাপুরুষতা প্রকাশ করিতে চাহি না। মা, আমি এই অন্ধকারময় কারাগৃহে পরম সুখে বাস করিতেছি, তজ্জন্য কিছুমাত্র ভাবিতা হইও না।

জেঙ্কিন্‌সন্ এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন; অলিবিয়া প্রস্থান করিলে পর তিনি আমাকে সম্বোধিয়া কহিলেন,"হে মহাশয়, থরন্‌হিল অনুকূল হইলে আপনি এই দণ্ডে কারামুক্ত হইতে পারেন,তবে কি নিমিত্ত তাঁহার অনুগত হইতে অস্বীকার করিতেছেন? দেখুন আপনি করারুদ্ধ হওয়াতে আপনার পরিজনেরাও যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছেন, আপনি তাহাদের দুঃখে ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না; প্রত্যুত, পাছে আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার মনঃক্ষুণ্ণ হয়, এই আশঙ্কায় থরন্‌হিলের উপস্থিত বিবাহ পর্য্যন্ত রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আপনার বিফল চেষ্টা মাত্র; থরন্‌হিলের পরিণয় নিবারণ করিতে আপনার সাধ্য কি? অপর, একটি কন্যার সুখের নিমিত্ত পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে কষ্টভাগী করাও যুক্তিযুক্ত নহে; বিশেষতঃ ঐ কন্যাই আপনাদের সকল দুঃখের মূল। অতএব তাহার মায়া পরিত্যাগ করিয়া এখন অবশিষ্ট পরিজনদিগকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে থরন্‌হিলের অভিমতানুযায়ি কার্য্যে অনুমোদন করুন, তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে সকল দিকে মঙ্গল হইবেক সন্দেহ নাই।' আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, হে ভাই,থরন্‌হিল কত বড় দুশ্চরিত্র ও পাপাধম, তাহা তুমি কিছুই জান না; তাহার চরণ ধরিয়া বিনয় করিলেও ক্ষমা পাইবার সম্ভাবনা নাই; যদিও তাহার আনুগত্য স্বীকার ও উপস্থিত বিবাহ বিষয়ে অনুমোদন করিলে কারামুক্ত হইয়া তাহার অট্টালিকায় বসিয়া সুখসম্ভোগ করিতে পারি, তথাপি এমন গর্হিত কার্য্যে কখনই অনুষ্ঠান করিব না; কেননা তদ্দ্বারা তাহার ব্যভিচার দোষের পোষকতা করা হইবেক। হে বন্ধো, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবিতা থাকিতে সে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবে, ইহা কখনই দেখিতে পারিব না। অপিচ, এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে অনুমোদন করত স্বয়ং কারামুক্ত হইলে জীবিতাধিকা কন্যার মন একান্তই ক্ষুণ্ণ হইবে, এমন কি তাহার অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা; অতএব ইহা আমার কতদূর স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার কর্ম্ম, বিবেচনা করি দেখ। জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, "যাহা কহিতেছেন প্রকৃত বটে; কিন্তু অধুনা আপনার জ্যেষ্ঠা তনয়া যেরূপ অসুস্থা ও শীর্ণা হইয়াছে, আপনি তাহার বিশেষ রূপে তত্ত্বাধারণ ও আরোগ্যোপায় না করিলে তাহ

জীবন সংশয়; সুতরাং এখানে আর বদ্ধ থাকা আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। ভাল, যদি থরন্‌হিলের অনুগত হইতে নিতান্তই না চাহেন, অন্ততঃ তাঁহার পিতৃব্যের নিকটে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করা কর্ত্তব্য; তিনি অতি সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ, আপনার প্রতি অনুকূল হইবেন সন্দেহ নাই। অপর থরন্‌হিল আপনার যত অপকার করিয়াছে, ও সম্প্রতি আপনাদের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, ঐ পত্রে তৎসমুদয় অবিকল বর্ণনা করিয়া দেন; নিশ্চয় বলিতেছি, তিন দিনের মধ্যে ইহার প্রত্যুত্তর পাইবেন।" আমি তৎক্ষণাৎ জেঙ্কিন্‌সনের উপদেশানুযায়ি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম।

পরন্তু থরন্‌হিলের পিতৃব্য আমাদের পত্রার্থ অবগত হইয়া কিরূপ বিবেচনা করেন, আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন, কি বিরক্ত হইয়া উঠেন, একাদিক্রমে তিন দিন এই ভাবিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে আমার প্রণয়িনী আমাকে থরন্‌হিলের সহিত সখ্যতা ও তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; এবং ক্ষণে ক্ষণে জ্যেষ্ঠা তনয়ার ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধির সমাচার পাইতে লাগিলাম। এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হইল, কিন্তু পত্রের কোন প্রত্যুত্তর আইল না। তখন বিবেচনা হইতে লাগিল, উইলেম্‌ থরন্‌হিল আমাদের আবেদন পত্র গ্রাহ্য করেন নাই। বস্তুতঃ ইহা সম্ভব বটে; যেহেতুক, অপরিচিত ব্যক্তির কথা শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি স্বীয় স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃপুত্রের দোষ গ্রহণ করিয়া থাকে? সুতরাং এ বিষয়ে যে কিছু আশা ভরসা ছিল, সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই ক্ষুব্ধ অথবা উদ্যোগোৎসাহ হইলাম না। অধুনা, নিরবচ্ছিন্ন বদ্ধ থাকাতে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গের লক্ষণ হইয়া আসিয়াছিল, বিশুদ্ধ বায়ু অভাবে হস্তের যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে, ক্ষণে ক্ষণে জ্যেষ্ঠা কন্যার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া সাতিশয় উন্মনা ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। উইলেম থরন্‌হিল্‌কে পত্রলিখিবার পাঁচদিন পরে শুনিলাম, অলিবিয়ার বাক্‌রোধ হইয়াছে; এই কুসংবাদ শ্রবণে আমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। মনে করিলাম, এই মুহূর্ত্তেই প্রাণাধিকার শয্যার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জন্মের মত দর্শন করি; তাঁহার এই অন্তিম কালে ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া সদ্গতির উপায় করিয়া দেই; হায় হায়! মনের সঙ্কল্প মনেই বিলীন হইল; কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। ফলতঃ বন্ধন দশা অদ্য আমার হৃদয় বিদীর্ণকর ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশাবহ হইয়া উঠিল। তৎপরক্ষণে শুনিলাম, অলিবিয়ার মৃত্যুশ্বাস হইয়াছে; এই নিদারুণ সমাচার পাইয়াও কন্যাকে দেখিতে যাইতে পারিলাম না; কারাগৃহে বসিয়াই বিলাপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে জেঙ্কিন্‌সন্ আসিয়া দুহিতার মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিয়া আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে কহিয়া গেলেন। আমি ইহা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল ও উন্মাদ প্রায় হইয়া উঠিলাম; আমার শিশু পুত্রদ্বয় নিকটে উপস্থিত ছিল, তাহারা অশেষ সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে জেঙ্কিন্‌সন্ উপনীত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, অধুনা আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; এখন অবশিষ্ট পরিজনগণের মঙ্গল সাধনে যত্ন করুন; অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভূস্বামীর সহিত সখ্যতা করুন, তদ্দ্বারা মঙ্গল হইবেক সন্দেহ নাই।" আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, ভাই, আমি এতদিন যাহার স্নেহবশতঃ থরন্‌হিলের বিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, ও অভিমান পরবশ হইয়া তাহার উপাসনা করিতে চাহি নাই, এখন সেই প্রাণাধিকা অলিবিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রোধ, অভিমান



প্রভৃতি সকলই চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কায়মনোবাক্যে কহিতেছি, থরন্‌হিল নির্ব্বিঘ্নে দারপরিগ্রহ করুক, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। অপর, যদি তাহার নিকট কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও পরাঙ্মুখ নহি। অনন্তর জেঙ্কিন্‌সন্ আমার কথিতানুরূপ একখানি অনুনয়পত্র লিখিয়া দিলেন; আমি তাহাতে আমার নাম স্বাক্ষর করিলাম। আমার পুত্র ভূস্বামিকে ঐ পত্রখানি সমর্পণ করিতে গেল। সে ছয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া বিজ্ঞাপন করিল, পিতঃ আমি থরন্‌হিলের গৃহদ্বারে উপনীত হইলে দ্বারপালেরা প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে অগত্যা অনেকক্ষণ বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম; দৈবাৎ ভূস্বামী বাটির বাহির হইয়া আসিতেছিলেন এই সুযোগে তাঁহার হস্তে পত্র সমর্পণ করিলাম। তিনি তৎকালে সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উপস্থিত বিবাহব্যাপারের উদ্‌যোগ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমার গ্লানি ও মন্দচেষ্টা করিতে ত্রুটি কর নাই; এমন্ কি, আমার প্রতিকূলে মদীয় পিতৃব্যকে পত্র পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলে শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু তদ্দ্বারা তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে পুনর্ব্বার আমার উপাসনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ, তোমরা অতি নরাধম। আমি এখন আর তোমাদের উপাসনায় তুষ্ট বা আর্ত্তনাদে দুঃখিত হইব না। অপর যদি কিছু বক্তব্য থাকে, আমার উকীলের নিকট আবেদন করিও; আমার সহিত তোমাদের আর কোন সংস্রব নাই।"

আমি পুত্রের প্রমুখাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া জেঙ্কিন্‌সন্‌কে কহিলাম, ভাই, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, থরন্‌হিলের পদানত হইয়া সাধ্য সাধনা করিলেও তাহার পাষণ্ড হৃদয়ে দয়ার উদয় হইবেক না; তাহা সত্য কি না বিবেচনা করিয়া দেখ। সে যাহা হউক, থরন্‌হিল আর অধিক কাল বন্ধনদশায় রাখিয়া আমাকে কষ্ট দিতে পারিবেক না; আমি অচিরেই সাংসারিক ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া সোণ্যধামে গমন করিব। যদিও পরিজনদিগকে অনাথ করিয়া যাইতেছি, তাহারা আমার অবিদ্যমানে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইবেক না; অবশ্যই কোন বন্ধু ব্যক্তি কৃপাবান হইয়া তাহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবেন। আমি এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে আমার সহধর্ম্মিণী বিষণ্ণ বদনে ও সজল নয়নে উপনীত হইলেন। আমি তাঁহাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া সম্বোধিয়া কহিলাম, কান্তে অধুনা আমি যেরূপ সন্তাপে তাপিত হইতেছি, তাহা বলিয়া কি জানাইব; কিন্তু তোমার দুঃখ দেখিয়া সেই দারুণ সন্তাপ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছে। হে প্রিয়ে, ধৈর্য্যাবলম্বন ও রোদন সম্বরণ কর; একটি কন্যা গিয়াছে বলিয়া নিরতিশয় ক্ষুণ্ণা ও শোকাভিভূতা হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে; অবশিষ্ট সন্তানগুলির মুখ চাহিয়া দেখ, তাহা তোমার সুখ সাধন ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবেক। প্রণয়িনী কহিলেন, "নাথ, আমাদের একটি কন্যা যথার্থই গিয়াছে বটে; প্রাণাধিকা সোফিয়াকে দুর্ব্বৃত্তেরা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।" ইহা কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, "ভদ্রে, দুষ্টেরা সোফিয়াকে কিরূপে হরণ করিয়া লইয়া গেল? সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি।" প্রণয়িনীর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। ইত্যবসরে প্রণয়িনীর সমভিব্যাহারি কোন বন্দির স্ত্রীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করা গেল ঐ রমণী, আমার ভার্য্যা ও কনিষ্ঠা কন্যা সমভিব্যাহারে রাজপথে বেড়াইতেছিলে সহসা এক খানা শকট তাঁহাদের নিকট আসিয়া পহুঁছিল। শকট হইতে এক সুবেশী পুরুষ বাহির হইয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক সোফিয়াকে আলিঙ্গন করত বলপূর্ব্বক যানে তুলিয়া লইল; ও তৎক্ষণাৎ অশ্বকশাঘাত করিয়া বায়ুবেগে চলিয়া গেল।

আমি ইহা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিয়া উঠিলাম, হায়! হৃদ্য আমার দুঃখের চতুর্থপাদ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অহ! জ্যেষ্ঠা কন্যার শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়াও প্রিয়তমা সোফিয়ার ভরসায় কিঞ্চিৎ জীবন ধরিয়া রহিয়াছিলাম, এখন সে ভরসারও শেষ হইয়া গেল। উঃ! কোন্ পাপাধম প্রাণতুল্যা সোফিয়াকে কাড়িয়া লইয়া আমার হৃদয়ে এরূপ নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিল? আঃ! প্রাণ যে বিদীর্ণ হইয়া যায়! আমার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রণয়িনী কহিলেন, "নাথ, তুমি যে আমার অপেক্ষা চতুর্গুণ শোকাকুল ও অধীর হইয়া উঠিলে! তবে আমাকে আর কোন্ ব্যক্তি সান্ত্বনা প্রদান করিবে। আমি স্ত্রী জাতি; স্বামীর সুখেই সুখী ও স্বামীর দুঃখেই দুঃখী; যদি স্বামীই দুঃখে অভিভূত হইয়া রহিলেন, তবে আমার বাঁচিয়া সুখ কি?" মৎপুত্র মোজেস্ আমাদিগকে পরিশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সুখ প্রত্যাশায় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়া মনুষ্যের উচিত নহে। জগদীশ্বর সুখের উপায় না করিয়া মনুষ্যকে কখনই দুঃখে নিমগ্ন করেন না।" আমি কহিলাম, বৎস, ইহজন্মে আমার সকল সুখেরই অবসান হইয়াছে; এখন পরকালের ভরসা মাত্র। পুত্র কহিল, "তাত, পরমেশ্বর এমন্ একটি সুখের বিষয় উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন, যদ্দ্বারা এই ঘোরতর দুঃখের সময়েও আপনি আনন্দ লাভ করিবেন; আমি সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রেরিত একখানি পত্র পাইয়াছি।" আমি ইহা শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বৎস, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংবাদ কি? সে কি আমাদের দুর্দ্দশার কোন সমাচার পাইয়াছে? মোজেস্ প্রত্যুত্তর করিল, "পিতঃ, তাঁহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, তিনি আমাদের দুঃখের কথা কিছুই শুনিতে পায়েন নাই। তিনি সুস্থ শরীরে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ও প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন।" আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমার জর্জ্জ কি যথার্থই সুখে আছেন?" মোজেস্ কহিল, "মাতঃ, তিনি সর্ব্বতোভাবে কুশলী; পত্র দেখিলেই সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।" প্রণয়িনী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছ, জর্জ স্বয়ং ঐ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন?" পুত্র কহিল "মাতঃ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" ইহা শুনিয়া প্রণয়িনী হর্ষগদ্গদ বাক্যে কহিলেন, "হে জগদীশ্বর! তুমি ধন্য; তোমার প্রসাদে আমাদের একটা আসন্ন বিপদ নিবারণ হইয়াছে; হে বিভো, তোমাকে প্রণাম করি।" পরন্তু আমাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে নাথ, আমি গতবার জর্জের নিকট যে এক খানি পত্র পাঠাই, তাহাতে এই লিখিয়াছিলাম, "হে প্রিয়তম, থরন্‌হিল তোমার বৃদ্ধ পিতার ও অলিবিয়া ভগিনীর দারুণ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, যদি তোমার মনুষ্যোচিত তেজঃ থাকে, দুরাত্মাকে উচিত প্রতিফল প্রদান কর।" হে স্বামিন্ সৌভাগ্য ক্রমে ঐ পত্রখানি জর্জের হস্তে পড়ে নাই; তাহা হইলে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইত।" আমি ইহা শুনিয়া ভার্য্যাকে ভৎর্সিয়া কহিলাম, ভার্য্যে, তুমি ঐ পত্রখানি লিখিয়া যে কত দূর নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিয়াছিলে বলিতে পারি না; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তদ্বিষয়ে দৈব অনুকূল হইয়াছেন। আমার তেজিয়ান্ পুত্র বংশের অসম্ভ্রম ও পিতার দুর্গতিবার্ত্তা পাইলে কোন ক্রমেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না; প্রত্যুত, প্রাণপণে দুরাত্মা থরন্‌হিলের দণ্ড করিতে উদ্‌যুক্ত হইতেন, সন্দেহ নাই; তদ্দ্বারা তাহার কত কষ্ট হইত বিবেচনা করিয়া দেখ। সে যাহা হউক, জর্জ যে সুখে আছে, শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম; ঈশ্বর করুন, সে আমার অবিদ্যমানে স্বীয় জননী ও ভ্রাতা ভগিনীদিগের প্রতিপালন



ও আনন্দ বর্দ্ধন করুক;—হায়! আমার কি মতিভ্রম হইয়াছে! তাহার এখন আর ভগিনী কোথায়? মোজেস্ আমার কথাভঙ্গ করিয়া কহিল, "পিতঃ, এক্ষণে অনুমতি করুন, পত্র পাঠ করি।" আমার আজ্ঞা পাইয়া পুত্র লিপি পাঠ করিতে লাগিল।

জর্জের প্রেরিত পত্র।

"শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণেষু।

প্রণামা নিবেদন মিদং;

আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এখানে পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি। গৃহের সমাচার অনেক দিন না পাইয়া কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি, বলিতে পারি না। বোধ হয়, আপনারা আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন; তজ্জন্য পত্রাদি লেখেন না। পক্ষান্তরে, আমার স্মৃতিপথে আপনারা নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন; গৃহে পরিজনগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এক সময়ে যে সকল আমোদ আহ্লাদ ও হাস্য কৌতুক করা গিয়াছিল, মনে মনে দেখিতেছি, আপনারা এখনো যেন সেইরূপ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। ফলতঃ সেখানে যত কেন সুখে সচ্ছন্দে থাকুন না, এখানে আমি প্রভুর প্রিয়পাত্র, ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রণয়াস্পদ হইয়াছি, বোধ করি এই সুসংবাদ পাইয়া আপনাদের সেই সুখ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবেক। আক্ষেপের বিষয় এই, মহাশয় আমাকে এপর্য্যন্ত পত্রাদি লিখিলেন না; অলিবিয়া ও সোফিয়া পত্র লিখিতে প্রতিশ্রুতা হইয়াও অঙ্গীকার প্রতিপালনে পরাঙ্মুখী রহিয়াছে; আমাকে কি তাহাদেরও মনে নাই? এই নিমিত্ত এক এক বার তাহাদের প্রতি ক্রোধ জন্মে; কিন্তু সে ক্রোধ বৃথা বলিলেই হয়। যে হেতুক, ক্রোধপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ভৎর্সনা ও কটূক্তি করিতে উদ্‌যুক্ত হইলেই অমনি স্নেহের আবির্ভাব হইয়া আইসে। অতএব হে পিতঃ তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন, ও আপনি আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিবেন।

পত্রার্থ অবগত হইয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে জগদীশ্বরকে প্রনিপাত করিয়া হর্ষগদগদ বাক্যে কহিয়া উঠিলাম, অহো! প্রিয়তম জর্জের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলবার্ত্তা পাইয়া অদ্য কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি পরমেশ্বরের প্রসাদে পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে থাকুন; ও আমার অবিদ্যমানে স্বীয় বিধবা জননী ও এই দুটি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ করুন। আমি এই কথা কহিবা মাত্রেই সহসা একটা কোলাহল ধ্বনি শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইল; ক্ষণেক পরে কেহ যেন বেড়ীর ঝনাৎকার শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ কারারক্ষী শোণিতাক্ত কলেবর ও গুরুভার বেড়ী-নিপীড়িত-পাদদ্বয় কোন যুবাপুরুষের হস্ত ধরিয়া আনিতেছে দেখিতে পাইলাম ঐ বন্দী ক্রমশঃ আমার নিকটবর্ত্তী হইলে কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক ব্যাপার! দেখি যে আমার প্রাণাধিক জর্জের এই দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তখনি চীৎকার শব্দে "ও বৎস! ও প্রিয়তম! এ আবার কি দেখিতেছি? সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও শো-

নিতান্ত হইয়াছে, পাদদ্বয় বেড়ীপাশে নিপীড়িত হইতেছে, বাছা এই কি তোমার সুখের নিদর্শন? এই কি তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? উঃ! আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছে! আর যে বাঁচিতে পারি না!" ইহা কহিয়া অচেতন প্রায় হইলাম।

জর্জ অম্লান বদনে কহিল, "পিতঃ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; এ আপনার খেদ করিবার সময় নয়; এখন যদিও আমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ ও শঙ্কিত হই নাই; কাপুরুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা স্বতেজে প্রাণ ত্যাগ করা কতদূর গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন।" আমি ইহা শুনিয়া তাৎকালিক মনের বেগ ক্ষণেক সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু মন কোন ক্রমেই প্রবোধ মানিল না। পুনর্ব্বার রোদন করিতে করিতে কহিলাম, বাছা, এই মাত্র তোমাকে সুখী জানিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলাম ও কায়মনোবাক্যে তোমার কল্যাণ কামনা করিতেছিলাম; হায়! এমন সময়ে একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! বৎস, তোমার দুরবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! আমার এই বার্দ্ধক্য দশায় এত যে দুর্গতি ভোগ হইবেক স্বপ্নেও জানি নাই। আমার জীবদ্দশায় সন্তানগুলি অকালে কালকবলে পড়িতে লাগিল, আমার কি কঠোর প্রাণ, ইহা দেখিয়াও দেহে রহিয়াছে। রে দুরাত্মন্, আমাকে কারাবদ্ধ করিয়াও কি তোর সন্তোষ জন্মে নাই? শেষে এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিলি! কায়মনোবাক্যে কহিতেছি, তোকে যেন এমনি দুর্গতি ভোগ করিতে হয়; তোকে যেন——, এই পর্য্যন্ত কহিবা মাত্র পুত্র নিষেধিয়া কহিল "পিতঃ, ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না; আপনি কি জানেন না, যে ক্রোধ পরবশ হইয়া অভিশম্পাত প্রদান করিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়? আপনার এই অসাধু ব্যবহার দেখিয়া লজ্জা পাইতেছি। হে জনক, আমি ইহলোক হইতে অচিরেই অবসৃত হইব; অতএব যদ্দ্বারা আমার পারত্রিকের মঙ্গল হয়, এক্ষণে এমন উপায় করিয়া দেন।" আমি কহিলাম, হে প্রিয়তম, কাহার সাধ্য তোমার প্রাণদণ্ড করে! নিশ্চয় বলিতে পারি তুমি তাদৃশ গুরুতর অপরাধ কখনই কর নাই। জর্জ প্রত্যুক্তি করিল, "তাত, আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহাতে আর ক্ষমা পাইবার উপায় নাই। আমি জননীর পত্র পাঠে সবিশেষ অবগত হইয়া থরন্হিলের প্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি; ও ঐ দুরাত্মার সমুচিত দণ্ড বিধান করণাভিপ্রায়ে তদীয় গৃহে উপনীত হইয়া তাহাকে আমার সম্মুখীন হইতে ডাকিয়া পাঠাই; কিন্তু পাপাধম স্বয়ং না আসিয়া আমাকে ধৃত করণাভিপ্রায়ে চারি জন ভৃত্যকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাদের অন্যতমকে রোষাবেশে এরূপ সাংঘাতিক প্রহার করিয়াছি, যে সে এতক্ষণ আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু আর তিন জন আমাকে ধৃত করিয়া দুরাত্মা থরন্হিলের হস্তে সমর্পণ করিল। ঐ রণভীরু আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়া আমার প্রাণদণ্ডের চেষ্টা করিতেছে; বোধ করি, পরিণামে তাহার চেষ্টা সফল হইতে পারে। আমি তেজিয়ান্ বংশে সম্ভূত হইয়া কোন্ প্রাণে কাপুরুষের দণ্ড পারুষ্য সহ্য করিব, তাহাই ভাবিতেছি; নচেৎ মরিবার কোন আশঙ্কা নাই। সে যাহা হউক, আপনি ধর্ম্ম বক্তৃতা শ্রবণ করাইয়া আমার চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীকৃত করুন; যেন প্রশস্তচিত্তে ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তনুত্যাগ করিতে পারি।" আমি কহিলাম, বৎস, যদি তুমিই পরিত্যাগ করিয়া চলিলে, আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এই দুঃখ সঙ্কুল সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিলাম, এই বিচারভ্রষ্ট পাপময় রাজদ্বারে ক্ষমা পাইবার আশা পরিহার করিলাম। এখন পিতা-



পুত্রে সেই অনন্ত সুখময় যোগ্যধামে গমন করিবার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া রাখা যাউক।" অনন্তর কারাপালকে কহিলাম, "মহাশয়, যদি অনুগ্রহ করিয়া বন্দিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণ করাইয়া চরিতার্থ করি।" কারারক্ষী অনুমতি করিলে বন্দিরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, আমিও একতান মনে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলাম।

## গ্রীস্‌দেশের ইতিহাস।

### জ্যারক্সিসের পলায়ন।

জ্যার্‌ক্সিস্ অতঃপর আর জলযুদ্ধে সাহস করিতে না পারায়, মার্ডোনিয়স্ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, হয় একেবারে পিলপনিজদিগকে আক্রমণ করুন, না হয় আপনাকে তিন লক্ষ সৈন্য দিয়া ঘরে ফিরিয়া যান; আমি পণ করিতেছি, সৈন্য লইয়া সমস্ত গ্রীস্ সম্পূর্ণ জয় করিয়া যাইব। রাজা শেষে যুক্তিটি শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আর্টিমিসিয়াও তাহাতে সম্মত হইলেন; এবং থেমিষ্টোক্লিসের নিকট হইতে এক পূত দূত আসিয়া তাহাকে ইহাতে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া গেল। সালামিস জয় লাভের পর, থেমিষ্টোক্লিস সমস্ত গ্রীক্ সেনাপতিদিগের নিকট (হেলিস্পণ্টগিয়া তথাকার সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া) জ্যারক্সিসের পলায়নের খণ্ডন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরিবাইটিজ তাহাই গ্রাহ্য করিলেন। তখন থেমিষ্টোক্লিস্ আপনার বিশ্বাসী দূত দিয়া জ্যারক্সিস্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, গ্রীকেরা হেলিস্পণ্ট সেতু ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পলায়ন কালে পারসীকেরা ভয়ানক ক্লেশ পাইয়াছিল, পীড়ায় এবং দুর্ভিক্ষতে তাহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল। তৃণ এবং গাছের পাতা খাইয়া তাহাদিগকে প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছিল, এবং এত লোক মরিয়া গিয়াছিল যে, যে দেশ দিয়া তাহারা গমন করিয়াছিল, সেই দেশ মৃত দেহে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহারা হেলিসপণ্ট পঁহুছিয়া দেখিল, ঝড় ও তরঙ্গ বেগে সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সালামিসে যে সকল জাহাজ রক্ষা পাইয়াছিল, তদ্দ্বারা জ্যারক্সিস্ ও তাঁহার মহাবল সৈন্য সমূহের মৃতাবশেষ আসিয়ার উপকূলে পঁহুছিলেন। জ্যারক্সিস সার্ডিস নগরে শীত-কাল অতিবাহন করিলেন, এবং বসন্তের সময় সুসা নগরে প্রস্থান করিলেন। তিনি অতঃপর নিজে কোন যুদ্ধে অধ্যক্ষতা করিবার বাসনা একেবারে দূর করিলেন। প্রাচ্য ভূমিপালদিগের চিরাভ্যস্ত পদ্ধতি ক্রমে জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন, এবং কিছুকাল পরে স্বীয় এক কর্ম্মচারির হস্তে নিহত হইলেন।

### গ্রীস দেশের ঘটনা।

পারসিকদিগের রণপোত সকল প্রস্থান করিলে গ্রীকেরা (মেরাথনের যুদ্ধের পর যেমন সন্নিহিত দ্বীপ সমূহের অধিবাসিগণ আক্রমণকারিদিগের নিকটে বিনয় প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের উপর টাকার দাবী করিয়াছিল) পুনর্ব্বার সেইরূপ করিবার মানস করিল। থেমিষ্টক্লিস আন্‌ড্রস দ্বীপে গিয়া তত্রত্য অধিবাসিদিগের নিকট বলিলেন, এথীনিয়ানেরা দুইটি দেবী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে, অতএব অবশ্য টাকা দিতে হইবে। ইহা শুনিয়া তাহারা উত্তর করিল, আমাদের এখানেও দুইটী দেবী আছেন, তাঁহারা কখন এ দ্বীপ ছাড়িয়া কোথাও যান না, সুতরাং আমরা টাকা দিতে পারিব না। শুনিয়া গ্রীকেরা তাহাদের নগর বেষ্ঠন করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কোন কোন দ্বীপের লোকেরা গোপনে থেমিষ্টক্লিসের নিকট টাকা পাঠাইয়া নিষ্কৃতি পাইল

অনন্তর গ্রীকেরা সালামিসে ফিরিয়া আসিল।

মার্ডোনিয় সসৈন্যে থেসালিতে শীতকাল অতিপাতিত করিয়া বসন্তের প্রারম্ভে যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইলেন তিনি প্রথমতঃ আথীনিয়ান্‌দিগকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্য মেসিডোনীয়ার রাজা আলেক্‌জাণ্ডারকে এই বলিয়া তথায় পাঠাইলেন, যদি তাঁহারা তাঁহার সহিত মৈত্রী করে, তবে তিনি তাহাদের সমস্ত রাজ্য ও স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং সমস্ত দেব-মঠ তৈয়ার করিয়া দিবেন। আলেক্‌জাণ্ডর তাহাদিগকে এই রীতি অবলম্বন করাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে স্পার্টানেরা তাহাদিগকে মিনতি করিয়া কহিল যে, তোমরা সাধারণ পক্ষ পরিত্যাগ করিওনা, আমরা তোমাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিব, এবং প্রাণপণে তোমাদের উপকার করিতে ত্রুটি করিব না। এথীনিয়ানেরা যে উত্তর করিল, তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ ভদ্রতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইল। তাহারা আলেক্‌জাণ্ডারকে বলিল যখন সূর্য্যদেব আপন গতির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারা কখনই, যে তাহাদের গৃহ ও দেব-মঠ পোড়াইয়া দিয়াছে,তাহাদের সহিত মিত্রতা করিবে না; এবং স্পার্টানদিগকে কহিল যে তাহারা আথীনিয়ান্‌দিগের স্বভাব জানে না বলিয়াই তাহাদিগকে আপনাদের পক্ষ ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত একদল সৈন্য পাঠাইতে কহিল।

অধুনা মার্ডোনিয়স সসৈন্যে থার্ম্মপিলি-দিয়া বিয়োসিয়ায় যাত্রা করিলেন। ঐ দেশের পরিনাহ সকল বিলক্ষণ বিস্তৃত, এবং তাঁহার সৈন্যদিগের পক্ষে অনুকূল ইহাই বলিয়া, থীবানেরা তাঁহাকে তথায় থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তিনি আটিকায় গমন করিলেন, এবং আথেন্সে আসিয়া দেখিলেন, নগর পূর্ব্বের মত শূন্য প্রায় পড়িয়া আছে, এবং অধিবাসিগণ সালামিসে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বের মত তাহাদের সমস্ত রাজ্য ও স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিতে এবং দেবমঠ তৈয়ার করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। এক জন সেনেটর ইহাতে সম্মত হইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু অন্যান্য সেনেটরগণ ও অধিবাসিরা তাঁহাকে পাথর চাপাইয়া মারিয়া ফেলিলেন এবং স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার তপস্বিনী ভার্য্যা ও সন্তানদিগকে সেই পথে পাঠাইল। তখন মার্ডোনিয়স্, মৈত্রীর আর কোন উপায় না দেখিয়া আথেন্স নগরের অবশিষ্ট যে দুই একটি ভাল দেবমঠ ছিল সমস্ত পোড়াইয়া দিলেন।

# প্রেম-প্রবাহিনী কাব্য।

চতুর্থ সর্গ।

## অন্বেষণ।

ওহে প্রেম প্রেম! তুমি থাকহে কোথায়;
কোন্ কোন্ স্থানে তব দেখা পাওয়া যায়?
গিরিতলে উপত্যকা শোভে মনোহর,
তরু লতা গুল্ম তৃণে শ্যামল সুন্দর।
ছড়ান গড়ান, যেন ভঙ্গ-আঙ্গডালা;
দূরে দূরে ঘেরে আছে তুঙ্গ শৃঙ্গমালা।
চারি দিক নিরব, নিস্তব্ধ সমুদয়,
সন্তোষের চির স্থির নির্জ্জন আলয়।
যথায় প্রকৃতি দেবী সহাস আননে,
সাজায়েছে ধরণীরে বিবিধ ভূষণে।
ভূমে পাতা লতা পাতা কুসুম শয্যায়,
চঞ্চল অনিল শুয়ে গড়ায়ে বেড়ায়।
নির্ঝর সকল স্বচ্ছ সলিল উগরে,
তার স্বরে প্রকৃতির জয়ধ্বনি করে।
যথায় শান্তির মূর্ত্তি সর্ব্বত্রে প্রকাশ,
সেই স্থানে তুমি কিহে করিতেছ বাস?
গহনে আছেন বসি মহা যোগীগণ,
সস্থবলয়িত দেহ, নিটোল গঠন।
পৃষ্ঠে পার্শ্বে তরঙ্গিত তাম্রবর্ণ জটা,
তপ্ত কাঞ্চনের মত অঙ্গরাগ ছটা।
প্রভাজালে বনভূমি যেন আলোময়,
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরায় উদয়।
প্রফুল্ল মুখ মণ্ডল, নিমিল নয়ন,
অধরে উজ্জ্বল হাসি ভাসিছে কেমন!
তাঁহাদের অন্তরের আনন্দের মাজে,
আলো করি তোমারি কি মূরতি বিরাজে?
দুর্ব্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
নির্ম্মল পবন তাহে বহে নিরন্তর।
মধ্যস্থলে মনোহর নিকুঞ্জ কানন,
পাতায় লতায় ঘেরা, তাঁবুর মতন।
শ্বেত পীত নীল কাল পাণ্ডুর লোহিত,
নানা বর্ণ কুসুমের স্তবকে রাজিত।
যেন আবরিত চারু ফোলোর মখ্‌মলে,
যেন রত্নস্তূপে নানা মণি শ্রেণী জ্বলে।
ভিতরে বসিয়ে কত পাখী করে গান।
সে গানে মিশিয়ে কিহে সেথা অবস্থান?
সরোবরে সঞ্চারিত লহরী লীলায়,
সুন্দরী নলিনীমালা নাচিয়ে বেড়ায়।
মধুভরে রসভরে তনু টলমল,
সৌরভ গৌরব ভরে করে ঢল ঢল।
হাসি হাসি মুখ সব অরুণে হেরিয়ে,
হৃদয়ের আবরণ পড়িছে এলিয়ে।
যৌবনের মদে যেন বাম মতয়ারা,
এলো থেলো দাঁড়ায়ে দুলিছে পরী পারা।
তুমি কিহে সমীরের ছলে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াও তাদের মুখে চুমো খেয়ে খেয়ে?
গোলাপ কুসুম সব বিকেল বেলায়,
ফুটে আছে গাছে গাছে ডগায় ডগায়।
রূপসীর কপোলের আভার মতন,
আভায় ভুলায়ে মন হাসিছে কেমন!
সাধুদের সুকার্য্যের সুবাসের সম,
সুমধুর পরিমল বহে মনোরম।
ভূমিভাগ শোভাময়, দিক্ গন্ধময়,
সে শোভা সৌরভ কিহে তোমার নিলয়?
পূর্ণিমায় পূর্ণ শশী বিরাজে আকাশে,
আলোময় ত্রিভুবন নিরমল ভাসে।
ধরায় নিস্তব্ধ দেখে কতই উল্লাস,



প্রফুল্ল বদনে তাঁর মৃদু মৃদু হাস।
তুমি কি মিশিয়ে সেই হাসির ছটায়,
সুধা হয়ে গড়াইয়ে পড়িছ ধরায়?
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজনে,
চাহিছে চাঁদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে।
জুড়াইতে তাহাদের বিরহ দহন,
সুধাকর করে মুখে সুধা বরিষণ।
চক্রবাক মিথুনের হয়ে অশ্রুজল,
ভাসাইছ তাহাদের হৃদয় কমল?
বেল জুঁই ফুটে সব ধপ্ ধপ্ করে;
অনিলের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সঞ্চরে।
তুমি কি সে সকলের দলের উপর,
শুয়ে আছ গায়ে দিয়ে চন্দ্রিকা চাদর?
রূপের অমূল্য মণি নবীন যৌবন,
চাক ভাঙা ঢল ঢল মধুর মতন।
যেন সদ্য ফুটে আছে শ্বেত শতদল,
নির্ম্মল স্ফটিক জল যেন টল মল।
পঙ্কের কাজের মত তক্ তক্ করে,
তুমি কি ঝাঁপায়ে পড় তাহার উপরে?
রসের লহরী ধায় তরল নয়নে,
চঞ্চলা চপলা যেন খেলে নবঘনে।
তুমি কি দোলায়ে গলে কুবলয় মালা,
নয়ন তরঙ্গে কর লুকাচুরি খেলা?
প্রফুল্ল অধরে কিবে মৃদু মৃদু হাস,
প্রসন্ন বদনে কিবে মধু মধু ভাষ!
তুমি কি সে হাসে ভাসে মধুমাখা হয়ে,
হরহে নয়ন মন সমুখেই রয়ে?
কবিদের সুধাময়ী সরলা লেখনী,
জগতের মনোহরা রতনের খনি।
যখন যে পথে যায় সেই পথ আলো,
যখন যে কথা কয় তাই লাগে ভাল।
আহা কিবে সুমধুর দপক্রম ছটা,
রস ভরে ঢল ঢল গমনের ঘটা।
স্বর্গসুধা পানে যেন হয়ে মাতোয়ারা,
ভ্রমিছে নন্দন বনে ললিত অপ্সরা
শ্বেত শতদল মালা দুলিছে গলায়,
হেসে হেসে চায়, রূপে ভুবন ভুলায়।
সেই বিশ্ব বিনোদিনী লেখনী অধরে,
—সুধার সাগরে-বুঝি আছ বাস কোরে?
হিমালয় শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়,

ছড়াছড়ি মণি চুণী রয়েছে যেথায়।
যেখানেতে পথ সব সোণা দিয়ে বাঁধা,
স্বর্ণ স্রোতস্বতী বোলে চোকে লাগে ধাঁদা।
নীলমণি তরুশ্রেণী শোভে দুই ধারে,
অমরপ্রার্থিত বালা তলে খেলা করে।
যাহার মানস সরে সুবর্ণ কমল,
মরকত মৃণালে করিছে ঢল ঢল।
যক্ষযুবতীরা মাতি সলিল ক্রীড়ায়,
ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে, ভেসে ভেসে যায়।
শত চন্দ্র খোসে পড়ে আকাশ হইতে,
শত স্বর্ণ শতদল ফোটে আচম্বিতে।
যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স,
সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্য রস।
প্রণয়কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার।
যথায় আমোদ ছাড়া আর কিছু নাই,
আমোদের যাহা কিছু চাহিলেই পাই।
তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে,
বসি বসি হাসিখেলি করিছ হরিষে?
স্বর্গে মন্দাকিনী তটে স্বর্ণ বালুকায়,
দেবেন্দ্রের ক্রীড়া-উপবন শোভা পায়।
উদিলে কুঞ্জের আড়ে তরুণ তপন,
দূরে থেকে দৃশ্য তার ভুলায় নয়ন।
চারি দিকে দাঁড়াইয়ে নধর মন্দার,
পাতার মন্দির সাজে মাথায় সবার।
আনত শাখার আগা স্তবকের ভরে,
পারিজাত ফুটে তায় ধপ ধপ্ করে।
সৌরভেতে ভর ভর নন্দন কানন,
গৌরবেতে পরিপূর্ণ অখিল ভুবন।
কাছে কাছে গুণ্ গুণ্ গেয়ে গুণ গান,
মত্ত মধুকরমালা করে মধুপান।
উন্মত্ত কোকিল কুল কুহু কুহু স্বরে,
তরু হতে উড়ে বসে অন্য তরুপরে।
তলে কত কুরঙ্গিণী চরিয়ে বেড়ায়,
শোভা হেরে চারি দিকে সবিস্ময়ে চায়।
বহীগণ বিনামেঘে বর্হ বিস্তারিয়া,
কেকা রব করি করি বেড়ায় নাচিয়া।
সরস বসন্ত ঋতু জাগে নিরন্তর,
মলয় মারুত সদা বহে ঝর ঝর।
যথায় অপ্সরা নারী অমরের সনে,
হাসে খেলে নাচে গায় আপনার মনে।
সেই স্থান তোমার কি মনের মতন?
অপ্সরার মাজে মাজে কর কি ভ্রমণ?

অথবা এমন কোন বিচিত্র জগতে,
যাহার তুলনা স্থল নাই ভূভারতে।
যথা নাই সময়ের ঝঞ্ঝা বজ্রপাত,
ক্রোধঅন্ধ নিয়তির ক্রূর কশাঘাত।
প্রণয়ির হৃদয় করিতে খান খান
যথা নাই বিরাগের বিষদিগ্ধ বান।
সরল সরস মনে করিতে দংশন,
কপটতা কাল সর্পে করেনা গর্জ্জন।
অপদার্থ অসারের অবজ্ঞার লাথি,
ফোটাইতে নাহি যায় মহতের ছাতি।
ছোট মুখ কভু নাহি বড় কথা ধরে,
সমানের বড় পদ গর্ব্ব নাহি করে।
পাপের বিকৃত চক্ষু ভাল্ ভাল্ কোরে,
কভু নাহি অন্তরের নরক উগরে।
সকলি পবিত্র যথা সকলি নির্ম্মল,
ধর্ম্মের যথার্থ মূর্ত্তি আছে অবিকল।
অধিবাসী সুগঠন সুশ্রী বলবান,
স্বাস্থ্য উপাদানে যেন হয়েছে নির্ম্মাণ।
সর্ব্বদা প্রসন্ন ভাব, উদার আশয়,
গৌরব মাহত্ম্য পূর্ণ সরল হৃদয়।
বদন মণ্ডল নিরমল সুধাকর,
রাজিছে পুণ্যের প্রভা ললাট উপর।
বিনয় নম্রতা রাজে কপোল যুগলে,
নিজ নৈসর্গিক রাগে রঞ্জি গণ্ডস্থলে।
সুশীলতা শালীনতা ভূষিয়ে নয়ন,
সকলের প্রতি করে সুধা বরিষণ।
অধরে আনন্দ জ্যোতিঃ মৃদু মৃদু হাসে,
সন্তোষের ধারা ক্ষরে সুমধুর ভাষে।
বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব,
ইন্দ্রিয়ের বিদ্ধ তাহে নাহি আবির্ভাব।
অন্তরের মাহাত্ম্যের উন্নতি সাধন
করিতে, উভয়ে যেন হয়েছে মিলন।
উভয়ে উভয়ে হেরে অশ্রু জলে ভাসি,
পূরাইতে নৈসর্গিক প্রেমানন্দ আশা।
তথায় কি আছ প্রেম হয়ে তৃপ্ত মন?
এখানে আমরা বৃথা করি অন্বেষণ?

ইতি চতুর্থ সর্গ।


# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ] ভাদ্র, ১২৭৫ সাল। [৫ সংখ্যা


## ধর্ম্মাচার্য্য।

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়।

মনুষ্য সুখীই হউক বা দুঃখীই হউক, পরমেশ্বরের দয়া সকলের প্রতিই সমান। হতভাগ্য ব্যক্তিরা ইহলোকে যত কষ্ট পায়, পরলোকে তত সুখসম্ভোগ করিবেক।

"হে প্রিয়তম বন্ধুগণ, হে প্রাণাধিক সন্তান সকল, সাংসারিক সুখ দুঃখ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই মীমাংসা করা যাইতে পারে, মনুষ্য ইহ-জন্মে দুঃখভোগ যত করে, সুখসম্ভোগ সেরূপ কখনই হয় না। দেখ, সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইয়াও মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সুখী হয় না; তাহার আশারও নিবৃত্তি হয় না; পক্ষান্তরে সচরাচর এমনও দেখা যায়, যে, দুঃখের জ্বালায় অস্থির হইয়া মনুষ্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। সুতরাং ইহলোকে আমাদের সম্যক্ প্রকারে সুখী হইবার পন্থা নাই; অথচ দুঃখেরও পরাকাষ্ঠা হইতে পারে। মনুষ্য কেন এত দুঃখ পায়? দুঃখ না হইলে পরিণামে কেনই বা সুখ-লাভ করিতে পারা যায় না? এই প্রশ্নের কেহই উত্তর করিতে পারেন না; ঈশ্বরের এই নিয়মের কেহই মর্ম্মানুধাবন করিতে পারেন না। অপিচ, এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত মনুষ্য অশেষ প্রকার তর্ক বিতর্ক করেন, ও নানাবিধ কাল্পনিক মতামত লইয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন; তাঁহারা কহেন, "সুখসম্ভোগের নিমিত্তই মানব-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; তবে যে এত লোক দুঃখ ভোগ করিতেছে, সে কেবল তাহাদের দুষ্কৃতি ও অবিবেকিতার ফলাফল মাত্র। ফলতঃ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে মনুষ্যের সুখ-সচ্ছন্দের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার যাবতীয় নিয়মের অনুগামী হইয়া চলা দূরে থাকুক, তৎসমুদয় পরিজ্ঞাত হইতেও কেহই পারেন না; সুতরাং মনুষ্যের দুঃখ উপস্থিত হওয়া বড় আশ্চর্য্য নহে। অপিচ, মানুষকে অধিক কাল দুঃখ সন্তাপ ভোগ করিতে হয় না; যে হেতুক, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, অচিরেই বিনষ্ট হইবেক; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুঃখেরও অবসান হইবেক।" হে বন্ধুগণ, মনুষ্যেরা এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া দুঃখার্ত্ত ও সন্তাপতাপিত ব্যক্তিদিগকে প্রবোধ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের এই অপ্রামাণিক ও অসংলগ্ন কথায় কোন ব্যক্তির দুঃখের লাঘব হইয়া থাকে? কাহারইবা চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে? যে হেতুক, তাঁহাদের কথিতানুসারে ঈশ্বরের সমুদয় নিয়ম প্রতিপালনের ব্যত্যয় প্রযুক্ত যদি

মনুষ্যকে অবশ্যই দুঃখ পাইতে হইল, তবে মানবজীবন কিরূপে সুখাস্পদ হইতে পারে? অপর, যদিও মানবজীবন সুখাস্পদ হয়, ইহার ক্ষণ-ভঙ্গুরতা ও অচিরস্থায়িত্ব কি দুঃখের স্বরূপ নহে? অতএব হে প্রিয়তমগণ মনুষ্যের চিত্ত-তোষণার্থে পরমেশ্বর পরম পদার্থ ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কি সৎ কি অসৎ, কি সুখী কি দুঃখী, সকলেই সন্তোষ লাভ করে। ধর্ম্ম এই বলিয়া মনুষ্যদিগকে সাহস ও সন্তোষ প্রদান করেন, "হে বৎসগণ, তোমরা পরলোকে অনন্তকাল সুখ সম্ভোগ করিবে।" এই আশ্বাসে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির যতদূর চিত্ত প্রসন্নতা জন্মে, সুখী ব্যক্তির ততদূর হইবার সম্ভাবনা নাই। যে হেতুক,যিনি ইহলোকে সুখসম্ভোগ করিতেছেন, পরলোকেও তদ্রূপ করিতে পাইবেন শুনিয়া তাঁহার অপেক্ষাকৃত আনন্দ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? পক্ষান্তরে যে হতভাগ্য ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্ন নিগ্রহ ভোগ ও দারুণ কষ্ট সহ্য করে, পরলোকে তাহার দুঃখ নিবারণ ও সুখসমৃদ্ধি লাভ হইবেক, এই আশ্বাসে সে কতদূর উল্লাসিত ও আনন্দিত হয় বলা যায় না।

"হে বন্ধুগণ, দেখ, ধর্ম্ম আপামর সাধারণের বন্ধু হইয়া ও দুঃখিদিগকে বিশেষরূপ চরিতার্থ করিয়া থাকেন। পীড়িত, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শোকতাপিত, ও বন্ধনদশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা পরলোকে অনন্ত কাল সুখসম্ভোগ করিবেন বলিয়া কেবল অপেক্ষাকৃত আনন্দলাভ করেন, এমত নহে; ঐ সন্তোষদায়ক আশ্বাসে তাহাদের ইহলোকেও দুঃখের অনেক লাঘব হয়। অপিচ দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিদিগের আরো একটী সুবিধা দেখা যাইতেছে; নিরবচ্ছিন্ন কষ্টভোগ করিয়া তাহাদের জীবনের প্রতি সাতিশয় বিতৃষ্ণা জন্মে, সুতরাং মরণকালে সংসারের প্রতি তাহাদের তাদৃশ মায়া হয় না; যদিও পুত্রকলত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যৎকিঞ্চিৎ মমতা ও ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে, তথাপি দুঃখসঙ্কুল সংসারে থাকিয়া তাঁহারা যেরূপ দুর্ব্বিসহ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে ঐ মমতা ও ক্ষোভের সহজেই তেজঃ হ্রাস হইয়া আইসে। পক্ষান্তরে যাঁহারা ইহজন্মে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও বিলাস সুখের সুখী হইয়া সংসারের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন, মরিবার সময় তাঁহাদের মনস্তাপের পরিসীমা থাকে না। অতএব, হে ভাই সকল, আমরা ইহজন্মে এত যে কষ্ট পাইতেছি, ইহা আমাদের সুখের মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। মরণ আমাদের মঙ্গল স্বরূপ; আমরা মরিতেও কুণ্ঠিত নহি। আমরা যখন এই পাঞ্চভৌতিক শরীর বিসর্জ্জন করিয়া পরম সুখময় যোগ্য ধামে গমন করিব, তখন আমাদের মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদয় হইবে! আমাদের আধুনিক দুরবস্থার সহিত তুলনা করিলে তাৎকালিক অবস্থা কতদূর সুখকর ও মঙ্গলময় বোধ হইবেক! দেখ অধুনা আমরা কারারুদ্ধ হইয়া বেড়ীর দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছি; নানা মতে লাঞ্ছিত ও পীড়িত হইতেছি; অন্ধকূপে থাকিয়া বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর বায়ু অভাবে অসুস্থ ও ক্লিষ্ট হইতেছি; নিরন্তর শোক সন্তাপে জ্বলিতেছি; হে ভাই সকল ঈশ্বর আমাদের এই সকল গুরুতর দুঃখ নিবারণের উত্তম উপায় করিয়াছেন। জীবনান্তে যখন যোগ্যধামে গমন করিয়া অনাস্বাদিত পূর্ব্ব অনুপম সুখের স্বাদ গ্রহণ করিব, আনন্দে মত্ত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন ও ধন্যবাদ করিব। যখন কেহই আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন বা অবমাননা করিতে পারিবেক না, কেহই আমাদের স্বাধীনতা বিলোপ করিতে পারিবেক না, তখন আমাদের কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হইবেক! অতএব, হে বন্ধুগণ ঐ সকল শুভকর বিষয় আলোচনা করিয়া উৎকণ্ঠা নিবারণ কর; আর কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কষ্ট সহ্য কর; আমাদের অনন্ত সুখ প্রাপ্তির অধিক বিলম্ব নাই।



## ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রবণ

সুখের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। দুরবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন কর; একদিন অবশ্যই সুখের দশা ঘটিবেক।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে শ্রোতামণ্ডলী স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কারারক্ষী অতি সচ্চরিত্র ও দয়াবান ছিলেন, তিনি আমাকে সম্বোধিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, "হে মহানুভব, আমি স্বীয় ব্যবসায়ের অনুরোধে ও প্রভুআজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য অগত্যা আপনাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া কষ্ট দিতেছি; এবিষয়ে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। অপর, আমার প্রতি এমন আজ্ঞা নাই, যে দুই জন বন্দিকে এক ঘরে রাখি; সুতরাং আপনার পুত্রকে স্বতন্ত্র গৃহে থাকিতে হইবেক; বরং প্রত্যহ প্রাতঃকালে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে পারিবেন। আমি কারারক্ষের এই কথায় সম্মত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলাম।

অনন্তর আমি শয়ান হইয়া আমার শিশু পুত্রের গ্রন্থ পাঠনা শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে জেঙ্কিন্‌সন উপনীত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন, "ও মহাশয়, আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; প্রায় দুই ঘটিকা হইল, আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহাকে এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কোন সন্নিহিত পান্থ মন্দিরে ভোজন করিতে দেখিয়া আসিয়াছেন; বোধ হয়, তাঁহারা এই দিকেই আসিবেন।" জেঙ্কিন্‌সন এই সুসংবাদ প্রদান করিবা মাত্র কারারক্ষী হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দৌড়িয়া আসিয়া কহিলেন, "মহাশয়, ঈশ্বরের ধন্যবাদ করুন; আপনার কনিষ্ঠা কন্যাকে পাওয়া গিয়াছে।" তাহার এক মুহূর্ত্ত পরে মোজেস্ আনন্দ বিস্ফারিত নেত্রে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "পিতঃ, প্রিয়তমা সোফিয়া ভগ্নী আমাদের পূর্ব্বতন সুহৃদবর বর্চেলের সহিত আগমন করিতেছেন।"

পুত্র এই কথা কহিবা মাত্র প্রাণাধিকা সোফিয়া বন্ধুবর বর্চলের সহিত নিকটে উপনীত হইয়া আমার পদতলে প্রণতা হইলেন, এবং হর্ষগদগদ বাক্যে কহিলেন, "তাত, এই মহদ্ব্যক্তির সাহস ও দয়াগুণে আমি বিপদোদ্ধার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।" কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কতদূর আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা বলিয়া কি জানাইব। পক্ষান্তরে, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বর্চেলের সম্মুখে মস্তকোন্নত করিতে লজ্জা হইতে লাগিল; তথাপি লজ্জা সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে সম্বোধিয়া কহিলাম, "হে বন্ধুবর, আপনার নিকট কত যে অপরাধ করিয়াছি বলিতে পারি না; বিনা দোষে আপনাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া কটূক্তি করিয়াছিলাম, এমন কি, আপনাকে শত্রুভ্রমে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। হে মহানুভব, এক বন্ধুবেশী ঘোর শত্রুর কুহকে পড়িয়া তৎকালে আমার বুদ্ধি বৃত্তির লোপ হইয়াছিল; তজ্জন্য আপনার নিগূঢ় মাহাত্ম্য ও উদারাশয়তা অনুধাবন করিতে পারি নাই। হায় হায়! সেই প্রতারক আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! আমি সেই অবধি জানিয়াছি, আপনার সদৃশ এমন পরম বন্ধু আর কোথাও পাইব না; আপনি যে সমস্ত সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অবমাননা করিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে; আপনাকে অশেষ বিধ কটূক্তি করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছিলাম বলিয়া মনস্তাপে তাপিত হইতেছি। হে সাধুবুদ্ধি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

বর্চেল কহিলেন, "মহাশয়, আপনি অতি অসঙ্গত কথা কহিতেছেন; আপনি আমার এমন কি অপকার করিয়াছেন, যে তদ্দোষ মার্জ্জনা করিব? আমি তৎকালে কোন কোন বিষয়ে আপনার বিপরীত ভ্রম দেখিয়া তাহা কৌশলক্রমে নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম, আপনারা আমার গূঢ় মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে

পারিলেন না। তখন কাজে কাজেই তৎচেষ্টায় ক্ষান্ত হইতে হইল।" আমি প্রত্যুক্তি করিলাম "আপনার মহাশয়তা আমি চিরকাল স্বীকার করিয়া আসিয়াছি; এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি; তবে যে মধ্যে আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার ও অসৌজন্য প্রকাশ হইয়াছিল, সে আমার দুর্ব্বুদ্ধি ও অপরিণামদর্শিতার কার্য্য মাত্র।" অনন্তর সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বৎসে, তোমাকে কোন্ দুরাত্মা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল; কিরূপেইবা উদ্ধার পাইয়া আসিয়াছ বিশেষ করিয়া বল।" কন্যা উত্তর করিলেন, "পিতঃ আমাকে যে ব্যক্তি হরিয়াছিল, তাহার বিশেষ পরিচয় পাই নাই। আমি জননীর সহিত রাজপথে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময়ে সেই দুর্বৃত্ত আমাকে বলপূর্ব্বক স্বীয় শকটে তুলিয়া লইয়া বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। আমি এইরূপ দুরবস্থাপন্না হইয়া উদ্ধার প্রার্থনায় পথবাহি ব্যক্তিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার আর্ত্তনাদে কেহই শ্রুতিপাত করিল না। পরিশেষে সৌভাগ্যবশতঃ মহানুভব বর্চেলকে কিঞ্চিদ্দূরে যাইতে দেখিয়া ইহাঁর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বারম্বার ডাকিতে লাগিলাম, ও করুণস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। ইনি শুনিতে পাইয়া সারথিকে শকটের গতিরোধ করিতে ভূয়োভূয়ঃ আদেশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শকটচালক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বরং দ্বিগুণতর বেগে যাইতে লাগিল। তখন নিরাশ হইয়া ভাবিলাম, বর্চেল বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়াছেন, আর পরিত্রাণের উপায় নাই। আমি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে দেখি এই মহাত্মা শকটচক্রের সন্নিকর্ষে উপনীত হইলেন, ও আমাকে অভয়প্রদান পূর্ব্বক করস্থিত দণ্ডাঘাতে সারথিকে ভূমে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ঘোটকেরা অগত্যা বেগ সম্বরণ করিল; তখন সেই দুর্বৃত্ত শকট হইতে বাহির হইয়া কোষ অসি হস্তে ইহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, "তুই এই মুহূর্ত্তে শকট ছাড়িয়া প্রস্থান কর্, নতুবা তোর প্রাণদণ্ড করিব।" এই মহানুভব তাহার ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কুচিত বা শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অকুতোভয়ে তাহার সম্মুখীন্ হইয়া লগুড় প্রহারে অসি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, সে নিরস্ত্র হইয়া অগত্যা পলায়ন করিল। ইনিও তাহার অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর ধাবমান হইলেন; কিন্তু ধৃত করিতে পারিলেন না। সুতরাং ফিরিয়া আসিয়া সারথিকে কহিলেন, "তুই আমাদিগকে লইয়া শকট চালাইয়া গমন কর্, যদি না করিস্ তোর বিস্তর নিগ্রহ হইবেক।" সে অগত্যা আস্তে আস্তে যথা স্থানে আরোহণ করিয়া বসিল; এবং পথে যাইতে যাইতে কেবল "মরিলাম মরিলাম, আমার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে" এই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। তাহার ভূয়োভূয়ঃ কাতরোক্তি শুনিয়া বর্চেলের দয়া জন্মিল; তখন এই সদাশয় পুরুষ আর এক জন সারথী ভাড়া করিয়া ঐ আহত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিলেন। পরন্তু আমরা কোন পান্থশালায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই আপনার নিকট আসিতেছি।

আমি এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম, মা দুর্জ্জনের হস্ত হইতে যে পরিত্রাণ পাইয়া আসিয়াছ, সেই পরম লাভ। পরন্তু বর্চেলকে সাধুবাদ করত কহিলাম, "মহানুভব, আপনি আমার প্রাণাধিকা সোফিয়ার উদ্ধার সাধন করিয়া কতদূর মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে পারি না; আমি আপনার মহত্ত্ব ও বীরত্বের অনুরূপ পুরস্কার স্বরূপ কন্যাকে সম্প্রদান করিতেছি, যদি আমাদের আধুনিক দুর্দ্দশা দেখিয়া ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা না জন্মে, তনয়ার পাণিগ্রহণ করুন।" বর্চেল কহিলেন, "আপনিও কি আমার অবস্থা জানেন না? আমি স্বোদর পরিপোষণেই অক্ষম, আবার আপনার কন্যাকে গলগ্রহ করিয়া উভয়ে কিরূপে



প্রতিপালিত হইব?" আমি কহিলাম, মহাশয় যদি এরূপ আপত্তি করেন, তবে এ বিষয়ে আপনাকে প্রবর্ত্ত করিতে চাহিনা, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, আপনি ব্যতীত আমার সোফিয়ার উপযুক্ত পাত্র কোথাও পাওয়া যাইবেক না। আমার দুহিতা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, আপনারও সেইরূপ গুণের কিছুই অভাব নাই। বর্চেল আমার কথায় মনোনিবেশ করিলেন না; তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিলেন "যদি মহাশয়ের মত হয়, সন্নিহিত পান্থমন্দির হইতে সুরস ভোজ্য পেয় দ্রব্যাদি আনয়নার্থে লোক প্রেরণ করি" আমি এই প্রস্তাবে সন্মত হইলে তিনি উক্ত স্থানে মূল্য সহিত লোক প্রেরণ করিলেন। ভৃত্য অনতিবিলম্বে যথানির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলে আমরা তৎকালে পরমানন্দে ভোজনাদি করিলাম।

আমার কনিষ্ঠা কন্যা স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুর্দ্দশার কথা এ পর্য্যন্ত শুনেন নাই। আমারাও এই আনন্দের সময়ে তাঁহাকে সেই নিদারুণ কথা শুনাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু স্বভাবকে কতক্ষণ বাধা দিয়া রাখা যাইতে পারে? যত ঐ দুঃখের বিষয় গোপন করিতে চেষ্টা করি, ততই আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সুতরাং তাহা প্রকাশ না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। সোফিয়া তৎশ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন; বর্চেলও সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলে আমি কারাধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিলাম, মহাশয়, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিবার বড় বাঞ্ছা হইয়াছে, তাঁহাকে একবার আসিতে অনুমতি করুন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জেঙ্কিন্সন্‌কেও আসিতে দেন। কারাধ্যক্ষ তাহা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল। পরন্তু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বেড়ীর ঝনাৎকার শব্দ শুনিতে পাইয়া সোফিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরণাভিপ্রায়ে ব্যগ্রচিত্তে অগ্রসর হইলেন; বর্চেল এই অবকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জর্জ্জ কি না?" আমি প্রত্যুত্তর দিলাম, মহাশয় তাহাই বটে, তিনি ইহা শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পরন্তু জর্জ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বর্চেলকে দেখিতে পাইয়া হঠাৎ গতিরোধ করিলেন; এবং তৎপ্রতি বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি ভূয়োভূয়ঃ কহিতে লাগিলাম, "বৎস, ওখানে দণ্ডাইয়া রহিলে কেন? আইস, আইস, এই মহাত্মাকে ধন্যবাদ কর; ইহাঁর সহিত শিষ্টালাপ কর। ইনি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে দুর্জ্জনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন; ইহাঁর নিকট যাবজ্জীবন ঋণপাশে বদ্ধ রহিব।" পুত্র ইহা শুনিয়া তথা হইতে এক পাও সরিলেন না; অন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া বর্চেলের প্রতি এরূপ ভাণ করিয়া চাহিয়া রহিলেন যেন তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ও মহৎ কুলসম্ভূত বিবেচনায় তাঁহার নিকটে গিয়া বসিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন; ও তাদৃশ মহদ্ব্যক্তিকে কারাগৃহে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। বর্চেল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সম্বোধিয়া কহিলেন, "বৎস, নিকটে আসিয়া উপবেশন কর।" জর্জ নিকটে গিয়া বসিলে ঐ মহোদয় কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে তাহার মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন, "আ নির্ব্বোধ! তোমাকে একবার যে অপরাধের নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার সেই দুষ্কর্ম্মের——"বর্চেল এই পর্য্যন্ত কহিয়াছেন, এমন সময়ে কারারক্ষির একজন ভৃত্য উপনীত হইয়া তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিল, "কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। বর্চেল কহিলেন, "তাহাকে তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে কহ; আমি অবকাশ ক্রমে ডাকিয়া লইব।" কিঙ্কর প্রস্থান করিলে তিনি জর্জকে কহিতে লাগিলেন, "বাপু তুমি একবার যে অপরাধের জন্য আমার নিকট ভৎসিত হইয়া আসিয়াছিলে,

যৌবন-সুলভ ঔদ্ধত্য বশতঃ পুনর্ব্বার সেই দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বসিয়াছ ? মল্ল-যুদ্ধে লোকের প্রাণ সংহার করিলে কি হত্যাপরাধে পতিত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয় না ? ফলতঃ তোমার এযাত্রা পরিত্রাণ পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে।"

আমি বর্চেলের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ক্ষমতাশালী জ্ঞানে বিনীত ভাবে কহিলাম, "মহাশয় আপনি যিনিই হউন, আমার এই হতভাগ্য পুত্রটিকে দয়া করিতে হইবেক। এ যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবেক। এই যুবক স্বীয় জননীর অদূরদর্শীতা প্রযুক্ত এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। ঐ বোধরহিতা রমণীইহাকে পত্রদ্বারা বৈরনির্য্যাতন করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তদনুসারে ইনি ঐ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সেই পত্র; ইহা পাঠ করিয়া দেখিলে আমার স্ত্রীর অবিবেচনা ও পুত্রের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবেক। বর্চেল ইহা শুনিয়া শীঘ্র লিপি পাঠ করিয়া কহিলেন, "ইহা দ্বারা জর্জ্জের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন না হউক, ইহার অপরাধের অনেক লঘুত্ব প্রকাশ পাইতেছে; ভাল ইহাকে এযাত্রা ক্ষমা করিলাম।" অনন্তর তিনি জর্জ্জের হস্ত ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে যুবন্, দেখিতেছি আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়া তুমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছ! ইহা তোমার বুঝিবার ভ্রম মাত্র। যখন শত শতবার কত কত কারাগৃহে গিয়া কতসহস্র দীন হীন ব্যক্তিদিগকে দয়া করিয়া আসিয়াছি, তখন এক জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহায়তা করিতে আসিব কোন্ বিচিত্র কথা! আমি বহুকাল ছদ্মবেশে তোমার পিতার দয়া দাক্ষিণ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; তাঁহার পর্ণ কুটীরে বহুকাল অতিথি সৎকার গ্রহণ করিয়াছি; ও তাঁহার সৎস্বভাবাপন্ন পরিজনগণের সহবাসে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি আমি এখানে আসিয়াছি শুনিয়া আমার ভ্রাতষ্পুত্র সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন; তোমাদের বিবাদ ভঞ্জনেরও বিলম্ব নাই। কিন্তু পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া সহসা তাঁহার দণ্ড বিধান করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ; বিচার করিয়া যথাকর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। যদি তিনি তোমাদের যথার্থই অপকার করিয়া থাকেন, তাহার অবশ্যই বিহিত করা যাইবেক; মনে করিওনা, যে উইলেম্ থরন্হিল অন্যায় বিচার করিবেন।"

আমরা এখন জানিতে পারিলাম, বর্চেল সামান্য ব্যক্তি নহেন, স্বয়ং জগদ্বিখ্যাত উইলেম্ থরন্হিল। তিনি ধনে, সম্ভ্রমে, ও কুলমর্য্যাদায় দেশের এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন; রাজদ্বারে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। স্বদেশের প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি অনুরাগ ছিল; রাজার প্রতিও অচলা ভক্তি ছিল। আমার স্ত্রী পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেক কটূক্তি প্রয়োগ ও তৎপ্রতি অতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখন সেই সকল স্মরণ হওয়াতে ভয়ে কম্পমান হইতে লাগিলেন। সোফিয়াও তাঁহাকে সমকক্ষ বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন ধনে সম্ভ্রমে তাঁহার সহিত কতদূর অন্তর,ও তিনি কতবড় লোক হইয়াও অকৃত্রিম স্নেহ বশতঃ তাঁহার সদৃশ সামান্য বালিকার সহিত সমান ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা অনুধাবন করিয়া বিস্ময়বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরন্তু প্রণয়িনী ঐ মহানুভবকে বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয় আমি একদা অনেক কটূবাক্য প্রয়োগ করিয়া আপনার বিশেষ অপমান করিয়াছিলাম, ও আপনাকে অপেক্ষাকৃত সামান্য বিবেচনায় কত-শত-বার অকুতোভয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছি; আপনি আমার ঐ সমস্ত অজ্ঞানকৃত দোষ মার্জ্জনা করুন।" উইলেম থরন্হিল প্রত্যুক্তি করিলেন, "ভদ্রে, তুমি কি নিমিত্ত কাতর হইয়াছ? আমি তোমার সেই সকল ব্যবহার দোষের মধ্যে ধর্ত্তব্য বিবেচনা করি নাই। তোমরা তৎকালীন আমাকে অনেক রূঢ় বাক্য প্রয়োগ ও ঘূর্ণিতনেত্রে ভয়প্রদর্শন পর্য্যন্ত করিয়াছিলে, কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখ, আমি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কুচিত হই নাই; বরাবর তোমাদের সহিত সমান উত্তর করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমার অন্য কাহারও প্রতি ক্রোধ নাই; কেবল যে দুরাত্মা প্রিয়তমা সোফিয়াকে হরণ করিয়া তাহাকে ভয় ব্যাকুলিতা করিয়াছিল, তৎপ্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছি। সময়ের স্বল্পতা প্রযুক্ত তৎকালে তাহার অবয়ব বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হয় নাই; তাহা হইলে তাহার আকৃতির বিবরণ সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া যাইত। সোফিয়ে তুমি সেই দুর্ব্বৃত্তকে পুনর্ব্বার দেখিলে চিনিতে পার কি না? কন্যা কহিলেন, "মহোদয়, তাহাকে চিনিয়া লইতে পারি কি না, নিশ্চয় বলিতে পারি না; কিন্তু স্মরণ হয় তাহার ভ্রূর উপরিভাগে একটা দীর্ঘাকার চিহ্ন আছে।" জেঙ্কিন্সন নিকটে বসিয়াছিলেন,তিনি ইহা শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "আর্য্যে, বল দেখি, তাহার মস্তকের কেশ লোহিত বর্ণ কি না?" সোফিয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে।" বন্দী পুনর্ব্বার উইলেম্ থরন্হিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় বলিতে পারেন, ব্যক্তিটা দীর্ঘজঙ্ঘ কি না? "উইলেম্ প্রত্যুত্তর দিলেন, "সে দীর্ঘজঙ্ঘ কি না, বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি নাই; কিন্তু সে এরূপ বেগে দৌড়িয়াছিল, যে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম।" তখন জেঙ্কিন্সন সাহস করিয়া কহিয়া লঠিলেন, "মহাশয়, আর ভাবনা নাই, আমি তাহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছি; তাহার নাম টিমথি বাক্ষ্টার; ইংলণ্ডে ততুল্য বায়ুবেগে কেহই দৌড়িতে পারে না। আমি ওই ব্যক্তিকে বিলক্ষণ জানি; সে এখন কোথায় প্রস্থান করিয়াছে তাহাও অবগত আছি। আপনি আমার সমভিব্যাহারে দুইজন রক্ষী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে কারাধ্যক্ষকে অনুমতি করুন; আমি এক ঘটিকা সময়ের মধ্যে তাহাকে আপনার নিকট আনিয়া দিতেছি।" উইলেম থরন্হিল ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কারারক্ষীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন, তুমি আমাকে জান কি না?" কারাধ্যক্ষ বিনীত হইয়া কহিল, "মহাশয়কে বিলক্ষণ চিনি; জগদ্বিখ্যাত ধার্ম্মিকবর উইলেম্ থরন্হিলকে কোন্ ব্যক্তি না জানে? এখন কি আজ্ঞা হয়?" উইলেম কহিলেক, "এই জেঙ্কিন্সন আমার কোন কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাইবেন, তুমি ইহার সহিত আপনার দুইজন অনুচরকে রক্ষী করিয়া পাঠাও; অপর, আমিও ইহার প্রতিভূ রহিলাম।" কারাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন; জেঙ্কিন্সন ও দুইজন রক্ষী সঙ্গে লইয়া প্রকৃত কার্য্য সাধন করিতে গেলেন।



## গ্রীস্দেশের ইতিহাস।

পারসীকেরা আসিতেছে শুনিয়া এথীনিয়ানেরা স্পার্টান্দিগকে তাহাদের সাহায্যার্থে সৈন্য পায় নাই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া পাঠাইল, এবং এই বলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিল যে, তাহারা তাহাদিগকে ছাড়িয়া গেলে, যেন তাহারা বিপক্ষের সহিত রফা করিয়া আপনাদের নিষ্কৃতির চেষ্টা না পায়। স্পার্টানেরা ধর্ম্মসংক্রান্ত এক ভোজে মাতিয়া ছিল, অধিকন্তু তাহারা করিন্থের যোজকে এক প্রাচীর নির্ম্মাণে একান্ত প্রবল হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা দশ দিন ক্রমিক এথীনিয়ানদিগের অগোচরে ছিল, পরিশেষে তাহাদের মধ্যে এক জন বিজ্ঞতর তাহাদিগের স্মরণ করাইয়া দিল যে এথীনিয়ানেরা যদি পারসীকদিগের সহিত মিলিত হয়, তবে তাহাদের প্রাচীর কোন কাজে আসিবে না। পরে তাহারা আপনাদের মূঢ়তা বুঝিয়া

সে মৎলব দূর করিল, এবং পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিল। পর দিন সকালে এথীনিয়ানেরা আসিয়া এই সম্বাদ দিল, যদি সাহায্য দেয় তবে তাহারা একেবারে প্রস্থান করিবে, এবং আথেন্সের সমস্ত লোক বিপক্ষ রাজার সহিত মিলিত হইবে। তাহারা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল, যে এক দল সৈন্য যাত্রা করিয়াছে এবং আর্কেডিয়ায় পঁহুছিবে; কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইল না। পরিশেষে যখন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহারা যার পর নাই আনন্দে ভাসিল, এবং পাঁচ হাজার স্পার্টান্ সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া যাত্রা করিল।

---

### প্লেটিয়ার যুদ্ধ।

---

স্পার্টানেরা অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া, মার্ডোনিয়স স্বীয় সৈন্যগণকে ফিরাইয়া বিয়োসিয়ায় লইয়া গেলেন, এবং আসেপস্ নদীর তীরে চারি দিকে কাঠের বেড়া দিয়া ছাউনি করিয়া রহিলেন। এদিকে স্পার্টানেরা আথিনিয়ান্ ও অন্যান্য স্বদেশপ্রিয় গ্রীকদিগের সহিত মিলিত হইয়া, সিথারণ পর্ব্বতের গোড়ায় অবস্থিতি করিল। সমুদায়ে তাহাদের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য ছিল; কিন্তু পারসীক্ সৈন্যের তৃতীয়াংশের অধিক নহে। পারসীক সৈন্যেরা কতকগুলি গ্রীক সৈন্যের উপর কএক বার আক্রমণ করিল। এইরূপ আক্রমণ করিতে করিতে পারসীক সেনাপতির ঘোড়াকে আঘাত লাগিল, এবং ঘোড়া অমনি পেছ পা ছুড়িয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিল। গ্রীকেরা তাঁহাকে মারিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আইল, কিন্তু তাঁহার গায়ে সুদৃঢ় সাঁজোয়া থাকায় কিছু করিতে পারিলনা; পরিশেষে একজন তাঁহার চক্ষে আঘাত করিল এবং এই আঘাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। অনন্তর তাহারা তাঁহার মৃত শরীর লইয়া এক খানি গাড়ির উপর রাখিল, এবং সমস্ত সৈন্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত, সৈন্য রাজির সম্মুখ দিয়া টানিয়া লইয়া গেল। তিনি এক জন বড় লোক ছিলেন; পারসীকেরা তাঁহার নিমিত্ত যার পর নাই বিলাপ করিতে লাগিল, এবং চুল মুড়াইয়া ফেলিল।

গ্রীকেরা তথায় জলের কষ্ট দেখিয়া সেই পর্ব্বতের পাশে পাশে গিয়া প্লেটিয়া নগরের নিকট অবস্থান করিল। আট দিন ক্রমিক উত্তর পক্ষেই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু গ্রীকেরা পিলপনিজদিগের নিকট হইতে লোক এবং খাদ্য প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মার্ডোনিয়স থীবান্ দিগের পরামর্শে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগের সিথারণ পর্ব্বতের পথ অবরোধ করিবার নিমিত্ত একদল অশ্বারোহী পাঠাইলেন, এবং তথায় তাহারা বড় এক গাড়ি খাদ্য আটক করিল। আরও দুই দিন গত হইল, এবং মার্ডোনিয়াস্ আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া একবার যুদ্ধ দিতে মানস করিলেন, এবং কর্ম্মচারিদিগকে ডাকাইয়া পর দিন প্রাতে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল, আলেক্জাণ্ডর আথিনিয়ানদিগের সেনা নিবেশে গমন করিয়া অধ্যক্ষদিগের নিকট মার্ডোনিয়সের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিল। রাজা পসেনিয়স্ তাহাদের প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। আথীনিয়ানেরা তাঁহার রণ কৌশলে বিলক্ষণ নিপুণ ছিল। তিনি অন্তরিত হইবার নিমিত্ত এথীনিয়ান্ দিগকে স্পার্টান্ দিগের সহিত স্থান পারিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। তাহারা সম্মত হইল এবং স্থান পরিবর্ত্তন করিল। কিন্তু প্রাতে থীবানেরা জানিতে পারিয়া, মাডোনিয়স্কে এই সংবাদ দিল। শুনিয়া তিনিও পারসিকদিগের স্থান পরিবর্ত্তন করাইলেন, এবং ঠিক্ পূর্ব্বের মত হইয়া দাঁড়াইল। মার্ডোনিয়স্ এক দৈবজ্ঞ দিয়া স্পার্টান্ দিগকে তাহাদের ভীরু তার যার পর নাই তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক সৈন্যে



এক যুদ্ধ দ্বারা এই ঘোর সংগ্রামের নিষ্পত্তি করিতে চাহিলেন। কিন্তু স্পার্টানেরা তাহাতে কিছুই উত্তর করিল না। তখন মার্ডোনিয়স স্বীয় সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে হুকুম দিলেন। পারসীককেরা শর বর্ষন করিয়া গ্রীকদিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল এবং যে সকল কূপ হইতে তাহারা জল পাইত সমস্ত আক্রমণ করিয়া বুজাইয়া ফেলিল। এজন্য গ্রীকেরা রাত্রে তথা হইতে ছাউনি উঠাইবার মৎলব করিল। প্রায় সকলেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া প্লেটিয়া নগরের সান্নিধ্যে অবস্থান করিল, কিন্তু এক জন স্পার্টান সেনানায়ক কিছুতেই বিপক্ষের সম্মুখ ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। পসেনিয়স্ তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যত দূর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

---

## হতাশ যুবক।

সংসার কি বিসদৃশ বস্তু; কালের কি দুর্ব্বোধ স্বরূপ; অবস্থার কি অনন্ত মহিমা। এই আমি যৌবন সহজ উদ্‌যোগ ও অধ্যবসায় সহকারে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া সতত চঞ্চল সমীরণের ন্যায় সংসারের জীবন স্বরূপ ছিলাম। অচল আগ্রহ ও আন্তরিক যত্ন দেখিয়া দুর্দ্দান্ত দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ সকল ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করত সৌম্যভাব ধারণ করিয়া দূরে অবস্থিতি করিত; ভ্রমেও দৃষ্টিপথে পতিত হইত না। পীড়া আজ্ঞা অপেক্ষা করিত। ইচ্ছা ও গতি রোধ করে সংসারে এরূপ প্রাণী বা বস্তু লক্ষিত হইত না। প্রয়োজন হইলে অপরিজ্ঞাত, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক পশুযুথ সমাকুল নিবিড় বনগর্ভে একাকীই সহাস্য বদনে প্রবেশ করিয়াছি। অলক্ষ্য-পার তীব্র বেগ মহান্ সরিৎ প্রবাহ অনায়াসেই সন্তরণ করিয়াছি; ভেলা মাত্র অবলম্বন করিয়া ঝঞ্ঝা ক্ষোভিত নীরনিধি বক্ষে অক্ষুণ্ণ মনে ভাসমান হইয়াছি। তাহার পতনোন্মুখ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ উত্তুঙ্গ তরঙ্গ দর্শনে আনন্দ, উদ্‌যোগ ও উৎসাহ ভিন্ন কখনই মনে ভয় ও হতাশার লেশ মাত্র উদিত হয় নাই। তেজের বৃদ্ধি ব্যতীত কখনই হ্রাস অনুভব করি নাই। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কি শারীরিক, কি মানসিক উভয় সামর্থ্যই অনাহত হইয়া আনুকূল্য করিত। সংসারে অসাধ্য বলিয়া কোন কার্য্যই প্রতিভাত হইত না। অন্যের সহায়তা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হইত না। তরুণী কল্পনার অক্ষুণ্ণ শক্তিতে মনে যাহা কিছু সমুদ্ভূত হইয়া বাসনা উত্তেজিত করিত সে সকলই সুলভ ও সুকর বলিয়া স্থির করিতাম। সম্ভব, অসম্ভব, সঙ্গতি, অসঙ্গতি কিছুই বিবেচনা করিতাম না। দিবাকরের রথ চক্রের ন্যায় মন সততই ঘুরিয়া বেড়াইত। কল্পনা আপন মনে শত শত নূতন নূতন কর্ত্তব্য নির্ম্মাণ করিয়া অন্তঃকরণ একবারে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত। আমি এককালে সমুদয় সম্পন্ন করিতে গিয়া সময়ের অল্পতা নিবন্ধন কতই দুঃখ ও অধৈর্য্য প্রকাশ করিতাম। সংসারের অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থও আমার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কার্য্যের উদ্দেশ্যেই দৃষ্টি ছিল; উপায় পর্য্যালোচনা বৃথা সময়ক্ষেপ বলিয়া উপেক্ষা করিতাম। যাহা কিছু দেখিতাম বা শুনিতাম সকলই তৃপ্তি, অনুরাগ, মমতা, ও বাসনা উত্তেজিত করিত। সমাজ-সুখ স্বর্গ সুখ অপেক্ষাও বহুমূল্য এবং মনুষ্য দেবতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতাম। স্পষ্ট প্রতীয়মান পাপকার্য্যেও বিশ্বাসক্রমে সৎ ও বিশুদ্ধ অভিসন্ধিই আরোপ করিতাম। অশেষ সুখ নিদান পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় মায়া বিসর্জ্জন করত অল্পকালের মধ্যেই স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে ভাবিয়া কখনই ভগ্নোদ্যম হই নাই। বাঞ্ছিত সিদ্ধির নিমিত্ত যতই কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছি অনুরাগ ততই ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়াছে। অনেককেই দিন দিন কলেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিতাম, কিন্তু আপনাকে অজর ও অমর

বলিয়া চিরকালই মনে করিয়াছিলাম।

কিন্তু হায়, একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! সহসা কি কারণে আমার মনের ভাব এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল। সংসার, এক্ষণে তোমার এতাদৃশ কোন পদার্থই নাই, যাহাতে আমার চিত্ত মোহিত বা আকৃষ্ট করিতে পারে। তোমার সুখ মাত্রই অসার ও পরিণাম তিক্ত বলিয়া আমার দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছে। আর তোমার মোহিনী শক্তির সে প্রভাব নাই। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি সেই দিকেই স্বার্থ-পরতা, নৃশংসতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, কাপট্য, লাম্পট্য প্রভৃতির কুৎসিত ও ভীষণ মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হয়। মনুষ্য মাত্রই নীচ ও বিশ্বাসঘাতক। দুষ্টাভিসন্ধি ভিন্ন কেহই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সমাজ তুমি দুঃখ ও যন্ত্রণার উৎপত্তি স্থান, নরক-ও তোমাতে অন্তর নাই। পদ, মর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, শক্তি, শৌর্য্য, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য সমুদায়ই তুচ্ছ ও নাম মাত্র—লাভ করিয়া বিড়ম্বনা ও আত্মগ্লানি ভিন্ন আর কোন লাভই নাই। অন্যকে সুখী করিব এবং স্বয়ং সুখী হইব সংসারে এ আশা আশা মাত্র। আলস্য চিরকাল তোমাকে কতই ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়াছি, মনে হইয়া কতই অনুতাপ করিতে হইল। সংসারে যদি থাকিতে হয় তোমার আশ্রয়ই শ্রেয়স্কর। উদ্‌যোগী ব্যক্তিমাত্রই নির্ব্বোধ।

প্রণয়িনি! দর্শন মাত্রেই কত সুখের আশ্বাস দিয়াছ। ইহলোকে তৃপ্তি তোমারই অধীন ভাবিয়া নিরন্তর তোমারই বাসনার অনুবর্ত্তন করিয়াছি। ধিক্ মূঢ়তা, ধিক্ বিড়-ম্বনা। এতদিনে বুঝিলাম অনর্থ ও আপ-দের তুমিই মূল। অবমাননা ও তিরস্কার তোমারই আজ্ঞাবহ। পূর্ব্বে পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে যাইতে হইলে কেবল তোমার নয়ন ভঙ্গিই চরণ রোধে পর্য্যাপ্ত হইত। এক্ষণে চিরকালের নিমিত্ত সঙ্গ ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছি, তথাপি তোমার সমুদয় স্নেহ, প্রণয়, যত্ন, অনুরাগ, ভক্তি, সৌন্দর্য্য, অধিক কি কাতরোক্তি-সম্বলিত অনুনয় দৃষ্টিমাত্র লাভেও সমর্থ নহে।

বন্ধুগণ! তোমাদিগের সাহচর্য্যে কোন্ দুঃখই না নির্ব্বাণ করিয়াছি। যতক্ষণ একত্র থাকিয়া মুক্ত-হৃদয়ে কথোপকথন করিতাম মনে আমোদ, তৃপ্তি, ও সুখ ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই স্থান পাইত না। না দেখিলে প্রাণ কতই ব্যাকুল হইত। অবশ্য কর্ত্তব্যও উপেক্ষা করিয়া দৌড়িয়া আসি-তাম। সকলকেই দেবতুল্য পবিত্র ও নির্ম্মল স্বভাব বলিয়া জ্ঞান ছিল। অতর্কিত বা তর্কিত যে কোন ভাবেই হউক যদি কেহ মন্দ-চেষ্টা করিত সে চেষ্টা, দুষ্টাভিসন্ধি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও, নিতান্ত হিতকর বলিয়া প্রতিভাত হইত। কিন্তু এক্ষণে সে বোধ একবারেই তিরোহিত হইয়াছে। যা-হাতে কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত না হই সেই চিন্তা মনে দিবানিশি জাগরূক রহি-য়াছে। দৈবে দর্শন হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় ধাইয়া আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, যেন অপবিত্র, ভীষণ ও দুষ্টাভিসন্ধি পিশাচ হস্তে পতিত হইলাম বলিয়া মনে অবজ্ঞা ও ভয়ের সঞ্চার হয়। সকলেই প্রবঞ্চক ও প্রতারক। আক্ষেপের বিষয় যে এত দিনে বুঝিতে পারিলাম! অগ্রে জানিতে পারিলে সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত হইত না।

প্রকৃতি! তোমার সে সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য কোথায় গেল? নিয়তই তোমায় নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন দেখিতেছি কেন? তোমার মনোহর সঙ্গীত কর্ণশূল উৎপাদন এবং তোমার সানন্দ নৃত্য দৃষ্টি-বিদ্ধ করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের আর সে সুখদায়িনী মূর্ত্তি নাই। তাঁহারা পাপের উত্তেজনার নিমিত্তই উদিত হইয়া থাকেন।

কি কষ্ট!! কোন বস্তুই তৃপ্তি দানে সমর্থ নহে প্রত্যুত সকলেই যাতনা দিতে ঐক্যমত্য অবলম্বন করিয়াছে। আশা, বুঝিলাম এ তোমারই প্রভাব। রাক্ষসী, অনর্থক নিরীহ মনুষ্যদিগকে দুঃখ ও যন্ত্রণায় পাতিত করিয়া



কি ইষ্টসাধন হয়? এ কি অপূর্ব্ব প্রকৃতি! কোন লাভেরই প্রত্যাশা নাই, অথচ কেবল আমোদের নিমিত্ত পরের মন্দ করিতেছ? আমি কখনই তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি নাই। স্বভাব-দোষে নিজেই নিকটে আসিয়া বাসনা উত্তেজিত করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করাইয়াছ এবং অকারণে অশেষ দুঃখ দি-য়াছ। নিয়তই আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি, তথাচ কোন কামনা কখনই পরিপূর্ণ কর নাই। তোমার আজ্ঞা ক্রমে আপন সুখ, সচ্ছন্দতা, সম্পত্তি, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও পৃথিবীর মঙ্গল ও হিতসাধনে কত যত্ন ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু অব-শেষে উপেক্ষা অবমাননা ও অনুতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় নাই। যাহা হউক ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে। তো-মার যতদূর সাধ্য করিয়াছ—আর পার না। এই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তোমার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করি। তরুণ তরুণি, সাবধান সাবধান! আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আশার মধুর আলাপে কর্ণ দিবার পূর্ব্বে বিলক্ষণ বিবেচনা কর। এমন কুহকিনী আর নাই।

---

# প্রেম-প্রবাহিনী কাব্য।

পঞ্চম সর্গ।

## প্রাপ্তি।

কে বলে গো প্রেম নাই এই ধরাতলে?
কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে?
যখন বিপদ জাল চারি দিক দিয়ে,
ঘেরে একেবারে ফেলে বিব্রত করিয়ে।
মুখমধু বন্ধু সব ছুটিয়া পলায়?
আত্মীয় স্বজন কেহ ফিরিয়া না চায়।
যবে প্রিয় প্রণয়ের মোহিনী আকৃতি,
ধরে ঘোর কদাকার বিকট বিকৃতি।
যখন উথলে উঠে শোকের সাগর,
আঘাতে আঘাতে মন করে জরজর!
যবে করে অত্যাচারী ঘোর উৎপীড়ন,
সহিতে সে সব হয় গাধার মতন।
যখন সংসার ধরে বিরূপ আকার,
চারি দিকে বোধ হয় সব ছারখার।
যখন প্রাণেতে ঘটে এমন ঘটনা,
প্রাণধরা হয়ে ওঠে নরক যন্ত্রণা।
তখন আমরা আর কোথায় দাঁড়াই?
ওহে প্রেমতরু! তব তলেতে জুড়াই।

প্রথমে যখন বুদ্ধি ছিল অভিভূত,
হ'ত না তোমার কোন ভাব অনুভূত।
কর্ণে শুনিতাম তুমি সকল কারণ,
মনে মানিতাম কি না, হয় না স্মরণ।
যবে বিকশিত হ'ল কিঞ্চিৎ চেতনা,
আসিয়ে জুটিল এক মোহিনী কল্পনা।
কেমন সুন্দর রূপ হাব ভাব হেলা,
কেমন মধুর কথাবার্ত্তা লীলাখেলা!
সকলি লোভন তার সকলি মোহন,
দেখে শুনে একেবারে মজে গেল মন।
যাহা বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে,
যা দেখায়, তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে।
এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ,
আমারো নেত্রেতে তাহা ধরিল এ রূপ;
যে, কি জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চা
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।
ক্ষীরোদ সাগর গর্ভে যথা গিরিবর,
মঙ্গল সংকল্পে তথা মগ্ন চরাচর।
প্রতিক্ষণে নাহি ঘোষে মঙ্গল কামনা,
অগাধ অপার দয়া, অজস্র করুণা;
ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন তৃণ মাত্র নাই;
ঘটনায় বিন্দু মাত্র হেন নাহি পাই।
কল্পনার মুখে শুনে ইত্যাদি প্রকার,
মরুভূমে করিতেম সিন্ধুর স্বীকার।
আকাশ হইতে হ'লে বেগে বজ্রপাত,
কত কত প্রাণী যাহে পায়িছে নিপাত;
যদিও সভয়ে চমকে চক্ষু বুঁজিতাম;
মঙ্গল সংকল্প তবু তাহে দেখিতাম।
পলয় পবন সম ভীষণ গর্জ্জিয়ে,
হঠাৎ আগ্নেয় গিরি গর্ভ বিদারিয়ে,
তীব্র বেগে ঊর্দ্ধে ওঠে অগ্নিময়ী নদী;
সূর্য্য যেন ভেঙে পড়ে ছোটে নিরবধি।

সম্মুখের শোভাকর নগরী নগর,
তরু লতা জীব জন্তু শত শত নর,
একেবারে পুড়ে যবে হ'ত ভস্মময় ;
তখনো বলেছি কেঁদে করুণার জয়।
যখন সবল সুস্থ পিতামাতা হ'তে,
হেরিয়াছি বিকলাঙ্গ জন্মিতে জগতে।
কর পদ চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ রব হীন,
চর্ম্মমোড়া কুৎসিত মাত্র, অতি ক্ষীণ।
তখনো ভেবেছি এর থাকিবে কারণ,
যদিও করিতে মোরা নারি উন্নয়ন।
যদিও ইহারে হেরে কাঁদিয়াছে প্রাণ,
তবুও গেয়েছি করুণার গুণগান।
কলম্বস্ আবিষ্কৃত নূতন ভূভাগে,
সভ্য প্রবঞ্চকদের পৌঁছিবার আগে,
আদিম নিবাসিগণ সচ্ছন্দে অক্লেশে,
ভূমিস্বর্গ ভোগে ছিল আপনার দেশে।
যদি এই দস্যুদের নিষ্ঠুর শীকার,
তাদের উপরে তত না হ'ত প্রচার ;
পঙ্গপাল পড়ে যথা শস্যময় স্থলে,
না ঝাঁপিত ইউরোপী ব্যাঘ্র দলে দলে ;
তা হ'লে তাদের দশা হ'ত না এমন
ভয়ানক বিপর্য্যস্ত, লুপ্ত নিদর্শন।
ধ্বংশ অবশেষ পড়ে বিজন গহনে,
কাঁদিতেছে তাহাদের কি পাপ স্মরণে ;
যদিও এভাব ভেবে হয়েছি ব্যাকুল,
তথাপি দেখেছি তাহা দয়ায় সঙ্কুল।
আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন,
কোথা হ'তে কোথা তার হয়েছে পতন !
হায় যে সূর্য্যের তেজে বিশ্বের প্রকাশ,
হনুর কুক্ষির ক্লেদে তাহার নিবাস ?
যাহার প্রতাপে সদা মেদিনী কম্পিত,
ম্লেচ্ছপদাঘাতে আজি সে হয় মর্দ্দিত ?
স্মরিতে শতধা হয়ে বুক ফেটে যায়,
তবু এতে ধন্যবাদ দিয়েছি দয়ায়।
কভু কভু দেহ ছেড়ে আত্মা আরোহিয়ে,
ভ্রমেন নারদ যথা ঢেঁকিতে চাপিয়ে,
ভ্রমিতাম শূন্যমার্গে কল্পনার সনে ;
যাইতাম অমৃত সাগরে দুই জনে।
আহা কি স্বর্গীয় বায়ু চারি ধারে বয়,
সেবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইত হৃদয়।

দেখিতাম বেলাভূমে জ্বলিছে অনল,
পসিছে তাহার মধ্যে প্রাণীরা সকল।
লবণ সমুদ্র কূলে অগ্নির ভিতরে,
প্রবেশেন সীতা যেন পরীক্ষার তরে।
সে অগ্নির এই এক শক্তি অপরূপ,
প্রাণীদের স্বর্ণসম ক্রমে বাড়ে রূপ।
যত তারা ছট্‌ফট্ ধড়্‌ফড়্ করে,
ততই তাদের আর রূপ নাহি ধরে।
ক্রমে ক্রমে উপচিত রূপের ছটায়,
অগ্নিময়ী সৌরী প্রভা ম্লান হয়ে যায়।
যে যে যত হইতেছে তত প্রভাস্বান্,
তত শীঘ্র পাইতেছে সে সাগরে স্থান।
দেখাইয়ে হেন কত যাদুকরী খেলা,
কল্পনা আমার চক্ষে মেরেছিল ডেলা।
ক্রমে যেন হয়ে গেনু অন্ধের মতন,
ব্রহ্মজ্ঞানে লইলাম তাহার স্মরণ।
সে কাঁদালে কাঁদি, আর সে হাঁসালে হাসি,
তারি সুখে সুখবোধ, তাহারি প্রত্যাশী।
যখন বুদ্ধির সেই নূতন চেতনা,
হয়ে এল প্রভাময়ী তড়িতগমনা ;
ঊষা হেরে নিশা যথা ছুটিয়া পালায় ;
জাগরণে স্বপ্ন যথা তূর্ণ উবে যায়,
তথা প্রভা হেরে বেগে পলাল কল্পনা ;
যেন ডরে ধায় রড়ে চঞ্চল চরণা।
কোথায় পালাও ওগো কল্পনাসুন্দরী,
এখনি আমারে একেবারে ত্যাগ করি ?
বটে তুমি জন্তুদের মোহের কারণ,
তুমি গেলে হ'তে পারে মোহনিবারণ।
কিন্তু তুমি কবিদের মহা সহায়িনী,
মহীয়সী স্বরস্বতী শক্তির সঙ্গিনী।
তোমাকেই কোরে তাঁরা প্রথমে পত্তন।
করেন ব্রহ্মাণ্ড হ'তে প্রকাণ্ড সৃজন।
সে সৃষ্টির সুশীতল উজ্জ্বল প্রভায়,
এসৃষ্টির চন্দ্র সূর্য্য ম্লান হয়ে যায়।
এসৃষ্টি লোকের করে দেহের লালন,
সে সৃষ্টি সর্ব্বদা করে আত্মার রক্ষণ।
পাপের কিরূপ ঘোর বিকট আকার ;
পুণ্যের কিরূপ মহা প্রভার প্রচার,
কি এক জ্বলিছে পাপে বিষম অনল,
কি এক বহিছে পুণ্যে বায়ু সুশীতল।



যথাযথ এঁকে দেয় মানুষের চোকে,
নারকীরে লয়ে যায় সুখে সুরলোকে।
যদিও রাখিনা আমি ইন্দ্রপদে আশ,
মাগিনাক পারত্রিক শূন্য সহবাস ;
কিন্তু কবি হ'তে সদা জাগিছে বাসনা,
তোমা বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটনা ?
তুমি যদি ত্যজে যাও এমন সময়ে,
বল দেখি কি করিব তবে সে সময়ে ;
যে সময়ে যোগ্য বয়, স্বাদ, অবসর,
হইয়ে একত্র সবে মিলিবে সুন্দর ;
যে সময়ে জাগাব নিদ্রিতা স্বরস্বতী,
সৃষ্ট্যর্থে জাগান স্রষ্টা অনন্তে যেমতি।
যদি আমি তত দিন থাকিগো জীবিত,
ভাগ্যক্রমে স্বরস্বতী হন জাগরিত ;
তখন কে কোরে দিবে তাঁর অঙ্গরাগ ?
হয়না কল্পনা তুমি আমারে বিরাগ।
কল্পনা ছুটিয়ে গেলে সুপ্তোত্থিত মত,
দেখিলাম, ভাবিলাম, খুঁজিলাম কত।
সে রূপ, সে দয়া, আর সে সুধাসাগর,
কল্পনা যা এঁকেছিল চোকের উপর ;
সকলি উবিয়ে গেছে কল্পনার সনে,
কল্পনার কাণ্ড ভেবে হাসি মনে মনে।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি কল্পনা সুন্দরী,
যাদুকরী মদিরা হতেও মোহকরী !
ধন্য ধন্য ধন্য ধনী তোমার মহিমা,
তব বরে লঙ্কারাজ্য লভে কালনিমা।

তদন্তর প্রেম, আমি তোমায় খুঁজিয়ে,
বেড়ালেম সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুঁটিয়ে।
যত গলি ঘুঁজি পল্লী নগরী নগর,
ডোবা জলা নদী নদ সমুদ্র সাগর;
অন্তরীপ প্রায়দ্বীপ উপদ্বীপ দ্বীপ,
জঙ্গল গহন গিরি মরুর সমীপ,
আরাম উদ্যান উপবন কুঞ্জবন,
প্রান্তর প্রাসাদ দুর্গ কুটীর ভবন ;
আশ্রম মন্দির মঠ গির্জা সভাতল,
পাঁতি পাঁতি কোরে আমি খুঁজেছি সকল।
ভেদিয়াছি বরফসংঘাত মেরুদ্বয়,
তিমিরসাগরপ্রায় ঘোর তমোময়।
উড়ে উড়ে ভ্রমিয়াছি চন্দ্র সূর্য্যলোকে,
দেবলোকে ধ্রুবলোকে বৈকুণ্ঠে গোলকে।

শূন্যে ভাসে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ তারাগণ,
অসীম সাগরে যেন দ্বীপ অগনন ;
প্রত্যেকের প্রতিবৃক্ষে প্রত্যেক পাতায়,
তন্ন তন্ন করিয়াছি চাহিয়ে তোমায়।
কোন খানে পাই নাই তব দরশন ;
কিছুমাত্র দয়া করুণার নিদর্শন।
কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে,
যে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে ;
ব্যোমময় তারা সব করে দপ্ দপ্,
যেন মণি খচিত অসীম চন্দ্রাতপ ;
কোন দিকে কোন রব নাহি শুনা যায়,
কভুমাত্র "পিয়ুকাঁহা" হাঁকে পাপিয়ায় ;
গ্যাসের আলোক আছে পথআলোকোরে'
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুম্ ঘোরে,
ফিরিয়াছি পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায়,
যেখানে দুচোক গেছে, গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হড়্‌রা উল্লাস-চিচ্‌কার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুল্‌জার।
কোথাও উঠিছে "হরিবোল হরিবোল"
ধেই ধেই নাচিতেছে, বাজিতেছে খোল।
কোন পথে স্যুঁড়িদের দর্জ্জা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসিখেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দ্দমায়,
গায়ের বিট্‌কেল গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোন পথ জনশূন্য, নাই কোন স্বন্,
দুএক লম্পট, চোর চলে হন্ হন্।
কোন পথে বাবুজীর পাইশালের দ্বারে,
পোড়ে আছে দুএক অনাথ অনাহারে।
শুনেছি দেখেছি হেন বিবিধ প্রকার,
কোন পথে কোন চিহ্ন পাইনি তোমার।
প্রতি পূর্ণিমায় দ্বিপ্রহর রজনীতে,
গিয়েছি গড়ের মাঠে তোমারে খুঁজিতে।
বিকেল বেলায় হেথা দর্শকের তরে,
বস্‌রাই গোলাপ সব ফোটে থরে থরে।
ঘোঁড়া চোড়ে ভায়া সব মর্কটের মত,
উলুক্ ঝুলুক্ মরি উঁকি ঝুঁকি কত !
সে সকল চক্ষুশূল থাকেনা তখন,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, স্তব্ধ ত্রিভুবন।
মনোহর সুধাকর হাসি হাসি মুখে,
ধরণী ধনীর পানে চান সকৌতুকে।

চন্দ্রিকা লাবণ্যময়ী হাসিয়ে হাসিয়ে,
দিগঙ্গণা সখিদের নিকটে আসিয়ে,
কেড়ে লয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ তারকা ভূষণ,
সীমন্তে পরায়ে দেন নক্ষত্র রতন।
দেখাইতে ভূষণের হরণ কারণ,
সাদরে বলেন সবে মধুর বচন।
"প্রকৃতি পরান যাঁরে নিজ অলঙ্কার,
কতগুলো অলঙ্কার সাজে কি গো তাঁর?
স্বভাবসুন্দর রূপ যথার্থ সুরূপ,
অলঙ্কৃত রূপ তাহে কলঙ্ক স্বরূপ।
সুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই,
কুরূপারি ঝুড়ি ঝুড়ি অলঙ্কার চাই।
অমা নাকি ঠিক যেন তাড়কা রাক্ষসী,
সর্ব্বাঙ্গেতে পরে তাই তারা রাশি রাশি।
ইন্দ্রধনু পরে না তো কোন অলঙ্কার,
জগত মোহিত তবু রূপ দেখে তার।
উষার হৃদয়ে সদু অরুণের ছটা,
তবু বিশ্ব অলঙ্কৃত করে রূপ ঘটা।
দুই এক খানি পর বাড়ুক প্রভাব,
সমভাব হউক ভূষণ ভূষ্য ভাব।"
তাঁর কথা শুনে তাঁরা হেসে ঢল ঢল,
উড়ে পড়ে শুভ্র ঘন হৃদয় অঞ্চল।
সবে মেলি হাসি খেলি আহ্লাদে ভাসিয়ে,
করেন কৌতুক কত চাঁদের ঘেরিয়ে।
তিনিও তাঁদের পানে হেসে হেসে চান,
করে করে সকলে করেন সুধা দান।
নন্দন কাননে যেন প্রমোদ সমাজ,
বিহরেন অপ্সরের মাজে দেবরাজ।
চন্দ্রের প্রমোদ রসে রসাদ্র ভূলোক,
প্রান্তরের তৃণ ছলে সর্ব্বাঙ্গে পুলোক।
বায়ু বসে তৃণ দল করে থর থর,
ভাবিনী ধরার যেন কাঁপে কলেবর।
সরোবর জল যেন আহ্লাদে উছলে,
ভঙ্গে রঙ্গে নাচে হাসে কুমুদিনী দলে।
সুরধুনী অদূরে করেন কল কল,
ঢল ঢল, যেন কত আনন্দে বিহ্বল।
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াইয়ে নিমগন মনে,
চারিদিকে দেখিয়াছি সুস্থির নয়নে;
কোথাও না পেয়ে, সুধায়েছি সমীরণে,
যদি হয়ে থাকে তার দেখা তব সনে;
কিন্তু সে চলিয়ে গেছে আপন ইচ্ছায়,
কর্ণপাত্ করে নাই আমার কথায়।

কত অমা ত্রিযামায় ছাতের উপর,
সারা রাত কাটায়েছি বসি একেশ্বর।
তিমির সংঘাতে বিশ্ব তমোরাশি ময়,
দুই হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়।
যে দিকেতে চাই, সব অন্ধতম কূপ,
যেন মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট প্রতিরূপ।
যেন ধরাতল নেবে গেছে রসাতল,
অসীম তিমির সিন্ধু রয়েছে কেবল।
যত দেখিতাম সেই ঘোর অন্ধকার,
উদিত হৃদয়ে সব সংহার আকার।
লয়ে যেত মন মোরে সঙ্গে সঙ্গে কোরে,
শূন্যময় তমোময় শশ্মানে কবরে।
বিষাদে আচ্ছন্ন সব সমাধির স্থান,
দেখিয়ে বিস্ময়ে হ'ত ব্যাকুল পরাণ।
যত ভাবিতাম মন করি সন্নিবেশ,
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ।
যে সবার চিহ্ন আর দেখা নাহি যায়,
যে সবার কোন কথা না কেহ সুধায়।
পুরাণে কাহিনী মাত্র রয়েছে নির্দ্দেশ,
ধরণীর গর্ভে মগ্ন ভগ্নাবশেষ।

কোথা সেই বীরগণ, যাঁরা বাহুবলে,
চন্দ্র সূর্য্য পেড়েছেন ধোরে ধরাতলে।
যাঁদের প্রচণ্ডতর যুদ্ধ হুহুঙ্কার,
বিপক্ষের বীর হিয়া করেছে বিদার।
স্বদেশের সীমা হ'তে যাঁরা শত্রু শূরে,
ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন লক্ষ ক্রোশ দূরে।
যাঁরা নিজ জন্মভূমি-উদ্ধার কারণ,
অকাতরে করেছেন রুধীর অর্পণ!

কোথা সেই রাজগণ, যাঁরা ধীর ভাবে,
শেসেছেন দুষ্ট সংঘ অধৃষ্য প্রভাবে।
পেলেছেন শিষ্টগণে সদা সদাচারে,
ত্যেজেছেন নিজ স্বার্থ মাত্র একেবারে।
যাঁদের সরল সূক্ষ্ম নীতির কৌশলে,
ছিল দীন ধনী মানী সকলে কুশলে।
প্রান্তর শস্যেতে পূর্ণ, রতনে ভাণ্ডার,
ধরাময় হয়েছিল যশের প্রচার!

কোথা সেই বিশ্বগুরু, মহাকবিগণ,
যাঁরা স্বর্গ হ'তে সুধা কোরে আকর্ষণ;



মর্ত্তময় জগতের ওষ্ঠাগত প্রাণে,
করেছেন জীবাধান রসামৃত দানে।
পাপের গরলময় হৃদয় উপর,
নিরন্তর বর্ষেছেন চোক্ষ চোক্ষ শর।
গদ গদ স্বরে ধোরে সুমধুর তান,
পুণ্যের পবিত্র স্তোত্র করেছেন গান!

কোথা সেই জ্ঞানিগণ, জগত্-কিরণ,
যাঁরা আলো করেছেন আন্ধার ভুবন।
উদ্ধারি পাতাল হ'তে রতন ভাণ্ডার,
করেছেন বিশ্বময় ঐশ্বর্য্য প্রচার।
ধরিতেন প্রাণ সুদু জগতের তরে,
উদাসীন আপনার স্বার্থের উপরে।
সম বোধ করিতেন মান অপমান,
প্রাণান্তে করেন্নি কভু আত্মার অমান!

কোথা সে সরলগণ, যাঁরা এসংসারে,
লোকমাজে ছিলেন অগ্রাহ্য একেবারে।
নিজ শ্রম উপার্জ্জিত অতি অল্প ধনে,
কাটাতেন কাল যাঁরা অতি তৃপ্তমনে।
আপনার কুটীরেতে আইলে অতিথি,
পাইতেন অন্তরেতে পরম পিরিতি।
খুদ দুধ যা থাকিত কাছে আপনার,
তাই দিয়ে করিতেন অতিথি সৎকার।
যাঁদের নিজের প্রতি ফেলিতে নয়ন,
পান নাই যদিও খুঁজিয়ে এক জন;
তথাপি দেখিলে চোকে অপরের দুখ,
হৃদয়ে জন্মিত স্বতঃ অত্যন্ত অসুখ।
যথা সাধ্য করিতেন কোন প্রতিকার;
আশা নাহি রাখিতেন প্রতিউপকার।
নূতন অরুণ ছটা, শীতল পবন,
তরু লতা গিরি ঝর্ণা প্রান্তর কানন;
পাকিদের সুললিত হর্ষ কোলাহল,
সুমধুর তটিনীকুলের কলকল;
এই সব নিসর্গের মহৈশ্বর্য্য লয়ে,
সুখে দিন কাটাতেন একেশ্বর হয়ে।

এবে তাঁরা সকলেই ত্যেজে এই স্থান,
তিমির সাগর গর্ভে মহানিদ্রা যান।
কে দিবে উত্তর আর কে দিবে উত্তর!
আমাদেরো এইরূপ হবে এর পর।
এই আমি অন্ধকারে করিতেছি রব,
এক দিন এই আমি, আমি নাহি রব।
চলে যাব সেই অনাবিষ্কৃত দেশ,
হয় নাই যার কোন কিছুই নির্দ্দেশ;
অদ্যাবধি কোন যাত্রী যার সীমা হ'তে,
ফিরিয়া আসেনি পুন আর এ জগতে।
এমন কি আছে গুণ, যাহার কারণ,
ভাবুকে কখন তবু করিবে স্মরণ?
মিত্রেরা দুদিন হৃদ্দ স্মারক স্বরূপ,
বলিবেন আমার প্রসঙ্গে এইরূপ;
যথা "তার ছিল বটে সরল হৃদয়,
আমাদের সঙ্গে ছিল সরল প্রণয়।
রাখিতে জানিত বটে মিত্রতার মান,
পিতাকে বাসিত ভাল প্রাণের সমান।
বড়ই বাসিত ভাল সরল আমোদ,
প্রাণান্তে করেনি কভু কারো তোষামোদ।
জন্মভূমি প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি,
সগৌরব ঘৃণা ছিল ম্লেচ্ছদের প্রতি।
কিন্তু ছিল অতিশয় উদ্ধতের প্রায়,
ঘোর চটেযেত ফোতো দেমাকে কথায়।
জগতের প্রতি ছিল সদা জালাতন,
খামকা ত্যেজিতে যেত আপন জীবন।
প্রেম প্রেম করেছিল পঁচিশ বৎসর,
কিন্তু ভাগ্যে ঘটে নাই ইহার ভিতর।"

তুমি কি তখন, অয়ি প্রেম-প্রবাহিনী!
মিত্রদের মত কবে আমার কাহিনী?
এই পোড়া বর্ত্তমানে নাই সে ভরসা
"সংগীত শতক" মত হতে পারে দশা।
পরের পাতড়াচাটা, আপনার নাই,
মতামতকর্ত্তা তাঁরা বাঙ্গালার চাঁই।
মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে,
কবিরা চলুক্ তবু তাঁহাদেরি মতে।
জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ,
অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ!
ভাল ভাল, যুক্তি ভাল, ভাল অভিপ্রায়,
ভাইপোটী মাথায় বড় ঘাড়ে তোলা দায়
সাধারণে ইহাঁদেরি ধামা ধোরে আছে,
কাজে কাজে আদর পাবেনা কারো কাছে
এখন মোহন বীণা নিরবেতে থাক্,
এ আসর ছ্যাতারেরি নৃত্য হ'য়ে যাক্।
তুমি যে আমার কত যতনের ধন,
কেন সবে আনাড়ির হেয় অযতন?

ধৈর্য্য ধরি থাক বসি প্রফুল্ল অন্তরে,
যথার্থ বিচার হবে কিছু দিন পরে।
পিতারা নিকটে থেকে তাপে জরজর,
পুত্রেরা হেরিবে দূরে জুড়াবে অন্তর।
কোথায় বা আছ তুমি, নিজে স্বরস্বতী,
সময়ে শরের বনে করেন বসতি।
কোথা শ্বেত পদ্ম বন তাঁহার তখন,
সৌরভ গৌরবে যার মোহিত ভুবন?
শরের খোঁচায় ছিন্ন কোমল শরীর,
জন্তু গুলো ঘেরে করে কিচির মিচির!
মরিতে তিলার্দ্ধ মম ভয় নাহি করে,
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্মৃতি সাগরে।
রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন,
নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।
অন্ধকারে বোসে হেন কত ভাবনায়,
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে খুঁজেছি তোমায়।
কোন কালে হয় নাই দেখা তব সনে,
খুঁজেছি তোমায় প্রেম তবু ক্ষণে ক্ষণে।
যবে ঘোর ঘনঘটা যুড়িয়া গগণ,
মেদিনী কাঁপায়ে করে ভীষণ গর্জ্জন।
কালির সাগর প্রায় অকূল আকাশ,
ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুৎ বিলাস।
ভত্তড় তত্তড় বেগে বৃষ্টি পড়ে,
ছটাচ্ছুট্ গুলিবৎ শিলা চচ্চড়ে।
সোঁসোঁ সোঁসোঁ বোঁবোঁ বোঁবোঁ ধাক্কান ঝড়ে,
বৃক্ষ বাটী পৃথ্বীপৃষ্ঠে উথাড়িয়ে পড়ে।
ঘোরঘট্য চণ্ড যুদ্ধে মেতে ভূতদল,
লণ্ড ভণ্ড করে যেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল।
সে সময়ে চমকিয়ে গিয়ে একেবারে,
প্রলয়ের মাজে আমি খুঁজেছি তোমারে।
যবে প্রিয় অরুণের তরুণ কিরণ,
রঞ্জিত করিয়ে দেয় ধরার আনন।
উষা দেবী স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরি,
বেড়ান উদয়াচলে তুঙ্গ শৃঙ্গপরি।
সুশীতল সুমধুর সমীরণ বয়,
শান্তিরসে অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়।
সে সময়ে শান্ত হয়ে উদার অন্তরে,
চাহিয়াছি চারি দিকে দরশন তরে।
কিছুতেই যখন তোমারে না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।
শূন্যময় তমোময় বিশ্ব সমুদয়,
অন্তর বাহির শুষ্ক, সব মরুময়।
আসিয়ে ঘেরিল বিড়ম্বনা সারি সারি,
দুর্ভর হৃদয়ভার সহিতে নাপারি;
কাতর চিৎকার স্বরে ডাকিনু তোমায়,
কোথা, ওহে দাও দেখা আসিয়ে আমায়!
অমনি হৃদয় এক আলোকে পূরিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।
মধুময়, সুধাময়, শান্তিসুখময়,
মূর্ত্তিমান প্রগাঢ় সন্তোষ রসোদয়।
কেমন প্রসন্ন, আহা কেমন গম্ভীর,
অমৃত সাগর যেন আত্মার তৃপ্তির!
আজি বিশ্ব আলো কাঁর কিরণনিকরে,
হৃদয় উথলে কাঁর জয়ধ্বনি করে;
বিপদ সম্পদ যত জগতের ধন,
কেন আজি যেন সব নিশির স্বপন;
কেন ধৃষ্ট পাপের দুর্দ্দান্ত সৈন্য যত,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে হয়ে অবনত;
কেন সেই প্রবৃত্তির জ্বলন্ত অনল,
পদতলে পড়ে আছে হয়ে সুশীতল;
প্রণয়মাধুরী কেন ছুটিয়া পলায়,
কেন বা তাহারে হেরে মনে হাসি পায়?
ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরীতান উঠিছে কেবল।
মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগ ভরে।
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে।
অহো অহো আহা আহা একি ভাগ্যোদয়
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়!

ইতি পঞ্চম স্বর্গ

সমাপ্ত।

| পৃষ্ঠা। | পংক্তি। | অশুদ্ধ। | শুদ্ধ। |
|---|---|---|---|
| ৩১ | ১২ | বিষাদ | বিরাগ। |
| ৬২ | ২৪ | ভঙ্গ আঙ্গডালা | ভঙ্গ অঙ্গঢালা |
| ৬৩ | ১ | সস্থবলম্বিত | স্বাস্থ্যবলম্বিত |
| ৬৩ | ১৪ | পাণ্ডব | পাণ্ডর |
| ৬৩ | ২৬ | বাম | বামা |
| ৬৩ | ৩২(২য়,ক) | দপক্রম | পদক্রম |
| ৬৪ | ৩ (ঐ) | মাজে মাজে | পাছু পাছু |
| ৬৪ | ১১ (ঐ) | সর্পে | সাপ |
| ৬৪ | ১৩ (ঐ) | ফোটাইতে | ফাটাইতে |

# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতসং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ] আশ্বিন, ১২৭৫ সাল। [৬ সংখ্যা

## স্বাস্থ্য রক্ষা।

বায়ু জীবের প্রাণ ধারণের পক্ষে যদ্রূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় জলও তদ্রূপ। বায়ু যেমন শরীর রক্ষোপযোগী হইয়া এক পক্ষের কার্য্য সমাধা করে, জল ঠিক্ তদ্রূপ অন্য পক্ষের কতকগুলি কার্য্য সাধন করে। আবালবৃদ্ধ সকলেরই বোধ হয় এ জ্ঞান আছে যে এই দুয়ের একের কিছুমাত্র অভাব হইলে মনুষ্য এবং জীব মাত্রেরই প্রাণ ধারণ করা অসাধ্য হয়। কিন্তু অনেকের একটি ভ্রম আছে যে বায়ু ও জল যে স্থানে আবশ্যক সে স্থানে তৎপরিবর্ত্তে রূপান্তরিত ভিন্ন পদার্থ, যাহা কেবল স্পর্শে ও দৃশ্যে জল ও বায়ুর ন্যায়, তাহা ব্যবহার করিলেও একই ফল লাভ হইবে। কিন্তু এই বিবেচনা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে ঐ ভূতদ্বয় যে যে পদার্থে সংমিলিত হইয়া উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে এবং সেই প্রত্যেক পদার্থ এক একটি কার্য্য করে। তাহাদিগের সহিত অন্য পদার্থ মিশ্রিত হইলে তাহারা অপবিত্র ও অশুদ্ধ হয়। তখন তাহাদিগের দ্বারা আর প্রার্থনীয় ফল লাভ হয় না। বরঞ্চ বিপরীত গুণ দর্শে।

এস্থলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে জীবের শরীর রক্ষার্থ জলের প্রয়োজন হয় কেন?

অন্য জীবের শরীরের কথা এস্থানে উল্লেখ না করিয়া কেবল মনুষ্যের শরীরের কথা উল্লেখ করা যাউক। প্রথম প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে অগ্রে একটি কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্যের শরীর পোষণের নিমিত্তে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তত্তাবৎ সেই শরীর মধ্যে নিহিত আছে, অর্থাৎ কতকগুলি পদার্থ সংমিলিত হইয়া এই দেহ নির্ম্মিত; সেই পদার্থ সকলের নির্দ্দিষ্ট ভাগ আছে। শরীর রক্ষার নিমিত্তে সেই ভাগের সমতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু প্রতিনিশ্বাসে প্রতিপদে তাহার হ্রাস হয়। এই হ্রাসতার যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহার পূরণ করিবার অন উপায় না থাকে তাহা হইলে অল্প কালের মধ্যে যে শরীর ক্ষয় হইয়া বিনষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম আলোচনা করিলে অনায়াসে প্রত্যক্ষ হইবে যে এই ক্ষয় পূরণ করিবার উত্তম উপা নির্দ্ধারিত আছে। বায়ু জল ও খাদ্য এই তিনের দ্বারা এই কার্য্য সমাধা হইতেছে।

পরীক্ষা দ্বারা এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে মনুষ্যের শরীর ওজনে য হয় প্রায় তাহার তিনাংশ জল ও একাংশ অন্য পদার্থ। এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত পূ কায়িক ব্যক্তি যদি ওজনে দুই মণ হয় তাহার এক মণ /৬ সের জল, ও /॥৪ সে অন্য পদার্থ। এই জলের ভাগ সমান রা

নিতান্ত আবশ্যক। জলপান ও খাদ্য-সামগ্রী ব্যবহার দ্বারা শরীরে যে জল প্রবেশ করে তাহাতে প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা হয়।

জলের একটি প্রধান গুণ আছে যদ্দ্বারা কঠিন পদার্থ দ্রব হয়। আমরা যাহা যাহা আহার করি তাহাদিগকে গলিত ও জীর্ণ করে এবং গলিত ও জীর্ণ করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করায়।

জলের যে দ্রব-করণ শক্তি দ্বারা শরীর পোষণ পক্ষে হিতসাধন হয়, সে গুণের দ্বারা অনেক অনিষ্টও সম্ভাবনা। শরীর পোষণীয় দ্রব্য যেমন ইহার দ্বারা গলিত হইয়া সঞ্চালিত হয়, শরীর বিনাশক পদার্থও তদ্রূপ গলিত হইয়া জলের সহিত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব পান কিম্বা রন্ধন, গাত্রমার্জ্জন কিম্বা অবগাহনের নিমিত্ত যে জল ব্যবহার করা হয় তাহা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

এস্থলে জল অপবিত্র কিম্বা দুষ্য কিসে হয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। জলে অনেক প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া প্রায় অপ্রত্যক্ষ থাকে। আমরা তাহা দেখিতে পাইনা বলিয়া অগ্রাহ্য করি। নানা প্রকার ধাতু ও মৃত্তিকা এই প্রকারে মিশ্রিত হইয়া অপ্রকাশরূপে থাকে। শিশা, চাকৃখড়ি, লবণ ও অন্যান্য ধাতু ও মৃত্তিকা এত পরিমাণে এক একবার থাকে যে পান করিলে আশু শঙ্কট রোগ উপস্থিত হয় কিম্বা ভবিষ্যৎ রোগের বীজ বপন করা হয়। গুল্ম লতা ও বৃক্ষ পত্রাদি ও গলিত প্রাণিদেহ ও কর্দ্দম ও মৃত্তিকা সচরাচর জলে মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহার কোন দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে না থাকিলে চক্ষুগোচর হয় না।

আরো অনেক পদার্থ আছে যদ্দ্বারা জল অপবিত্র হয় তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবেক। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, শুদ্ধ জল পাইবার উপায় কি। শুদ্ধ জল সহজে পাওয়া বড় সুকঠিন, কিন্তু যদিও এককালীন অন্য পদার্থ বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকারে পরিশুদ্ধ জল দুষ্প্রাপ্য তথাচ অনিষ্টকর জল কিঞ্চিৎ যত্ন করিলে সেই পাওয়া যাইতে পারে।

এদেশে যাবদীয় লোক কি জলপান করে তাহার দোষ গুণ পরীক্ষা ও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। জাহ্নভী তীরস্থ যত সহর ও গ্রাম আছে, তত্রস্থ তাবল্লোকেই গঙ্গার জল পান করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন দূরস্থ ভাবতেই পুষ্করিণীর জল পান করে। বঙ্গদেশে কূপের জল ব্যবহার করা প্রথা নাই এবং ব্যবহার যোগ্য কূপজলও পাওয়া দুষ্কর। জলোৎস কিম্বা শীখর নির্গত ঝর্ণা এ প্রদেশে নাই, সুতরাং তদীয় জল সুলভ নহে।

অনেকের জ্ঞান আছে যে নদীর জল সর্ব্বোতভাবে উৎকৃষ্ট ও সুসেব্য। নদীর জলের যত গুণ শুনা যায় সকলই সত্য না হউক এক কারণে অপেক্ষাতর স্বাস্থ্য উন্নতকর হইবার সম্ভাবনা। কূপ ও পুষ্করিণীর বদ্ধ জলাপেক্ষা নদীর জল উত্তম, কিন্তু যেমন স্রোতের জল বেগবতী বলিয়া হিতকর তেমনি আবার অন্য কারণে অনিষ্টকর। যে সকল স্রোত জনপদ দিয়া গমন করে তাহাতে সমস্ত দেশের শ্বেত ধৌত হইয়া পতিত হয়; এবং তাহারা যত শহর নিকটস্থ হয় তত তাহাদিগের জলের গুণের হ্রাস হয়। এতদ্ব্যতীত নদী মাত্রতেই নানা বিধ প্রাণিদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে তাহারা গলিত হয় এবং তদ্দ্বারা জলকে অপবিত্র করে। নদীতে কত কত কীট ও সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্ম জীবের সঞ্চার হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না এবং তাহারা তাবতেই জীবিত থাকুক আর গলিত হউক জলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাকে গরল স্বরূপ করে।

নদী যত সমুদ্রের নিকটস্থ হয় তত তাহা লবণাম্বু হয়, এবং সেই জল পান করা এক প্রকার যোমকে আহ্বান করা। সহজেই নানা কারণে নদীর জল আপনা হইতে অপবিত্র হয় এবং তাহার উপর আবার উপায় থাকিতে অপরিষ্কার দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিলে আর রক্ষা থাকে



না। গঙ্গা যত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তত তাহার আকার বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতাবাসী হিন্দুদিগের জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি অসম্ভব ভক্তি আছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই, কারণ ইহারা ধর্ম্ম ভক্তির অনুরোধে সজ্ঞানে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন। গঙ্গার জল পান করা আর গরল ভক্ষণ দুই প্রায় সমান কথা! অন্যান্য যত অপরিষ্কার দ্রব্য গঙ্গায় পড়ে তদ্ব্যতীত দেবীর নিত্যসেবা যাহাতে হয় তাহা এক একবার সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য। শুনা আছে যে প্রতি দিন গঙ্গাতে নিজ কলিকাতা হইতে সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র মণ মল নিক্ষিপ্ত হয়। এই জল উপায় সত্ত্বে নিত্য পান করা অল্প ভক্তির চিহ্ন নহে।

কূপ ও পুষ্করিণীর জল পানের অযোগ্য নহে। কিন্তু অস্পথাদযুক্ত কূপ ও পুষ্করিণীর জলের অনেক দোষ। ইহাতে পৃথিবীর উপরিভাগের সমস্ত অপবিত্র ধৌত জল নিঃসৃত হইয়া একত্রীভূত হয়। পুষ্করিণী সকল যদি অস্পথাদযুক্ত হয় এবং তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বে উত্তম মৃত্তিকার ব্যবধান না থাকে তাহা হইলে তাহার জলে আবার দ্বিগুণ দোষ জন্মায়; তাহাতে যে কেবল নিঃসৃত জল মৃত্তিকার মধ্য হইতে প্রবেশ করে তাহা নহে, পৃথিবীর উপরের জল চতুঃপার্শ্বস্থ নানাবিধ অপকৃষ্ট ও কদর্য্য অপরিষ্কার স্থান দিয়া স্রোতবেগে আসিয়া পড়ে। তাহাতে যে কি কি পদার্থ থাকে তাহা একে একে বর্ণনা করিতে গেলে এই প্রস্তাবের কলেবর চতুর্গুণ করিতে হয়। বঙ্গদেশে গভীর কূপ খনন করা অসাধ্য; ইহার নিম্ন প্রদেশ মাত্রেই পঞ্চ হস্ত পরিমাণ খনন করিলেই জলোত্থিত হয়, সুতরাং এদেশের কূপের জল প্রায় পবিত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। পশ্চিমাঞ্চলের কূপ সকল অপেক্ষাতর অনেক গভীর এবং তাহাতে প্রায় পৃথিবীর উপরিভাগের জল প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব ইহার জল যত সুখপ্রদ ও সুস্থকর বঙ্গভূমির কোন কূপের জল তত হইতে পারে না।

নির্ঝরের জল অপেক্ষাতর অনেকাংশে নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, কিন্তু এই জল সর্ব্বত্রে ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতুক পার্ব্বতীয় দেশ ভিন্ন নির্ঝর জল পাওয়া যায় না।

বৃষ্টির জল প্রায় সকল স্থানে সুলভ এবং বৃষ্টির জল পানের পক্ষে উৎকৃষ্ট। জনাকীর্ণ সহর কিম্বা নানা শিল্পকার্য্যের কর্ম্মালয় যে সকল স্থানে আছে সেই সকল স্থানের সংগৃহীত বৃষ্টির জল সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট নহে। যে কারণে নগর কিম্বা সহরের বৃষ্টির জল দুষ্য, সেই কারণে সহরস্থিত প্রাসাদে ছাদের জল যাহা নলের দ্বারা নির্গত হ তাহাও দুষ্য। পানের নিমিত্তে জল সংগ্র করিতে হইলে সহরের বহির্গত লোকালয়ে অন্তরস্থ কোন স্থানে জল আহরণ করি ভাল হয়।

একটি কথা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্ত যে নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ জলের স্বাদ নাই যাহাদিগের বৃষ্টির জল পান করা অভ্যা আছে তাঁহারা একথার সত্যাত্য বি বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে সমাধিক্ষেত্র সান্নিধ্য কূপ কি সরোব জল অতি সুস্বাদু।

একান্তপক্ষে যে জলই ব্যবহার করা হ যাহাতে পরিশুদ্ধ হয় তাহার চেষ্টা উচিত। যদি জল নির্ম্মলক যন্ত্র ক্রয় করি কেহ অশক্ত থাকেন, মৃত্তিকা কলসের বালুকা ও অঙ্গার দিয়া জল নিঃস করিলে অনেক উপকার দর্শিবে।

---

## ধর্ম্মাচার্য্য।

(গত প্রকাশিতের পর)

জেঙ্কিন্‌সন্ প্রস্থান করিলে আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিল্ গৃহে প্রবেশ করিয়া ভ্রমে মহানুভব উইলেম থরন্‌হিলের ে উঠিয়া বসিল। আমার স্ত্রী শিশুকে ভ

করিয়া নামাইতে উদ্যতা হইলেন; কিন্তু উইলেম মহোদয় তাহাকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি পূর্ব্বৎ অমায়িক চিত্তে তৎসহযোগে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ডিক্‌ও এই সময়ে উপস্থিত ছিল, সেও মহানুভবের সহিত অসঙ্কুচিত চিত্তে ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিল। উইলেম উভয় ভ্রাতাকে এক এক খণ্ড পিষ্টক প্রদান করিলেন; তাহারাও সানন্দ চিত্তে ভক্ষণ করিল। মহোদয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও সামান্যব্যুৎপন্ন ছিলেন না; তিনি কিঞ্চিৎপূর্ব্বে আমার দগ্ধ হস্তে এরূপ অব্যর্থ ঔষধ দিয়াছিলেন, যে মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা সকলই নিবারণ হইয়াছিল। পরন্তু, আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিলাম; ভোজন সমাধা না হইতে হইতে সংবাদ আসিল, থরন্‌হিল স্বীয় পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে অধৈর্য্য হইতেছেন। ইহা শুনিয়া উইলেম তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন।

---

## একত্রিংশ অধ্যায়।

---

পূর্ব্বকৃত উপকারের প্রত্যুপকার স্বীকার।

থরন্‌হিল ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পিতৃব্যকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে ঐ মহোদয় সরোষে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "ওরে থরন্‌হিল, তুমি কি নে করিয়াছ, তোষামোদ করিয়া আমার প্রিয় পাত্র হইবে? তুমি কি জান না, আমি নীচাশয় ও ধর্ম্মপরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি? দেখ দেখি, তুমি এই দরিদ্র স্ত্রীর প্রতি কি পর্য্যন্ত অত্যাচার করিয়াছ! তুমি বন্ধুর ভাণ করিয়া ইহাঁর গৃহে দুদিন যাতায়াত করিয়াছিলে, ইনিও তোমার মান সম্ভ্রম রক্ষার্থে সাধ্যমতে ত্রুটি করেন নাই। পরিশেষে তুমি কাম পরবশ হইয়া ইহাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া অনাথা করিয়া পরিত্যাগ কর; ইহা দ্বারা তুমি কত দূর পাতকী ও কৃতঘ্ন হইয়াছ বলিতে পারি না। অপর নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত হইল বলিয়া ইনি হয়ত তোমাকে দুই একটী কটূক্তি করিয়াছিলেন, সেই তুচ্ছ অপরাধে ইহাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতেছে। তোমার সদৃশ নীচাশয়, ক্রূর কর্ম্মা ও ভীরু স্বভাব আর কে আছে? শুনিয়াছি, ইহাঁর তেজীয়ান জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্মুখীন হইতে সাহসী না হইয়া——" মহানুভব উইলেম এই পর্য্যন্ত কহিবামাত্রে থরন্‌হিল ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনার উপদেশ ক্রমে আমি লোকের সহিত বিবাদ বিষম্বাদে প্রবৃত্ত হই না; সুতরাং তৎকালে ইহাঁর পুত্রের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করি নাই বলিয়া কি আমাকে দোষী করিবেন?" উইলেম থরন্‌হিল প্রত্যুক্তি করিলেন, তুমি একথা বলিতে পার; বস্তুতঃ তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া জ্ঞানীর কর্ম্ম করিয়াছ সন্দেহ নাই; কিন্তু,——। ভাল, তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিয়াছ, ইহা পরম সন্তোষের বিষয়। ইহা শুনিয়া থরন্‌হিল কহিলেন, "মহাশয়, যেমন এবিষয়টিতে আমাকে নিরপরাধী দেখিতেছেন, এমনি সকল বিষয়েই দেখিতে পাইবেন। আমি ইহার কন্যাকে ব্যভিচারিণী করিয়াছি এরূপ জনপ্রবাদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, ঐ কামিনীর সহিত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই করি নাই। অপর, ইনি আমার নিকট সহস্র মুদ্রা ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই; ইহাঁর নিকট বহু দিনের রাজস্বও পাওয়া যায় নাই; বোধ হয় তজ্জন্য আমার উকিল ও গমস্তা ইহাঁকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন; আমি স্বয়ং এবিষয়ের কিছুই অবধারণ করিয়া দেখি নাই। ইহা শুনিয়া উইলেম কহিলেন, "তুমি যাহা কহিতেছ, যদি মিথ্যা না হয়, তোমাকে অবশ্যই নির্দ্দোষী বলিয়া স্বীকার করিব।" থরন্‌হিল প্রত্যুক্তি করিলেন, "পিতৃব্য, দেখুন, আমি যে সমস্ত কহিলাম ইনি



এপর্য্যন্ত কিছুই মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিলেন না; ইনি একাকী অস্বীকার করিয়াই বা কি করিতে পারেন, আমার ভৃত্যেরা এসকল বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছে। সুতরাং আমার নির্দ্দোষিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে মহাশয়ের অনুরোধে, ইহার অন্যান্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারি বটে, কিন্তু ইনি যে আমার প্রতিকূলে আপনার নিকট অভিযোগ করিয়া আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই গুরুতর অপরাধ কখনই ক্ষমা করিতে পারিব না; তাহা স্মরণ হইলে আমার আপাদ মস্তক ক্রোধে কম্পমান হইতে থাকে। অপিচ, ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রও আমার প্রাণসংহার করিতে গিয়া সামান্য অপরাধ করেন নাই; তৎকালে সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার সম্মুখীন না হইয়া আমি বাঁচিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমার এক জন ভৃত্য এরূপ সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে, সে বাঁচে কি না সন্দেহ; বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহা তাঁহার কত বড় দুঃসাহসিক ও বিধি-বিরুদ্ধ কার্য্য। আমি ঐ দস্যুকে প্রাণান্তেও ক্ষমা করিব না; এমন কি, এবিষয়ে মহাশয়ের অনুরোধ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিব; বিচারানুসারে তাহার প্রাণদণ্ডই হউক আর যাহাই হউক হইবে।"

ইহা শুনিয়া আমার স্ত্রী সক্রোধে কহিয়া উঠিলেন, "ওরে নিষ্ঠুর, আমার পুত্রের এত দুর্দ্দশা করিয়াও এখনো কি তোর আশা পরিপূর্ণ হয় নাই? ওরে পাষাণ হৃদয়, তাহাকে কি প্রাণেও বধ করিবি? ভাল তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, দয়াকর উইলেম থরন্‌হিল অবশ্যই অনুকূল হইয়া রক্ষা করিবেন। আমার পুত্র কখন কাহারো অপকার করে নাই, তাহার অনিষ্টও ঘটিবেক না।" ইহা শুনিয়া উইলেম কহিলেন, "ভদ্রে, তোমার পুত্রকে বাঁচাইতে আমার যত যত্ন ও আগ্রহ, তত তোমার নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহার দোষ সম্পূর্ণই দেখিতেছি; বিচারানুসারে——," উইলেম এইকথা বলিতে বলিতে জেঙ্কিন্‌সন্ টিমথি বাকৃটরকে, ধৃত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। থরন্‌হিল তাহাদের উভয়কে দেখিবা মাত্র ভয়ে বিবর্ণ ও কম্পিত কলেবর হইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে জেঙ্কিনসন্ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, "ও মহাশয়, কোথায় যান? আপনি কি জেঙ্কিন্‌সন্ ও বাকৃটর নামা স্বীয় প্রাচীন বন্ধুদ্বয়কে বিস্মৃত হইয়াছেন? হায় হায়! ধনীদের প্রণয় মুকুর মধ্যগত প্রতিবিম্ব স্বরূপ; অনুগত বন্ধুরা ক্ষণকাল তাহাদের দৃষ্টিপথের বাহির হইলেই তাহারা তাহাদিগকে ভুলিয়া যায়।" অনন্তর তিনি উইলেম থরন্‌হিলকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "মহানুভব, থরন্‌হিলের যাবতীয় গুণাগুণের পরিচয় এই বাকৃটরের প্রমুখাৎ পাওয়া গিয়াছে। জর্জ যাহাকে সাংঘাতিক প্রহার করিয়াছে শুনা গিয়াছিল, সে এই ব্যক্তি। থরন্‌হিল প্রাণভয়ে স্বয়ং না যাইয়া প্রথমতঃ ইহাঁকেই তৎসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। ইনিই থরন্‌হিলের উপদেশ ক্রমে তাঁহার দত্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শকটারোহণে এই মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। দেখুন, সেই পরিচ্ছদ ইনি এখনো পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।" উইলেম থরন্‌হিল ঐ পরিচ্ছদ তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে অনেকবার পরিধান করিতে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং একথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল তৎকালে বাকৃটরও নানা গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া থরন্‌হিলের দোষ দেখাইতে লাগিল তখন ঐ মহোদয় উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, আহা! দুষ্টেরা কি চতুর! আমার ভ্রাতৃপুত্র এতক্ষণ অলীক বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ ও এই নিরপরাধী পিতাপুত্রের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ছিলেন। ওরে দুরাত্মা! তুই আমাকে প্রতারণা করিয়া নিস্তার পাইবি মনে করিয়াছিস্? ওহে কারাপাল দেখিও যেন থরন্‌হিল না পলায়।"

থরন্‌হিল বিনীত হইয়া কহিলেন

"পিতৃব্য, এই দুই জন উষ্ণ ও অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কথা প্রমাণে আমাকে দোষী ভাবা যুক্তিযুক্ত নহে, বরং আমার ভৃত্যদিগকে এবিষয়ের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাহারই বা কি বলে। উইলেম মহোদয় তৎক্ষণাৎ থরন্‌হিলের পরিচারককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি থরন্‌হিলকে বক্‌ষ্টর নাম্না এই ব্যক্তির সহিত কখনো একত্র থাকিতে দেখিয়াছ কি না?" পরিচারক থরন্‌হিলের তাৎকালিক অবস্থা দখিয়াই জানিতে পারিয়াছিল, তাঁহার আর প্রভুত্ব নাই; সুতরাং সে অকুতোভয়ে উত্তর করিল "মহানুভব, ইহাঁদের উভয়কে শত সহস্রবার একত্র থাকিতে দেখিয়াছি।" ইহা শুনিয়া থরন্‌হিল কুপিত হইয়া কহিলেন, "কৃতঘ্ন! আমার সাক্ষাতে এই কথা বলিতেছিস্?" পরিচারক তাদৃশ স্পর্দ্ধা করিয়া প্রত্যুক্তি করিল, "মহাশয়, অবশ্য বলিব; সত্য কথা কাহার সাক্ষাতে না বলা যায়?" পরন্তু জেঙ্কিন্‌সন্ পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হে, আমি কেমন লোক বলিতে পার? পরিচারক কহিল "হাঁ, তোমাকে বিলক্ষণ জানি; যে রাত্রে এই মান্যবরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হরণ করিয়া আনা যায়, তুমি তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া থরন্‌হিলের অনেক সাহায্য করিয়াছিলে।" ইহা শুনিয়া উইলেম থরন্‌হিল ঈষৎ হাস্য করিয়া জেঙ্কিন্‌সন্‌কে কহিলেন, "তুমিওত বড় মন্দ নহ দেখিতেছি? যাহাকে অনুকূল ভাবিয়া আপনার চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে জন সমাজে তোমার বিস্তর প্রতিষ্ঠা করিল দেখিলাম! ছি ছি, তুমিও যে উহাদের এক জন, এপর্য্যন্ত জানিতাম না।—অহে পরিচারক, ইনিই কি ঐ যুবতীকে হরণ করিয়া থরন্‌হিলকে সমার্পণ করেন? পরিচারক কহিল, "আজ্ঞা না মহাশয়! থরন্‌হিল স্বয়ং ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন: ইনি কেবল ভণ্ড পুরোহিত ডাকিয়া ভর্ত্তার কৃত্রিম পরিণয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন।' জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, "মহাশয়, পরিচারক যাহা কহিলেন, সকলই সত্য বটে; যাহা করিয়াছি, তাহা লজ্জাকর ও নিন্দনীয় হইলেও জনসমাজে স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।"

তখন উইলেম থরন্‌হিল আশ্চর্য্যমন্য হইয়া কহিলেন, "উঃ! থরন্‌হিলের যত দোষানুসন্ধান করিতেছি, ততই তাহার ধূর্ত্ততা ও ছল কৌশলের নূতন নূতন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাহার দোষ সপ্রমাণ হইবার আর অপেক্ষা নাই। তাহার দৌরাত্ম্য ভীরুতা ও নীচাশয়তার প্রমাণ চারিদিকে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। ওহে কারাধ্যক্ষ, আমার অনুরোধে এই যুবা পুরুষের বন্ধন বিমোচন কর; আমি ইহার প্রতিভূ রহিলাম। তুমি যাঁহার অনুমতিক্রমে ইহাঁকে কারাবদ্ধ করিয়াছ, আমি সেই বন্ধুবর বিচারকের নিকট এবিষয়ের মীমাংসা করিয়া আসিব। সে যাহাহউক, এখন এই মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা তনয়া কোথায়? সেই হতভাগিনী রমণীকে ডাকিয়া আন; আমি তাঁহারও প্রমুখাৎ এবিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।" আমি ইহা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম, হা মহানুভব! আমার সেই প্রিয়তমা নন্দিনী আর কি ---, এই পর্য্যন্ত কহিবামাত্র সহসা প্রার্থিত উইলমট্ নাম্নী রমণী গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরদিন থরন্‌হিল তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃব্য পত্নীর গৃহে তদীয় পরিণয় ব্যাপার নির্ব্বাহ হইবার কথা থাকাতে তিনি স্বীয় বৃদ্ধ পিতার সহিত উক্ত স্থানে গমন করিতেছিলেন। পথি মধ্যে কোন পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে গিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়া আমার একটি শিশু পুত্রকে রাজপথে ক্রীড়া করিতে দেখিতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ বালককে চিনিতে পারিয়া তাহাকে লোক দ্বারা ডাকিয়া আনিয়া তাহার প্রমুখাৎ আমাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু থরন্‌হিল যে



সকলের মূলীভূত তাহা এপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। তিনি আমাদিগকে এতদূর ভাল বাসিতেন, যে শিশুর প্রমুখাৎ আমাদের দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া আমাদিগকে দেখিতে উৎসুক হইয়া উঠেন, এবং জনকের নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াও ঐ বালকের সহিত কারাগৃহে আসিয়া উপনীত হয়েন; তিনি থরন্‌হিল ও তদীয় পিতৃব্যকে তথায় দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন; ও ভাবিলেন, তাঁহারা উভয়েই আমাদের সাহায্যার্থে আগমন করিয়াছেন, এই বিবেচনায় থরন্‌হিলকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে প্রিয়তম, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী ইহাঁদের সাহায্য করিতে আসিয়াছ, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। ইহাঁদের দুরবস্থার কথাও আমাকে একদিনও শুনাও নাই। ইহাঁরা আমার পরম অন্তরঙ্গ; এমন কি, আমাকে সন্তাননির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া থাকেন; তুমি এমন্ আত্মীয় ব্যক্তিদের দুঃখের কথা গুপ্ত রাখিয়া আমার সাতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া দিয়াছ। দেখিতেছি, তোমার পিতৃব্যের ন্যায় তুমিও গোপনে গোপনে পরোপকার করিতে ভাল বাসিয়া থাক।"

ইহা শুনিয়া উইলেম থরন্‌হিল কহিলেন, "বৎসে কি বলিলে, থরন্‌হিল পরোপকার করিতে ভালবাসে? আ নির্ব্বোধ বালিকে! তুমি ভ্রান্তা হইয়া এমন্ অসম্ভব কথা কহিতেছ। এই দুরাত্মার সদৃশ নরাধম কি আর আছে? দেখ, এই কামাচারী এই মান্যবরের জ্যেষ্ঠা কন্যার ধর্ম্মনষ্ট করিয়া অনাথিনী করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; ইহাঁকে বৃদ্ধ বয়সে এই দুর্ব্বিসহ কারাযন্ত্রণা দিতেছে; ইহাঁর সাহসী জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশের অমর্য্যাদা শুনিয়া দুরাত্মার দণ্ডবিধান করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও কারারুদ্ধ করিয়াছে; এবং সম্প্রতি এই মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকেও হরণ করিয়াছিল, সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহাকে আশু উদ্ধার করিয়া আনা গিয়াছে। বাছা! তুমি যে এমন্ ভয়ানক শত্রুর পরিণীতা হও নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।" তখন উইলমট্ চমৎকৃতা হইয়া কহিয়া উঠিলেন, অহো! এ কি ভয়ানক ব্যাপার! আমার ত এখনই সর্ব্বনাশ হইত! দৈব অনুকূল হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। একদা থরন্‌হিল আমাকে বলিয়াছিলেন, ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জর্জ্জ বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক আমেরিকা খণ্ডে চলিয়া গিয়াছেন; আমি সেই অলীক বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া ইহাঁকেই পাণি দান করিতে স্বীকার করি। উঃ! ইহাঁর প্রতারণা বাক্য স্মরণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। প্রণয়িনী কহিলেন, "বৎসে, থরন্‌হিল তোমার নিকট মিথ্যা কহিয়া তোমাকে প্রতারিতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। দেখ, আমার জ্যেষ্ঠ কুমার এপর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই; স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াও যায়েন নাই। তুমি তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর বরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে; কিন্তু তিনি তোমাতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া এপর্য্যন্ত অন্য স্ত্রীকে কল্পনা পথেও আনেন নাই। তিনি তোমার নিমিত্ত চিরকাল অনূঢ়ার ন্যায় থাকিবেন, একথা তাঁহারই প্রমুখাৎ কত শতবার শ্রবণ করিয়াছি।" অনন্তর প্রণয়িনী উইলমটের নিকট থরন্‌হিলের অত্যাচার, নীচাশয়তা, ভীরুতা ও কৃত্রিম বিবাহাদির বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিলেন। উইলমট্ কহিলেন, "মাতঃ, এখনই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিত সন্দেহ নাই; দৈব অনুকূল হইয়া আমার আসন্ন বিপদ নিরাকরণ করিয়াছেন। থরন্‌হিল কত মিথ্যা কথাই বলিয়াছে, বলিতে পারি না। ক্ষোভের বিষয় এই, তাহার কুহক মন্ত্রে বশীভূতা হইয়া তোমার সদাশয় ও সাহসী পুত্রকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়াছিলাম।"

এ দিকে জর্জ্জবন্ধন মুক্ত হইলে জেঙ্কিন্‌সন্ তাঁহার অঙ্গরাগ সম্পাদন, কেশ বিন্যাস ও মহার্হ বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উপনীত হইলেন। পুত্র গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রে উইলমটকে দেখিতে পাইয়া অভিবাদন করিলেন; ঐ রমণীও

ক্লিসের উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য তিনি স্পার্টায় উপস্থিত হইয়াও তত্রস্থ কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। অপরাপর দূতেরা আসিলে সকলে একত্র হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন, এই কথা বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্পার্টিয়েরা আথেন্সের প্রাচীর সম্পূর্ণ প্রায় হইয়াছে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করাতে থেমিষ্টোক্লিস্ সেই কিম্বদন্তী অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে তথ্য জানিবার জন্য আথেন্সে দূত পাঠাইয়া জানা উচিত। এই বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন, এবং গুপ্তভাবে আথেন্সে লোক পাঠাইয়া আপনার উদ্ধারের উপায় স্বরূপ স্পার্টীয় দূতদিগকে আটক করিয়া রাখিতে বলিয়া পাঠাইলেন। এইরূপে গোপনে গোপনে প্রাচীর নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে থেমিষ্টোক্লিসের সহকারী দূতেরা স্পার্টায় পৌঁছিল। থেমিষ্টোক্লিস্ তাহাদের মুখে প্রাচীর নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া স্পার্টায় কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন আথেন্স প্রাচীর বেষ্টিত হইয়াছে। এখন সমস্ত গ্রীস্‌দেশের পক্ষে যে কি সমধিক উপকার জনক, তাহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। লেসিডমোনিরা তখন থেমিষ্টোক্লিসের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া হতজ্ঞান হইল এবং উপায় বিহীন হইয়া আন্তরিক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াও তাহা বাহিরে প্রকাশ করা অযুক্ত বিবেচনায় থেমিষ্টোক্লিস্ প্রভৃতিকে সম্মান পুরঃসর বিদায় করিয়া দিল। থেমিষ্টোক্লিস্ আথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্র তীরবর্ত্তী পাইরিমস্ নামক বন্দরকে প্রাচীর বেষ্টন দ্বারা দুর্গীভূত করিবার মানসে লোকদিগকে পাঠাইয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই স্থলে দূরীকৃত হওয়ায় এবং তথা হইতে আথেন্স পাঁচ মাইল অন্তরে থাকায় আথীনিয়দিগের স্থল ও জলপথস্থ শত্রুদিগের আক্রমণ ভয় একেবারে দূরীভূত হইল॥

# সংগীত।

## প্রথম সংগীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।*

সরলা দুখিনী, আজি একাকিনী,
উদাসিনী হয়ে চলিলে কোথায়!
মলিন বদন, সজল নয়ন,
দাঁড়ায়ে নিরব হয়ে পুতলীর প্রায়।
যেন তব মনে জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে,
যে জ্বালা প্রবোধ দিয়ে জুড়ান না যায়।
এ ঘোর সংসার, অকুল পাথার,
সোনামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়!
কে রে সে নিদয়, পাষাণ হৃদয়,
হেন সুকুমারী নারী পাথারে ভাসায়!
গলে দোলে যার, প্রিয়া-প্রেম-হার,
পরপ্রেম পারিজাত সাজে কি তাহার?
প্রেয়সীর প্রেমে পূরে আছে মন,
সেথায় কোথায় দিব স্থান তোমায়।
ক্ষম অপরাধ, হায় কি বিষাদ,
না হ'লে হইত ভাল দেখা দু জনায়!

## দ্বিতীয় সংগীত।

রাগিণী বিঁঝিট—তাল ঠুংরি।†

কে তুমি যোগিনী বালা আজি এ বিরল বনে?
বাজায়ে বিনোদ বীণা ভ্রমিছ আপন মনে।
গাহিছ প্রেমের গান, গদ গদ মন প্রাণ,
বাধবাধ সুর তান, ধারা বহে দুনয়নে।
পদ কাঁপে থর থর, টল মল কলেবর,
এলো থেলো, জটাজাল, লট পট সমীরণে।
কোটি শশী পরকাশি, অপরূপ রূপরাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে হেরিছে হরিণীগণে।
মণি হারা যেন ফণী, কার প্রেমে পাগলিনী,
কেন হেন উদাসিনী, হে উদার দরশনে!

* সুর—লক্ষ্ণৌ গজল।
† সুর—"কামিনী কমল বনে কে তুমি হে গুণাকর"

# ব্যায়াম-শিক্ষা।

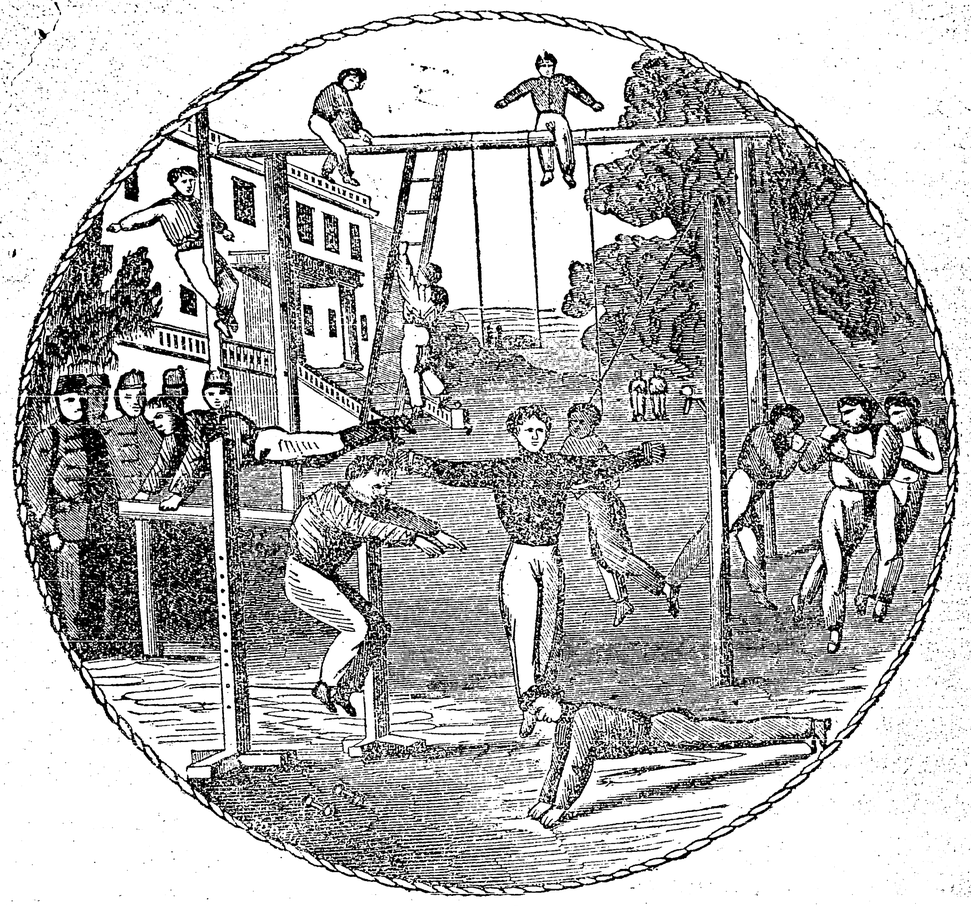

রঙ্গ-ভূমি।

বৃক্ষ যেমন শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত না হইলে তাহার শোভা সম্পাদন হয় না, সেইরূপ কোন একটী ভাষায় বিবিধ প্রকার বিদ্যার আলোচনা না হইলে তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব সংসাধিত হয় না। বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূগোল, খগোল, ব্যায়াম, সঙ্গীত, ইত্যাদি বিবিধ প্রকার বিদ্যানুশীলন ন্যূনাধিক ভাবে জগতের সমুদয় সভ্য জাতির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। বাস্তবিক, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-চর্চ্চা প্রচলিত না হইলে ভাষা পরিপক্ক হয় না, এবং যাঁহাদের ভাষা অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক তাঁহারাও কখন সভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। আমাদের মাতৃভূমি যবন রাজাদিগের অধিকার সময় হইতে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে শনৈঃ শনৈঃ নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে উন্নতি মার্গে গমন করিতেছে, ইহা আমাদের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এক্ষণে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, ইত্যাদি বিবিধ বিদ্যার গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইয়া মাতৃভাষাকে ভূষিত করিতেছে, এবং নানা বিদ্যার অনুশীলনে মাতৃভাষা যে দিন দিন এক উন্নতি সোপান হইতে অন্যতর উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন? কিন্তু যেমন অন্যান্য বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে, সঙ্গীত ও ব্যায়ামবিদ্যার তাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। ফলতঃ এই দুইটি বিদ্যাই অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় আমাদিগের বিশেষ উপযোগী। অতএব আ

আমরা ব্যায়াম-বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ষাধিক কাল এতদ্দেশে ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ইহার এক জন প্রধান নেতা। তাঁহার প্রযত্নে দিন দিন বিবিধ প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। তিনি ইহার জন্য অনেক আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্থানে স্থানে ব্যায়াম-বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং যাহাতে দৈহিক উন্নতি সাধন হয়, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতেছেন। এস্থলে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অনুস্মরণ করি।

এক্ষণে ব্যায়ামশিক্ষা কাহাকে বলে এবং ইহার আবশ্যকতা কি, ইহা আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল কি না, এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যে বিদ্যা দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন হয়, যে বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যগণ ইহজীবনে সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারে, যাহার আলোচনায় মনুষ্যগণ দুর্ব্বিসহ পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া অমৃত স্বরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েন। যে বিদ্যা প্রভাবে এই মাতৃভূমির এক সময়ে জয়-পতাকা উড্ডীন ছিল, এবং যে বিদ্যা রাজপুত্রগণের প্রধান শিক্ষাঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। সেই বিদ্যার নাম ব্যায়াম বিদ্যা। ইহাতে শরীরের সৌষ্ঠব ও অন্তঃকরণের স্ফূর্ত্তি সম্বর্দ্ধন করে এবং সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে শরীর দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হয়। তদ্ব্যতীত নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, এবং কার্য্যতৎপরতা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার সদগুণের আবির্ভাব হয়। এক জন সুযোগ্য চিকিৎসক বলিয়াছেন যে ব্যায়াম শিক্ষার আলোচনায় শিরা সকল সতেজ হইয়া উঠে। দীর্ঘসূত্রতা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়; শরীরে বল সঞ্চার হইলে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং কার্য্য-নিপুণতা প্রগাঢ়রূপে বদ্ধমূ—ত্ত হয়। রোশো নামে আর এক জন ব্যক্তি বলিয়াছেন ছাত্রদিগকে মানসিক শিক্ষা প্রদান করিবার অগ্রে তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ শারীরিক উন্নতির উপর মানসিক উন্নতির উৎকর্ষাপকর্ষ অনেকাংশে নির্ভর করে। শরীর সুস্থ ও সবল হইলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হয়। এমন কি হফিস্ নামা এক বিচক্ষণ ব্যক্তি কহিয়াছেন, অতি মূঢ় ব্যক্তিও ব্যায়াম বিদ্যার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। অনেক রুগ্ন ব্যক্তি ব্যায়াম চর্চ্চার প্রভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

এরূপ কথিত আছে, জনৈক ব্যায়াম বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি ৪৭ হস্ত উচ্চ এক অট্টালিকার ছাদ হইতে অকস্মাৎ স্খলিতপদ হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যান, কিন্তু পতন কালে এরূপ ভাবে পতিত হইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার অঙ্গে বিশেষ কোন অনিষ্টোৎপাদন হয় নাই।

অপিচ, যখন আমরা সমুদ্রস্থিত অর্ণবপোতের দুর্ঘটনার বিষয় আলোচনা করি, তখন আমরা ব্যায়াম শিক্ষার কি এক অনির্ব্বচনীয় আবশ্যকতা সন্দর্শন করি! অনুধাবন করুন, সমুদ্র মধ্যে এক খানি অর্ণবযান অগ্নিসংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, অথবা কোন প্রকার আঘাতে ভগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে জলশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে যাঁহারা সন্তরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা নিকটস্থ জাহাজে উঠিয়া জীবন রক্ষা করিলেন; যাঁহারা রজ্জু অবলম্বন করিয়া গমনাগমনে সমর্থ, তাঁহারা রজ্জু সংযোগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অবশেষে দূরবর্ত্তী কোন পোত মধ্যে উঠিয়া পড়িলেন। যাঁহারা লম্ফপ্রদানে পটু, তাঁহারা লম্ফপ্রদান দ্বারা সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র যানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হায়! যাঁহারা ব্যায়াম বিদ্যার কোন অঙ্গই শিক্ষা করেন নাই। যাঁহারা না লম্ফপ্রদান, না সন্তরণ, না রজ্জু দ্বারা গমনাগমন কিছুই শিক্ষা করেন নাই। তাঁহাদিগের কি দুর্দ্দশা! কোন দিকেই আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় হইল না; নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া অনতিকাল মধ্যে সমুদ্র গর্ব্ভে নিমগ্ন হইতে হইল। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা ব্যায়ামশিক্ষা কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন শয্যায় শয়ন করিয়া নানা ভাবে আপন অঙ্গ সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে হামাগুড়ি, দণ্ডায়মান ও অবশেষে সর্ব্বদা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়; এক দণ্ড সুস্থির হইয়া বসিতে পারে না তখন এরূপ বোধ হয়, ঈশ্বর যেন মনুষ্যদিগের মঙ্গলের জন্য প্রথম হইতেই ব্যায়াম শিক্ষার আদেশ করিতেছেন। ব্যায়াম শিক্ষা যে আমাদের সর্ব্বোতোভাবে হিতকারী তাহা বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য। পুরাকালে ব্যায়াম শিক্ষা আমাদের দেশে এবং অপরাপর দেশে কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

পুরাবৃত্ত পাঠে ব্যায়াম বিদ্যা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কি ভারতবর্ষ, কি গ্রীস্, কি রোম, কি জারমাণি, কি গ্রেটব্রিটন, কি ফ্রান্স, এই সমস্ত প্রদেশে সেই সময়ে ব্যায়াম বিদ্যার বিশিষ্টরূপ আলোচনা ছিল। হিন্দু বংশের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে ইহাঁরা যে একসময়ে বল বীর্য্যে প্রধান ছিলেন এবং ব্যায়ামবিদ্যা অভ্যাস করিতেন তাহা এক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় কল্পিত বোধ হয়। যে কালে অস্ত্রশিক্ষা কুমারদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রধান অঙ্গ ছিল, বাহুবল ও যুদ্ধ নৈপুণ্য রাজা ও রাজকুমারদিগের শ্রেষ্ঠ গুণ মধ্যে গণ্য ছিল, এবং যে কালে ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরাও যুদ্ধশীল ছিলেন এবং তাঁহারা অপরাপর শাস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধশাস্ত্রেরও উপদেষ্টা ছিলেন, সে কি এক আশ্চর্য্য উদ্যমপূর্ণ বীরত্বের কাল ছিল! প্রাচীন হিন্দু জাতিরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে অস্ত্রশিক্ষা, বাণপ্রক্ষেপ, অশ্বারোহণ বা অশ্ব চালন প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়ামশিক্ষা অভ্যাস করিতেন। এইসকল শিক্ষার পরিক্ষার নিমিত্ত মহা সমারোহ হইত। এবং সকলে আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে পরীক্ষাস্থলী রঙ্গ-ভূমিতে আগমন করিতেন। এরূপ লিখিত আছে দ্রোণাচার্য্য কৌরবকুলেরপুত্রদিগকে ব্যায়াম-শিক্ষার কৃতকার্য্য দেখিয় ক্রূপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যা ও বিদুরের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! রাজকুমারের ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, আপনার য অনুমতি হয়, তবে তাঁহারা স্ব স্ব শিক্ষা পরীক্ষা প্রদান করেন। নৃপতি ইহা শ্রবণ করিয় অতি হৃষ্ট অন্তঃকরণে কহিলেন হে দ্বিজো ত্তম ভরদ্বাজ! এই কর্ম্ম অতি প্রসংশানীয় এক্ষণে ইহার নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন আব শ্যক, আমি তাহাই বিধান করিতেছি। আমা নিজের দর্শন সামর্থ্য নাই, এইক্ষণে এই অভি লাষ যে চক্ষু রত্ন বিভূষিত পুরুষেরা আমা পরাক্রান্ত পুত্রদিগের অস্ত্র বল দৃ করুন। হে ধর্ম্মবৎসল! এতাদৃশ প্রিয় ক আমাদিগের আর কিছুই নহে। বিদূ তদন্তর ভুপতিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ দ্রোণাচা কুমারদিগের অস্ত্র পরীক্ষা নিমিত্ত যাহাতে বৃক্ষ নাই, গুল্ম নাই এবম্প্রকার জল প্রস্র বণশালী এক খণ্ড ভূমি পরিমাণ করিলেন নিয়োজিত শিল্পকারদিগের দ্বারা রঙ্গভূ প্রান্তে রাজা ও রাজমহিষীদিগের জন্য স অস্ত্রে পরিপূরিত, স্বর্ণ মণি বিভূষিত, মুক্তা জাল পরিলম্বিত, সুবিপুল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দি প্রেক্ষাগার সুরচিত হইল। নগরস্থ লো দিগের নিমিত্তে বিস্তীর্ণ উচ্চ মঞ্চ সক নির্ম্মিত হইল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল উপ স্থিত হইলে ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যকে অগ্রস করিয়া রাজা মন্ত্রিগণ সঙ্গে প্রেক্ষাগা

আগমন করিলেন, এবং ভাগ্যবতী গান্ধারী, পাণ্ডব জননী কুন্তী ও রাজ পরিবারস্থ অন্য অন্য মহিলাগণ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক পরিচারিকাগণ সঙ্গে মঞ্চোপরি সমারোহণ করিলেন। নগর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চাতুর্ব্বর্ণ্য জন সমস্ত কুমারদিগের অস্ত্র পরীক্ষা দর্শনাভিলাষে ক্ষণকাল মধ্যে রঙ্গভূমিতে একত্র সমাগত হইলেন। বাদকদিগের বাদ্যদ্বারা ও জন সমূহের কৌতুহল ধ্বনি দ্বারা রঙ্গ সমাজ তরঙ্গোত্থিত মহা সমুদ্র তুল্য আন্দোলায়মান হইল। তখন এদিকে রাজভৃত্যেরা কুমারদিগের অস্ত্র ও ছত্রাদি উপকরণ লইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। অনন্তর অঙ্গুলিত্রাণ, কক্ষা রজ্জু, এবং তূণ ধনু গ্রহণ করত মহারথ কুমার সকল জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ক্রমে সুচারু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলেন, ও মহাশ্চার্য্য অস্ত্র ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভীষণ বাদ্য বিস্তার, লোক সকল বিস্মিত হইয়া দৃষ্টি করিতেছে, অনেকে শরক্ষেপ ভয়ে মস্তক নত করিতেছে। দ্রুত ঘূর্ণায়মান অশ্বারূঢ় যোদ্ধাগণ বিবিধ নামাঙ্কিত বাণ প্রক্ষেপে বিনা আয়াসে দূরবর্ত্তী লক্ষ্য সকল ভেদ করিতেছে। কখন সেই মহাবল বীরগণ রথ, গজ, ও অশ্ব পৃষ্ঠোপরি আরূঢ় হইয়া ধনুঃশর প্রয়োগে মহা বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, কদাপি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে, খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর অস্ত্র প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া রঙ্গময় বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগের মনের স্থৈর্য্য, দৃঢ় মুষ্টি, অস্ত্রের নিপুণ প্রয়োগ, শরীরের শোভা, গমনের প্রখর বেগ এবং, সুলাঘব অঙ্গ চর্য্যা লোক সকল মগ্ন হইয়া দেখিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীম এবং দুর্য্যোধন প্রত্যেকে ঋক্ষবদ্ধ করিয়া গদা হস্তে একশৃঙ্গ পর্ব্বতোপমান দণ্ডায়মান হইলেন, এবং হস্তিনী নিমিত্ত মদ মত্ত হস্তীদ্বয়ের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক বাম দক্ষিণে চক্রাকারে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। এই তুমুল সংগ্রাম কালে ভীম বা দুর্য্যোধনের প্রতি লক্ষপাত প্রযুক্ত রঙ্গস্থ সমস্ত লোক দুই দলে বিভক্ত হইল, এবং সহসা হা ভীম হা দুর্য্যোধন এই প্রকার বিপুল ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তখন রঙ্গ ভূমিকে তরঙ্গোল্লক্ষিত মহার্ণব তুল্য আন্দোলায়মান দেখিয়া সুবিজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় প্রিয় পুত্রকে কহিলেন অশ্বত্থামা মহাবীর্য্য ভীম দুর্য্যোধনকে নিবারণ কর, যাহাতে তাহাদিগের রঙ্গ প্রকোপ না হয়।

তখন দ্রোণাচার্য্য রঙ্গক্ষেত্র মধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং মহা মেঘ গর্জ্জন সম বাদ্যধ্বনি নিবারণ করিয়া কহিলেন "আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্ব অস্ত্র-বিশারদ ইন্দ্রানুজ সম অর্জ্জুন! এখন আগমন কর।" আচার্য্যের বচন শুনিয়া অর্জ্জুন গোধা, অঙ্গুলিত্রাণ, এবং কাঞ্চন কবচ পরিধান পূর্ব্বক শর পূর্ণ তূণ ও ধনুক সঙ্গে লইয়া রঙ্গমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনে রঙ্গস্থ সমস্ত দর্শকগণ বিস্ময়াপন্ন হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে এবম্প্রকার প্রতিধ্বনির প্রেরিত হইল, যে এই মধ্যম পাণ্ডব শ্রীমান কুন্তীসুত ইন্দ্রের পুত্র; ইনি কুরুবংশের রক্ষাকর্ত্তা, ইনিই সর্ব্বোত্তম অস্ত্রপণ্ডিত।

অর্জ্জুন হর্ষান্বিত রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র অস্ত্র বল প্রকাশ করিলেন। অগ্নিঅস্ত্র, বরুণ অস্ত্র, পার্ব্বতঅস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিলেন। তিনি ক্ষণে দীর্ঘাকার, ক্ষণে হ্রস্ব, ক্ষণে রথ মুখস্থিত, ক্ষণে রথ মধ্য স্থানে দণ্ডায়মান, ক্ষণ মধ্যে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতেছেন। বিবিধ শর দ্বারা অতি কোমল, কঠিন, সূক্ষ্ম লক্ষ্যকে তীক্ষ্ণরূপে ভেদ করিলেন। ভ্রমণশীল লৌহ বরাহের মুখ দ্বারে এককালে পৃথক পঞ্চবাণ ক্ষেপণ করিলেন। রজ্জু দ্বারা অবলম্বিত বিষাণ কোষের ছিদ্র মধ্যে একবিংশতি শর বদ্ধ করিলেন। এবম্প্রকার ধনু দ্বারা, খড়্গ দ্বারা, ও বিবিধ মণ্ডলশীল গদাচর্য্যা দ্বারা মহাবীর্য্য অস্ত্র কুশল অর্জ্জুন অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন।



দ্বাতীত ব্যায়াম বিদ্যার আর এক অঙ্গ মল্লযুদ্ধ তাহাও আমাদের দেশে বিশিষ্টরূপ প্রচলিত ছিল; এবং গ্রীক্‌দিগের অলিম্পিয়া নামক পর্ব্বোপলক্ষে যেরূপ মল্লযুদ্ধ সংঘটিত হইত, ইহা পাঠে তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন রাজসূয় যজ্ঞে ও দেবোৎসব উপলক্ষে দেশদেশান্তর হইতে মল্ল সকল সমাগত হইত, যুদ্ধই তাহার প্রধান অঙ্গ। বিরাট পর্ব্বে দেখ, মৎস্যরাজ্যে ব্রহ্মোৎসব নামে এক মহোৎসব হইত। সেই উৎসব ক্ষেত্রে ব্রহ্মসমাজ (ব্রহ্মার সমাজ) নামে পরমোজ্জ্বল শোভাতে দীপ্তিবান এবং বীর্য্যোৎসাহ ও উদ্যম-পূর্ণ এক মহা সমাজ হইত; রাজা রাজমিত্র ও দেশস্থ লোকের অসাধারণ সমারোহ হইত, এবং সেখানে বিক্রমশীল বলোন্মত্ত রণোৎসাহী মল্ল সকল নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়া পরস্পর সঙ্কট যুদ্ধে বল পরিচয় প্রদান করিত। রাজা যোদ্ধাগণকে বহু সম্মান করিতেন, এবং বিজয়শীল যোদ্ধাকে পরম হর্ষে বিশিষ্ট পুরস্কার প্রদান করিতেন।

অপর, আমাদের মাতৃভূমি এই বঙ্গদেশ কখন ব্যায়ামচর্চ্চা পরিশূন্য নহেন। অতি সামান্য ব্যক্তি হইতে অতি উচ্চপদবীর লোক পর্য্যন্ত ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা প্রতাপাদিত্য, বসন্তরায় এবং তাঁহার সন্তান গোবিন্দরায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে এরূপ অবগত হওয়া যায় যে তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্য রক্ষার্থে শরশিক্ষা, শস্ত্রচালন, গজ বা অশ্বারোহণ প্রভৃতি কএকটি ব্যায়াম বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। এরূপ কথিত আছে "রাজা প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের শীরশ্ছেদন করায় তৎপুত্র গোবিন্দরায় আপন ধনুকে গুণ দিয়া এক তীর রাজা প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করেন, ঐ তীর তাঁহার শরীরে না লাগিয়া কেবল পাকড়িটা উড়াইয়া লইয়া যায়, এবং ভৎ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় তীর তাঁহার কুণ্ডলে লাগিল, ইত্যবকাশে রাজা প্রতাপাদিত্য আসিয়া গোবিন্দ রায়ের মস্তক ছেদন করিলেন।"

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সামান্য লোক অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্তে কৌতুহলজনক কএকটি ব্যায়ামশিক্ষা অভ্যাস করিত। তাহা অদ্যাবধি আমাদের নিকট জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, বাঁশবাজী তাহার এক প্রমাণ স্থল। ইহা দৃষ্টে এরূপ বোধ হয় যে দৈহিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার কখন সৃষ্টি হয় নাই। কারণ ইহাতে যে সকল ব্যায়াম ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে কতকগুলি শরীর অপকারক। অপরন্তু ডাকাইতদের ব্যায়াম ক্রীড়া আর একটি উপমা স্থল। তদৃষ্টে এরূপ উপলব্ধি হয় যে তাহাদের সে সকল ব্যায়াম চর্চ্চা শুদ্ধ চৌর্য্যবৃত্তি সাধনের এক মাত্র লক্ষ্য। অতএব এই সমস্ত আলোচনায় এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ব্যায়ামশিক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে কখন মানসিক ও শারীরিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রচার হয় নাই। কেহ লোকের মনোরঞ্জনার্থে, কেহ চৌর্য্য কার্য্য সাধনের জন্য, কেহ কেহ আপন আপন রাজত্বকে স্বাধীন রাখিবার কারণ ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেন। যদিও কেহ কেহ শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের জন্য আখড়া বাঁধিয়া কুস্তি-শিক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। যাহাহউক যে নিয়মে ব্যায়াম শিক্ষা করিলে শরীর ও মনের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয় এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা যে কতদূর উপকারজনক তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা সুদূরপরাহত।

এক্ষণে আর আর দেশে ব্যায়াম শিক্ষা কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইল।

গ্রীকেরা শারীরিক উন্নতি অপেক্ষা মানসিক উন্নতিকে প্রধান উন্নতি বলিয়া গণ্য করিতেন। তথায় অনেকগুলি ব্যায়ামবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতি সাধনার্থে নানা প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা প্রদা-

করা হইত। ব্যায়াম শিক্ষকতা কার্য্যটি ইহাঁদিগের মধ্যে মান ও সম্ভ্রমের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিদ্যালয়ে সহজ সহজ ব্যায়াম ক্রীড়া সকল অভ্যাসিত হইত। যথা, মল্লযুদ্ধ, ধাবন, লম্ফপ্রদান, চক্র এবং বড়শা প্রক্ষেপ। ইদানিন্তন বড়শা প্রক্ষেপের পরিবর্ত্তে মুষ্টিযুদ্ধ, এবং মল্লযুদ্ধ ও তৎসম্বলিত মুষ্টিযুদ্ধ একত্রে প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সর্ব্বসমীপে আদরণীয় না হওয়াতে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত তাহাদের মধ্যে আর কএকটি ব্যায়াম বিদ্যার অনুশীলন হয়, যথা, জলক্রীড়া, অশ্বারোহণ, ও অশ্বচালন, বাণশিক্ষা, নৃত্য ইত্যাদি। কোন কোন সাধারণ পর্ব্বোপলক্ষে এক একটি মল্লযুদ্ধের পরীক্ষা হইত। এইরূপ কথিত আছে অলিম্পিয়া নামক পর্ব্বোপলক্ষে মহা সমারোহ হইত।

রোমকেরা গ্রীক্‌দিগের ন্যায় কখনই ব্যায়াম-বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ব্যায়াম-বিদ্যাকে একটি বিদ্যার মধ্যেই ধর্ত্তব্য করিতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনার্থে সন্তরণ, অস্ত্রচালন, লম্ফ এবং ধাবন এই কয়েকটি বিষয় সৈন্যদিগের মধ্যে অনুশীলন মাত্র ছিল; সুতরাং তাহারা এতদ্বিষয়ে অতিশয় অনভিজ্ঞ ও অপরিপক্ক ছিলেন, তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীক্‌দিগের ন্যায় তাঁহাদিগের কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে তাহা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপারে পরিণত হইত। প্রেক্ষাগার সমূহের মধ্যবর্ত্তী বলিচক্রে বাহুযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত। মল্লদিগের মধ্যে কেহ গুরুতররূপে আহত হইলে তাহাকে সাহায্য প্রদান করা হইত না। সুতরাং সেই দুর্ভাগার প্রতিযোগী আসিয়া তাহাকে নিহত করিত। আহা! তাহার শরীর নির্গত শোণিত ধারায় পরীক্ষাস্থলী রংগভূমি একেবারে প্লাবিত হইয়া যাইত।

জার্ম্মনেরাও কখন শরীর সাধনী ব্যায়াম বিদ্যার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা প্রস্তরোত্তলন, লম্ফ, বড়শা-প্রক্ষেপ, ধাবন এবং মল্লক্রীড়া অভ্যাস করিতেন, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল বিষয়ের পরীক্ষা হইত। এরূপ বর্ণিত আছে টিউটনস্ দিগের রাজা টিউটোবক্ ঘোটক চতুষ্টয় অথবা ষষ্ঠসংখ্যক পর্য্যায়ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লম্ফপ্রদান করিতেন। টাইটস জার্ম্মেনযুবকদিগের অস্ত্র-নৃত্যের বিষয় অতিশয় প্রসংশা করিয়া গিয়াছেন। ইয়োরোপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত সময়ে যখন জার্ম্মানিদেশে ব্যায়ামচর্চ্চার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়, যখন আপামর সাধারণ ব্যক্তিসমূহ ব্যায়াম শিক্ষায় আসক্ত হয়েন, তখন নানা লোকে নানা প্রকার ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ধর্ম্মযাজকেরা এতদ্বিষয়ে অতিশয় বিরোধী ছিলেন। এবং তাঁহারা বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া তত্রস্থ সমুদয় পাঠশালা একেবারে ব্যায়াম চর্চ্চা পরিবর্জ্জিত ছিল। অবশেষে লুথার এবং জিংগ্লি নামক দুই জন দেশসংস্কর্ত্তা এইরূপ প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং যাহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে শরীর সাধিনী বিদ্যার বিহিত বিধানে চর্চ্চা আরব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত মনে যত্ন করিতে লাগিলেন। নানা বিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা নানা প্রকার পুস্তক সকল প্রকটিত হইয়া প্রচারিত হইল। পরিশেষে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে বি বেস্‌ডো নামা এক ব্যক্তি ব্যায়ামশিক্ষাকে কার্য্যতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি ইহার জন্য ডিসো নামক স্থানে ফিলন্‌টোপিনম্ নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তথায় সুচারু প্রণালী অনুসারে শরীর সাধনী ব্যায়াম বিদ্যার অনুশীলন হইত।

ক্রমশঃ

---

# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ ] কার্ত্তিক, ১২৭৫ সাল। [ ৭ সংখ্যা

## ধর্ম্মাচার্য্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এই সময়ে উইল্‌মটের পিতা উপনীত হইয়া স্বীয় তনয়ার আসন্ন বিপদুদ্ধারের কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, উইল্‌মটের বিষয় বিভব বিচারানুসারে থরন্‌হিলেরই প্রাপ্তব্য হইতেছে, ও তাহা পুনঃ প্রাপ্তির আর উপায়ান্তর নাই, তখন তাঁহার মনস্তাপের পরিসীমা রহিলনা। তিনি নীরব হইয়া বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উইলেম্ থরন্‌হিল তাঁহাকে এইরূপ ম্রিয়মাণ ও চিন্তাকুল দেখিয়া প্রবোধিয়া কহিলেন, "মহাশয়, এখন আর ভাবিলে কি হইবেক? আপনার বিজাতীয় লোভই এই সর্ব্বনাশের মূল। আপনি থরন্‌হিলকে ভাগ্যবান্ দেখিয়া বিপুল ধনলাভের প্রত্যাশায় তাহাকে কন্যাদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, এখন সেই লোভের উচিত প্রতিফল পাইলেন। সে যাহাহউক, যদিও আপনার কন্যা বিষয় বিভবে বঞ্চিতা হইয়াছেন, তিনি এই যুবকেরপরিণীতা হইলে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন সন্দেহ নাই। দেখুন, এই যুববর অর্থাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও ইহাঁকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; আপনার কন্যাও ইহাঁর প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা হইয়াছেন; অতএব আমার মতে ইহাঁকেই কন্যাদান করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।" উইল্‌মটের পিতা কহিলেন, "মহানুভব, যদি ইহাঁদের পরস্পরের এরূপ অকৃত্রিম প্রণয় জন্মিয়া থাকে, আমি তাহাতে প্রতিবন্ধক হইলে অতি গর্হিত কর্ম্ম করা হয়। এক্ষণে প্রার্থনা এই, যদি কখন আমার এই প্রাচীন বন্ধুবর প্রিমরোজ মহোদয় পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন, স্বীকার করুন, তৎকালে আমার কন্যাকে ষষ্টিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন। ইনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলেই আর কোন আপত্তি থাকে না; আমিও পরমানন্দে অদ্য রাত্রেই যুবক যুবতীর বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিয়া দেই।"

আমি তৎক্ষণাৎ ঐবিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলে যুবক যুবতীর পরিণয়োৎসব সুসম্পন্ন

হইল। জর্জ্জ আনন্দ বিস্ফারিত নেত্রে কহিয়া উঠিলেন, "অহো! আমি প্রিয়সীর পাণি গ্রহণ করিয়া অদ্য কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখই অনুভব করিতেছি! দুঃখাবসানে সুখের স্বাদ যে এত মধুর জানিতাম না!" তাঁহার সহধর্ম্মিণী কহিলেন, "অয়ি নাথ, তুমি বিষয় বিভব না পাইয়াও এতদূর সুখী হইয়াছ, ইহা সামান্য স্বার্থ শূন্যতা ও সরলতার কার্য্য নহে; তোমার এই সন্তোষে আমিও পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। এখন্ দুরাত্মা ধনসম্পত্তি লইয়া সচ্ছন্দে ভোগ করুক, তাহাতে আমার কিছুই ক্ষোভ নাই। আমি সৌভাগ্য বশতঃ যেরূপ সৎপাত্রে ন্যস্তা হইয়াছি, দীনাবস্থায়ও আমার সুখের অভাব হইবেক না।" ইহা শুনিয়া থরন্‌হিল কহিলেন, "সুন্দরি, তুমি যে বিভব অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অক্ষুব্ধ চিত্তে ছাড়িয়া দিতেছ, আমি সেই বিপুল বিত্ত হস্তগত করিয়া অশেষ প্রকারে উপকৃত ও সুখী হইব সন্দেহ নাই"——জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, "মহাশয়, ক্ষান্ত হউন, আর বৃথা বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই; আপনি উইলমটের ধন সম্পত্তির আশা করিতেছেন কি, বিচার ও যুক্তিমতে তাহার এক ক্রান্তিও পাইতে পারেন না।" অনন্তর উইলেম থরন্‌হিল্‌কে কহিলেন, "আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি থরন্‌হিল অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে কিরূপে উইল্‌মটের বিষয় বিভবের অধিকারী হইতে পারেন?" উইলেম প্রত্যুক্তি করিলেন, "কখনই পারেন না।" জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, "মহানুভব, থরন্‌হিলের সহিত আমার বহুকালের প্রণয়; ও বহুকাল ইহাঁর আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। তথাপি, যদি সত্য কথা কহিলেও ইহাঁর প্রতিকূলব[...] ইতে হয়, আমার মতে তাহা নিতান্ত[...] বিরুদ্ধ হইতেছে না। এই মহাশয় [...] সাধনী সাক্ষাতে একদা দারপরিগ্রহ করি[...]শ করি- সুতরাং উইল্‌মটের সহিত ইহাঁর [...]নক্ষ, বড়- সম্বন্ধোপলক্ষে যে খত লিখিত হয়, জ্যাস মিথ্যা খত মাত্র।" ইহা শুনিয়া থরন্‌হি[ল] সক্রোধে কহিলেন, "ওরে দুরাচার, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা কহিস্! আমি কি কখন কোন স্ত্রীর যথাবিধানে পাণিগ্রহণ করিয়াছি যে, সে আমার যথার্থ পরিণীতা হইবে?" জেঙ্কিন্‌সন্ প্রত্যুক্তি করিলেন, "হাঁ মহাশয়, আপনার বিবাহ সংস্কার একদা যথা বিধানেই সম্পন্ন হয়; ভাল, আমি যদি এই মুহূর্ত্তে তোমার সেই পরিণীতা রমণীকে আনিয়া দিতে পারি, আমাকে কি পারিতোষিক প্রদান কর?" তিনি ইহা কহিয়া দ্রুতবেগে গৃহ-বহির্গত হইলেন।

আমরা জেঙ্কিন্‌সনের মনোগত ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। উইলেম থরন্‌হিল কহিলেন, বোধ হয়, সে রহস্য করিতেছে। আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, মহাশয় হয়ত ইহার কোন নিগূঢ় অর্থ থাকিবেক; থরন্‌হিল যেরূপ ছলকৌশলে সদ্বংশজাত অবলাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহাকেও সেইরূপ ছলকৌশলে প্রতারিত করিতেপারে, এমন লোকও আছে। দেখুন্, সে কত স্ত্রীরই ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে; কত মহিলাকেই জন্মদুঃখিনী ও অনাথিনী করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; কত নির্ম্মল কুল কলুষিত করিয়াছে; ও কত জনক জননীকে শোকসন্তপ্তা করিয়াছে; হয়ত তাহাদের মধ্যে কোনজন ঐ



——একি চমৎকার ব্যাপার! [...]য় আমার মৃত কন্যাকে পুনর্জ্জীবিতা [...]ছ; এ কি দিবাস্বপ্ন? অয়ি প্রাণা[...]ক[...]রিয় অলিবিয়ে, তুমি কি এখনো আ[...]চ[...]ক্ষিনানন্দ প্রদান করিতে ও চিত্ত[...]তি জন্মাইতে জীবিতা আছ? ভাবিয়াছিলাম, আমার ইহজন্মের সুখ তোমার সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, জীবনের অবশিষ্ট কাল কেবল তোমার শোক সন্তাপে পরিতপ্ত হইতে হইবেক। অয়ি নন্দিনি, তুমি যে আমার চরম দশায় সন্তোষদায়িনী হইতে জীবিতা আছ, স্বপ্নেও জানি নাই। মা, আমার ক্রোড়ে আসিয়া তাপিত হৃদয় শীতল কর। ইহা কহিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইলাম। তখন জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, "মহাশয়, আপনার এই জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি সাধ্বী, সচ্চরিত্রা, ও সরল স্বভাবা; ইনি আপনার চরমদশায় সুখদা হইবেন সন্দেহ নাই——মহাশয়, থরন্‌হিল, ইনিই আপনার পরিণীতা রমণী; যদি বিশ্বাস না করেন, এই অনুজ্ঞা পত্র দর্শন করুন। এই অকৃত্রিম বিধি পত্রই আপনার যথার্থ পরিণয়ের প্রমাণ।" ইহা কহিয়া তিনি ঐ অনুজ্ঞা পত্র উইলেম মহোদয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। ঐ মহানুভব সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, উহার কোন অংশই কৃত্রিম নহে। তখন জেঙ্কিন্‌সন্ আমাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে মহাশয়গণ, আপনারা এবিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন দেখিতেছি, ফলতঃ ইহাতে আমার তাদৃশ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল কিছুই নাই। আমি অতি সহজেই এই বিস্ময়কর ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি বহুকাল থরন্‌হিলের অনুগত ছিলাম, ও তাঁহার সহিত আমার বিশেষ প্রণয় ছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনেক কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকিতাম। একদা তিনি এই সুশীলা ও সরলহৃদয়া অলিবিয়াকে হরণ করিয়া আনিয়া ইহাঁকে প্রতারিত করণাভিপ্রায়ে আমাকে ভণ্ড পুরোহিত ও কৃত্রিম বিধিপত্র আনিয়া দিতে অনুজ্ঞা করেন। আমি তাহা না করিয়া অকপট পুরোহিত ও অকৃত্রিম বিধিপত্র আনিয়া তাঁহার বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করাই। কিন্তু আপনারা এমন্ মনে করিবেন না, যে আমি সদাশয়তা ও সুজনতা প্রযুক্ত তৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; কেব[ল] আমার টাকার আবশ্যকতা হইলে থরন্‌হিল এই অকৃত্রিম বিধিপত্র দর্শনে ত্রস্ত হইয়[া] তৎক্ষণাৎ টাকা দিবেন, ও চিরকাল আমা[র] বশীভূত হইয়া থাকিবেন, এই অভিপ্রায়ে[ই] আমার এতৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা মাত্র।" এই কৌতুকাবহ কথা শুনিয়া আমরা গম্ভী[র] শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলাম; হাস্যের শব্দে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সাধার[ণ] কারাগারস্থ বন্দিগণ আমাদের হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইয়া আনন্দোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেলাগিল। তাহাদের বেড়ীর ঝনৎকা[র] শব্দে সমস্ত কারাগৃহ শব্দায়িত হইয়া উঠিল।

অধুনা আমাদের সুখের পরিসী[মা] রহিল না। অলিবিয়ার এইরূপ কলঙ্কভঞ্জ[ন] ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়াতে তাঁহার মনে সুখ সচ্ছন্দতা ও শারীরিক স্বাস্থ্য পুনঃ জীব হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি যত সুখা[নু]ভব করুন, বোধ করি আমার মত কেহ আনন্দিত হয়েন নাই। আমি প্রাণাধি[কা] অলিবিয়াকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জেঙ্কি[ন্‌সনকে]

সন্‌কে কহিলাম, " তুমি আমার এই প্রিয়তমার অলীক মৃত্যুসংবাদ দিয়া আমাকে কি জন্য শোক সন্তপ্ত ও উদাস করিয়াছিলে ? " জেঙ্কিন্‌সন্ কহিলেন, " মহাশয়, আমি তৎকালে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলাম, আপনি থরন্‌হিলের আনুগত্য স্বীকার ও অন্য রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ বিষয়ে অনুমোদন না করিলে কোন মতেই কারামুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবিতা থাকিতে ঐ বিষয়ে কখনই সম্মত হইবেন না, আপনি এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অগত্যা অলিবিয়ার অলীক্ মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম।

এই সমস্ত দর্শন করিয়া থরন্‌হিল সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; তখন তাঁহার গর্ব্বিত ভাব অন্তর্হিত এ শান্তভাবের আবির্ভাব হইল। তখন আর কোন মতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই জানিয়া স্বীয় পিতৃব্যের চরণ ধরিয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। উইলেম থরন্‌হিল তাঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, কিন্তু আমার অনুরোধে তাহা না করিয়া তাহাকে ভৎসিয়া কহিলেন "ওরে নরাধম কৃতঘ্ন, দুরাচার ! তুই যেরূপ পাপকর্ম্ম করিয়াছিস্, তোকে ক্ষমা করিব কি, তোর মুখ দর্শন করিতে ঘৃণা হইতেছে। তোর ব্যবহার মনে করিলে ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিত থাকে; তখন আর ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া স্নেহবাক্য কহিতে ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ তুই কুলের কণ্টক ও সাধু সমাজের জঞ্জাল স্বরূপ। সে যাহাহউক, তোকে নিতান্ত অনাথ করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিব [illegible]; অন্ন বস্ত্রাদি দিয়া অবশ্যই প্রতিপালন [illegible] হইবেক; কিন্তু এমন্ মনে করি[illegible] দিন পুনর্ব্বার ব্যসনাসক্ত ও ইন্দ্রিয়-পর[illegible] তাহার আমার ধন নষ্ট করিতে পাইবি। [illegible] বল- পরিণীতা রমণীকে বিষয়বিভবের তৃ[illegible] ক- সমর্পণ করিব, ভবিষ্যত বিষয়ান্তরে টাকা[illegible] প্রয়োজন হইলে তোকে ইহঁার আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিতে হইবেক। অপিচ, এই- অবধি তোকে মিতব্যয়ী ও মিতাচারী হইয়া চলিতে হইবেক; গৃহে এক জনের অধিক ভৃত্য রাখিতে দিব না।" তিনি ইহা কহিয়া থরন্‌হিলকে বিদায় করিলেন।

থরন্‌হিল প্রস্থান করিলে পর উইলেম থরন্‌হিল অলিবিয়াকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "বৎসে, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিয়াছেন; এক্ষণে পরম সুখে কালযাপন কর।" আমার প্রণয়িনীও শত শত মুখ চুম্বন ও সাদর সম্ভাষণ দ্বারা দুহিতার প্রীতি জন্মাইতে লাগিলেন; এবং উইল্‌মট, সোফিয়া, মোজেস্ ও জেঙ্কিন্‌সন প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। উইলেম্ মহোদয় দেখিলেন, গৃহস্থিত আর আর সকলেই অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল সোফিয়ার বদনে তাদৃশ আনন্দ বিকাশ পাইতেছে না। তিনি ইহা দেখিয়া আমাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "মহাশয়, এখনো আর একটি কর্ম্ম বক্রী আছে, যদি সকলেই পরিণীতা হইলেন, সোফিয়াকেও এই সঙ্গে পাত্রস্থা করা উচিত। আমার মতে জেঙ্কিন্‌সন্ ইহঁার উপযুক্ত পাত্র; যে হেতুক, তিনি কায়পরিশ্রমে আমাদের [illegible] [illegible]ত কার করিয়াছেন। অপর, আমি স্বয়ং [illegible]কে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া [illegible] হইলে [illegible] সংস্থান করিয়া দিতেছি, [illegible]রি, তদ্দ্বারা সোফিয়ার নির্ব্বিঘ্নে ভরণ- [illegible] চলিতে পারিবেক। কেবল সোফিয়ে, [illegible]তে তোমার মত আছে কি না ?" কন্যা প্রত্যুত্তর করিলেন, "না মহাশয়, আমার এমন্ বিবাহে প্রয়োজন নাই।" উইলেম্ কহিলেন, "বালে, তুমি কি জন্য এবিষয়ে অসম্মতা হইতেছ বলিতে পারি না; দেখ, জেঙ্কিন্‌সন রূপবান যুবপুরুষ; এবং তোমার উপকারও করিয়াছেন, সম্প্রতি তোমাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন, ও ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিশালীও হইতে পারেন; এমন্ পাত্রকে বরণ করিতে ক্ষতি কি?" কন্যা প্রত্যুত্তর দিলেন, ' মহাশয়, এবিষয়ে আমাকে বৃথা কেম অনুরোধ করিতেছেন ? আমার এমন্ বিবাহে প্রয়োজন নাই।" উইলেম্ থরন্‌হিল প্রত্যুক্তি করিলেন, "সোফিয়ে, তুমি অতি নির্ব্বোধ; যে হেতুক, যিনি তোমাদের অশেষ উপকার করিয়াছেন, তোমার ভগিনীর ধর্ম্মরক্ষা ও কুলের কলঙ্ক দূর করিয়াছেন; যিনি তোমাকে আপাততঃ পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো কত প্রকারে সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবেন, এমন সম্ভাবনা আছে; তুমি সেই জেঙ্কিন্‌সন্‌কে এরূপ হেয়জ্ঞান করিতেছ, ইহা অতি কৃতঘ্ন ও নির্ব্বোধের কার্য্য।" সোফিয়া সরোষে কহিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে বারম্বার এরূপ বিরক্ত করিবেন না; আমি প্রাণত্যাগ করি সেও শ্রেয়স্কর, তথাপি এমন্ পাত্রকে কখনই পাণিদান করিব না।" তখন উইলেম্ মহোদয় কহিলেন, "প্রিয়তমে, যদি জেঙ্কিন্‌সনের গৃহিণী হইতে একান্ত না চাও, আইস আমি স্বয়ং তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি।" তিনি ইহা কহিয়া সোফিয়াকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, "প্রিয়ে, অদ্য আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ হইল; আমার নিতান্ত বাসনা ছিল, যে, যে রমণী ধনের উপেক্ষা করিয়া কেবল পুরুষের গুণ জানিতে পারিয়া তাহার বশম্বদা হয়, এমন্ স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিব। আমি এই অভিপ্রায়ে বহুকাল ছদ্মবেশে অনেক মহিলাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; তাহারা আমাকে নির্দ্ধন ভাবিয়া ও আমার গুণগ্রহণে অসমর্থা হইয়া মৎপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। কেবল তোমাকেই ইচ্ছার অনুরূপ পাত্রী পাইয়াছি; হে বামলোচনে, আমার কি শুভাদৃষ্ট।" অনন্তর জেঙ্কিন্‌সন্‌কে কহিলেন, "এই বরবর্ণিনী আমরাই সহধর্ম্মিণী হইলেন; আমি তোমাকে এই স্ত্রীরত্ন দিয়া পরিতুষ্ট করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু তোমাকে যে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্যই দিব। তুমি কল্য আমার গমস্তার নিকট ঐ টাকা পাইবে।"

এই সময়ে উইলেম থরন্‌হিলের কোন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "মহাশয়দিগকে পান্থমন্দিরে লইয়া যাওনার্থে যানাদি প্রস্তুত হইয়াছে।" আমরা সোৎসুক চিত্তে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। মহানুভব উইলেম্ থরন্‌হিল যাইবার সময় বন্দিদিগকে চারি শত মুদ্রা বিতরণ করিলেন; উইল্‌মটের পিতা ও তাঁহার দৃষ্টান্তের

অনুস্মরণ করিয়া ভাহাদিগকে তুই শত মুদ্রা প্রদান করিলেন। পরন্তু, আমরা পরমানন্দে কারাগার পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। পথে গ্রামিকেরা আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; তন্মধ্যে আমার তুই তিন জন প্রতিবাসীও উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা আনন্দ কোলাহল করিয়া আমাদের সহিত পান্থশালায় গমন করিলেন। তথায় মহাসমারোহে ভোজনাদি সম্পন্ন করা গেল। রজনী ঘোরা হইয়া উঠিলে আমি সকলের অনুমতি লইয়া নিভৃত গৃহে গমন করিলাম; তথায় কৃতজ্ঞ চিত্তে জগৎকর্ত্তার ধন্যবাদ করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রাগত হইলাম।

---

# গ্রীসদেশের ইতিহাস।

---

## থেমিষ্টক্লিসের ইতিহাস।

---

লোকে অনায়াসেই ইহা বিবেচনা করিতে পারেন, থেমিস্টোক্লিস স্বদেশের মহৎ উপকার সাধন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে লোকে যখন কোন রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় তনং তাহারা চঞ্চল এবং সহজেই প্রবঞ্চক হইয়া উঠে। হয়ত এমনও হয় যে পরিশেষে যারপর নাই কৃতঘ্নও হইয়া উঠে। আথীনীয়েরা স্বভাবতই গর্ব্বিত। থেমিস্টোক্লিস সর্ব্বদাই আপনার অবদান গুলি আথীনীয়দিগের স্মরণ করাইয়া দিতে ভালবাসিতেন। এজন্য তাঁহার শরিবুদী [illegible] হাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত তঁাঁর [illegible] অভিযোগ করিতে আরম্ভ [illegible] করি [illegible] দিন [illegible] এইরূপ করিতে করিতে লোকেরাও স[illegible] প্রতি বিলক্ষণ চটিয়া উঠিল। এবং [illegible] বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে আথেন্স হইতে বহিষ্কৃ[illegible] করিয়া দিল। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া আ[illegible]র্গসে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন পরেই তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পারস্যে গমন করিয়া তথাকার রাজার আশ্রয় লইলেন। অতঃপর যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

পসেনিয়স স্পার্টার জয়লাভের পর অতিশয় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং গ্রীক রণতরীর সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া ইউরোপ ও আসিয়ার উপকূলবর্ত্তী সমস্ত গ্রীক অধিকার হইতে পারসীকদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই উচ্চপদলাভ পসেনিয়াসের বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় কলুষিত করিয়া দিল। তিনি গুপ্তভাবে জারেক্সিসের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, যে যদি তিনি স্বীয় কন্যার পাণি গ্রহণে অনুমতি করেন তাহা হইলে তিনি জারেক্সিসকে সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত পারসিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। এবং প্রচণ্ডতা পরবশ হইয়া আথেনীয় এবং অন্যান্য সৈন্যদিগের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাহারা পসীনিয়সকে পরিত্যাগ করিয়া আথীনিয় পদাতিসৈন্যের অধিনায়ক আরিস্টাইডিস এবং সিমনকে আশ্রয় [illegible] শেষে পসেনিয়সের এই সকল [illegible] ক্রমে স্পার্টার শাসনকর্ত্তার [illegible] হইলে তিনি পাসিয়াসকে স্পার্টা[illegible]ত আদেশ করিলেন। পসেনিয়স [illegible] উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাহার কোন [illegible] সপ্রমাণ হইল না। যাহাহউক তাঁহাকে আর তথায় প্রেরণ না করিলেও পসীনিআজ এক খানি জাহাজ ভাড়া করিয়া হেলেস্পন্টে আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পারস্যের রাজার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্পার্টানেরা তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিল। কিন্তু তিনি কর্ম্মচারিদিগকে উৎকোচ দিয়া সে যাত্রাও পরিত্রাণ পাইলেন। অনন্তর পসীনিয়স হিলটদিগকে স্বাধীনতা পুনরার্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাদিগকে উত্থিত হইবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাহারা এই সংবাদ তাহাদের শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করিলে তিনি পসীনিয়সের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহস করিলেন না। পসীনিয়স্ প্রতি দিন ভৃত্য দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতেন। যাহারা পত্র লইয়া যাইত তাহারা আর ফিরিয়া আসিত না। অবশেষে এক দিবস পাসনীয়স এক ভৃত্যকে পত্র লইয়া পারসীক কর্ম্মচারিদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে পথে যাইতে যাইতে বিবেচনা করিল যাহারা পত্র লইয়া যায় তাহারাতো আর ফিরিয়া আইসেনা ইহার কারণ কি। এই বলিয়া পত্র খুলিয়া দেখিল। তাহাতে পত্রগ্রাহকের প্রাণবধ করিতে লেখা আছে। সে সেই পত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেট্‌কে দেখাইল। তাঁহারা তাঁহাকে কোন দেবালয় আশ্রয় করিতে আদেশ করিলেন। এবং তথায় ডবল প্রাচীরে বেষ্টিত এক কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। অনন্তর মাজিষ্ট্রেটেরা ইহার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আসিয়া সেই কুটীরের অভ্যান্তরে লুক্কায়িত থাকিলেন। পসেনিআজ, ঐ ভৃত্য দেবালয়ে আছে, শুনিয়া দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইল এবং যাহাতে আপনার রক্ষা হয় তাহার জন্য ভৃত্যকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেটেরা সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চলিয়া আসিলেন। এবং পসিনিয়জের নগর প্রত্যাগমন কালে তাঁহাকে ধরিবার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু ঐ বিচারপতিদিগের এক জন পসেনিয়াসের বন্ধু ছিলেন। তিনি সঙ্কেত দ্বারা পসীনিয়স্‌কে বিবাদের সংবাদ দিলেন পসেনিয়স্ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল এবং তত্রত্য প্রধান দেবালয়ে গমন করিয়া তথায় একটি ক্ষুদ্র গৃহ আশ্রয় করিয়া রহিল। মাজিষ্ট্রেটেরা যাইয়া সেই গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার উপর একটি দ্বার বসাইয়া দিলেন, এবং তথায় প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিয়া পসীনিয়স্‌কে অনাহারে মারিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিল তাহার শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া গেল। কারণ দেবালয়ের সীমায় মরিলে পবিত্র স্থান দূষিত হইত ও তাহা অবৈধ বলিয়া বিবেচনা করিত।

লাসিডিমোনিরা থেমিস্টোক্লিসকে অতিশয় ঘৃণা করিত একারণ তাহারা থেমিস্টোক্লিস পসীনিয়সের অভিসন্ধিতে সংস্পৃষ্ট আছে, এই বলিয়া তাহার প্রতি দোষা-

রোপ করে এবং তাহা আথীনীয়দিগকে বলিয়া দেয়। তাহাদের এই কথা কত দূর সত্য তাহা বলাযায় না। যাহা.হউক থেমিষ্টোক্লিসের তত্রত্য শত্রুগণ এই সূত্র পাইয়া স্পার্টিয়দিগের সাহায্যে তাহার দোষ সপ্রমাণ করিলে তাহাকে ধরিবার অদেশ হয় প্রবাদ আছে থেমিস্টোক্লিস পাসীনিয়াসের অভিসন্ধিতে সংসৃষ্ট ছিলেন। এই বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া আথেন্সে বলিয়া পাঠাইল। তথায় থেমিষ্টোক্লিসের অনেক শত্রুছিল। তাহারা এই সূত্র পাইয়া পোষকতা দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ সপ্রমাণ করিল এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য আর্গসে লোক রওনা করিল। এদিকে থেমিষ্টোক্লিস তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে এই সংবাদ পাইবামাত্র গ্রীসের পশ্চিমবর্ত্তী কর্সাইরা দ্বীপে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দ্বীপবাসিরা, তিনি তথায় থাকিলে, তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না এই বিবেচনায় তাঁহাকে দ্বীপে না রাখিয়া ইপিরসের বিপরীত উপকূলে পাঠাইয়া দিল। থেমিষ্টোক্লিস এখন গত্যন্তর বিহীন হইয়া মলোসিয়ান্‌দিগের রাজা আড্‌মিটসকে শত্রু জানিয়াও তাঁহার শরণাগত হইবার বাসনায় যখন আড্‌মিটসের ভবনে উপস্থিত হইলেন্ তখন আড্‌মিটস্ গৃহে ছিলেন না। কিন্তু রাজপত্নী বন্ধু ভাবে তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে স্বামী আসিতেছেন দেখিয়া শিশুরাজকুমারকে থেকিষ্টোক্লিসের ক্রোড়ে দিয়া তাঁহাকে চুল্লীর নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ করা তথাকার লোকদিগের ক্ষমা প্রার্থনাসূচক ছিল। [illegible] ক্লিস সেইরূপ করিয়া বসিয়া [illegible] সময় আড্‌মিটস আসিয়া উপস্থিত [illegible] এবং থেমিষ্টোক্লিসের প্রতি সদয় [illegible] তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। [illegible] কখন আথেন্স এবং স্পার্টা হইতে [illegible] আসিয়া তাহার প্রত্যর্পণের প্রার্থনা করিল, তখন আড্‌মিটস্ বলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন না, বিবেচনা করিয়া নানা কৌশলে তাহাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন। তিনি ইপিরস্ হইতে নির্গত হইয়া অনেকানেক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক মেসিডেনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সমুদ্রের উপকূল বর্ত্তী এক বন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন একখানি জাহাজ আসিয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। এক্ষণে তিনি, পারস্যের সম্রাট ব্যতিরেকে তাঁহাকে নির্দয় শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এমন কেহই নাই, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া সেই জাহাজে আরোহণ করিলেন, জাহাজ ছাড়িয়া গেল। পথে বাত্যা উত্থিত হইয়া জাহাজকে ন্যাক্সস দ্বীপে উপস্থিত করিল। এই সময় সীমন্ একদল রণতরী লইয়া তথায় অবস্থিতি করেতে ছিলেন। থেমিষ্টোক্লিস্ জাহাজের কাপ্তেনের নিকট আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিলেন যদি তুমি আমাকে ধরাইয়া দাও তবে আমি বলিব যে আমি আসিয়া যাইবার জন্য এই জাহাজ ভাড়া করিয়াছি। এই কথা বলিলে তোমারও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর যদি তাহা না করিয়া আসিয়ায় পেঁছিয়া দেয় তাহা হইলে তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার দিব। আর আমার [illegible] স্বীকৃত হও যে কোন ব্যক্তিকে [illegible] দিয়া [illegible] যাইতে অনুমতি করিতে [illegible] কাপ্তেন তাহাতে সম্মত [illegible] জাহাজ এক দিন এক রাত্রি ঐ [illegible] বন্দরের দূরে নোঙ্গর করিয়া রহিল। [illegible] ছর্ব্বার ছাড়িয়া গিয়া ইফিসসে [illegible] থেমিষ্টোক্লিস্ তথায় অবতীর্ণ [illegible] কাপ্তেনকে সমুচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন, এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট নিরাপদে পেঁছুসংবাদ প্রেরণ করিলেন। বন্ধুরা তাঁহার সম্পত্তি বজায় রাখিয়া যত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল।

জারেক্সিস্ যদিও তাঁহাকে প্রভূত পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সূসার রাজভবনে যাইবার মানস করিলেন। কারণ এক্ষণে জারেক্সিস জীবিত নাই। এখন সূসায় যাইলে অনায়াসেই যুবরাজ আর্টিজারেক্সিসের অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারিবেন বলিয়া সাহস করিলেন। আর্টিজারেক্সিস তখন অতি অল্প দিন মাত্র সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। থেমিষ্টোক্লিস্ চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ একখানি শকটে আরোহণ করিয়া সূসা যাত্রা করিয়া শকটের নিয়ন্তাদিগকে এই বলিয়া দিলেন যে পারস্যের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি গ্রীক্‌যুবতী ক্রয় করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে লইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে পারস্যে সুন্দরী স্ত্রীলোক পাইলেই যেমন খরিদ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, প্রাচীন কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। থেমিষ্টোক্লিস্ সূসায় পেঁছিলে রাজা সমুচিত সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি এক বৎসরের পর সম্রাটের অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর ব্যাপিয়া পারস্য ভাষা না শিখিলে ঐ সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না এজন্য এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিলেন। আর্টিজারেক্সিস্ তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে থেমিষ্টোক্লিস্ উক্তভাষায় বিলক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিতে শিখিলেন, এবং সহজে শীঘ্র শীঘ্র উক্ত ভাষায় বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি রাজার এত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে এপর্য্যন্ত কোন গ্রীক তথায় তাঁহার সদৃশ উচ্চপদে অভিষিক্ত হয় নাই। থেমিষ্টোক্লিস্ সম্রাটের নিকট গ্রীশ জয় করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই লোভে আর্টিজারেক্সিস থেমিষ্টোক্লিসের ভরণ পোষণের জন্য তিন নগরের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া কিছুদিন পরেই তাঁহাকে আয়োনিয়ায় যাইয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে অনেকেই অনেক প্রকার কহেন। কেহ বলেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, তাহা নহে তিনি রাজাকে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা সম্পাদন করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

থেমিষ্টোক্লিস যে এত বড় লোক ছিলেন, তাঁহার জীবনও এইরূপে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার প্রতিস্পর্দ্ধী আরিষ্টাইডিস্ বহুকাল সম্মানের সহিত কাল যাপন করিয়াছিলেন। থেমিষ্টোক্লিস্ এত দরিদ্র ছিলেন যে তিনি যখন মরেন, তখন চাঁদা করিয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় তাঁহার সমাধিকার্য্য

সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং সমাজস্থ সকল লোকেই তাঁহার সন্তানগনের ভরণ পোষ-ণের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

---

## সমুদ্র সন্দর্শন।

এ কিরে প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
 অসীম আকাশ প্রায় নীল জল রাশি ;
ভয়ানক তোলপাড়্ করে অনিবার,
 মুহূর্ত্তকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।

আগু পাছু কোটি কোটি কল্লোলের মালা,
 প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে।
উঃ কি প্রচণ্ড রাব, কাণে লাগে তালা,
 প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে।

তূলার বস্তার মত ফেণা রাশি রাশি,
 তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে ধায় ;
রাশি রাশি সদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
 ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়।

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
 ঝর ঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে এক ঠাঁই,
 ক্রমাগত আসিতেছে মম অভিমুখে।

উড়িতেছে ফেণা সব বাতাশের ভরে,
 ঝক্‌ঝোকে বড় বড় আয়্‌নার মতন ;
আহা মরি ও সবার ভিতরে ভিতরে,
 এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন !

যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া,
 দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া
 ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসুর রণ।

ফর ফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী,
 টলমল ঢলঢল তরঙ্গ দোলায় ;
হাসি মুখী পরী সব আলুথালু বেণী,
 নাচন্ত ঘোড়ায় চড়ে যেন ছুটে যায়।

আপনার মনে ওহে উদার সা[illegible]
 গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ [illegible]
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচ[illegible]
 কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ন[illegible]

আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে[illegible]
 থাকেন আপন ভাবে আপনি। [illegible]
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে [illegible]
 প্রয়োজন জগতের মঙ্গল সাধন।

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে,
 হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়,
কেঁপে ওঠে কলেবর কোন্ রসভরে,
 হৃদয় উথলে কেন চারিদিকে ধায় ?

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়,
 কার্ না অমন হয় প্রিয় দরশনে,
ভালবাসা এ জগতে কারে না মাতায়,
 সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে ?

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
 উথল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন ;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
 আহ্লাদে নাচিতে থাক খেপার মতন।

বড়ই মজার মিত্র পবন তোমার ;
 তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানা তর ;
গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার,
 টলে টলে ঢলে ঢলে খেলে মনোহর।

বেলার কুসুম বনে পসিয়ে কখন,
 সর্ব্বাঙ্গ ভুর্ভুরে করে তার পরিমলে,
ভারে ভারে এনে ফুল চিকণ্ চিকণ,
 দেদার পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে।

হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর,
 তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের প্রায় ;
ভয়ানক দাঁপাদাঁপি করে পরস্পর ;
 পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায়।

তব কোলাহলময় তরঙ্গের মাজে,
 ছোট ছোট দ্বীপগুলি বড় সুশোভন ;
যেন কলরব-পূর্ণ মানব-সমাজে,
 মাজে মাজে সাজে সব নিকুঞ্জ কানন।

[illegible]ত নারীকেল তরু দলে দলে,
 [illegible]গেঁথে দাঁড়ায়েছে মাথায় মাথায় ;
[illegible] মনোহর ছায়াময় তলে,
 [illegible] চরিয়া বেড়ায়।

[illegible]রে ঘেরে আছে ভয়ঙ্কর বন,
 [illegible]ছ শ্বাপদ সংঘ মহা কোলাহল ;
[illegible]লের ঝর্ ঝর্ নির্ঝর পতন,
 [illegible]তিশব্দে পরিপূর্ণ গগণমণ্ডল।

কোনটীর তীরভূমে জলস্থল জুড়ে,
 জাগিছে কঠোরমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভূধর ;
খাড়া হয়ে উঠেগেছে মেঘরাশি ফুঁড়ে,
 দাঁড়াইয়ে যেন কোন দৈত্য ভয়ঙ্কর।

কেহ যদি উঠি তার সুচাগ্র শিখরে,
 হেঁট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার,
না জানি কি হয় তার মনের ভিতরে !
 কে এমন বীর,বুক নাহি কাঁপে যার ?

কোনটী বা ফল ফুলে অতি সুশোভন,
 নন্দন কানন যেন স্বর্গে শোভা পায় ;
হায় সেথা সম্ভোগের নাহি কোন জন,
 বিধবা যৌবন যেন বিফলেতে যায় !

পর্য্যটক অগ্নিবৎ মরুভূমি মাজে,
 বিষম বিপাকে পোড়ে চারি দিকে চায়,
দূরে দূরে তরুময় ওয়েসিস্ সাজে,
 প্রাণ বাঁচাবার তরে ধেয়ে যায় তায়।

তেমনি তোমার তোড়ে পড়িয়া যাহারা,
 পোতভগ্ন জলমগ্ন ব্যাকুল পরাণ ;
তরঙ্গের ঝাপটেতে ভয়ে জ্ঞানহারা ;
 তাদের এ সব দ্বীপ আশ্রয়ের স্থান।

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
 হরেছে জগত মন যাহার মাধুরী ;
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ,
 রাবনের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী।

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
 তাঁর তেজে লক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা,
কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
 হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা।

হা হা মাতঃ, আমরা অসার কুসন্তান,
 কোন্ প্রানে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা !
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
 বিষাদে মলিন মুখী সজলনয়না।

যেন তুমি তপোবন বাসিনী হরিণী,
 দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক্ ধুক্ করে বুক্ থর থর প্রাণী,
 সতত মনেতে ত্রাস কখন কি করে।

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
 গাহিতে তোমার গান, এল একি গান ;
যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি,
 কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান্।

গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে !
 কায নাই শুনে এই গীত খেদময়,
তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,
 জুড়াক্ এ অভাগার তাপিত হৃদয়।

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে,
 বিস্ময় আনন্দ রসে আলোড়িতে মন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
 নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
 কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জ্বলন জ্বালা জ্বলে দপ দপ্,
 সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার।

কলের জাহাজে চোড়ে মানব সকলে,
 দম্ভ ভরে চোকে আর দেখিতে না পায় ;
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে,
 যা খুসি করিতে পারে আপন ইচ্ছায়।

কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয় ;
 একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শূন্যময়,
 কাত্ হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে।

চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের মহা কোলাহলে,
 উঠে মাত্র আর্ত্তনাদ দুই এক বার ;
যেমন ঝড়ের সঙ্গে ওঠে বনস্থলে,
 ভয়াকুল কুররীর কাতর চিত্‌কার।

ফুই একবার মাত্র ভুড়্ ভুড়্ করে,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায় ;
মাটির পুতুল চোড়ে ভেলার উপরে,
জনমের মত হায় রসাতলে যায়!

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সাজি আছে ভাল।

দেবের দুর্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জ্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো কোরেছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে এখন।

কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি ;
আপনার জয়চিহ্ন যুঝে চিরকাল,
দাগিতে পারেনি তব ললাট উপরি।

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ;
কাল তব সঙ্গে শুদ্ধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।

নাজানি ঝড়ের কালে হে মহা সাগর,
কর যে কি ভয়ানক আকার ধারণ!
প্রলয়প্রকুপ্ত সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ভেবে বিচলিত প্রায় হইতেছে মন।

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময় রসে হই নিমগন ;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন।

আচম্বিতে যদি কোন দৈত্য মহাবল,
সাপটি সকল জল ফেলে দেয় চুড়ে,
কি এক অসীম তর গভীর অতল,
সম্মুখেতে দেখা দেয় দৃষ্টিপথ যুড়ে।

বিকট গর্জ্জিয়া ওঠে প্রাণী লাখেলাখ,
ছট্ ফট্ ধড়্ ফড়্ তোল পাড়্ করে ;
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাঁক,
সমুদায় জীব জন্তু পড়েছে ভিতরে।

কোলাহলে পূরেগেছে অখিল সংসার [illegible]
সমুদয় জীবলোক চকিত স্থগিত [illegible]
ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ ওঠে অনিবার, [illegible]
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন আজি [illegible]

যেন আমি কোন এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতে [illegible]
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় [illegible]
বালুময় ঢালু ভাগ পদমূল হতে,
ক্রমাগত নেবে গিয়ে মিশেছে তলায় [illegible]

ধুধু করে উপত্যকা অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি ঘোর ধুন্ধুমার ;
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

ফেরগো ওখান থেকে কল্পনা সুন্দরী,
ওই দেখ প্রাণীকুল নিতান্ত আকুল,
আহা ওরা মারা যায় হাহাকার করি,
হেরিয়ে অন্তর বড় হয়েছে ব্যাকুল!

সেই মহা জলরাশি আন তরা কোরে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার ;
অমৃত বর্ষিয়া যাক্ ওদের উপরে ;
শান্তিতে শীতল হোক্ সকল সংসার!

এই যে দাঁড়ায়ে আছি সেই কিনারায়!
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জল রাশি!
উদার সাগর দাও বিদায় আমায় ;
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি।

---

# বেকন্ সন্দর্ভ।

৪।—নাস্তিকতা।

এই সংসার আত্মাশূন্য, ইহা বিশ্বাস করা অপেক্ষা ভবিষ্য পুরাণের গল্পে বিশ্বাস করাও ভাল। সংসারের সাধারণ ঘটনা গুলিই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে [illegible] তিনি নাস্তিকদিগের পরাজয়ের [illegible] ন্ত্র আর অলৌকিক ঘটনার [illegible] ই।

[illegible] এর আঘ্রাণ লইয়াই লোকে [illegible] য়, এবং তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট [illegible] র্মপরায়ণ হয়, একথা যথার্থ। যখন [illegible] দের মন উপাদান কারণ গুলিকে নানা স্থানে দেখে, তখন আর তাহার অন্য দিকে দৃষ্টি যায় না কেবল তাহাতেই পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু যখন সেগুলিকে একত্র গুম্ফিত ও সংযোজিত দেখিতে পায় তখন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের দিকেই ধাবমান হয়।

যে সম্প্রদায়কে সকলে নাস্তিক বলিয়া অপবাদ দেয়, সেই ডিমক্রিটস্ প্রভৃতির সম্প্রদায় ধর্ম্মের তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে ; কারণ পরিণাম সহ পৃথিব্যাদি চারিভূত অপরিবর্ত্তনীয় পঞ্চম ভূতের সহিত মিলিত হইয়া জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে ঈশ্বরের আবশ্যক করে না একথা বিশ্বাস যোগ্য বটে। কিন্তু কেবল পরমাণু পুঞ্জ একত্র হইয়া জগতের এরূপ সুশৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিতেছে ইহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, সুতরাং যাহারা শেষোক্ত মতাবলম্বী তাহাদিগকে অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইবেক।

"মূঢ়েরাই বলিয়া থাকে ঈশ্বর নাই" ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল এই কথাই লিখিত আছে "মূঢ়েরা মনে মনে ভাবিয়া থাকে ঈশ্বর নাই" একথা লিখিত নাই। তাহারা "ঈশ্বর নাই" একথাটী কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে। ঈশ্বর না থাকেন তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও না থাকিলেই যথেষ্ট সুবিধা। তাহাদের মনে মনে ঈশ্বর নাই বলিয়া বিশ্বাস নাই, এবং কেহ সে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেও পারে না। ঈশ্বর না থাকিলে যাহাদের মঙ্গল তাহারাই বলিয়া থাকে "ঈশ্বর নাই"।

নাস্তিকেরা সর্ব্বদা আপনাদের মতেরই কথা লইয়া থাকে, বোধ হয় তাহারা আপনাদের মতের জন্য মনে মনে দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ অনুভব করে, এবং কেহ পোষকতা করিলে অতিশয় আহ্লাদিত হয় ; ইহাতে নাস্তিকতা কেবল মৌখিক, অন্তরের সহিত নয়, ইহাই সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। ইহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত আপনাদের মতের শিষ্যশাখা করিতেও প্রয়াস পাইয়া থাকে, কেহ কেহ নাস্তিকতার জন্য প্রাণত্যাগও স্বীকার করে তথাপি আপনাদের মত ছাড়ে না। যদি তাহাদের মতে ঈশ্বরই নাই তবে এত কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি?

এপিকিউরস্ বলেন "কতকগুলি নির্ব্বিকার মহাপুরুষ আছেন তাঁহারা আত্মারাম সংসারের কার্য্য প্রণালীর সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই" এই জন্য তিনি সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত আত্ম মত গোপন করিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহার অপবাদ দেয়, এবং বলিয়া থাকে তাঁহার একথা কেবল বিরুদ্ধমত সকলের সামঞ্জস্যের নিমিত্ত। তিনি মনে মনে ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। এ সকল কেবল তাঁহার মিথ্যা অপবাদ মাত্র। তাঁহার বাক্য উদার ভাবে পরিপূর্ণ যথা "সাধারণ লোকে যে দেব দেবীর পূজা করে তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নাস্তিকতা নহে। প্রত্যুত তাহারা দেবতাদিগের যেরূপ স্বভাব, চরিত্র বর্ণন করে

দেবতাদিগের উপর সেরূপ স্বভাব চরিত্রের আরোপ করাই প্রকৃত নাস্তিকতা। পেলেটোও ইহার অধিক আর কি বলিতেন। যদিও এপিকিউরস্ সংসারের এক জন নিয়ামক পুরুষ আছেন ইহা অস্বীকার করিতে সাহসী হইয়াছেন, কিন্তু সংসার নিরপেক্ষ কতকগুলি কুটস্থ পুরুষ আছে ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আমেরিকাবাসী অসভ্য জাতিদিগের ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বাচক নাম আছে। কিন্তু ঈশ্বর বাচক কোন নাম নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, অসভ্য জাতিদেরও ঈশ্বর আছেন বলিয়া জ্ঞান আছে। কিন্তু সে জ্ঞান পরিষ্কার বা বিস্তীর্ণ নহে। এখন দেখ অসভ্যেরাও অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ববিৎ দিগের সহিত মিলিত হইয়া নাস্তিকদিগের বিপক্ষে সশস্ত্র হইতেছে।

সংসারে চিন্তাশীল নাস্তিকের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল ডায়াগরাস্ বায়ন্ লিউসিয়ন্ ও আর কয়েক জন মাত্র দেখা যায়। কিন্তু লোকে ইহাদিগকে যতদূর বলে, ইহারা ততদূর নাস্তিক কি না সে বিষয়ে মহান্ সন্দেহ। কারণ যদি কোন ব্যক্তি প্রচলিত ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করে বিপক্ষেরা তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে। বাস্তবিক ধর্ম্ম কঞ্চুক ব্যাপদেশীরাই প্রকৃত নাস্তিক। তাহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মকর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভক্তি নাই। এই পাপের জন্য তাহাদিগকে তুষানলে দগ্ধ করা উচিত।

এক ধর্ম্মের ভিতর নানা সম্প্রদায় হওয়া নাস্তিকতার প্রধান কারণ। ধর্ম্মের মধ্যে দুই একটি সম্প্রদায় থাকিলে যের[illegible] দলের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বৃ[illegible] রূপ বহুসম্প্রদায় হইলে নাস্তিক[illegible] প্রবেশ করে। দ্বিতীয় যাজ[illegible] দুর্ব্যবহার। সেণ্ট বার্ণাড ব[illegible] "আমরা আর এখন বলিতে প[illegible] যেরূপ লোক সেইরূপ যাজক; [illegible] লোকে এখন যাজকদিগের মত কদাচার নহে। যখন এইরূপ হইয়া উঠে তখন আর নাস্তিকতার সীমা থাকেনা। তৃতীয়, ধর্ম্ম সম্পর্কীয় বিষয়ে কুৎসিত নিন্দাবাদ। ইহাতে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের প্রতি লোকের ভক্তি মন্দীভূত হয়। চতুর্থ, যখন রাজ্যে বিদ্রোহাদি কোন উপদ্রব থাকেনা। ও বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন যদি লোকে তর্ক শাস্ত্রের চর্চ্চা অধিক পরিমাণে করে, তাহা হইলে নাস্তিকতার অধিক প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ বিদ্রোহাদি উৎপাতে লোকের মনে ধর্ম্ম অধিক প্রবল হয়।

যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তাহারা মানবজাতির মাহাত্ম্যের হানি করে। কারণ মানুষ শরীরাংশে পশুর সদৃশ। সুতরাং যদি আত্মাংশে ঈশ্বরের সদৃশ না হয়, তবে মানুষ অতি হেয় নীচ জন্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। নাস্তিকতায় মানব প্রকৃতির মাহাত্ম্য ও উৎকর্ষের হানি করে। দেখ একটা কুকুর যখন মানুষের নিকটে থাকে তখন সে যত সাহসী হয় অন্যথা সেরূপ হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নয় কেবল মানুষ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রকৃতির জন্তু বলিয়া তাহার বিশ্বাস আছে, তাহাতেই সে এত সাহসী হয়; [illegible]া যখন ঈশ্বর আমাদিগের [illegible]ক বলিয়া বিশ্বাস করি তখন [illegible]ন্তঃকরণে এক প্রকার তেজস্বি[illegible] হয়, সেটী ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় [illegible] থাকিলে কখনই হয় না; সুতরাং [illegible]কতা যেরূপ অন্যান্য কারণ বশতঃ [illegible]র সেইরূপ ইহা মানব প্রকৃতিকে [illegible]ভাবসিদ্ধ ক্ষীণতা হইতে উন্নত করিবার উপায়ে বঞ্চিত করে বলিয়াও ঘৃণার যোগ্য।

নাস্তিকতা এক ব্যক্তির পক্ষেও যেরূপ সমস্ত জাতির পক্ষেও সেইরূপ। রোমের মত বৃহৎ সাম্রাজ্য আর কখন হয় নাই। তাহার বিষয়েই সিসিরো কি বলিয়াছেন শুন। মান্য সভাসদ্গণ। আমরা আপনা আপনি যত ইচ্ছা আমাদের প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু আমরা বহু সংখ্যক লোকদ্বারা স্প্যানিয়ার্ডদিগকে প্রভূত প্রতাপদ্বারা, গলবাসিদিগকে অতিশয় চাতুরী দ্বারা, কার্থেজীয়দিগকে কৌশলে, গ্রীক্‌দিগকে এবং ন্যায় পরতাদ্বারা অন্যান্য ইটালিবাসিদিগকে পরাজয় করিয়াছি এমত নহে, দেবতাদিগের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিই আমাদের জয়ের কারণ। আমরা জানিয়াছি ধর্ম্মই এক মাত্র বিজ্ঞতা এবং ধর্ম্ম দ্বারাই অমরগণ পৃথিবী শাসন করিতেছেন"।

---

৫।——সাহস।

---

এটি পাঠশালের ছেলেরাও জানে বটে, তথাপি বিজ্ঞ লোকদিগেরও ইহার প্রতি মনোযোগ করা উচিত। একজন ডিমস্থিনিস্‌কে বাগ্মিতার উপকরণ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "মুদ্রা" আর কি? "মুদ্রা" তার পর কি? "মুদ্রা"; যিনি এই উত্তর দিয়াছেন বাগ্মিতা কি তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানিতেন, এবং যাহা তিনি বাগ্মিতার এক মাত্র উপকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তিনি স্বভাবতঃ সে বিষয়ে অতিশয় অপটু ছিলেন। বাগ্মিতার উপকরণের মধ্যে যাহা কেবল বাহ্যাড়ম্বর ও নটের অভিনয় মাত্র তাহাই উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতির উপরেও স্থাপিত হইল। এমন কি, মুদ্রাই বাগ্মিতার একমাত্র উপকরণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার কারণ অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় মানব প্রকৃতিতে বিজ্ঞতার অংশ অপেক্ষা মূর্খতার অংশই অধিক সুতরাং যে সকল বৃত্তি দ্বারা মানুষের মূর্খতাংশ বিমোহিত করিতে পারা যায় তাহাদেরই ক্ষমতা অধিক।

রাজকার্য্যেও সাহস সেইরূপ বিস্ময়জনক। রাজকার্য্যে কিসের আবশ্যক? সাহসের। দ্বিতীয়তঃ সাহসের, তৃতীয়তঃ সাহাসের। তথাপি সাহস, মূর্খতা ও নীচতার ফল, এবং অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা অনেক হীন। কিন্তু ইহাতে যে সকল লোকের বিবেচনা ও উৎসাহ অতি অল্প তাহাদিগকে বিমোহিত করিয়া ফেলে, এবং জগতেও ঐরূপ লোকই অধিক দেখা যায়। অনবধান কালে বিজ্ঞলোকেরাও সাহসের কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এই জন্য যে দেশে সাধারণ লোকের প্রধানতা, সেখানে ইহা দ্বারা বিস্ময়কর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে মহা সভা বা রাজা আছে সেখানে ততদূর হয় না। যখন কোন সাহসী ব্যক্তি প্রথম কার্য্যে লিপ্ত হন, তখন তাঁহা দ্বারা যত বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদিত হয়,

তাহার পরে আর তত দূর হয় না, কারণ সাহস কখনই শেষ রক্ষা করিতে পারেনা।

যেরূপ শারীরিক চিকিৎসায় হাতুড়িয়া আছে সেইরূপ কার্য্য সম্বন্ধেও হাতুড়িয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল লোক অতি মহৎ রোগ আরাম করিবার ভার গ্রহণ করে. বোধ হয় তাহারা ভাগ্যক্রমে দুই একটা বড় রোগ ভালও করিয়া থাকিবে, কিন্তু কি কারণে সে রোগ আরাম হইল তাহা বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের এক প্রকার চিকিৎসা সর্ব্বত্র খাটে না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় সাহসী ব্যক্তিরা কখন কখন মহম্মদের ন্যায় অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে।

কোন সময়ে মহম্মদ লোকের নিকট বলিয়াছিলেন তিনি একটা পর্ব্বতকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিবেন, ও তাহার উপর দাঁড়াইয়া নিজ শিষ্যদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। লোকেও তাহাতে বিশ্বাস করিল। পরে বহু লোক একত্রিত হইল, মহম্মদ বারম্বার পর্ব্বতকে ডাকিতে লাগিলেন। পর্ব্বত যে স্থানকার সেই স্থানেই রহিল। তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত হইলেন না বরং বলিয়া উঠিলেন, ‘যদি পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না আইসে মহম্মদ তাহার নিকট যাইতেছে” সুতরাং যাহাদিগের অপড় সাহস তাহারা অপরিসীম ভরসা দিয়া যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তৎ-ক্ষণাৎ তাহারা সে বিষয়বে[illegible] এবং সে পথ ছাড়িয়া আ[illegible] ধরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই[illegible] গোলোযোগ থাকে না।

সাহসী ব্যক্তিরা বিজ্ঞলোকদি[illegible] এক প্রকার তামাসার জিনিস। [illegible] লোকের নিকটেও সাহস উপহাস[illegible] কারণ যদি অসঙ্গত ব্যবহার উপহাসের [illegible] তবে অতিশয় সাহস যথেষ্ট অসঙ্গত। যখন কোন সাহসী ব্যক্তি অপ্রতিভ হয়, তখন সে আরও উপহাসের বিষয় হইয়া উঠে, তাহার মুখ শুকাইয়া যায় ও এক প্রকার বিকৃতাকার দেখিতে হয়। ইহা হইতেই হইবে। এরূপ বিষয়ে লজ্জালু ব্যক্তিদিগের মুখশ্রীর বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয় না, কিন্তু সাহসী ব্যক্তিরা এরূপ স্থলে শতরঞ্চের চাল-মাতের রাজার মত হইয়া পড়ে। তখন মাত্ ও হয় নাই অথচ খেলাও চলে না।

সাহস জন্মান্ধ, এটী সকলেরই মনে রাখা উচিত, কারণ ইহা বিপদ ও অসুবিধা কিছুই দেখিতে পায় না, সুতরাং মন্ত্রণা কার্য্যে অত্যন্ত অপটু, কিন্তু কার্য্য সম্পাদনে অতিশয় দক্ষ। অতএব সাহসী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্ব প্রধান পদ না দিয়া তাহার অধীন পদে নিযুক্ত করা এবং অন্যের আজ্ঞামত চলিতে দেওয়াই ভাল। ভাবী বিপদ অনুমান করাই মন্ত্রণার উদ্দেশ্য, কিন্তু বিপদ গুরুতর না হইলে কার্য্য সম্পাদন কালে তাহা না দেখাই ভাল।

# অবোধ-বন্ধু।

“কুন্দেন্দুদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥”

২ ভাগ ] অগ্রহায়ণ, ১২৭৫ সাল। [৮ সংখ্যা।

## ধর্ম্মাচার্য্য।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞাপন করিলেন, “পিতঃ, যে সওদাগর আপনার টাকা লইয়া পলাইয়াছিল, সে এল্টয়ার্প নগরে ধৃত হইয়াছে। তথায় তাহার অস্থাবর বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া এত টাকা হইয়াছে, যে সমুদয় উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিলেও তাহা পর্য্যবসিত হয়না। সুতরাং আপনার বিষয় বিভব হস্তগত হইয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু গত কল্য আমার স্ত্রীধন স্বরূপ যে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা আর দিতে হইবেক না; আপনার কথাতেই দেওয়া হইয়াছে।” আমি পুত্রের এই অলৌকিক সৌজন্য দর্শনে, ও তাঁহার প্রমুখাৎ ঐ শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন হইলাম; কিন্তু প্রতিশ্রুত বিষয় প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায় আছে, এই বিবেচনায় সন্দিগ্ধচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম, এক্ষণে পুত্রের কথা রক্ষা করি, কি প্রতিজ্ঞা পালন করি। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে উইলেম মহোদয় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিলে তিনি কহিলেন, “মহাশয়, আমার মতে আপনি পুত্রের কথা রক্ষা করুন; যেকালে তিনি স্বয়ং আপনার প্রতিজ্ঞা বন্ধন বিমোচন করিতেছেন, তখন আপনার উদ্বেগের প্রয়োজন নাই। অপর, তিনি শ্বশুরের দত্ত এত ধন সম্পত্তি পাইয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক। সে যাহা হউক, আমি গতরাত্রে বিধিপত্রাদি আনয়নার্থে লোক প্রেরণ করিয়াছি; সেও আগত প্রায়; অতএব অবিলম্বে ভজন মন্দিরে যাইয়া মাঙ্গলিক ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতে হইবেক; একার্য্যে বিলম্ব করা অবিধেয়।” আমরা এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে সেই ব্যক্তি বিবাহের বিধিপত্র লইয়া

সমুপস্থিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ বর কন্যাদিগকে ঐ বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে গিয়া দেখি, তাঁহারা হাস্য কৌতুকে মত্ত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া ভর্ৎসিয়া কহিলাম, "তোমরা এসময়ে আমোদ প্রমোদে আসক্ত থাকিয়া কি নিমিত্ত শুভকার্য্যে কালবিলম্ব করিতেছ; ভজন মন্দিরে যাইতে হইবেক তাহা কি বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ; তোমরা কি ভাবিয়াছ তোমাদের পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইয়াছে? আ নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা! ভজনালয়ে না গেলে কখন বিবাহ সংস্কার সিদ্ধ হইয়া থাকে? চল চল আর বিলম্ব করিও না।" ইহা কহিয়া আমরা সপরিবারে ভজনমন্দিরে যাত্রা করিলাম। তথায় উপনীত হইয়া কোন্ দম্পতীর অগ্রে বিবাহ হইবেক, ইহার যুক্তিযুক্ত মীমাংসা করিতে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। উইলেম্ মহোদয়ের পরিণয় ব্যাপার সর্ব্বাগ্রে সুসম্পন্ন হয়; তৎপরে জর্জ উইল্‌মটের পাণিগ্রহণ করেন।

আমি ইতিপূর্ব্বে ফ্লাম্বারা নামা আমার সুশীল প্রতিবাসী ও তদীয় পরিজনদিগকে আনয়নার্থে শকট পাঠাইয়াছিলাম; আমরা ভজনাগার হইতে পান্থশালায় প্রত্যাগত হইলে তাঁহারাও আসিয়া পহুঁছিলেন। জেঙ্কিন্‌সন্ ফ্লাম্বারার জ্যেষ্ঠা কন্যার ও মোজ্রেস্ তাঁহার কনিষ্ঠা তনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। এইসময়ে আমার অন্যান্য প্রতিবাসীরাও অভিনন্দন ও অভিবাদন করিতে আইলেন; এবং পূর্ব্বে যাহারা আমাকে নগরপালের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বশম্বদ শিষ্যেরাও ব্যগ্র হইয়া দেখিতে আইল। আমি উইলেম্ মহোদয়কে তদ্বিষয়ক কাহিনী শ্রবণ করাইলে [illegible] আমার সেই অনুগত শিষ্যদিগকে [illegible] ভর্ৎসনা করিলেন। তাহারাও এই [illegible] সময়ে নিরানন্দ প্রায় প্র[illegible] লাগিল। উইলেম্ তদ্দর্শনে সলজ্জ হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে সওয়া পাঁচ [illegible] করিয়া দিলেন; তাহা পাইয়া তাহাদের হর্ষের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর থরন্‌হিলের পাচক রন্ধনাদি করিলে আমার প্রণয়িনী পরিবেশন করিতে লাগিলেন; আমরাও মহানন্দে ভোজনাদি করিলাম। ভোজন সমাধা হইলে আমি পরিজনগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সুখাসীন হইলাম; আমার পূর্ব্ববৎ সুখসৌভাগ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। আমার আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না; আমার সকল উদ্বেগ নিরাকৃত হইল। এক্ষণে বাঞ্ছা এই, দুরবস্থায় যেমন নম্রতা স্বীকার ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কালযাপন করিয়াছি, তেমনি বর্ত্তমান সুখ সৌভাগ্যে যেন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করিতে থাকি।

সমাপ্ত।

---

## গ্রীসদেশের ইতিহাস।

---

পারসিক সংগ্রাম।—ইয়ুরিমিডনের যুদ্ধ।

---

সীমন্ ক্রমাগত পারসীকদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখনও থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী কোন কোন স্থান পারসীকদিগের অধিকৃত ছিল। একারণ তিনি তদভিমুখে যাত্রা করিয়া সেই দেশের ষ্ট্রাইমন্ নদীর মোহানাস্থিত একটি নগর অবরুদ্ধ করিলেন। [illegible]কেরা সাহসিকতা সহকারে যুদ্ধ [illegible]ষে হীন বল হইলে তথাকার [illegible]ত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা [illegible] শ্রেয়স্কর, এই বিবেচনা করিয়া [illegible] রৌপ্যময় যাবতীয় সামগ্রী নদীতে [illegible]ক্ষিপ্ত করিলেন। এবং অবশেষে সপরিবারে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কিছু পরে সীমন্ জলপথে যাত্রা করিয়া আসিয়া-উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, পারসীকেরা প্রভূত রণতরী এবং একদল পদাতি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইয়ুরিমিডন্ নদীর তীরবর্ত্তী পাম্ফিলিয়ায় অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের সাহায্যার্থে ফিনীসিয়া হইতে অশীতি রণতরী আসিবার কথাবার্ত্তা ছিল, এজন্য তাহারা সেই অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সীমন্ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে আর তথায় থাকিতে না পারিয়া সদলে সমুদ্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধ অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। পারসীকেরা প্রায় অর্দ্ধেক জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া তীরে পলায়ন করিল। সীমন্ সৈন্য সমভিব্যাহারে তীরে অবতীর্ণ হইয়া পারসীকদিগের পদাতি সৈন্য আক্রমণ করিলেন। অভিনিবেশ সহকারে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে সমস্ত পারসীক সৈন্য পলায়ন করিলে তাহাদিগের শিবির বিজয়ী [illegible]স্ত পতিত হইল। এইরূপে একদিনে দুইটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীমনের প্রভা অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। অনন্তর ফিনী[illegible]দিগের রণতরী সাইপ্রস্ দ্বীপে আছে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদের সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। সীমন এই সকল জয়লাভের পর আর পারসীক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই। এই খানেই তাঁহার পারসীক সংগ্রাম শেষ হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই আর্টজারেক্সিসের সহিত গ্রীক্‌দিগের এক সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধি বহুকাল ব্যাপিয়া পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

সীমন্ এবং পেরিক্লিস্।

সীমন্ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও পেরিক্লিসের প্রতিস্পর্দ্ধী ছিলেন। তিনি সহোল্লাসী নাগরিকদিগের প্রীতিভাজন হইবার মানসে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ ফলোপধায়ক হইয়াছিল। তিনি নিজ সম্পত্তি ব্যয় করিয়া দুর্গের চারি পার্শ্বে এক প্রাচীর দেওয়াইয়াছিলেন। এবং নগর ও বন্দরে মিলাইয়া দিবার জন্য প্রাচীর আরম্ভ করিয়াছিলেন। নগরের প্রান্তে একাডেমি যে একটি মনোহর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দেন তাহা সাধারণের ব্যবহারার্থ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। নগরবাসীরা তাঁহার উদ্যানে এবং নগর সমীপস্থ স্থানে ভ্রমণ করিয়া ফল পুষ্পাদি আহরণ করিত। যাহাদের নিতান্ত ধন কষ্ট দেখিতেন তাহাদিগকে ডাকিয়া ধন বিতরণ করিতেন। যখন তিনি সুপরিচ্ছন্ন ভৃত্যে পরিবেষ্টিত হইয়া নগর মধ্য দিয়া বেড়াইতে যাইতেন, তখন যদি কোন বৃদ্ধ নাগরিকের পরিচ্ছদ মলিন দেখিতেন, তৎক্ষণাৎ নিজ ভৃত্যের পরিচ্ছদ তাহাকে দান করিতেন। যাহারা রাজশাসনের সমস্ত ভার কুলীন এবং সমৃদ্ধিশালীদিগের হস্তগত হওয়া উচিত বলিয়া

সদ্বিবেচনা করিত সীমন্ তাহাদের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন।

পেরিক্লিস সীমনের প্রতিস্পর্দ্ধী ছিলেন। পেরিক্লিসের পিতা সীমনের পিতার প্রাণ বধ করাতে তাহার সহিত পেরিক্লিসের অহিনকুলতা সম্বন্ধ ছিল। পেরিক্লিজ যদিও সীমন অপেক্ষা অল্প ধনশালী ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে ও সদ্বক্তৃতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। সাধারণ সম্পন্ন হইবার উপকারের দিকে পেরিক্লিজের বিশেষ মনোযোগ ছিল। তিনি, নিজ গুণ দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া অনায়াসে আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন এই আশয় স্থির করিয়াছিলেন। এবং প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে সামাজিক বন্দোবস্ত করিয়া রাজতো নিজ আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

অনন্তর এক সংগ্রাম লইয়া স্পার্টান্ এবং আথীনীয়দিগের পরস্পর বিবাদের সূত্রপাত হয়। যে সময় বিবাদ আরম্ভ হয় তখন এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া সমস্ত স্পার্টা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই সুযোগে আথীনীয়েরা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। আইথম গরি পুনঃসংস্কারের দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিলে স্পার্টানেরা সহকারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া আইথম্ অবরুদ্ধ করিল। কিন্তু কিরূপে অবরোধ কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা নাজানাতে শত্রুদিগের কিছুই করিতে পারিল না। এজন্য আথীনীয়দিগের নিকট সহায়তা প্রার্থনা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তথা দূত প্রেরণ করিল। স্পার্টানদিগের প্রীতি রাখা সীমনের প্রধান উদ্দে[illegible] সুতরাং তিনি সাহায্যদানাক্ষ[illegible] দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করিলে [illegible] সম্মত হইল। অনন্তর স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষের ভার লইয়া সীমন স্পার্টানদিগের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া আইথমে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু স্পার্টানেরা অবিলম্বে সাহায্যার্থ আগত আথীনীদিগের বিদ্বেষী হইয়া পড়িল, এবং তাহারাই অবরোধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ, অন্যের সহায়তার প্রয়োজন নাই বলিয়া আথীনীয়দিগকে বিদায় করিয়া দিল। ইহাতে আথীনীয়েরা অতিশয় অপমানিত হইল। এই সময়ে পেরিক্লিস সীমনের প্রতিলোকদিগের বিরাগ জন্মাইবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। এবং অবিলম্বে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। যাহা হউক পেরিক্লিসকে অল্পকাল পরেই সীমনের পুনরাহ্বান করিতে হইয়াছিল। কারণ আথীনীয় এবং লাসিডিমোনীদিগের পরস্পর যে যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহাতে আথীনীয়েরা পরাস্ত হইল। সুতরাং তাহাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই বিধেয় বিবেচনা করিলেন এবং সীমন্ ব্যতিরেকে আর কেহ সন্ধি সুঘটিত করিতে সমর্থ হইবে না এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিলেন। তিনি আসিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য উভয় জাতির এক সন্ধি করিয়া দিলেন। অনন্তর সীমন পোতসৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক পারসীকদিগের প্রতিকূলে সাইপ্রস্ দ্বীপে যাত্রা করিয়া তথাকার সীটিয়ন্ নগর অবরুদ্ধ করিলেন। [illegible] সমাপ্ত না হইতে হইতে তিনি [illegible] তয়া কালকবলে পতিত হইলেন। [illegible] পেরিক্লিস নিঃশত্রু হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

---



১২৬৬ সাল।

# বন্ধুবিয়োগ কাব্য।

"সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।

## প্রথম স্বর্গ।

---

পূর্ণচন্দ্র। বিজয়কৃষ্ণ।

---

কোথা প্রিয় পূর্ণচন্দ্র কৈলাস. বিজয়!
ভোলা মন, খোলা প্রাণ, বিস্তৃত সহৃদয়।
কেটেছে শৈশব কাল তোমাদের সনে,
সরল হৃদয়ে, সুখে, প্রফুল্লিত মনে।
নাভাবিতে ভিন্ন ভাব, নাজানিতে ছল,
কহিতে মনের কথা খুলিয়া সকল।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ,
একের কথায় কেহ না করিতে আন।
একের সম্পদ, যেন সবার সম্পদ,
একের বিপদে বোধ সবার বিপদ।
মনের দেহের বল সকলের সম,
আমরা ছিনু না প্রায় কেহ বেসি কম।
কেহ যদি কোনখানে পাইত আঘাত,
সকলের শীরে যেন হতো বজ্রপাত।
তৎক্ষণাৎ উঠিতেম প্রতিকার তরে,
পড়িতেম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা,
সবে মিলে করিতেম তাহাকে লাঞ্ছনা।
স্নানের সময় পড়িতেম গঙ্গাজলে,
সাঁতার দিতেম মিলে একত্রে সকলে।
তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ
আহ্লাদের সীমা নাই, হোহো কোরে হাসি
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।
তবু কি নিবৃত্তি আছে, ধুম বাড়ে আরো,
ডুবা ডুবি লুকাচুরি গেল যত পার।
দিবসের পরিণামে ভাগিরথী তীরে,
কজনেতে বেড়াতেম পদচারে ফিরে
ঝুর ঝুর সুমধুর শীতল সমীর— করে।
হিল্লোলে জুড়ায়ে যেত অন্তর শরীর।
অস্তাচলে যাইতেন দেব দিবাকর,
হেরিতেম পশ্চিমের শোভা মনোহর।
জাহ্নবী তরঙ্গে রঙ্গে তরী বেয়ে বেয়ে,
নাবিকেরা দাঁড় টানে গান গেয়ে গেয়ে।
চিনের বাদাম কিনে মাজখানে ধোরে,
খেতেম সকলে মিলে কাড়াকাড়ি কোরে।
হেসে খেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন কি দিন, হায় এ দিন কি দিন!

পূর্ণচন্দ্র! ছিলে তুমি পূর্ণ দয়া গুণে,
কেঁদে ভেসে যেতে ভাই পর দুখ শুনে।
তাদৃশ ছিলনা কিছু সঙ্গতি তোমার,
কোরেগেছ তবু বহু পর উপকার।
সেই দিন, চিরদিন রয়েছে স্মরণ,
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন।
নটার সময় তুমি করিতেছ স্নান,
সে দিন হয়েছে গাঙে বেতর তুফান;
ঝড়ের ঝাপটে এক নৌকা ডুবে গেল,
এক জন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল।

জলথেকে উঠিবার কিহবে উপায়,
বস্ত্র নাই, কিন্তু কার কাছে গিয়ে চায়?
থর থর কাঁপিতেছে শীতেতে শরীর,
দর দর বহিতেছে দুই চক্ষে নীর।
দুর্দ্দশা দেখিয়া কেঁদে উঠিল পরাণ,
পরিধান বস্ত্র তার করে করি দান,
ছেঁড়া গাম ছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে,
হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিয়ে।
আর কর প্রতি ছিল বিলক্ষণ বোধ,
গ্রাহ্য কর নাই তবু তার অনুরোধ।
...দিন চিরদিন রয়েছে স্মরণ,
বিশে... নেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন!
দ্বার... তে ব
য়া...

---

বিজয়! তোমার ছিল অপূর্ব্ব নম্রতা,
শ্রবণ যুড়াত শুনে সে মুখের কথা।
(যার ঘরে গেছে, "কুইনের মাথা কাটা"
সেই যেন হয়ে আছে গর্ব্বে ফুটিফাটা।
ফেটিঙে বসিলে এসে আর কেবা পায়,
যেন উঠে বসিলেন ইন্দ্রের মাথায়।
ঠেলিয়ে উঠেছে বুক আকাশের দিকে,
ঘাড় গেছে ঠিক যেন পক্ষাঘাতে বেঁকে।
চড়িয়ে বসেছে নেড়ে মাথার উপর,
ঘোঁড়ার বায়ুর গন্ধ ওড়ে ভর্ ভর্।
রুমাল নাকেতে দিয়ে রসের ছোকরা,
বারাণ্ডার পানে চেয়ে করেন ন্যাকরা।
সুখের পায়েরা বসি পাপোশের কাছে,
কতক্ষণে হাই ওঠে, তুড়ি ধোরে আছে।
মরে যাই বাবুজির লইয়ে বালাই,
এমন সরেশ শোভা আর দেখি নাই।
ধনমদে মাতিয়াছ ওরে বাছাধন,
ধন শুদু বড় নয়, বড় ছাই মন।)
ধনে মানে রূপে গুণে তোমার সমান,
আজো আছে অল্প যুবা ...নদিগে...
তথাপি বিনয় ফুল ভরেতে উগবে...
লতার মতন ছিলে মাটিতে মি...
বিনয়ের অতিশয় দেখিয়ে সম্মা...
অহঙ্কার কখন বিনয় হতে চান্।
এ বিনয় অন্তরের, সে বিনয় নয়,
উপাদানে ছিল তব বিনয় নিশ্চয়।
আহা সেই মুখ মনে পোড়ে বুক ফাটে,
কি যেন হৃদয়ে ঢুকে মর্ম্ম গ্রন্থি কাটে।
ওহে ভাই বিজয় বিনয় বিভূষণ!
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ,
যার পূর্ব্ব রজনীতে তোমার ভবনে,
ছাদে বসি হাসি খেলি সুখে চারি জনে।
যামিনী দ্বিভাগ গত, নিস্তব্ধ ভুবন,
মুখের উপরে শোভে চাঁদের কিরণ।
সমদুখসুখ কয় বন্ধুতে বসিয়ে,
প্রীতিপূর্ণ ক...র কবাট খুলিয়ে,
করিতে করিতে যেন সুধা আস্বাদন,
কহিতেছি মন কথা হয়ে নিমগন।
কথায় ক...য় কত সময় অতীত,
তোমার শত্রুর নাম হলো উপস্থিত।
তোমারও শত্রু ছিল? হায় কি বালাই,
তবে নাকি বোবার কেহই শত্রু নাই?
মনে যারা বলি দেয় হিংসার খর্পরে,
গায়ে পোড়ে এসে তারা শত্রুতাই করে।
তুমিতো শত্রুকে "সে সে" বলনি কখন,
হৃদয়ের গুণে তিনি বলিলে তখন।
"তিনি" শুনে চোটে গিয়ে বসিল কৈলেস,
আরম্ভ করিলি বিজে জেঠামির শেষ।
তাকে আবার "তিনি, তিনি" কি ভালমানুষি,
ওকে কিরে সার বলে, অপদার্থ ভুসি?
প্রত্যুত্তর দিলে তুমি মৃদু মৃদু হেসে,
"মান্য কোরে বলিনিতো অভ্যাসেতে এসে।



...সুখের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ...
...ত তারা সে সুখে... ক খাওয়াই।
...দিয়ে ছিল কুলে জ... ছে খুঁজে,
...বাসি ফুল ফেলে... টি খুঁজে।
...ভাগিনী চারা ন...
...ম বলিলাম বিজু... খাঁজা থাক্,
...নসামা ডেকে, বল আমুক তমাক্।
যাহার যে কর্ম্ম, তাহা তাহাকেই সাজে,
অন্যেরে করিতে হোলে যেন লাঠি বাজে।
আমাকে কহিলে তুমি "খেটে সারাদিন,
নিদ্রার সাগরে ওরা হয়েছে বিলীন।
আমারে ঘুমের ঘোরে যদি কেহ তোলে,
বড়ই বিরক্ত হই, দেহ যায় জ্বোলে।
আরো ভাই, নাহি হেন, যাহা আমি নারি,
...র চেয়ে বেশি বল, এই দণ্ডে পারি।
...ক হুকুম বল, দাস আছে উপস্থিত,
...শীরে ধোরে করি আমি হয়ে প্রফুল্লিত।"
আমি বলিলাম এই নম্র ব্যবহারে,
করিলে বড়ই খুসি বিজয় আমারে।
...প্রা আর নম্রভাবে খুসি হইলাম,
...খিলাম তোমার "বিনয়ী মিত্র" নাম।
...জি হতে এই নামে ডাকিব তোমায়,
...ঠাব এ নাম আমি পত্রের মাথায়।
...কহিতে হইলে কথা উমিলোক নিয়ে,
...বিয়ে কহিতে হয় বানিয়ে বানিয়ে।
...র সঙ্গেতে কিন্তু সামান্য কথায়,
কথা হয়, যেন স্রোত বোয়ে যায়।
...ন ভাবেতে কথা চলেছে তখন,
কারো ঠিক্ নাই তাহা ফুরাবে কখন।
দুখের সময় যেন বেড়ি পরে পায়,
লাঠালাঠি করিলেও নড়িতে না চায়।
সুখের সময় কিন্তু পাখা যেন পায়,
তিরের মতন বেগে উড়ে চোলে যায়।
সকল সময় গেছে কথায় কথায়,
ঠিক নাই, এই যেন বোসেছি হেথায়।
আমাদের অপেক্ষায় সময় কি রয়?
ক্রমে উপস্থিত হলো প্রভাত সময়।
গুড়ুম আওয়াজ এসে প্রবেশিল কানে,
চট্‌কা ভেঙে পরস্পরে চাই মুখ পানে।
কৈলাস কহিল, "সুখে পোহাল যামিনী,
কিন্তু দায় হবে ঘরে লইয়ে মানিনী।
আলু থালু কেশ, বেশ, আরক্ত নয়ন,
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন।
বিকট ভুজঙ্গ যেন গহ্বর ভিতরে,
ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে উঠে ফোঁস ফোঁস করে।
কার সাধ্য কাছে যায়, হাত দেয় গায়,
ছোবল থামিবে কিসে ভাবহে উপায়।
মহা সত্য বল, সে কি কান দেয় তায়,
সেই টাই সত্য, যে টা তার মনে গায়।
সখ্য কি অমূল্য ধন এ তিন ভুবনে,
অহৃদয়া রমণী তা বুঝিবে কেমনে।
টাকা আনা ছাড়া আর কিছু কোর নাক,
সারা দিন সারা রাত কোলে কোরে থাক।
যাহা কবে সায় দিবে, চোন' খেয়ে হাস,
তবেতো বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস।
যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন,
ব্যভিচারে তোমারে হেরিছে সর্ব্বক্ষণ।
একবার একদণ্ড যদি খোলা পায়,
কি কাণ্ড করিয়ে বসে, বলা নাহি যায়।
যে পুরুষ একবার ঠেকল নজরে,
সেই যেন আঁকা হয়ে রহিল অন্তরে।
এইরূপ যাহাদের মন চমৎকার,
আরোপণ করিবে না কেন ব্যভিচার?

পূর্ণচন্দ্র বলিল "কি বলিলে কৈলেস
সহৃদের মত কথা কহিয়াছ বেস্!
নিতান্ত নির্ব্বোধ মত এক গুঁয়ে হয়ে,

কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কয়ে।
পুরুষ এমন আছে বলহে ক জন,
না করে বেশ্যার টোলে যামিনী যাপন ?
কেন্নই খেলিছে তুই চোকের কোটরে,
উগরে বিট্‌কেল গন্ধ মুখের গহ্বরে।
চোপ্‌সান গাল তুটো বিশ্রী বেহাকার,
কালিঢালা ঠোঁট তুটো লোহার তুয়ার।
দাঁতেতে বসিয়ে পাপ হিহি কোরে হাসে,
দেখিলে বিকটভঙ্গি গায়ে জ্বর আসে!
আস্তো নরকের কুণ্ড বেশ্যার বদন,
কজন না করে তায় বদন অর্পণ ?
কেহ যেথা মলমূত্র ত্যাগ কোরে যায়,
ছিছি অন্যে সেথা পাতপেড়ে ভাত খায় !

যা হোক্ লোচ্চার নাই তেতটা চাতুরী,
মারে না পরের বুকে বিষেষাণা ছুরী।
কিন্তু যাঁরা বাহে৷ যেন নিতান্ত সুবোধ,
যেন জয় করেছেন লোভ কাম ক্রোধ।
কিছুমাত্র নাই যেন মনেতে বিকার,
চাপল্য মাত্রই নাই, গম্ভীর আকার।
তামাকটী পর্য্যন্ত কভু ভুলেও না খান্,
ভুলেও কুপথে যেতে কখন না চান্।
ধর্ম্মের কথায় হয় সদাই বড়াই,
কথায় কথায় দেন সত্যের দোহাই।
তাঁহাদের অনেকের ভিতরে পশিলে,
অবাক হইবে, যেন কোথায় আইলে।
বালির ভিতরে নদী বিষম কার্খানা,
তরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ হয় না ঠিকানা!
মিট্‌মিটে, ভিৎভিতে, নাটের গোসাঁই,
অন্তরে পর্ব্বতে ঘা, মুখে রা নাই!

"আমি বলিলাম এ কথাও ভাল নয়,
সহৃদয় দ্বয়! আজি কেন নিরদয় ?
সরলা বঙ্গের বালা, ছলা নাহি জানে,

পতিপ্রাণা [illegible] অল্প যুবা [illegible]নদিগে [illegible]
ফুল ভরেতে উগকে [illegible]
পতিই সর্ব্ব[illegible] ছলে মা টিতে মি[illegible]ই [illegible]তাহার [illegible]
পতির বির[illegible]য় দেখিয়ে সম্মা[illegible] বল-
নাহি শাস্ত্র [illegible] বিনয় হতে চান [illegible] বিনে [illegible]
বোসে থাকে [illegible] কর্ম্ম করি সমাপন
চাতকীর প্রায় পথ তাকাইয়া রয়,
যেখানে যতন, থাকে সেইখানে ভয়।
কি লয়ে তখন, বল কি লয়ে তখন,
সুদীর্ঘ সময় তারা, করিবে যাপন ?
কাছেতে থাকিলে পতি মনোসুখে থাকে,
তাই সদা গৃহেতে রাখিতে চায় তাঁকে।
আপনার অন্য বন্ধু দেখিতে না পায়,
অন্য বন্ধু পতিরো, দেখিতে নাহি চায়।
স্বচ্ছন্দে পূরিয়ে রেখে তাদের গারোদে,
বন্ধু নিয়ে মাতি মোরা বাহিরে আমোদে।
বিরূপ ব্যাভার হেন সহিবেক কেন ?
তুমি কি সহিতে পার অবিচার হেন ?
আপনার বেলা যাহা সহ্য নাহি যায়,
অনাসে সহিবে তাহা পরের বেলায় ?
হয় ছেড়ে দাও, তারা বেড়াক্ সমাজে,
বাড়িয়া নিযুক্ত হোক্ মনোমত কাজে;
নয় কোলে কোরে তুমি ঘরে বোসে থাক,
তু দিকের যাহা ইচ্ছা এক দিক্ রাখ।
কেবল গায়ের জোরে সব নাই চলে.
গা-জোরে চলেছে কিন্তু পুরুষ সকলে।
তোমার দয়ার কাজ সদা দেখি ভাই,
অবলার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই ?

পূর্ণ হে দিওনা গালি বারবনিতায়,
ভাবিলে তাদের তুখ বুক ফেটে যায়।
কেহ নাই তাহাদের এই ধরাধামে,
সকলেই ঘৃণা করে তাহাদের নামে।



[illegible] দয় [illegible]মুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ,
[illegible]দেগ[illegible]ত তারা সে সুখে বিমুখ।
[illegible] দিয়ে ছিল কুলে জলাঞ্জলি,
[illegible]ছ বাসি ফুল ফেলে সেই অলি।
[illegible]ভাগিনী চারা নাই আর,
[illegible]র দায়ে প্রেমের পসার।
[illegible]এী লয়ে পেশাদারি করা,
[illegible]বিগানা লোকের গলাধরা!
হয়েছে [illegible]র যেন ভাগ্যের লিখন,
ভেবে দেখ সেই ভাগ্য নৌভাগ্য কেমন!
রাত্রিকাল সকলেরি শান্তির সময়,
সুখে শুয়ে নিদ্রা যায় প্রাণী সমুদয়;
কিন্তু হায় শান্তি নাই তাদের হৃদয়ে,
বোসে আছে জেগে কারো আসার আশয়ে।
যে লাবণ্য পাপে তাপে গেছে একেবারে,
অঙ্গরাগ রঙ্গ মাখে ফিরাইতে তারে।
মনে সুখ নাই, মুখে হাসি আসে নাই,
তবুও জোগাতে মন হাসি আসা চাই।
ওরম্বা, মাতাল, চোর, ছেঁচড়, নচ্ছার,
দয়া কোরে যে আসিবে হতে হবে তার।
তাহাদের হাতে প্রাণ থাকিবে কি যাবে,
কে জানে সে কালরাত্রি কেমনে পোহাবে ?
হয় আজি ঘুমাইবে জন্মের মতন,
নয় শেষে ভিক্ষা মেগে করিবে ভ্রমণ।
এমন কৃপার পাত্র যাহারা সবাই,
তাহাদের গালি তুমি কেন দাও ভাই!
বটে তারা সমাজের নরকের দ্বার,
সমাজ করেনা কেন তাহা পরিষ্কার ?
তাদের কি উদ্ধারের প্রয়োজন নাই ?
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই ?
ছেলেরা বেশ্যার সঙ্গে খেয়ে মদেভাতে,
সারা রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়া পাতে;
প্রাতে ঘরে এলে, আর দোষ নাহি রয়,

মেয়ে কিছু করিলেই সর্ব্বনাশ হয়।
একেবারে কোরে দেয় গৃহের বাহির,
যেথা ইচ্ছা চোলে যাক্ হইয়ে ফকির।
এত বড় তুনিয়ায় অত টুকু মেয়ে,
অকূলে বেড়ায় ভেসে কুল চেয়ে চেয়ে।
নীড়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় শাবক মতন,
চারিদিকে শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন!
কেহ নাই যে তাহারে ডাকিয়া সুধায়,
ভাল পথ দেখাইয়ে বিপদে বাঁচায়।
কাজে কাজে পড়ে এসে অসতের হাতে,
ক্রমে ক্রমে অবশেষে যায় অধঃপাতে।
বল পূর্ণ, এ পাপের কে হইবে ভাগী,
পরিত্যক্ত কন্যা, কিম্বা পিতা পরিত্যাগী ?
অনাসে দুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপ স্পর্শমাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়!
কত দিন আর, হায় কত দিন আর,
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার ?
মান নিয়ে ধুয়ে খাও, বৃথা মান কেন ?
ও মানের অনেকাংশ কাপুরুষি জেন।
স্বভাব তুর্ব্বল ভাই মানুষের মন,
অনাসেই হতে পারে তাহার পতন।
অগ্রে চেষ্টা কর সেই পতন থামাতে।
কিছুই হবে না কিন্তু কেবল কথাতে।
সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক,
যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ।
পড়িয়ে গিয়েছে যারা, তাহাদের তরে
নরকে নাবায়ে দেও সিঁড়ি থরে থরে।
উদার অন্তরে গিয়ে স্নেহে হাত ধরি,
আস্তে আস্তে তুলে আন উপরি উপরি।
তা হইলে তেজো মান চরিতার্থ হবে,
যথার্থ বীরের ন্যায় মনসুখে রবে।
যে দিন এমন হবে সমাজ সংস্থান,
সেই দিন মুক্তি পাবে মানব সন্তান!

কামাণ পড়ার পর মোরা তিন জনে,
এইমত কত কথা কই একমনে।
তোমার মুখেতে কিন্তু নাহিক বচন,
আর কি ভাবিছ যেন, এতে নাই মন।
বিদায় হইতে চাই, কাছেতে তোমার,
নিরখিয়ে দেখিলাম সম্পূর্ণ বিকার।
আকার লাবণ্য হীন, মলিন বদন,
অবিরল অশ্রুজলে ভাসিছে নয়ন।
সুধালেম, " বল কেন সহসা বিজয়!
নিতান্ত নিষ্প্রভভাব হইল উদয়।
কি হলো ইহার মধ্যে, কেনই এমন
কাতর নয়নে তুমি করিছ ক্রন্দন?
দাওহে বিদায় ভাই হাসি খুসি মনে,
হেসে খুসে চলে যাই যে যার ভবনে।
ওই দেখ হইয়াছে অরুণ উদয়!
প্রসান্ত আরক্ত আভা শোভে মেঘময়।
ওই দেখ সরোবরে প্রফুল্ল কমল,
অরুণের আলো হেরে হর্ষে ঢল ঢল।
তীর ভুমে বিকশিথে কুসুম কানন।
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাত পবন!
লোলুপ ভ্রমর সব গুণ গুণ স্বরে,
ফুলে ফুলে ফিরি ফিরি সুখে গান করে।
গাছে গাছে পাকি সব হয়ে একতান,
আনন্দে ললিত সুরে ধরিয়াছে গান।
তোমার ময়ুর ওই পাকম ধরিয়া।
নাচিছে বাগানে দেখ হরষে ডাকিয়া।
ওই দেখ মাথার উপরে গান গায়,
আহা! ও সব কি পাখি শ্রেণী বেঁধে যায়?
আলোময় হইয়াছে সকল ভূবন,
কেমন সেজেছে দেখ দ্বিগাঙ্গনাগণ!
বড় সুখময় ভাই প্রভাত সময়,
এসময়ে সকলেরি মনে সুখ হয়।
যেথা হতে যার সুখ গেছে একেবারে,

এ সময়ে তারো মনে সুখ হ...
কথা ভঙ্গ কোরে তুমি বলিলে আ...
" না, না, দাদা তাহা কভু হতে না...
হেথা থেকে সব সুখ উঠেছে আ...
তাই ভাই প্রাণ কেঁদে ওঠে ...
আর আমি বাঁচিবনা, বুঝেছি ...
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে ...
কদিন ধরিয়ে মনে হতেছে সদ...
যেন ভাই আপনারে হারাই হ...
তুমিতো বলিছ দাদা সব দেখ সুখ,
আমি কিন্তু যাহা দেখি, সব যেন দুখ।
বড় সুখ পাই আমি দেখিলে যে মুখ,
এখন সে মুখ দেখে ফাটিতেছে বুক।
আজ্ অবধি হলো হায় জনমের শোধ!
আজ্ অবধি প্রণয়ের পঙ্কজিনী রোধ!
আলিঙ্গন দাও ভাই সকলে আমায়,
বিজয় জন্মের মত হইল বিদায়।
এক একবার ভাই করো সবে মনে,
এক জন স্নেহদাস ছিল ও চরণে।
পদধুলি দাও দাদা আমার মাথায়,
ভিক্ষা চাই এই মনে রেখহে আমায়!
এই বোলে আমাদের জড়িয়ে ধরিলে,
দর দর নেত্র নীরে ভাসিতে লাগিলে।
সহসা হেরিয়া সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার,
কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির হলোনা আমার।
যাহাহোক্ দিয়ে সেই গাঢ় আলিঙ্গন,
স্নেহভরে করিলাম বদনে চুম্বন।
" ওই ভাই দেখ চন্দ্র অস্তাচলে যায়!
আমারো প্রাণের আলো নেবো নেবো প্রায়॥
সকাতরে এই কথা বলিতে বলিতে,
বিকৃত নয়নে ফিরে দেখিতে দেখিতে
মাতালের মত ভাব, স্খলিত চরণ,
শেষ দেখা দিয়ে সেই করেছ গমন।



... বিজয় বিনয় বিভূষণ!
...মম মনে জাগে অনুক্ষণ।
ইতি প্রথম সর্গ।

---

# চিন্তা।

এ কোথায় এলেম এখন!
কি এত দিন ঘুমের ঘোরেতে?
...ক সে সকল কেবল স্বপন?
...করে আর সেই সুখের লোকেতে!

...হার...
...্য আলো কোরে রয়েছে ধরণী,
...সৌদামিনী খেলে নীরদ মালায়,
ক... ...ন কোরে বহে সেই সুরধনী,
কিন্তু সেই সুখ এরা দেয় না আমায়।

সেই তো মানুষ সব কাতারে কাতার,
চলেছে স্রোতের মত মোর চারি ভিতে,
কিন্তু সে সরল ভাব নাহি দেখি আর,
গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে।

প্রথম যৌবন কাল বসন্ত উদয়,
কেমন প্রফুল্ল রয় হৃদয় তখন!
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়,
হায় সে সুখের কাল থাকেনা কখন!

ক্রমেই যাইছে বেড়ে নিদাঘের জ্বালা,
যে দিকে ফিরিয়া চাই সব ছারখার,
সংসার ফাঁপরে পোড়ে সদা ঝালাপালা,
কি করি কোথায় যাই ঠিক নাই তার।

দুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে;
হয় তুমি ত্যজোমান দিয়ে বলিদান,
পড়গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে;
নয় বোসে ঘরে পরে হও অপমান।

হাধিক্ হাধিক্! আমি সবনা কখন,
অপদার্থ অসারের দেমাকের লাথি,
করে প্রিয় পরিবার করুক্ ক্রন্দন,
শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক্ ছাতি!

আশে পাশে উপহাসে কিবা আসে যায়,
ছিরেয় ছিরেমো করে স্বভাব তাহার,
সফরী গণ্ডুষ জলে ফর্ফরি বেড়ায়,
তা হেরে কেবল হয় করুণা সঞ্চার।

বাস্তবিক যে সময় প্রিয় পরিজনে,
উদর অন্নের তরে হবে লালায়িত,
মোর পানে চেয়ে রবে সজল নয়নে,
সে সময়ে ধৈর্য্য কি হবেনা বিচলিত?

তবে কি তাদের তরে আমি এই বেলা,
ধর্ম্ম কর্ম্ম রেখে দিয়ে তুলিয়ে শিকায়,
সুখের সর্ব্বস্ব ধন তেজে কোরে হেলা,
গোলে হরিবোল দিব মিসিয়া মেলায়?

সেই উপাদানে কিগো আমার নির্ম্মাণ!
তবে কেন তা করিতে মন নাহি সরে?
আপনা আপনি কেন কেঁদে উঠে প্রাণ?
কে যেন বারণ করে মনের ভিতরে!

অয়ি সরস্বতী দেবী! ছেলেবেলা থেকে,
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল;
ভুলিব না কমলার কাম রূপ দেখে;
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপা... হত,
...নক ব্যক্তি
বাজাও তোমার সেই বিমোহি...
শুনিয়া জুড়াক মোর ...য়া সুপণ্ডিত
জুড়াবার কে, ...
তোম...

তব বীণাবিগলিত অমৃত লহরী,
আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে ?
আর কি পোহাবে এই ঘোর বিভাবরী ?
আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে ?

যখন জনমভূমি ছিলেন স্বাধীন,
কেমন প্রফুল্ল ছিল তাঁহার বদন !
এখন হয়েছে হায় সে মুখ মলিন !
বিষাদেতে পরেছেন তিমির বসন !

হায় ! জননীর হেন দুখের দশায়,
কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন ?
যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়,
বিমর্ষ মনেতে বুদ্ধি খেলে কি তেমন ?

অধীনতা পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক,
এক রত্তি জায়গায় সদা বাঁধা থাকে,
প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক ?
পাশ না ফিরিতে চারি দিকে খোঁচা ঠ্যাকে

স্বাধীন দেশের লোক, স্বাধীন অন্তর ;
অবাধে ছুটায়ে দেয় বুদ্ধি আপনার,
ঘরে বোসে তোলপাড় করে চরাচর,
যে বাধা বিষম বাধা, তা নাই তাহার।

এ দেশেতে বুদ্ধিমান্ যাঁহারা জন্মান,
তাঁরাই পড়েন এসে বিষম বিপদে ;
নাই হেথা তেমন ফালাও রঙ্গস্থান,
আলো-[illegible]মি কি তিষ্ঠিতে পারে সুড়িখাড়ি নদে ?
[illegible]কমন সেজে,
[illegible]ড় সুখময় ভাইত্তের শান্তির সময়,
[illegible]সময়ে সকলেরি মনেদি সুধু বোসে থাকে,
[illegible]থা হতে যার সুখ গেছে একেবা[illegible] প্রলয়,
[illegible]ক।

তেমনি তেজাল বুদ্ধি না পেলে[illegible]
ঘুমে ঘুমে জ্বোলে জ্বোলে বাঁ[illegible]
যাঁর বুদ্ধি তাঁহাকেই কোরে ফে[illegible]
বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকে[illegible]

অহো সে সময় তাঁর ভাব ভয়ঙ্ক[illegible]
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিভ্রান্ত, উ[illegible]
কি যেন হইয়া গেছে মনের ভিত[illegible]
বাদলে আবিল যেন উজ্বল আক[illegible]

নয়ন রয়েছে স্থির পৃথিবীর পানে,
তেমন উদার জ্যোতি আর তার
চট্‌কা ভেঙে ভেঙে পড়ে এখানে ওখ[illegible]
সদা যেন জাগে মনে পালাই পা[illegible]

হা দুর্ভাগ্য দেশ ! তব যে সব সন্তান,
উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভা প্রভায়,
বেঘোরে তাঁহারা যদি হারান পরান,
জানিনে কি হবে তবে তোমার দশায় !

যে অবধি স্বপনের মায়াময়ী পুরী,
ছেড়ে এসে পড়েছি যথার্থ লোকালয়ে,
সে অবধি আমার সন্তোষ গেছে চুরি,
সদা এক তীক্ষ্ণ জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে।

উথলিছে ভয়ানক চিন্তা পারাবার,
তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দূর যাই,
আঁধার আঁধার তত কেবল আঁধার,
ধাঁদায় কানার মত কূল হাতড়াই।

---

ভ্রমসংশোধন।

| পৃষ্ঠা | স্তম্ভ | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ১৬ | ২ | ১১ | কেঁপে | ফেঁপে |
| ১৭ | ১ | ১৯ | সেখা | সেথা |
| ১৭ | ২ | ৩১ | তেজেলক্ষ্মী | তেজোলক্ষ্মী |



# অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

---

[illegible]খ্যাত শম্ভুনাথ পণ্ডিত কা-[illegible]ক্ষ্মণ কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁ-[illegible]বসা নিবাস লক্ষ্ণৌ প্রদেশ। [illegible]হার পিতা সদাশিব পণ্ডিত ধনো-পার্জ্জনের নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, এবং পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া এখানকার সদর আদালতের পেস্কারির কার্য্য প্রাপ্ত হন। ১৮২০ সালে এই মহানগরী কলিকাতায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক নিঃসন্তান বৃদ্ধতম জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। শম্ভুনাথের পিতা এবং পিতৃব্য উভয় ভ্রাতায় পরস্পর এরূপ স্নেহপাশে আবদ্ধ ছিলেন যে, শম্ভুনাথ জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র তাঁহাকে তাঁহার পিতা আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করেন ; সুতরাং শম্ভুনাথ শৈশবকাল হইতেই আপনার পিতৃব্য আলয়ে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন। অতঃপর কলিকাতার জল বায়ু শম্ভুনাথের শৈশবকালীন কোমল শরীরের পক্ষে অসুস্থকর হওয়াতে লক্ষ্ণৌ প্রদেশে তাঁহার মাতুলালয়ে তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া মাতুল মহাশয়ের যত্নে পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। অবশেষে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার মানসে কাশীতে আগমন পূর্ব্বক “ বেনারস্ কালেজে” কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, এবং তথা হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া “ ওরিএন্টেল সেমিনারী ” নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে এই বিদ্যালয় হিন্দু কালেজের সহিত অনেকাংশে সমকক্ষ ছিল ; এবং তথায় অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। সুপণ্ডিত জার্ম্মাণ জেফ্রয় এবং ডি, এল, রিচার্ডসন প্রভৃতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সেই সময়ে এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ; সুতরাং ঐ বিদ্যালয়ে বিশিষ্টরূপে বিদ্যালোচনা হইত, এবং সেই সময়ে অনেকানেক ব্যক্তি ঐ বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া সুপণ্ডিত হইয়াছেন।

শম্ভুনাথের শৈশবকালীন জীবন-চরিত অতিশয় চমৎকার। তিনি সুশীল ও নম্র ছিলেন; এবং নানা প্রকার সদ্গুণে তাঁহার হৃদয় ভূষিত ছিল। বিদ্যালয়ের সমবয়স্ক একপাঠিগণ, শিক্ষক এবং অপর অপর পরিচিত ব্যক্তি সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। তিনি পরিশ্রমী ও কার্য্যচতুর ছিলেন, কিন্তু একাদিক্রমে পরিশ্রম করাও তাঁহার শরীরের পক্ষে অসুস্থকর হইয়া উঠিত। ক্রমে ক্রমে যখন তিনি শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার রূপমাধুরী প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখ চন্দ্রিমা, অঙ্গসৌষ্ঠব, ও সুমধুর বাক্যকলাপ সকলকেই বিমোহিত করিয়া ফেলিত। তিনি সুরসিক এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু আপনার কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকিত। পঠদ্দশায় তিনি যে সকল সদ্গুণের ও সাহসের কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এস্থলে দুই একটী বিবৃত হইল। একদা ছাত্রেরা অবকাশ পাইয়া বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছে এমত সময়ে জনৈক ইউরোপীয় মদমত্ত হইয়া কোষনিষ্কাশিত তরবারি করে[illegible] লীতে উপস্থিত হইল। [illegible] সকলেই ভয়াকুল; শিক্ষকে[illegible] ছাত্রগণ স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ না[illegible] ধাবমান হইতে লাগিল, কি[illegible]সিক শম্ভুনাথের হৃদয় কিছু[illegible] বিচলিত হয় নাই। তিনি নি[illegible] ভাবে ঐ ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হই[illegible]ন এবং তাহার সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপ করিয়া এরূপ কৌশল পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিলেন যে তাহা দৃষ্টি করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অপর এক জন দীর্ঘকায় ফকির বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে অপমান করাতে শম্ভুনাথ কতকগুলি বালক সংগ্রহ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আনয়ন পূর্ব্বক বিশেষরূপে শাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় যে সকল ছাত্রের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় জীবনের সমস্ত ভাগ তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা নিমতলাস্থ দত্তবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু ভবানী প্রসাদ দত্তের সহিত তাঁহার সবিশেষ মিত্রতা ছিল। যত দিন পর্য্যন্ত তিনি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পা-



[illegible] তত দিন তাঁহার স্বভাব-[illegible] ক্ষমতা অপরিস্ফুট ছিল। [illegible] বয়োবৃদ্ধি সহকারে বুদ্ধি [illegible]য়া উঠিলে তিনি আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলেন, এবং আপনার কর্ত্তব্যও স্থির করিয়া লইলেন। এক্ষণে তিনি একান্ত মনে ও অধ্যবসায় সহকারে সাহিত্যশাস্ত্র চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সমাধ্যায়ী চতুর ছাত্রেরা পাঠ্য পুস্তকের যে সকল পদ সামান্য বোধে তাচ্ছিল্য ভাবে দেখিয়া যাইতেন, তিনি সেই সমস্ত পদ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে নূতন নূতন ভাবার্থ উদ্ভাবন করিয়া লইতেন। যে সকল পদ ও বাক্য তিনি বুঝিতে পারিতেন না, তাহা পুনঃ পুনঃ ধৈর্য্যসহকারে দেখিতেন; এই জন্য কোন কোন বুদ্ধিবান ছাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদের আশুবোধগম্য হইয়াছে বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভও করিতেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ শম্ভুনাথ স্বরূপার্থ নিরূপণ করিয়া লইতেন। অঙ্ক-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার তাদৃশ আসক্তি ছিল না। সুতরাং তাঁহার অঙ্কশিক্ষা অতি সামান্যরূপই হইয়াছিল। বিশেষতঃ সে সময়ে বিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। ছাত্রেরা অঙ্ক-চর্চ্চা না করিয়াও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে শম্ভুনাথের দুরবস্থা সন্নিকটবর্ত্তী হওয়াতে অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ১৮৪১ খৃঃ অব্দে ওরিএন্টেল সেমিনারি নামক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁহাকে যে সকল প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে, ৯ই আগষ্ঠ তারিখে হার্ম্মন জেফ্রয় তাঁহাকে যে প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদান করেন তাহা এই ঃ—

শম্ভুনাথ পণ্ডিত ওরিএণ্টেল সেমিনারির একজন প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্র। সের্ এড্ওয়ার্ড রাইন, কেপ্টন্ রিচার্ডসন প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তিনি ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। আমি স্বয়ং তাঁহাকে পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া অবগত হইয়াছি। তাঁহার রীতি-চরিত্র গুরুজনগণের নিকট প্রসংশনীয় ছিল।

উক্ত বিদ্যালয়ের অধিকারী বাবু গৌরমোহন আঢ্য তাঁহার চরিত্রের প্রতি এরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

যতদূর আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া শম্ভুনাথের চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়াছি তাহাতে এই বলিতে পারি যে তাঁহার চরিত্র সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।

এইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া শম্ভুনাথ একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তিনি আর কিছুকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁহার পিতার নিমিত্ত তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা আপনি যাহা বুঝিতেন তাহাই উৎকৃষ্ট মনে করিতেন। তিনি কাহার কথা শুনিতেন না। তিনি আপনার সংস্কারানুসারে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার সন্তান যে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে তাহাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট। পিতৃভক্ত শম্ভুনাথ তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পিতার বাক্য উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া পিতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন।

এক্ষণে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত শম্ভুনাথকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবরোহণ করিতে হইল। প্রথমে তিনি বিংশতি মুদ্রা বেতনে সদর আদালতে রেকর্ড রক্ষকের অধীনে এক কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত আদালত সংক্রান্ত পত্রের অনুবাদ দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিতেন। তিনি হিন্দি, বাঙ্গলা, পারস্য এবং ইংরাজি ভাষায় উত্তম রূপ অনুবাদ করিতে পারিতেন। ক্রমে ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষদিগের গোচর হইলে তাঁহাকে উক্ত আদালতের মহরীর পদে নিযুক্ত করা হয়। তথায় তিনি আপনার কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রজনীযোগে আপনার অভিমত শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। যে সমস্ত মকর্দ্দমা তিনি দিনমানে অবলোকন করিয়া যাইতেন, রাত্রিকালে তৎ সমুদয় আপনা আপনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিতেন। এইরূপে তাঁহার বিচার বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ হইতে লাগিল।

তিনি যখন ডিক্রিজারির মহরির কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। উহা পাঠ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ও আস্থা ছিল তাহা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

ক্রমশঃ।

# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ ] পৌষ, ১২৭৫ সাল। [৯ সংখ্যা।

## গ্রীসদেশের ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায়।

### পিলপনিসীয় সংগ্রামের কারণ।

পেরিক্লিসের শাসন কালে গ্রীসে যে একটী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহার নাম পিলপনিসীয় সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ক্রমাগত সপ্তবিংশতি বৎসর প্রজ্বলিত থাকিয়া অবশেষে আথেন্স নগর একেবারে উৎসন্ন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। পেরিক্লিসের চক্রান্ত, আথীনীয়দিগের বলবতী দুরাকাঙ্ক্ষা ও চপলতা এবং স্পার্টান্‌দিগের ঈর্ষ্যাই এই সংগ্রামের মূলীভূত কারণ বলিয়া ইতিহাস মধ্যে ধর্ত্তব্য হয়। ফলতঃ কোন কারণ বশতঃ যোজকবাসিদিগের সহিত কর্সাইরার ঔপনিবেশিকদিগের বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে, স্পার্টীয়েরা যোজকবাসীদিগকে অভয় দান করিলে আথীনীয়েরা যে ঔপনিবেশিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান সংগ্রামের অব্যবহিত কারণ। এতদ্ব্যতীত আথীনীয়েরা ঈজিনার লোকদিগকে হতাহত ও বশীভূত করিয়া মেগেরিয়ান্‌দিগকে আপনাদের বন্দর ও বিপণি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, অবশেষে সমরানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর ডোরিয়া প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ স্পার্টায় সমবেত হইলে, কর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ তথায় একটি সভা হইল। করিন্থবাসিরা বলপক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রযত্ন সহকারে সংগ্রামে ব্যাপৃত করাইবার পরামর্শ দিলে, স্পার্টার রাজা সুবিজ্ঞ আরকিডেমস্ কহিলেন, হঠাৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু সকলেই সংগ্রামের দিকে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে যুদ্ধযাত্রাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

অনন্তর বিবাদ পাকাইবার জন্য এই বলিয়া আথেন্সে দূত প্রেরণ করিল যে, আথীনীয়েরা মেগেরিয়ানদিগের প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহার জন্য তাহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, এবং ঈজিয়ান্‌দিগকে স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক

সন্ধিস্থাপন করুন্। একথা বলিয়া সন্ধি করা তাহাদিগের বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছিল। ফলতঃ আথীনীয়েরা পেরিক্লিসের উপদেশানুসারে তাহাদের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া "সমস্ত বিষয় পক্ষপাতশূন্য বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় আমাদের এইরূপ ইচ্ছা" এই মাত্র বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিল। আথীনীয়দিগের এই উত্তর স্পার্টানদিগের মনোমত না হওয়াতে তাহা সংগ্রামে পর্য্যবসিত হইল।

আথেন্সবাসীরা গ্রীসের সমস্ত জাতি অপেক্ষা জলযুদ্ধে উৎকৃষ্ট থাকায়, সীমনের কর্ত্তৃত্ব সময়ে সপ্তম নগরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এবং সমুদ্র রণতরীতে পরিপূর্ণ থাকায়, শত্রুপরোধের ভয় একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া পেরিক্লিস্ নগরবাসী লোকদিগকে এই উপদেশ দিলেন যে তোমরা সমস্ত প্রদেশ শত্রুহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক পলাইয়া আসিয়া নগর মধ্যে অবস্থিতি কর। এবং কতকগুলি রণতরী পিলপনীসসের উপকূল ভাগ লুঠ করিতে পাঠাইয়া দাও।

যদিও সমস্ত গ্রীকদিগের মধ্যে আথেন্সবাসীরা নগরবাস অপেক্ষা পল্লীগ্রামে বাস করিতে অধিক ভাল বাসিত, তথাপি তাহারা পেরিক্লিসের মতেই সম্মত হইয়া তাহাদের যাবতীয় পশুপাল ইয়ুবিয়া দ্বীপে পাঠাইয়া দিল এবং আপন আপন ঘর ভাঙ্গিয়া আথেন্সে দুষ্পাপ্য অসংখ্য কাষ্ঠ লইয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আথেন্সে পলাইয়া আসিল। যাহারা কি বন্ধুগৃহ কি দেবমন্দির কুত্রাপি স্থান পায় নাই, তাহারা এই সকল কাষ্ঠ লইয়া নগরের অনাবৃত স্থান এবং প্রাকারের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত স্থানে কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিল। স্পার্টীয়েরা স্বদেশীয় এবং মিত্রসৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আটিকা আক্রমণদ্বারা তদ্দেশ ছারখার করা এবং সেখানকার ফলদ বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলা প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ করিয়া যাহাতে আথীনীয়েরা বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বদেশে আগমন করে এই অভিপ্রায়ে যুদ্ধক্রম স্থির করিয়া তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। পেরিক্লিস অতি কষ্টে আথীনীয়দিগকে স্বদেশ প্রত্যাগমন হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন। তিনি এখন পর্য্যন্তও আপন স্বেচ্ছাক্রমে আথীনীয়দিগের উপর প্রভুত্ব করত অবশেষে শত্রুদিগকে আটিকা হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন শত্রুরা আটিক হইতে গমন করিল, তখন পেরিক্লিস দুই শত নৌসেনা প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইয়া পিলপনিসীয়োপকূল ছারখার করিয়া, আটিকায় উপর যে সকল উৎপাত হইয়াছিল, তাহার শোধ দিয়া আসিল।

---

### আথেন্সের মহামারী।

আথেন্সবাসীরা যে রীতি অনুসারে সংগ্রাম চালাইতে ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহাদের বিজয় লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্পার্টানদিগের অপেক্ষাও ভীষণতর এক অভিনব শত্রু আসিয়া আক্রমণ করাতে



তাহাদিগকে একেবারে উৎসন্নপ্রায় করিয়া ফেলিল। তাহার নাম সুপ্রসিদ্ধ মহামারী! ইহার পূর্ব্বে এরূপ ভয়ানক মারী আর যে কোন কালে হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় মিসর দেশেই ইহার জন্মস্থান। মিসর হইতে ক্রমশঃ আফ্রিয়ার সমুদায় উপকূল আক্রমণ ও উৎসন্ন করিয়া পরিশেষে সর্ব্বসংহারক মারী আথেন্সের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পিরস্ নগরে প্রবেশ করে। একেত সেই গ্রীষ্ম কালের উত্তাপ, তাহাতে আবার শত্রুদিগের আক্রমণ, অধিক সংখ্যক লোকে নগরে আশ্রয় লওয়াতে বায়ু বিষাক্ত হইয়া ভূরি ভূরি লোকের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। এই মরক এত প্রবল হইয়াছিল, যে মৃত দেহের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হওয়াতে চিকিৎসকদিগের চিকিৎসানৈপুণ্য একেবারে বিফল হইয়া পড়িল। লোক সকল নিঃসম্বল ও নিঃসহায় হইয়া উঠিল। কাহারও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রহিল না, সকলে বিধিবহির্ভূত কার্য্যের আচরণ করিতে লাগিল। যে হেতু তৎকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে লোকের মনে এরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার হইল যে, তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল, দেবতারা তাহাদের আনুকূল্যে নিবৃত্ত হইয়াছেন, আর তৎকালে এমন কেহই নাই যে অপরাধীদিগকে দণ্ড করে। তখন রাজনিয়ম কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে।

এইরূপে যখন যমরাজ করাল কবল বিস্তার করিয়া দিন দিন লোক সমূহকে উদরসাৎ করিতেছেন; তৎকালেও তাঁহার কবলপতনোন্মুখ লোকদিগের মধ্যেও ভয়ানক কুক্রিয়ার প্রাখর্য্য হইয়াছিল। ইহা প্রায়ই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, মরকের প্রাবল্য হইলে কুক্রিয়ার প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে মরক হয়, তখন ও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

মরক ন্যূনাধিক চারিবৎসর প্রবল ছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক বার নিবৃত্ত থাকিত। এই মরকে আথেন্সে প্রায় অর্দ্ধেক লোক মরিয়া যায়। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পেরিক্লিস একজন; মরকের দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতি পূর্ব্বে তাঁহার সমুদয় সন্তান সন্ততি ও পরিবারবর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবল একটি মাত্র সন্তান জীবিত ছিল, তথাপি তাঁহার স্থির-চিত্ততার কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। কিন্তু যখন তাঁহার সেই শেষ পুত্রটী গত হইল, তখন তিনি আর স্থির-চিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দেশের প্রথানুসারে সমাধি দিবার পূর্ব্বে যখন তিনি সেই মৃত সন্তানের মস্তকে মালা দিতেছিলেন, তখন তাঁহার শোকসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল, তিনি আর নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুজল প্রবল বেগে বহিতে লাগিল।

---

### রোমীয় নগরের অবরোধ।

যত দিন আথেন্সে মারী ছিল, তত দিন পিলপনিসীয়েরা শরীরে বিষাক্ত বায়ুর সংক্রমণ ভয়ে নিবৃত্ত ছিলেন। এই অবসরে তাঁহারা

আথিনীয়দিগের স্থির মিত্র প্লেটীয়দিগকে হীন বল করিবার চেস্টায় নিযুক্ত হইলেন। প্লেটীয়েরা পিলপনিসীয়দিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি তাঁহারা তাঁহাদের কোন প্রকার উৎপাত নাকরেন তাহা হইলে তাঁহারা মধ্যস্থতা অবলম্বন করিবেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে প্লেটীয়েরা তাহাদের স্বীয় পরিবার দিগকে আথেন্সে রাখিয়াছিল। এখন তাঁহারা আথিনীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাদের এক্ষণে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে আথিনীয়েরা এই উত্তর দিয়াছিলেন যে তাঁহাদের কথনই মধ্যস্থতা অবলম্বন উচিত নহে যেহেতু তাঁহারা নিশ্চয় সাহায্য দিবেন।

তৎপরে প্লেটীয়রা তাঁহাদের প্রাচীরের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন, তাঁহারা পিলপনীসীয়দিগের প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত নহেন। তখন আর্কিডেমস্ তাঁহার বৈর নির্যাতন হেতুর ন্যায্যতা বিষয়ে দেবতাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ নগর হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ বৃক্ষ সকল চ্ছেদন করিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে রেল দিয়াছিলেন। তৎপরে নগরের ধারে এক কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ছিথিরূণ পর্ব্বত হইতে বাহাদুরি কাষ্ঠ আনিয়া চারিধারে পুতিলেন, অন্তর্দেশ কর্দ্দম ও প্রস্তর দিয়া পুরাইয়া দিলেন। নগরের অভ্যন্তর প্রদেশ দেখিতে পাওয়াযায় ও তাহাতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারাযায়, এই উদ্দেশে পুরাকালের অবরোধকারীগণ নগরের নিকটে এক কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মাণ করিতেন। অবরুদ্ধ ব্যক্তিরা আবার যাহাতে নগ[...] অভ্যন্তর ভাগ দেখিতে না পায় ও অস্ত্র[...] নিক্ষেপ করিতে না পারে, এই পরিমা[...] প্রাচীর উন্নত করিতেন। প্লেটীয়েরা এই বিষয়টী সুসিদ্ধ করিবার জন্য এই মৎলব স্থির করিলেন যে, তাঁহারা প্রাচীরের উপর একটি কাষ্ঠের আবরণ দিবেন। সেই কাষ্ঠাবরণ, ও কারুদিগকে বিপক্ষদিগের অগ্নিবাণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি কাঁচা চামড়া ঝুলাইয়া দিলেন এবং নিকটবর্ত্তী গৃহ সকল হইতে ইষ্টক লইয়া সেই আবরণের মধ্যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই কল্পনা তাঁহাদের আশানুরূপ ফলোপধায়িনী হইল না দেখিয়া তাঁহারা কৃত্রিম পর্ব্বতের বিপরীতদিকে যে প্রাচীর আছে, তাহা ফুটাইয়া দিলেন এবং গোপনে গোপনে প্রাচীরের মাটি স্থানান্তরিত করিলেন। এই ব্যাপারটি নিবারণের জন্য অবরোধকারীরা কতকগুলি নলের ঝুড়ি প্রস্তুত করিলেন। এবং সেই ঝুড়ি মাটি দিয়া পূর্ণ করিয়া প্রাচীরের নিকট ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর অবরুদ্ধ প্লেটিএরা সেই কৃত্রিম পর্ব্বতের নীচে দিয়া এক শুড়ঙ্গ কাটিলেন এবং তদ্দ্বারা মৃত্তিকা সকল স্থানান্তরিত করিবার কল্পনা করিলেন।

পরিশেষে পিলপনীসীয়েরা কৃত্রিম পর্ব্বতের উপর একটি দুর্গ ভাঙ্গিবার কল তুলিলেন এবং তদ্দ্বারা নগরের প্রাচীরের উপর এরূপ আঘাত করিতে লাগিলেন যে তাহা একেবারে কাঁপিয়া উঠিল। আর তাঁহারা নগরের আর আর স্থান ও ঐরূপ যন্ত্র[...]রী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্লেটীয়েরা [...]ই যন্ত্র সকল কাছি দিয়া বাঁধিয়া গুড়া[...] ছিলেন। এবং তাহাদের উপর বড় [...] কড়ি শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে তাহাদের বেগ রোধ হইয়াগেল। তাহার পর অবরোধকারীরা প্রাকারের ও কৃত্রিম পর্ব্বতের মধ্যে রাশীকৃত ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া নগরে অগ্নি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই কাষ্ঠরাশির উপর গন্ধক ও আলকাৎরা ফেলিয়া তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। অগ্নি এত প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, যদি নগরেরদিকে বায়ু বহিত তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ভস্মীকৃত হইত। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হওয়াতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। অবরোধকারীরা সকল রকমেই দেখিলেন। কেবল সৈন্য দ্বারা নগরকে উত্তমরূপ বেষ্টন করাই বাকী আছে। তাহাও এবার দেখিবেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা নগরের চতুর্দ্দিকে দুইটি পরিখা খনন করিলেন। এবং দুইটীর ভিতরেরদিকে ইটের প্রাচীর দিয়া দিলেন। সেই প্রাচীরের উপর সৈন্যেরা বসিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, এরূপ স্থান সকল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এবং সেইরূপ দশ হাত অন্তরে এক একটি চুড়া নির্ম্মিত হইল।

চারি শত প্লেটীয় সৈন্য অশীতি জন আথীনীয় সৈন্য ও ঐ সকল সৈন্যের আহারাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক শত দশ জন স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইল। তাহারা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল নগর রক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, তাহাদের খাদ্যসামগ্রী ফুরাইয়া আসিতেছে, আর আথীনীয়েরাও কোন সাহায্য প্রেরণ করিল না, তখন তাহারা বিপক্ষদিগের নির্ম্মিত প্রাচীরের উপর দিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তন্নিমিত্ত তাহারা সর্ব্ব সাধারণে প্রাচীরের ইষ্টকশ্রেণী ও ইষ্টক গণনা করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা প্রাচীরের উপর আরোহণোপযোগী মই প্রস্তুত করিতে লাগিল। মই প্রস্তুত হইলে তাহারা এমন একটি রাত্রির প্রতীক্ষায় রহিল যাহাতে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারে।

---

# বন্ধুবিয়োগ কাব্য।

---

দ্বিতীয় সর্গ।

---

## কৈলাস চন্দ্র।

কৈলাস হে, তুমি ছিলে সর্ব্ব গুণময়,
বীর্য্যবান বুদ্ধিমান সরল হৃদয়।
এ দিকে যেমন ছিল সুকোমল ভাব,
উদিকে তেমনি ছিল অধৃষ্য প্রভাব।
এ দিকে সচ্ছন্দে বসি ছেলেদের সনে,
হাসি খেলি করিতেছ প্রফুল্ল বদনে।
উদিকে বিজ্ঞের মধ্যে রয়েছ যখন,
গম্ভীর হ্রদের সম গম্ভীর বদন।
সকলেরে দিতে তুমি অভেদ সম্মান,
বড় লোক, দুখী লোক ছিল না এ জ্ঞান।
খোশামোদ নাহি লতে পরাণ থাকিতে,
পরাণ থাকিতে তাহা কারো না করিতে।

যে তোমারে আগে এসে করিত আদর,
যথেষ্ট করিতে তুমি তাহার সমাদর।
তুমি যার সম্মানার্থে করিতে গমন,
যদি নাহি সে করিত যোগ্য সম্ভাষণ ;
তা হলে কে পায়, ক্রোধে হতে কম্পবান,
ছুটিতে কাটিতে যেন তাহার গর্দ্দান।
যে কেন হউন না, যাঁর চরিত্র যেমন,
মুখের উপরে তাঁর করিতে বর্ণন।
কার সাধ্য তোমারে আসিয়ে কটু কয়,
পৃথিবীতে কার নাই মরণের ভয় !
কহিতে হইলে মন্দ, প্রকাশিতে শোক,
পাইলে কহিতে ভাল, পাইতে পুলক।
আপনার দোষ গুণ যেন তুলা ধোরে,
প্রকাশিতে সত্য কথা সবার গোচরে।
এ সকলে কিছু মাত্র হতে না কুণ্ঠিত,
সত্যের প্রভাবে মন সদা প্রজ্বলিত।
মনের ভিতরে এক, মুখে বলা আর,
কখন দেখিনে তব এমন ব্যাভার।
নাজানিতে খুঁৎ খুঁৎ খুঁৎ ঘুঁৎ করা,
নাজানিতে লুকাইয়ে উঁকি ঝুঁকি মারা।
যা করিতে সকলের সমক্ষে করিতে,
যা বলিতে সকলের সমক্ষে বলিতে।
একবার যা বলিতে না করিতে আন,
যাইতে যদ্যপি চায় যাক্ তায় প্রাণ।
পরমন্দ মনেতেও ভাবনি কখন,
করেছ পরের ভাল করি প্রাণপণ।
কোন আত্মীয়ের যদি বিপদ শুনিতে,
তখনি অমনি গিয়া ছুটিয়া পড়িতে।
বিপদ ঘটেছে যেন কত আপনার,
খুঁজিতে বিব্রত হয়ে তার প্রতিকার।
বিনা দোষে যে করেছে ঘোর অপকার,
হয়েছে মনেতে ঘোর ক্রোধের সঞ্চার,

যারে খুন্ না করিলে নাবে না খাবেনা,
হৃদয় রুধির হবে মিচিরির পানা,
সেও যদি কাছে এসে পড়িত গড়িয়ে,
তখনি অমনি সব যাইতে ভুলিয়ে।
ভাল কোরে বুঝেছিলে মানুষের মান,
প্রাণান্তে করনি আগে কারো অপমান।
পুরুষ রমণী বোলে ছিল না বিচার,
করিতে বয়সে বড় হলে নমস্কার।
সমবয় বন্ধু যদি তোমায় পাইল,
সব ভুলে একেবারে আমোদে মাতিল।
চলিতে লাগিল কত হাসি খুসি খেলা,
পড়ে গেল কত মত খাতিরের মেলা।
শীলতা মাধুরী ছিল বেপিয়ে ভাষায়,
ক্ষরিত অমৃত ধারা তামাসা কথায়।
কাহার সঙ্গেতে হবে কি ভাবে চলিতে,
কখন্ বা কোন্ কথা হইবে কহিতে ;
এ সকল বুঝেছিলে অতি নিরমল,
সহজ সকল হয় হইলে সরল।
কহিতে হইলে কথা যুবতীর সনে,
চাহিয়ে কহিতে স্থির সরল নয়নে।
গুরুজন কাছে অধ হইত বদন,
ফল ভরে অবনত বৃক্ষের মতন।
এমনি মাধুরী ছিল আকারে ব্যাভারে,
যে দেখিত, সে ভুলিত রাখিত অন্তরে।
কর্ত্তব্য সাধন করা কিরূপ পদার্থ,
অনুভব করেছিলে তুমিই যথার্থ।
সুবৃত্তি কুবৃত্তি মনে আড়ি আড়ি কোরে
যখন করিত ঘোর যুদ্ধ পরস্পরে,
তখন লইয়া তুমি জ্ঞান-অনুমতি,
করিয়া কর্ত্তব্য স্থির হতে দৃঢ়মতি।
চলে যেতে গম্য পথে এমনি সজোরে,
কার সাধ্য বাধা দিয়ে রাখে তোমা ধোরে।

ন[illegible] পঙ্কষ গুণ উভয়ে শোভন,
[illegible] দেখেছি লোক তোমার মতন।
[illegible] ঔদ্ধত্য কভু হঠাৎ বা রোষ,
[illegible]ষ-তোমার নয়, বয়সের দোষ।
দে[illegible]র উপরে ছিল আন্তরিক টান,
কামনা করিতে সদা তাহার কল্যাণ।
দেখিলে তাহার কোন হিত অনুষ্ঠান,
সাহায্য করিতে যথা সাধ্য ধন জ্ঞান।
স্বদেশের ভ্রাতাদের অতি নির্বীর্যতা,
দৌর্বল্য, ক্ষীণতা, সৌখীনতা, অসারতা ;
পরস্পর স্নেহভাব নিতান্ত শূন্যতা,
গৌরব মাহাত্ম্য সম্পাদনে কাতরতা ;
নারীদের পশুভাব, চাসিদের ক্লেশ,
গৃহস্থের দরিদ্রতা, দাসত্বে আবেশ ;
যত কিছু উন্নতির পথ অবরোধ,
পশ্চিমের খোট্টাদের ঘৃণাদ্বেষ ক্রোধ ;
বিদেশীয় রাজাদের মিষ্টি উৎপীড়নে
জননী জনমভূমি আছেন বন্ধনে ;
এসকল ভেবে শূন্যপ্রায় হত মন,
না পেয়ে উপায় কিছু করিতে ক্রন্দন।
পরিবার ছিল যেন দেহ আপনার,
প্রতিবাসী ছিল যেন নিজ পরিবার।
কি প্রকারে তাহাদের হইবে মঙ্গল,
কি প্রকারে বুদ্ধি বিদ্যা হইবে প্রবল ;
কি প্রকারে ধন মান হবে বর্দ্ধমান,
কিসে হবে শরীরের স্বাস্থ্যের বিধান ;
কি উপায়ে তাহাদের কন্যা পুত্রগণ,
করিবে উৎকৃষ্টতর বিদ্যা উপার্জ্জন ;
কি উপায়ে পরস্পরে হবে ভ্রাতৃ ভাব,
কি উপায়ে হিংসাদির হবে তিরোভাব ;
ভাই বন্ধু মত সবে হাসিয়া খেলিয়া, ?
সম্ভ্রম সহিত যাবে দিন কাটাইয়া ;

এসকল চিন্তা ছিল অতি সুখকর,
করিতে এসব চিন্তা তুমি নিরন্তর।
শুনিতে যখন যার কার্য্য নিরমল,
প্রশংসার সহ দিতে উৎসাহ প্রবল।
কেহ যদি করিত অপথে পদার্পণ,
খেদের সহিত তার করিতে লাঞ্ছন।
আপন বা বন্ধুদের নফরীনফরে,
কখন ডাকনি তুমি তুই মুই কোরে।
যখন নূতন খাদ্য সামগ্রী কিনিতে,
সকলের হাতে দিয়ে আপনি খাইতে।
বন্ধুরা তোমার ছিল প্রাণের মতন,
সেধেছ তাঁদের হিত যাবত জীবন।
আমি কি মানুষ, তুমি ঠিক চিনে ছিলে,
একেবারে মন প্রাণ সমর্পিয়ে ছিলে।
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সম্পূর্ণ প্রণয়,
পরস্পর কভু তার ঘটেনি ব্যত্যয়।
স্বরূপ বুঝিয়াছিলে প্রেম আস্বাদন,
প্রণয়ের উপযুক্ত ছিল খোলা মন।
কিন্তু হায় বিধাতার খেলা চমৎকার,
প্রেম কভু ঘটিল না অদৃষ্টে তোমার।
প্রথম পক্ষের তব প্রেয়সী ভামিনী,
বুঝিত হৃদয়, ছিল হৃদয়গ্রাহিণী।
সুশীলতা, কোমলতা, ধীরতা, নম্রতা,
শালীনতা, সরলতা, সত্য, পবিত্রতা ;
যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর,
সে সকলে পুর্ণ ছিল তাহার অন্তর।
সে যদি বাঁচিত কিছু দিন আর প্রাণে,
অবশ্য হইতে তৃপ্ত প্রেমসুধা পানে।
দ্বিতীয়া তেমন নয়, বিষম কারখানা,
রূপ গর্ব্বে ডব্‌কা ছুঁড়ী, ফেটে আটখানা।
চাপল্য, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
যে সকলে ঘটে প্রেমে বিষম ঘটনা ;

সে সকলে মালা গেঁথে পরেছে গলায়,
ভাবিয়ে দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়।
এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন,
লোকের কি হয় প্রেম? অঘটঘটন।
দেখে দেখে একেবারে চটেগেল প্রাণ,
হয়ে গেলে অন্তরে অন্তরে ম্রিয়মান।
মুখে কিন্তু কোন কথা না কোরে প্রচার,
মনে মনে করিলে উদ্দেশে নমস্কার।
কতক্ষণ কুঝ্‌ঝটিকা করি আচ্ছাদন,
ডুবায়ে রাখিতে পারে প্রদীপ্ত তপন?
সে দুখ তিমির শীঘ্র হল দূরগত,
উজ্জ্বল হইল মন পুন পূর্ব্ব মত।
সে অবধি প্রেম নাম করনি কখন,
হয়েছিলে প্রকৃতির প্রেমে নিমগন।
গরবিনী গরবের করি পরিহার,
পরেতে যাচিল এসে প্রণয় তোমার।
কিন্তু আর তা হবার ছিলনা সময়,
পবিত্র প্রেমের রসে রসিত হৃদয়।
স্বর্গের সুধায় যার সুতৃপ্ত রসনা,
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসনা?
এখন কি আর হয় গায়ে পড়ে এলে,
ফেলেছ মাথার মণি পায়ে কোরে ঠেলে।
তেমন সরস মন আর নাকি হয়!
ছিলে তুমি, লোকে যারে সহৃদয় কয়।
কাব্যের অমৃত রস কিরূপ সুরস,
সত্য স্বাদ পেয়েছিল তোমার মানস।
জঞ্জাল দেখিলে তায় তুলিতে ন্যাকার,
করিতে প্রসন্ন হলে প্রাণের আধার।
বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা,
বৃথা পরিশ্রম কোরে মাথা মুণ্ড দেখা।
প্রাঞ্জল পবিত্র কাব্য করতলে এলে,
অম্নি যেন কত নিধি ঘরে বসে পেলে॥

আনন্দেতে গদ গদ, পড়িতে প্লাবিনা,
আদরে চুম্বিতে কভু প্রণাম করিতে
আহা কি চরিত্র ছিল পবিত্র নির্ম্মল,
চন্দ্রের চন্দ্রিকা সম প্রকৃতি উজ্জ্বল।
রজত, সুবর্ণরাশি, রমণী রতন,
জগতের যাহা কিছু মহা প্রলোভন;
কিছুতেই প্রলোভিত মানস তোমার,
হয় নাই, ঘটে নাই ইন্দ্রিয় বিকার।
সদাই সন্তুষ্ট ছিলে হৃদয়ের গুণে,
হইতে পরম সুখী পরসুখ শুনে।
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি!
সদয় হৃদয়, সর্ব্ব গুণে গুণ মণি।
সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়।
বসে আছি সন্ধ্যাকালে বাহিরের ঘরে,
থামকা কিছুই ভাল লাগেনা অন্তরে!
যাহা করি, তাই করে বিরক্তি বিধান,
আপনা আপনি ওঠে কাঁদিয়া পরাণ।
সহসা উঠিল ঝড় সোঁসোঁ বোঁবোঁ কোরে,
ঝড়াজঝড় জানালার [illegible]ল গেল পোড়ে।
প্রদীপ গিয়েছে নিবে, তাহে নাই মন,
ভাবিতেছি কেন মন হইছে এমন।
হঠাৎ হইল দ্বারে জোরে করাঘাত,
দ্বার খুলে হলে যেন শিরে বজ্রপাত।
ল্যাণ্ঠান হাতেতে গোরা কাঁদে উভরায়,
কহিতে না সরে কথা বেধে বেধে যায়।
(শৈশবে তোমার হয় মাতার নিধন,
এই গোরা পেলেছিল মায়ের মতন।)
"হা কি হল, কি করিলি, মজালি কৈলাস,
একেবারে বাবুর হলগো সর্ব্বনাশ।
বিকার হয়েছে তার, ডাকিছে মশাই,
সকলে বলিছে হায় নাড়ী আর নাই।"



[illegible] বেশে ছিলেম তাড়াতাড়ি সেই বেশে,
[illegible]টী হতে পড়িলেম ছুটে পথে এসে।
বহিছে প্রচণ্ড ঝড়, ঘোর অন্ধকার,
[illegible]ড়িছে বিষম বৃষ্টি মুষলের ধার।
[illegible]ক্কড় কক্কড় ডাকিছে আকাশ,
[illegible]প্ দপ্ ধপ্ ধপ্ বিদ্যুৎ বিলাস।
আচম্বিতে ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের বিস্ফার,
গগন ফাটায়ে করে শ্রবণ বিদার।
হুড় হুড় জল ভাঙ্গে পথের উপরে,
ডুবে যায় উরু, যাই ধরাধরি কোরে।
বিষম দুর্যোগে, কষ্টে অতি ভগ্ন মনে,
উত্তীর্ণ হলেম গিয়ে তোমার ভবনে।
দেখিলাম সবে বোসে স্তম্ভিতের প্রায়,
কথা নাই মুখে কারো ইতস্তত চায়।
ঘরের ভিতরে তুমি শেযের উপর,
পড়ে আছ, বিবর্ণ হয়েছে কলেবর।
ঘোলা মেরে চক্ষু গেছে বসিয়ে কোটরে,
পড়েছে কালির রেখা নিরস অধরে।
হয়েছে ললাট তক্ ত্রিবলি কুঞ্চিত,
নাসিকার অগ্রভাগ আধ কণ্টকিত।
কপোল গিয়েছে ঢুকে, উঠিয়াছে হাড়,
শিথিল ঈষৎভগ্ন হইয়াছে ঘাড়।
হস্ত পদ এলাইয়ে লুটায়ে পড়েছে,
আনাভি কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঘন নড়িতেছে।
পাশে বসি মুক্তকেশী পাগলিনী প্রায়,
কাতর নয়নে চেয়ে দেখিছে তোমায়।
শিশু সুকুমার দূরে গড়াগড়ি যায়,
থেকে থেকে ধরে এসে মায়ের গলায়।
হেরে সে অন্তিম দশা বুক ফেটে গেল,
হুহুকোরে চক্ষু দিয়ে উষ্ণ অশ্রু এল।
আমারে দেখিয়া মুক্ত উঠিল কাঁদিয়া,
ছেলেটীকে কোলে করি বসিল স[illegible]।

কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে হাত দিনু গায়,
একেবারে পাঁক, আর বস্তু নাই তায়।
হস্ত স্পর্শে যেন ফিরে আইল চেতন,
যেন কোন উৎসাহে পূর্ণ হল মন।
চাপিয়া আমার হস্ত হৃদয় উপরে,
একবার চাহিয়া দেখিলে ভাল কোরে।
মুক্তকেশী-কর নিয়ে, দিয়ে মম করে,
বলিলে সুস্থির ভাবে মৃদু ভগ্নস্বরে।
"দেখিও এদের, মনে রাখিও আমায়,
দাও ভাই, জন্মশোধ চাইছে বিদায়।"
সুকুমারে বুকে করি করিনু চুম্বন,
ছল ছল হয়ে এল তোমার নয়ন।
তোমার হৃদয়ে তারে স্থাপন করিয়ে,
প্রাণ যেন ফেটে যায়, উঠিনু কাঁদিয়ে,
"মাগ ছেলে আমারে করিলি সমর্পণ,
আমারে কাহারে দিলি ভাইরে এখন!"
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্ব গুণে গুণমণি!
সেইদিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়!

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

---

তৃতীয় সর্গ।

## সরলা সুন্দরী।

কোথা বন্ধুগণ, দেখা দেও একবার,
দেখ এসে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে আমার।
একা হাসি, একা কাঁদি, একা রই হই,
কেহ নাই যাহারে মনের কথা কই।

যার করে আমারে করিয়ে সমর্পণ,
একে একে করেছিলে সকলে গমন ;
তোমাদের সেই সখী সরলা সুন্দরী,
তোমাদের সঙ্গে গেছে মোরে ত্যাগ করি।
যে গুণ থাকিলে স্বামী চির সুখে রয়,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার হৃদয়।
না জানিত সৌখীনতা নবাবি চলন,
না বুঝিত রঙ্গ ভঙ্গ রসের ধরণ।
শঠতা, বঞ্চনা, ছল, বৃথা অভিমান,
এক দিনো তার কাছে পায় নাই স্থান।
মন, মুখ, সম ছিল সকল সময়,
বর্ণিত সুস্পষ্ট, যাহা হইত উদয়।
আন্তরিক পতিভক্তি, আন্তরিক টান,
অন্তরে বাহিরে মম চাহিত কল্যাণ।
এমনি চিনিয়াছিল সতীত্ব রতন,
এমনি বুঝিয়া ছিল মান ধনে ধন ;
এমনি সুদৃঢ় ছিল নারীর আচারে,
সকলেই স্নেহ ভক্তি করিত তাহারে।
আলস্যেতে ঘৃণা ছিল শ্রমে অনুরাগ,
কোরে লয়েছিল নিজ সময় বিভাগ।
যে সময়ে যাহা তারে হইবে করিতে,
আগেতে করিয়ে আছে কেহ না বলিতে।
এমনি ধীরতা ছিল মনের ভিতর,
কখন দেখিনি তারে হইতে কাতর।
প্রথমেতে ছিল কিন্তু ভ্রান্ত সংস্কার,
ঘোচে নাই ভাল কোরে মনের বিকার।
পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়,
ভাবিত পড়িলে হব বিধবা নিশ্চয়।
খদ্যোত পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত,
শুনিলে পেচক রব ভাবিত অহিত।
বুঝিত কিঞ্চিৎ অল্প প্রেম আস্বাদন,
অল্পই চিনিত আমি মানুষ কেমন।

শুষ্ক পত্রে ফুল্ল ফুল আচ্ছন্ন হইলে,
শীঘ্র স্বীয় শোভা ধরে পবন বহিলে।
সে দোষের ক্রমে হোয়ে গেল পরিহার,
গর্ভের সঞ্চার সহ প্রেমের সঞ্চার।
কতই আনন্দ মনে, হাসি দুই জনে,
ধরেছে মুকুল আজি প্রণয় কাননে।
ফুটিবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে,
মনোহর ফল ফলি চক্ষু জুড়াইবে।
হেরিয়ে সুচারু তরু ভুলে যাবে মন,
চিরদিন হয়ে রব আনন্দে মগন।
অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধের কানন,
ভূমি সুদ্ধ উবেগেল নাই নিদর্শন।
এক দিন প্রাতে বসি শয্যার উপরি,
অভিজ্ঞান শকুন্তল অধ্যয়ন করি;
সহসা কুটম্ব এক এলেন ভবনে,
হর্ষবিষাদের চিহ্ন তাঁহার বদনে।
বড় ঘরে সেই দিন তাঁহার বিবাহ,
উদিকে মরেছে জ্ঞাতি দমেছে আগ্রহ।
যাহোক্ সে দিন তাঁর বিয়া করা চাই,
এসেছেন তাই, যেন শুনা হয় নাই।
ওষুধ ফষুধ এবে বল কে ধরায়,
জালেতে পড়েছে মাছ, যদি ছিঁড়ে যায়।
কাজে কাজে রাত্রে হ'ল বর লয়ে যেতে,
বিবাহ নির্ব্বাহ হ'ল বসিয়াছি খেতে।
সম্মুখে উদয় এক উজ্জ্বল রতন,
আভায় আলোকময় হয়েছে ভবন।
কে এ মুক্তাময়ী লতা অন্য কেহ নন,
শেষে মম অঙ্কলক্ষ্মী ইনিইবা হন।
ক্ষণপরে সেই জ্যোতি গেল গৃহান্তরে,
কিন্তু এসে প্রবেশিয়ে বসিল অন্তরে।
যে দিকে যখন চাই ফিরায়ে নয়ন,
সেইদিকে সেই ছবি দেয় দরশন।



নয়ন মুদিয়ে দেখি রয়েছে অন্তরে,
ঊর্দ্ধে চাই, আঁকা তাই চন্দ্রের উপরে।
যেথা যাই, সঙ্গে যায়, যেথা বসি বসে,
কহিলে রসের কথা চলে পড়ে রসে।
কে জানে কেমন তর হয়ে গেল মন,
জানিনে সুখে কি দুখে রয়েছি তখন।

মম আর্য্যতম মনে,
কেন কেন কি কারণে,
স্বভাব বিরুদ্ধ ভাব হয়িছে উদয় ?
লীলা খেলা বিধাতার,
বুঝে ওঠে সাধ্য কার,
অবশ্যই আছে কোন কারণ নিশ্চয়।

যাহা হোক শূন্য মনে বয়ে দেহ ভার,
বাড়ীতে এলেম, প্রবেশিতে যাই দ্বার;
সহসা কে এসে যেন সম্মুখে আমার,
বলিল "সরলা, ভাব বুঝেছে তোমার।
ছিছিরে নিদয়, তোরে যে সঁপেছে প্রাণ,
হানিতে উদ্যত তুই তারি বুকে বাণ।
সঙ্গে লয়ে এই এক নবীনা ললনা,
কোন্ মুখে তার কাছে যাইছ বল না ?"
অমনি চমুকে কেঁপে উঠিনু অন্তরে,
কষ্টেতে সম্বরি ভাব প্রবেশিনু ঘরে।
নিদ্রা যায় সুত, শুয়ে শয্যের উপরে,
গায়ের উপরে বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করে।
শোভিছে চন্দ্রের করে নিরব বদন,
নিমিলিত হয়ে আছে কমল নয়ন।
সুদীর্ঘ অরাল পক্ষ্ম পবন হিল্লোলে,
অল্প অল্প হেলে হেলে কেঁপে কেঁপে দোলে
কপোল গোলাপ ফুল গোলাপী আভায়,
অধর পল্লব নব কিবা শোভা পায়।

পাশে গিয়ে বসিলেম প্রফুল্লিত প্রাণে,
রহিলেম স্থির চক্ষে চেয়ে মুখপানে।
বায়ুবসে পদ্মদল করে থর থর,
তেমনি উঠিল কেঁপে প্রিয়ার অধর।
কল স্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন,
"আমি যত বাসি, তুমি বাসনা তেমন"
অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্বন,
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিনু নয়ন।
"ফিরিয়ে আসিবে তুমি ছিলনাতো মনে,
তার হাত এড়াইয়ে আসিলে কেমনে ?"
ও কি প্রিয়ে, একি নাকি দেখিছ স্বপন,
প্রলাপের মত কথা এ আর কেমন ?
"তাইতো, সত্যই এই হেরিনু স্বপনে,"
আর কথা সরিল না হাসি এল মনে।
মৃদু মধু হাসে হ'ল অধর শোভন,
কপোল কুঞ্চিত, নত কমল আনন।
বল বল তার পর মাথা খাও খাও,
কেন ভাই আধ্রুকপাল ধরাইয়ে দাও ?
"আচম্বিতে পরী এক কোথাথেকে এল,
তোমারে হৃদয় থেকে কেড়ে নিয়ে গেল।
হাসে পূর্ণিমার চাঁদ, কুমুদিনী হাসে,
কোথা থেকে এসে রাহু সেই চাঁদে গ্রাসে।"
কথায় কথায় কত রসের তামাসা,
প্রেমময় স্নেহময় কত ভালবাসা।
কত হাসি খেলি, কত প্রেম গান গাই,
মুখে মুখে কাড়াকাড়ি কোরে পান খাই।
আমোদে আমোদে হয়ে রয়েছি মগন,
ক্রমে ক্রমে হয়ে এল নিদ্রা আকর্ষণ।
অল্পে অল্পে ভেরে এল নয়নের পাতা,
ঢুলে ঢোলে পড়ে গেল বালিশেতে মাথা।
প্রবেশিল সহসা শ্রবণে কলরব,
ধড়মড়ি উঠে দেখি শূন্যময় সব।

ঘোরতর সর্ব্বনাশ, বিষম বিপদ,
আমারি ভেঙেছে ভাগ্য ঘটেছে আপদ।
যে পীড়ায় গর্ব্ভবতী বাঁচে না কখন,
যে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রস্রবণ;
যে পীড়ায় যন্ত্রণার হয় একশেষ,
খাটে না কিছুতে কোন ঔষধি বিশেষ;
আমার দুর্ভাগ্য দোষে প্রিয়া সরলার,
জন্মেছে সে পীড়া, আর প্রাণে বাঁচা ভার!
উহু! কি যন্ত্রণা, দেখে প্রাণ ফেটে যায়,
তবু ধীরা কিছুই না প্রকাশে কথায়।
বুক করে হান ফান, ছটফট প্রাণ,
চক্ষে শূন্যময় দেখে, ভোঁভোঁ করে কান;
সহিতে সহিতে আর সহিতে পারেনা,
যাইতে যাইতে প্রাণ যাইতে চাহেনা;
অন্তরে নিতান্ত হয়ে পড়েছে অধীর,
তবু মুখে উহু মাত্র, রহিয়াছে স্থির।
ধন্য ধীরা ধৈর্য্যবতী, দেখিনি কখন,
এমন বয়সে কারো ধীরতা এমন!

কিবা দিবা, কিবা নিশি, সকলি সমান,
দিন গেল, রাত্রী এল, কিছু নাই জ্ঞান।
বসে আছি জড় প্রায় চেয়ে এক দিকে,
এক এক বার উঠে দেখি প্রেয়সীকে,
আজ্ঞা করিলেন পিতা "রাত্র ত্রিপ্রহর,
অধিক জাগিলে, কল্য হবে ক্লেশকর।
এখান হইতে যাও উঠিয়া সত্বরে,
শয়ন করগে গিয়ে বারবাড়ির ঘরে।"
তখন কি নিদ্রা হয়, কোথা তার মূল?
শয্যা নয়, সুশানিত শত কোটি শূল।
শুয়ে তায়, ছট্‌ফট্‌ ধড়্‌ফড়্‌ মন,
চকিত তন্দ্রায় দেখি বিকট স্বপন।
শ্মশানে রয়েছি পড়ে হারায়ে জীবন,
পার্শ্বে মোরে পড়ে আছে রমণী, নন্দন।
অমনি কে যেন পৃষ্ঠে কশাঘাৎ কোরে,
দাঁড় করাইয়া দিল শয্যার উপরে।
তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে, দেখিলেম এসে,
ছেলে হয়ে, মোরে, পড়ে আছে দ্বারদেশে।
বায়ু আদি বিকৃতির বিশেষ কারণে,
বকে, হাসে, ভয় পায় মানুষে স্বপনে।
অথবা মনের চিন্তা নানান প্রকার,
এই এক চিন্তা করি, পরক্ষণে আর।
না হতে প্রথম চিন্তা সব সমাপন,
দ্বিতীয় তৃতীয় আসি দেয় দরশন।
অর্দ্ধ সমাপন সেই চিন্তা সমুদয়,
ফাঁক পেয়ে দেখা দেয় নিদ্রার সময়।
পরস্পরে একতরে গণ্ডগোল করে,
স্বপ্নরূপে অপরূপ নানা মূর্ত্তি ধরে।
দিবা, নিশা, সন্ধ্যা, সময়ের তিন ভাগ,
নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন, অবস্থা বিভাগ।
দিন নয়, রাত্রি নয়, মধ্যে সন্ধ্যা রয়,
নিদ্রা জাগরণ নয় মধ্যে স্বপ্ন হয়।
থাকিলে নিদ্রার ভাগ অধিক স্বপনে,
সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ভাল পড়ে নাক মনে।
"স্বপ্ন দেখেছিনু" এই মাত্র মনে রয়,
কি রূপ ব্যাপার তাহা, হয় না উদয়।
জাগরণ ভাগ বেশি স্বপনে থাকিলে,
পড়িবে সকলি মনে স্বপ্নে যা দেখিলে।
নিদ্রা, জাগর। যদি থাকে সমভাগে,
কিছু বা ভুলিতে হয়, কিছু মনে জাগে।
কত কবি করেছেন সন্ধ্যার, বর্ণন
কত কবি রচেছেন বিচিত্র স্বপন;
কবিদের কলমের গুণ চমৎকার,
অসার পদার্থে করে সারের সঞ্চার।
যদিও স্বপন কাণ্ডে করিনি বিশ্বাস,
তার শুভাশুভ ফলে রাখিনি আশ্বাস,



তথাপি দেখিয়ে সেই বিষম ব্যাপার,
চমকিত হয়ে গেল হৃদয় আমার।
এত শিশু জননীর কথাইতো নাই,
প্রত্যুত আত্মারে যেন হারাই হারাই।
যা হোক্‌ সারিয়ে গেল নিজ মৃত্যুভয়,
কিন্তু সরলার ভাগ্যে কখন্‌ কি হয়।
যত চেষ্টা করি, হবে যোলে প্রতিকার,
ততই বেগেতে বাড়ে বিষম বিকার।
পর্ব্বতের শৃঙ্গথেকে বেগে পড়ে জল,
ভারে বাধা দেয় হেন আছে কোন্‌ বল?
হায় যে তুফান এই পড়েছে আসিয়ে,
নিশ্চয় যাইবে প্রিয়তমারে নাশিয়ে।

বেলা নাই, প্রায় সূর্য্য অস্ত যায় যায়,
একবার দেখ বলি ডাকিল আমায়।
প্রায় আমি কাছে আছি, দেখিছে সদাই,
তবে কেন ডাকে হেন, যাই কাছে যাই।
দেখিলেম গৃহের ভিতরে প্রবেশিয়ে,
উঠে বসে আছে, বালিশেতে ঠেশ দিয়ে।
চক্ষু দুই রক্তবর্ণ, এলো থেলো কেশ,
মাতালের মত ভাব, পাগলিনী বেশ।
কে এলেম ঘরে, তার ভ্রুক্ষেপ নাই,
আনথা আনথা কথা, অর্থ নাহি পাই।
শত্রুরো কখন যেন হয় না তেমন,
যে রূপে হ'ল সে কাল নিশার যাপন।
প্রভাতে সকলে সুখী রবির উদয়ে,
কিন্তু হায় কি বিষাদ আমার হৃদয়ে!
এই বার শেষ দেখা দেখিব নয়নে,
গৃহপ্রান্তে দাঁড়ালেম বেপমান মনে।
দেখিলেম আর তার নাই পূর্ব্বভাব,
অন্য এক ভাবের হয়েছে আবির্ভাব।
তেমন কাহিল, তবু ভিতে দিয়ে ভর,
দাঁড়াইয়ে আছে প্রিয়ে যোড় করি কর।
রক্তহীন অঙ্গযষ্টী পাণ্ডাশ বরণ,
শ্বেত করবীর, মত ধবল বসন,
এলান চিকুর ভার লুটিছে চরণে,
ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে আছে সজল নয়নে।
যেন কোন স্বর্গকন্যা আসিয়ে ভূতলে,
মানবের মাজে ছিল মানবের ছলে;
আজ তার শাপ পূর্ণ, হয়েছে চেতনা,
স্বর্গেতে যাইতে তাই করিছে প্রার্থনা।
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে আমি দেখিতে দেখিতে,
পবিত্র প্রতিমা খানি লাগিল কাঁপিতে।
হা কি হল, ছুটে গিয়ে ধরিনু তাহায়,
বুকে কোরে ধীরে ধীরে শোয়ানু শয্যায়।
বিনিদোষে কেন প্রিয়ে ত্যজিছ আমারে,
ওগো তোমরা কোথা সব দেখসে ইহারে
যদিও মুখেতে কোন কথা না সরিল,
তথাপি নয়নে যেন কহিতে লাগিল।
"চপল প্রেমিক, কর প্রেম অভিমান,
বোঝা গেল প্রেমে তব যত দূর জ্ঞান।
দেখিয়ে রূপের ছটা চাঁদের মতন,
একেবারে গলিয়ে মজিয়ে গেল মন।
এমন প্রেমিক নিয়ে আর কাজ নাই,
জনমের মত আমি তাই তাজে যাই।
থাক থাক সুখে থাক সুরূপসী নিয়ে,
যারে দিয়ে গেনু আমি প্রাণ দান দিয়ে;
করুন ভূষিত বিধি হেন গুণে তাঁরে,
না হয় কাঁদিতে যেন স্মরিয়ে আমারে।"

হা হারে হৃদয় ধন, সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ হইল মাথায়।
কি করিব, কোথা যাব, নাহি পাই ঠিক,
ঘোর অন্ধকারময় হেরি চারি দিক।

প্রাণ করে ছটফট শরীর বিকল,
সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপিয়ে জ্বলে প্রবল অনল।
সহেনা সহেনা আর যাতনা সহেনা,
রহেনা রহেনা প্রাণ দেহেতে রহেনা।
হা আমার নয়নের আনন্দ দায়িনী,
হা আমার হৃদয়ের প্রফুল্ল নলিনী,
হা সরলে শুদ্ধশিলে সত্যপরায়না,
হা মানিনী গৌরবিনী ধৈর্য্যবিভুষণা,
হা আমার প্রিয় পত্নী মনমত ধন,
হা আমার ভবনের উজ্জ্বল ভূষণ,
হা তাত, হা মাত, ভ্রাত কোথা গো সকল,
হা কি হলো, কোথা গিয়ে হইগো শীতল!
প্রণয় পরীক্ষা হেতু করিয়ে ছলনা,
সরলা লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাতনা?
অয়ি প্রিয়ে দেখা দেও, পরাণ জুড়াও,
বৃথা কেন লুকাইয়ে আমারে কাঁদাও।
সত্য আমি হয়েছিরে নিতান্ত কাতর,
কোথা আছ এস এস এখানে সত্বর।
পরাণ কাঁদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে,
তোমা বই কে আমার আছে ত্রিসংসারে।
এইযে সরলা আহা সন্মুখে এয়েছে!
চাঁদ মুখ আধঢেকে দাঁড়ায়ে রয়েছে!
খামকা যাতনা দেওয়া ভাল হয় নাই,
লজ্জায় পড়েছে, তাই মুখে কথা নাই।
মুকুলিত হইতেছে যুগল নয়ন,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে কমল বদন।
মধুর ঈষৎ হাস্য রাজিছে অধরে,
অঙ্গ যষ্টি অল্প অল্প থর থর করে।
মরি মরি কি মাধুরী, হায় হায় হায়,
কাছে এস প্রিয়তমে কাজ কি লজ্জায়।
হৃদয়ের ধনে আজি রাখিয়ে হৃদয়ে,
জীবন জুড়াই, থাকি সুশীতল হয়ে।
কই কই কোথা গেল দেখিতে দেখিতে,
সৌদামিনী লুকাইল খেলিতে খেলিতে!
দৃষ্টিপথে আবিভূর্ত দ্বিগুণ আঁধার,
শ্রবণে বজ্রের ধ্বনি বাজে অনিবার।
হাহারে হৃদয়ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার।

---

## সংগীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়াঠেকা।

হায় কি হ'ল, কোথায় গেল আমার প্রিয় দুখিনী,
হৃদয় কেমন করে কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী।
এত সাধের ভালবাসা, এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় হায়;
চরাচর সমুদয় শূন্যময় তমোময়,
বিষাদ বিষম বিষ দহে দিবস যামিনী!

ইতি তৃতীয় সর্গ।

---

## পৌল ভর্জ্জীনী।

মরীশশ দ্বীপের রাজধানীর নাম লুইবন্দর নগর। ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে এক পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তাহার পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে দুটী জীর্ণ ভগ্ন কুটীরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানকার ভূমির ভাব দেখিলে স্পষ্ট জ্ঞান হয় যে পূর্ব্বে এই স্থানে কৃষিকর্ম্ম হইত। যে উচ্চ ভূমির উপর পর্ণশালা দুটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চারিধারেই পাহাড়, কেবল মাত্র উত্তর দিকে



শব্দ ... বেশদ্বার স্বরূপ একটী পথ ... ওয়মান হইয়া ডানি দিকে ... 'আবিস্ক্রিয়া শিখর' নামক ... হইয়া, তদনন্তর লুইবন্দর ... কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নয়নগোচর হয়। ...মভাগে দেখাযায় যে, 'বাতাবি কুঞ্জ' নামক ...ল্লিতে যাইবার পথ রহিয়াছে, এবং সেই ...থের প্রান্তভাগে, 'বাতাবি গিরিজা' নামক দেবালয় চতুর্দ্দিকে বেণুবনে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কতদূর পর্য্যন্ত আপন চূড়া প্রদর্শন করিতেছে। আর ঠিক্ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে যে, সমুদ্রের তীরে 'দুরন্ত' নামক অন্তরীপ, উহার দক্ষিণাংশে অগাধ পয়োনিধি বিস্তারিত রহিয়াছেন, শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ তাঁহার বক্ষস্থলে ভাসিতেছে এবং তন্মধ্যে, 'চিত্ত উদ্যোগ' নামক যে একটী দ্বীপ আছে, উহার আকার দেখিলে জ্ঞান হয় যেন সমুদ্রের উপর কেহ একটী বুরুজ গড়িয়া রাখিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের কথা হইল কুটীর দুটী তাহার ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত, যখন নিকটবর্ত্তি অরণ্য অন্দোলিত করিয়া গুহার গর্ত্তে বায়ুর প্রতিধ্বনি হইতে, কিংবা যখন সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া উপকুলের পর্ব্বতে ধাক্কা দিয়া আঘাত করিতে থাকে, তখন সেই শব্দ উল্লিখিত প্রবেশদ্বার হইতে সুন্দর শুনাযায়; কিন্তু কুটীরের নিকটে উপস্থিত হইলে সকলি নিস্তব্ধ বোধ হয়, তথায় কোলাহলের লেশমাত্র নাই; যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই দেখিবে যে পাহাড় বই আর কিছুই নাই। এই সমস্ত শৈলের কি মূল, মধ্যভাগ, কি গগনস্পর্শী শিখরদেশ, সর্ব্বত্র রাশি রাশি বৃক্ষলতাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে; অগ্রভাগ এত উচ্চ যে, চিরকালই মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে সেই সমস্ত মেঘের উপর আবার রামধনু উদয় হওয়াতে হরিত ও পীতবর্ণ পর্ব্বতের উপর চমৎকার শোভা হইয়াছে; সেই মেঘের বারি বর্ষণ দ্বারা 'তালী' নাম্নী ক্ষুদ্র নদীর নির্ঝর পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, দুই কুটীরের সন্নিধান এরূপ নিস্তব্ধ যে, কি জল কি বায়ু কি আলোক তথাকার তাবত বস্তুই যেন অপূর্ব্ব শান্তি সুধাতে অভিষিক্ত বোধ হয়। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি পর্ব্বতের উপরিভাগে যে সমস্ত নিবিড় তাল বন বিরাজিত আছে, তথাকার তালপত্র সমূহ বায়ুবশে অনবরত আন্দোলিত হইতে থাকে অথচ উহার ঝর্ঝর শব্দ নিম্নে প্রায় শ্রবণগোচর হয় না; চতুঃপার্শ্বে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত বিদ্যমান থাকাতে মধ্যাহ্ন ব্যতীত অন্য কোন সময়ে রৌদ্রের সাধ্য নাই যে সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন, সুতরাং সেই ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে সর্ব্বদাই নিতান্ত স্নিগ্ধ সুমধুর মৃদু আলোক বিরাজমান আছে। কিন্তু পর্ব্বতের উচ্চচূড়াতে অরুণোদয়কালীন সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শ হইলে নীলবর্ণ আকাশ এবং হরিতবর্ণ গিরিশিখর এ উভয়ের সমাগমে এক অনির্ব্বচনীয় নয়নলোভনীয় শোভার আবির্ভাব হয়।

এই পরমরমণীয় নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থানের অশেষবিধ আশ্চর্য্য শোভা দেখিবার নিমিত্ত আমি প্রায়ই তথায় যাইয়া অন্তরাত্মাকে আপ্যায়িত করিতাম। একদা এইভাবে কুটীরসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া ইতস্তত

নিরীক্ষণ করিতেছি ইত্যবসরে দেখি যে, এক বৃদ্ধ আশ্রমের প্রান্তভাগ দিয়া গমন করিতেছেন। যদিও তাঁহার বেশভূষা অতি যৎসামান্য, এমন কি চরণে পাদুকা পর্য্যন্ত নাই, তথাপি মুখশ্রী দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোধ হয় যে, ইনি একজন মহাশয় ও অমায়িক লোক। নয়নে নয়নে সংগতি হইলে আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম; তিনি প্রতিনমস্কার পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, পরে আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের এই সৌজন্য দর্শনে ভরসা করিয়া আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম তাত! আপনি কি জানেন এই দুই জীর্ণকুটীরে পূর্ব্বে কে থাকিত? বৃদ্ধ উত্তর করিলেন অদ্যাপি বিশ বৎসর হয় নাই, এই দুই পর্ণশালাতে দুই পরিবারের বসতি ছিল। আহা, তাঁহারা এখানে পরমসুখে কাল যাপন করিতেন। তাঁহাদের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে এক দুঃখের কাহিনী কহিতে হয়। কিন্তু তোমাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে সে ইতিহাস তোমার মনে ধরিবেক না। ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্র পথে কোথা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তথায় এক ব্যক্তি কিরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছিল, সভ্যসমাজের লোকের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত গ্রাহ্য হইবার বিষয় নহে। না প্রতিষ্ঠা না ধনসম্পত্তি, এ সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত [দে]খিতে, নিরালয়ে যে সুখে জীবন ক্ষে[প]ণ [ক]রিতে পারে, ইহাও কি কথার মধ্যে ...র, সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিশ্ব বিখ্যা[ত] রাজাধিরাজ নরলোকের কোন উপ... আসেন নাই, তাঁহাদের বিষয় শুনি[তে] তোমরা ভাল বাস। আমি কহিলাম মহাশয়! আপনার কথা বার্ত্তা শুনিয়া বেস্ বুঝিতেছি যে, আপনি একজন বহুদর্শী লোক। এই নিমিত্ত বিনীত ভাবে নিবেদন করি যে, যদি অবকাশ থাকে, তবে এই কুটীরবাসীদিগের বৃত্তান্ত শুনাইয়া এ দাসকে চরিতার্থ করুন। যদিও আমি সভ্যসমাজের লোক বটি, এবং নানাবিধ কুসংস্কারে আমার মন আচ্ছন্ন হইলেও হইতে পারে, তথাপি আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, নির্জ্জন সুশান্ত নিরালয়স্থানে বাস করিয়া সরল পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করিলে যে পরম সুখে থাকা যায়, এ কথার যথার্থতা বিষয়ে আমি নিতান্ত সন্দিহান নহি। মাদৃশ ব্যক্তিরও সময়ে সময়ে সেই রমণীয় সুখের বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা হয়। এইরূপে আবেদন করাতে বৃদ্ধ ক্ষণকাল মৌনী হইয়া রহিলেন, পরে যেমন কোন ব্যক্তি বিস্মৃত পূর্ব্বকথা মনে করিবার সময় চিন্তা করিতে থাকে, সেই ভঙ্গী ধারণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ চিন্তামগ্ন থাকিয়া নিম্ন লিখিত রীতিতে কথা আরম্ভ করিলেন।


# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২ ভাগ ] মাঘ, ১২৭৫ সাল। [১০ সংখ্যা।


## পৌল ভর্জ্জীনী।

ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী নর্মাণ্ডী প্রদেশে দিলাতূর নামে এক যুবা পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বদেশে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সুযোগ না দেখিয়া এবং তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বেরাও তাঁহাকে কোন প্রকার আনুকূল্য না করাতে সংকল্প করেন যে, মরিসস্ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিব। এই উদ্দেশে ১৭২৬ খ্রীষ্টঅব্দে এইস্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ যুবতী ভার্য্যা তাঁহার সমভিব্যাহারিণী ছিলেন। স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, সুতরাং এক জন অন্য জনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, এই নিমিত্তেই দিলাতূরকে সস্ত্রীক আগমন করিতে হইয়াছিল। সেই কামিনী উল্লিখিত প্রদেশবাসী কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও দারিদ্র্যের হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহার বৃত্তান্ত এই যে, তাঁহার অভিভাবকেরা দিলাতূরের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না, একারণ যখন আত্মীয় স্বজনের কথা অমান্য করিয়া যুবক যুবতী পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন, তখন কন্যালভ্য যৌতুকাদি কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই। দিলাতূর এস্থলে পদার্পণ করিয়াই মাডাগস্কর দ্বীপ হইতে ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া আনিবার নিমিত্ত তথায় প্রস্থান করিলেন, আর তাঁহার পত্নী এই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মাদাগস্করে প্রতিবৎসর বর্ষাকালে ভয়ানক মারী ভয় হইয়া থাকে, সেই কয় মাস ধরিয়া তথায় এতাদৃশ একপ্রকার জঙ্গলা জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, যে, সে সময়ে শত শত মানবের প্রাণ সংহার না করিয়া উহার নিবৃত্তি হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে দিলাতূর সেই দুরন্তকালে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিদেশে একাকী এইরূপে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার সঙ্গে যাহা কিছু সামগ্রী পত্র বা অর্থাদি ছিল, সকলি ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়া গেল; কেবল মাত্র এক কাফ্রি দাসী আসিয়া মরিসসদ্বীপে তাঁহার হতভাগ্য পত্নীর নিকট দুঃসংবাদ দান করিল। তৎকালে

বিবি দিলাতুর* সসত্বা ছিলেন, সুতরাং এই ঘোরতর দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। একে বৈধব্য দুঃখ, তাহাতে আবার বিদেশে বন্ধুহীন, নিঃসম্বল, চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই পরম প্রেমাস্পদ প্রাণবল্লভের পরলোকের পর আর তাঁহার ইচ্ছা হইল না যে, কাহারো দ্বারস্থ বা শরণাপন্ন হন। যেরূপ বিপদ্, ভগবান্ তাঁহাকে তদুপযুক্ত সাহস প্রদান করাতে তিনি স্থির করিলেন যে, একখণ্ড ভূমি লইয়া যৎসামান্যরূপ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যথা কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

এই দ্বীপে বসতি অধিক হয় নাই, সুতরাং পতিত ভূমি বিস্তর আছে এবং যথা ইচ্ছা পর্য্যাপ্ত ভূমি অধিকার করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি বিবি দিলাতুর উৎকৃষ্ট ভূমি অধিকার করিতে উৎসুক হইলেন না। যে সকল প্রদেশে বিস্তর শস্য হয় কিম্বা বাণিজ্য কার্য্যের অশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, এতাদৃশ পল্লী সকল পরিত্যাগ করিয়া তিনি নগর হইতে ক্রমাগত অপসরণ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাসনা ত, যেমন বিহঙ্গমবর্গ নিভৃতস্থান নিরূপণ করিয়া কুলায় নির্ম্মাণ করে, তাদৃশ কোন নিরালয় প্রদেশ পাইলে তথায় গিয়া বাস করিবেন। বাস্তবিকও এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে যাহাদিগের চিত্ত অতি সুকুমার, এতাদৃশ ব্যক্তিরা দুর্দশাতে পতিত হইলে আপন দুঃখ গোপন করিতেই বাসনা করেন; এবং দুর্গম আরণ্য লোকালয়-শূন্য স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু ভগবানের এমনি অনুগ্রহ যে, বিবি দিলাতুর যৎকালে গোপন স্থান ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করিতে ছিলেন না, সেই সময়েই এক পরম রমণীয় মিত্ররত্ন তাহার জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এই।—

আমরা যে স্থানে এক্ষণে উপবিষ্ট আছি* বিবি দিলাতুর এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন মার্গারেট নাম্নী এক নারী এই ভূমিখণ্ড অধিকার পূর্ব্বক এক বৎসর কাল বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নারী সুবোধ সুচতুর ও সাতিশয় দয়ার্দ্র-হৃদয়া ছিলেন। ফ্রান্সের অন্তঃপাতী ব্রিটানি প্রদেশে এক কৃষক কুলে তাঁহার জন্ম হয়। পরিবারের সকলেই তাঁহাকে স্নেহ মমত্ব করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহবাসে জীবন ক্ষেপণ করিলে তাঁহাকে কোন অসুখই ভোগ করিতে হইত না, কিন্তু দৈবের এমনি

* ইহা বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয় তাবৎ জাতির মধ্যে যে প্রথা প্রচলিত আছে, তদনুসারে স্বামীর কুলক্রমাগত নামের পূর্ব্বে, 'বিবি' অথবা এই অর্থ বোধক কোন শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া স্ত্রীলোকের নাম করা হইয়া থাকে। যেমন যদি স্বামীর নাম জন্সন কিংবা নিউটন হয়, তাহা হইলে তাঁহার গৃহিণীর নাম বিবি জন্সন কিংবা বিবি নিউটন হওয়া উচিত।

* ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এক বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইতেছেন এবং সময়ে সময়ে আমি আমার ইত্যাদি উত্তম পুরুষ বোধক শব্দ বিন্যাস হইতে থাকিবেক।



শব্দ আছে। যৌবনকালের প্রারম্ভেই তদ্বিষয়ে মনোবাধা উপস্থিত হইল। তাঁহাদের গ্রামের সান্নিধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত এক যুবা পুরুষ ছিলেন। সচরাচর ধনিসন্তানেরা যেরূপ ধূর্ত্ত স্বার্থপর ও দুরাত্মা হইয়া থাকে, ঐ ব্যক্তিও সেইরূপ ছিলেন। তিনি সুসভ্য দেশীয় প্রথানুসারে অবাধে কুলবালাগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পাইয়া মার্গারেটকে অলীক চাটু বচন দ্বারা মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। বিবাহের লোভ দেখাইয়া তাঁহার সতীত্বভঙ্গে কৃতকার্য্য হইলেন, কিন্তু দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ হইলে এতাদৃশ নিষ্ঠুর পামর ও নরাধমের ন্যায় আচরণ করিলেন যে মার্গারেটের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা দেখিয়াও আপন ঔরসজাত সন্তানের ভরণ পোষণের নিমিত্ত একবারও ভাবিলেন না, সচ্ছন্দে মার্গারটেকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সরল-স্বভাবা সেই কৃষকবালা এইরূপে চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন; নিজে দরিদ্রকুল-সম্ভূতা, দুঃখীলোকের কন্যা-সন্তানের বিবাহ সময়ে আর কিছু কন্যাধন দিতে হইয় না হয়, কেবল কন্যার রীতি চরিত্রই তাহার যৌতুক স্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু যখন সেই একমাত্র সম্বল পর্য্যন্ত মার্গারেটের বুদ্ধির দোষে নষ্ট হইল, তখন কুলকলঙ্কিনী হইয়া তিনি আর স্বদেশে থাকিতে পারিলেন না। কিছু কর্জ্জ করিয়া তদ্দ্বারা এক বৃদ্ধ কাফ্রি দাস ক্রয় করিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া এই ক্ষুদ্র ভূমি সম্পত্তি অধিকার পূর্ব্বক কৃষিকার্য্য দ্বারা দিনপাত করিতেছিলেন।

বিবি দিলাতুর যৎকালে আপনার কাফ্রি দাসীকে সমভিব্যাহারে করিয়া এই স্থানে আসিয়া মার্গারেটের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন, তখন মার্গারেটের শিশুসন্তানের স্তন পান করিবার বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হয় নাই। আপনি যেরূপ তদনুরূপ দুর্দ্দশাপন্ন ও তদনুরূপ অসহায় আর এক ব্যক্তিকে পাইয়া, বিবি দিলাতুরের হৃদয়ে কিছু সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি সংক্ষেপে মার্গেরেটের নিকট আদ্যোপান্ত আপন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া উপস্থিত তাঁহার কি কি অপ্রতুল তাহাও জানাইলেন। এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে করিতে মার্গারেটের হৃদয় আর্দ্র হইল; তিনি, পাছে অপনার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় প্রকাশ করিলে ইহার অশ্রদ্ধা ভাজন হই এ আশঙ্কা না করিয়া, বরং তাঁহার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলে ইহার সহিত সদ্ভাব সম্প্রীতি হইবে এই আশাতে আপনার তাবৎ দোষ স্বীকার করিলেন। পরিশেষে এই কথা বলিয়া উপসংহার করিলেন "আমার কথা ধর্ত্তব্য নহে; আমি যে দেশ ছাড়া হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছি, সে আমার আপনারি দোষে। কিন্তু আপনি এত সুশীল ও এত সুবোধ, তথাপি আপনার এত দুঃখ।" ইহা বলিতে বলিতেই মার্গেরেটের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল; তিনি পরম সমাদরে বিবি দিলাতুরকে নিজ আলয়ে স্থান দান করিতে স্বীকৃত হইলেন ঈদৃশ অসম্ভাবিত সদয় ব্যবহারে বিগলিত হইয়া বিবি দিলাতুর মার্গারেটের বাহুধারণ পূর্ব্বক কহিলেন যখন আমাকে স্বসম্পর্কীয়

আত্মীয় স্বজনেরা পর্য্যন্ত দেশত্যাগী করিয়াছে, তখন যে তুমি পর হইয়াও এপ্রকার অনুগ্রহ করিতেছ, তাহাতে বুঝিলাম বিধাতা এত দিনে কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিলেন।”

আমার মার্গেরেটের সহিত আলাপ পরিচয় ছিল এবং যদিও আমি বৃহৎপর্ব্বত নামক অত্রত্য এক পর্ব্বতের অপরপার্শ্বে প্রায় তুই ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করি, তথাপি আমরা পরস্পরকে প্রতিবেশীর ন্যায় জ্ঞান করিতাম। ইউরোপের ধনাঢ্য নগর সমূহের ভিতর এইরূপ চলন আছে যে মধ্যস্থলে এক প্রশস্ত রাজপথ মাত্র ব্যবধান থাকিলেই সকল সম্পর্ক উঠিয়া যায়, কখন কখন এক প্রাচীরের এক ধারের অধিবাসীরা, প্রাচীরের অন্যধারে কে থাকে, কি বৃত্তান্ত, তাহার কোন সংবাদ রাখে না। কিন্তু যে সকল দেশে বসবাস অল্পদিন বই হয় নাই তথায় যদি তুই জনের বাসস্থানের মধ্যে পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য নদী ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন ব্যবধান না থাকে, তাহা হইলেই উভয়ে পরস্পর প্রতিবাসী হইয়া উঠে বিশেষতঃ আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভারতবর্ষের সহিত এখানকার বাণিজ্যকার্য্য এত বিস্তার হইয়া উঠে নাই, তখন ধন দৌলত এখানে এত অধিক হয় নাই, সুতরাং যে যাহার প্রতিবাসী, সে তাহাকে আপন অন্তরঙ্গ জ্ঞান করিত; আর নবাগত অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি আদর অবেক্ষা করিতে তখন লোকের আমোদ বোধ হইত। সুতরাং দূরান্তরে বসতি হইলেও আমি মার্গেরেটকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতাম; তদনুসারে, যখন শুনিলাম ...ত, ... এক সহচরী লাভ হইয়াছে, ...ক সত্বর তাঁহার ভবনে আগমন পূর্ব্বক, কি কি আবশ্যক, আমা হইতে কি কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ের তদন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। বিবিদিলাতূরের সহিত আলাপ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার সৌম্য সুশান্ত মূর্ত্তি ও সৌজন্যপরিপূর্ণ সরল মধুর আকার প্রকার দেখিয়া জ্ঞান হইল যে, মানুষটি দেখিতে এত তুঃখিত ও বিমর্ষ বটে, কিন্তু ইহার মন মহাশয় লোকের মত দেখিতেছি। তৎকালে তাঁহার প্রসবকাল অতি নিকট দেখিয়া সেই তুই মাহিলাকে একত্রে ডাকিয়া কাহিলাম, এই শৈলবেষ্টিত ভূমিখণ্ড খানি তোমাদের তুজনকে ভাগ করিয়া লইতে হইতেছে, কারণ এরূপ না করিলে, জানি কি তোমাদের সন্তান সন্ততির পাছে উত্তর কালে বিবাদ বিসংবাদ হয়। তদ্ব্যতীত আর এক বিশেষ হেতু এই যে, তাহা না করিলে আবার কোন নূতন অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি আসিয়া এই স্থানে বসতি গ্রহণ করিলেও করিতে পারে; অতএ...র জন্য হয়... নিবারণের নিমিত্ত এই বেলা ... স্থানটুকু গ্রহণ করিয়া রাখ। উভয়েই আমার পরামর্শে সম্মত হইয়া বিষয় বিভাগের ভার আমার উপরেই অর্পণ করিলেন। আমি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, জমী বিঘা কুড়ি একুশ হইবেক, প্রায় চারি ধারেই পাহাড়, একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গিরিনদী প্রবাহিত হইতেছে, আর মধ্যস্থল বরাবর, প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহদ্বারের ...ত এক



...দ্ধ ...ছে। অতএব ঐ স্থানকেই তুই-...ণ্ড ভূমির সীমা স্বরূপে নির্দ্ধারিত করিলাম, উহার উচ্চদিকে যে খণ্ড রহিল, তাহার আয়তন ন্যূনাধিক দশ বিঘা হইবেক, ঐ যে উচ্চ পর্ব্বত চূড়া দেখিতেছ, তথা হইতে আরম্ভ হইয়া এই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত উহার দৈর্ঘ্য, উহার অভ্যন্তরে তালীনদী নাম্নী এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে। ঐ খণ্ডের ধরাতল এত উন্নতানত, উহাতে এত খাত ও এত গর্ত্ত বর্ত্তমান আছে যে, সহজে পাদনিক্ষেপ করা ভার। কিন্তু অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্রবণ আছে বলিয়া উহা একেবারে হেয় হয় নাই। আর সিংহদ্বারের নিম্নভাগে যে খণ্ড রহিল, তাহার এক প্রান্তে তালী নদীই সীমা স্বরূপ হইয়া প্রবাহিত রহিয়াছে, এক্ষণে আমরা যথায় উপবিষ্ট আছি, এই পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। এই স্থানটি দেখিতে সমতল বটে এবং ইহার মধ্যে কয়েক খান ক্ষেত্রও দৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু হইলে হয় কি, বর্ষাকালে এখানে একার্ণব হইয়া উঠে, সর্ব্বত্র জলে জলময়; আবার গ্রীষ্ম কালে ভূমি লৌহের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে, সাধ্য কি যে তখন কেহ কোদাল চালায়; তখন পগারটি পর্য্যন্ত কাটিতে গেলে কুড়ুল খোন্তার প্রয়োজন হয়। এইরূপে ভূমি বিভাগ করিয়া প্রতিবেশিনীদিগকে কহিলাম, তোমরা গুটিকাপাত* করিয়া স্ব স্ব অধিকার স্থির করিয়া লও। গুটিকাপাত করা হইলে উন্নত ভূমিখণ্ড খানি বিবি দিলাতূরের নামে উঠিল, আর মার্গারেট নিম্ন অংশের অধিকারিণী হইলেন; পরিশেষে তুজনেই আমাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, “আমাদের বাসস্থান কিন্তু স্বতন্ত্র করিয়া দিলে চলিবেক না, নিকটে থাকিলে আমরা কথা বার্ত্তা দেখা শুনা করিতে পাইব এবং পরস্পর সাহায্যও করিতে পারিব।” আমি দেখিলাম যে, প্রত্যেকের পৃথক্ এক এক খানি পর্ণশালা চাই; অতএব তুই অভিপ্রায় কিরূপে সিদ্ধ হয় তাহা চিন্তা কয়িতেছিলাম, এমন সময়ে অনুধাবন করিয়া দেখিলাম যে, মার্গারেটের কুটীর যে স্থলে সন্নিবেশিত, তাহার পরই বিবি দিলাতূরের জমী আরম্ভ; অতএব তাহার নিমিত্ত তদীয় ভূমির প্রান্তভাগে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে সকল দিক রক্ষা হইল। তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিকারভুক্ত স্থানেও বাস করিতে লাগিলেন, অথচ একত্র অবস্থিতির পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। হায়রে কপাল! এই তুই পর্ণশালার নির্ম্মাণ সময়ে আমি কি পরিশ্রমই স্বীকার করিয়াছিলাম! স্বহস্তে কাঠ কাটিয়া আনিয়াছিলাম, আপন স্কন্ধে তাল পত্র বহন করিয়াছিলাম, স্বয়ং ঘরামী হইয়া বেড়া চাল্ ছত্রী ইত্যাদি বাঁধিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সকলি ওলট্ পালট্, সকলি ছারখার হইয়া গিয়াছে! তথাপি আমাকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত যথেষ্টই বিদ্যমান আছে! যত বার এই সমস্ত ভগ্নাবশেষের প্রতি

* সুর্ভিখেলার অনুরূপ এক প্রাচীন প্রক্রিয়ার নাম গুটিকাপাত। বিষয়াদি বিভাগ করিবার সময় পূর্ব্বে এই রীতির অনুসরণ হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে কি প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার নামই বা কি, আমরা তদ্বিষয় অবগত নহি, এই নিমিত্ত এই সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন নাম উপস্থিত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে নিয়োগ করা গেল।

দৃষ্টিপাত করি তত বারই অতীত বৃত্তান্ত সকল আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া হৃদয় ব্যাকুল করে! যে করাল কাল কত কত জয়স্তম্ভ অচিরাৎ সংহার করিয়া উহার তাবৎ চিহ্ণ তিরোহিত করিয়াছে, সে যেন আমাকে যাবজ্জীবন ক্লেশভোগ করাইবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে; আমার সুহৃদ্বর্গকে গ্রাস করিয়াও তাঁহাদিগের স্মরণচিহ্ণগুলির উপর কোন দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করে নাই।

---

# বন্ধুবিয়োগ কাব্য।

---

চতুর্থ সর্গ।

---

যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে,
শোক নিবারিতে নাহি পারি কোন ক্রমে।
বিষাদ বারিদ দল সুখ সুধাকরে
ঢাইয়া রেখেছিল তিমির সাগরে।
কেহ যেন যমালয়ে লইয়ে আমায়,
ফেলে দিয়েছিল তপ্ত তেলের কড়ায়।
মস্তক তুলিতে হয় সভয় অন্তর,
লম্বমান লৌহ গদা ঘুরিছে উপর।
অহহ কি ভয়ানক নরক ব্যাপার!
বিষম জ্বলন জ্বালা নিতান্ত দুর্ব্বার।
কে করে সান্ত্বনা, রাম, তুমিরে তখন,
হয়েছিলে বহু অংশে মম বিনোদন।
সংস্কৃত কবিদের কাব্যের মাধুরী,
সুধা-রস-ধারাবাহী রচনা চাতুরী।
কে বলে গো দেবলোকে বীণা বাজে ভাল,
শচীর হৃদয়ে রাজে পারিজাত মাল।
সরলতা গুণে গাঁথা অমৃতের ফুল,
এ মালার ত্রিজগতে নাই সমতুল।
বায়ুভরে মধু ক্ষরে গন্ধে ভর ভর,
কোকিল কুহরে, কিবে ঝঙ্কারে ভ্রমর।
দেখিলে শুনিলে দ্রব কঠিন পাষাণ,
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে শোকাকুল প্রাণ।
তুমি সেই কাব্য লয়ে নিকটে বসিতে,
মধুর গম্ভীর স্বরে পড়িয়ে যাইতে।
শুনিয়া সন্তোষে পূর্ণ হইত হৃদয়,
দূরে যেত শোক তাপ, সুখের উদয়।
বড় খুসি হই আমি, ছাত্র পেলে ভাল,
তুমি তাই ছিলে, ছিলে নয়নের আলো।
জননী, জনমভূমি, সবে মুখে বলে,
কাজে কিন্তু কটা লোক সেই পথে চলে?
জন্মভূমি থাক্, জন্ম যাঁহার উদরে,
মানুষ হয়েছি যাঁর কোলে খেলা কোরে;
আমার ব্যারামে হয় যাঁর উপবাস,
হেরিলে মুখেতে হাসি যাঁর মুখে হাস;
ক্রন্দন শুনিলে যাঁর কেঁদে ওঠে প্রাণ,
কি করেন, কোথা যান, কত হান্ ফান্;
কোলে করি কত সুখ হয় যাঁর মনে,
কথা শুনি স্নেহ অশ্রু বহে দুনয়নে;
কেলে কিষ্টি, বিশ্রী, ঘোর বিকট আকার,
গরবিনী ভামিনীর দুচক্ষের বার,
সকলেই চটে যায় দেখিলেই ছাঁদ,
সেও হয় যাঁর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ,
রূপ গুণ ধন মান কিছু কাজ নাই,
প্রাণে বেঁচে থাক বাছা শুদ্ধু এই চাই;
এমন পরম ধন, জগতের সার,
প্রাণ দিয়ে শোধা নাহি যায় যাঁর ধার,
তাঁহাকেই আজ কাল লোকে বড় মানে,
মানের বদলে স্ত্রীর বাঁদী কোরে আনে।



…আছেন রাজা, বিবি রাজরাণী,
…মুটে দাসী হোক্ দুখিনী জননী।
…রেরে দুরাত্মা, মদে হয়েছ মাতাল,
বিবি কি রাখিবে তোর ইহ পরকাল?
অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্যধর,
ধরেন জননী পদ মস্তক উপর।
অবশ্য স্বীকার করি দুই এক জন,
ধরেন জীবন জন্ম ভূমির কারণ।
জননী জনমভূমি সম মাতৃ ভাষা,
যত কিছু মঙ্গলের তাঁর প্রতি আশা।
তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁর অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল।
যত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁর আলোচনা হইবে প্রচার।
ততই বিজ্ঞান সূর্য্য হইবে উদয়,
ততই জনমভূমি হবে আলোময়।
এই তত্ত্ব, সার বুঝেছিলে তুমি রাম,
মাতৃ ভাষা সাধনা করিতে অবিশ্রাম।
বাঙ্গালা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত যতন,
তাদের বাসিতে ভাল প্রাণের মতন।
এ দেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে,
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে।
মূর্খতা তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ভ্রান্তি সিন্ধু অকূল পাথার!
দ্বেষ হিংসা কলহের তরঙ্গ ভীষণ,
উদ্বেগ সন্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন।
ঘোরতর অস্তগত বিজ্ঞান মিহির,
কি কর্ত্তব্য, কি করিছে, কিছু নাই স্থির।
সে দিন, কি শুভ দিন হইবে উদয়,
যে দিনে তাদের মন হবে আলোময়।
একেবারে নিবে যাবে কচ্‌কচি কলহ,
পরিবারে পরস্পরে হবে প্রীতি স্নেহ।
সকলেই সকলের হিতে দিবে মন,
অহিতের প্রতিকারে করিবে যতন।
সকলেরি মুখে হাসি, খুসি মন প্রাণ
মহানন্দে সারদার গাবে গুণ গান।
কোথাও ললিত বালা অচল নয়নে,
নতমুখে শিল্প কর্ম্মে আছে এক মনে।
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,
সামান্য কথায় বীজ বুনিছেন সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত রস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,
আহা সেই স্থান কিবে হয় শোভমান।
যে দিন কল্পনা পথে করি দরশন,
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন;
সে দিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য,
তার অনুষ্ঠানে হতে সর্ব্বথা সপক্ষ।
যখন যা প্রয়োজন সেই বহি নিয়ে,
বেড়াইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে।
ইহাতে সহিতে হোত কতই লাঞ্ছনা,
ঘরে পরে পিতৃ-স্থানে বিবিধ গঞ্জনা।
তবু স্বদেশীয় ভগ্ন গণের শিক্ষায়,
কভু আমি ভগ্নোৎসাহ দেখিনি তোমায়।
যাদের তেজস্বী মন খাট পথে ধায়,
তারা কি দৃক্‌পাত করে ও সব কথায়?
যাক্ মান, যাক্ প্রাণ, নাই প্রয়োজন,
অবশ্যই করা চাই কর্ত্তব্য সাধন।
মানিতে আমারে তুমি গুরুর মতন,
করিতে মিত্রের মত প্রীতি প্রদর্শন।
বিপদে সহায় ছিলে, দুখী ছিলে দুখে,
সম্পদে সন্তুষ্ট সখা, সুখী ছিলে সুখে।
দেখিলে ন্যায়ের কার্য্য প্রশংসা করিতে,
অন্যায় অঙ্কুর মাত্রে বিরক্ত হইতে।

ছেলে বেলা হয় নাই বিদ্যা আলোচন,
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন।
কিন্তু কভু মজ নাই, অসৎ আচারে,
পর মন্দ পর দ্বেষ নেশা ব্যভিচারে।
অবশ্যই মনে ছিল মহত্ত্বের মূল,
নহিলে সময়ে কভু ফোটে কি সে ফুল?
শুদ্ধ বিদ্যা শুদ্ধ নয় মহত্ত্ব সাধন,
যার যে প্রকৃতি, ঠিক সে হয় তেমন।
স্বভাব হইলে সৎ, বিদ্যার প্রভায়,
সকলের সুখকর শুভ শোভাপায়।
অসৎ হইলে, সৎ বলি বা কেমনে?
ভুজঙ্গ মস্তক মণি শোভেতো কিরণে?
চটকেতে ভুলে যারা কাছে যায় তার,
ছোপলে ছোপলে শেষে প্রাণে বাঁচা ভার।
তোমার প্রকৃতি ছিল স্বভাব সুন্দর,
পড়েছিল বিদ্যালোক তাহার উপর;
তাহাতেই হয়েছিল অতি মনোরম,
শীলতা নম্রতা দয়া ছিল অনুপম।
শেষে করি শৈশবের ঔদ্ধত্য সংহার,
আহা কিবে হয়েছিল নম্র ব্যবহার!

পাদপে ধরিলে ফল,
নীরদে থাকিলে জল,
নতহয়ে রয় কিবে শোভা মনোহর!
গুণ বিদ্যা ভার ভরে,
মনুষ্যকে নম্র করে,
হেরে তারে সকলের জুড়ায় অন্তর।

বাঁচিয়ে থাকিলে তুমি বংশ হতো আলো,
এদেশের, এ জাতির ঢের হত ভাল!
হা হা প্রিয়গণ, অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে,
প্রণয় পবিত্র প্রভা প্রকাশ করিয়ে,
অরুণ উদয়ে তারাগণের মতন,
যৌবন উদয়ে সবে হলে অদর্শন!
জগতের জ্বালা হতে পেয়ে অবসর,
নিদ্রিত রয়েছ মহা নিদ্রার ভিতর।
তোমাদের পক্ষে এবে সম সমুদয়,
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়।
কিবা ঘোরতর বজ্রনিনাদ ভীষণ,
কিবা সুমধুর তর বীণার বাদন,
কিবা প্রজ্জ্বলিত দিনকর খর জ্যোতি,
কিবা পূর্ণ শশধর নির্ম্মল মালতী,
কিবা বিদ্যুতের খেলা নীরদ মণ্ডলে,
কিবা কমলের শোভা ঢল ঢল জলে,
কিবা সাধুদের মুখে প্রশংসার গান,
কিবা নিন্দকের তুণে বিষে শানা বাণ,
কিবা প্রিয় বান্ধবের শোক হাহাকার,
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ চিৎকার;
কিছুই এখন আর অনুভূত নয়;
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়।
হায়রে মনের খেদ মনেই রহিল,
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল!

সমাপ্ত।

## গ্রীসদেশের ইতহাস।

ক্রমশঃ শীতকাল উপস্থিত হইল। তাহারা আর কালক্ষেপ না করিয়া একদা রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে প্রবল বায়ুর সহিত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সূচীভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইলে সেই রাত্রেই একশত বিংশতি জন মাত্র প্লাটীয় নগর হইতে বহির্গত হইয়া। অবশিষ্ট লোক ভগ্নোৎসাহ হইয়া নগরেই থাকিল। পাছে অস্ত্র শস্ত্রের



শব্দ হয় এজন্য তাহারা বিরলসন্নিবেশে গমন করিতে লাগিল। কর্দ্দমে পা পিছলিয়া যায়, এজন্য সকলেই দক্ষিণ পদের জুতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। যাহাহউক প্রবল বায়ু তাহাদের বিলক্ষণ আনুকূল্য করিয়াছিল। প্রহরীরা প্রবল বায়ুতে থাকিতে না পারিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা দুই টাউয়ারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মই লাগাইয়া শুদ্ধ ছোরা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক টাউয়ারের শিখর দেশে ছয় জন করিয়া উঠিল। এবং ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বর্শা লইয়া কএক জন লোক উঠিল। তৎপরে ঢাল লইয়া কতকগুলি আরূঢ় হইল। ইহাদের আরোহণ কালে শত্রুরা কিছুই টের পায় নাই। দৈবতঃ এক জনের অসাবধানতায় প্রাচীরের এক খানি ইট পড়িয়া গেলে প্রহরীরা তাহাতে অত্যন্ত ভয় পাইল। ইতিপূর্ব্বেই কতকগুলি লোক নগর মধ্যে ইতস্ততঃ লুক্কায়িত ছিল, তাহারা সেই সময় আসিয়া প্রাচীরের অন্য অংশ আক্রমণ করিলে অবরোধকেরা তাহাদের প্রতি শিথিলপ্রযত্ন হইল। ইত্যবসরে বিদ্রুতেরা দুই টাউয়ার সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া তাহাদের উপরিভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক কেহবা বাণ দ্বারা কেহবা দ্রুতবেগে বহিঃ প্রাকারে আরোহণ দ্বারা কেহবা বর্শা কেহবা অন্যান্য অস্ত্রদ্বারা শত্রুদিগকে আহত করিতে লাগিল। এই সুযোগে অবশিষ্ট লোকেরা শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে থীব্‌সের অভিমুখে ধাবমান হইয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করিয়া দেখিল, তাহারা যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। বিপক্ষেরা আলোক হস্তে সাইথেরণ পর্ব্বতের অভিমুখে ধাববান হইতেছে। তখন তাহারাও ফিরিয়া আথেন্সের অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিদ্রুত প্লাটীয়দিগের একজন মাত্র বিনষ্ট হয় আর সাতজন মন্দোৎসাহ হইয়া নগরে প্রতিগমন করে। যাহারা নগর মধ্যে ছিল, তাহারা, বিদ্রুত প্লাটীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে অবরোধকদিগের নিকট তাহাদের মৃত শরীর প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। অব্যবহিত পরেই তাহারা অবাধে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এই সম্বাদ পাইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

যাহারা নগর মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে খাদ্যাভাবে অগত্যা শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে শত্রুরা অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল। স্ত্রীলোকেরা বিক্রীত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। নগর এবং ভূমি সমস্ত থীবানদিগের হস্তগত হইল অনন্তর থীবানেরা নগরকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। এখন বোধ হইতেছে যে আথীনীয়দিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা প্লাটীয়দিগের অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কার্য্য হইয়াছিল। আর স্পার্টানেরাই এই সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ যদি তাহারা প্লাটীয় দিগকে আথীনীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার উপদেশ নাদিত তাহাহইলে তাহাদের এ অনর্থ ঘটিতনা। প্লাটীয়েরা স্পার্টানদিগের উপদেশে এই ভাবিয়াছিল যে আথীনীয়দিগের

সাহায্যে তাহাদের প্রতি থীবীয়দিগের অত্যাচার অনেক নিবারণ হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইলনা। এক্ষণে সেই থীবান্‌দিগের হস্তে পড়িয়া প্লাটীয়েরা এইরূপে নিহত হইল। আথীনীয়েরা যে তাহাদের পক্ষে কিছুই নৃশংসতা বা ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই তাহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

---

মিটীলিনের রাজ বিদ্রোহ।

পারসীক সংগ্রামের পর আথীনীয়দিগের পোতসৈন্যবল সমধিক উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। এখন তাহারা এই ফিকির করিল যে যাবতীর দ্বীপবাসী এবং আসিয়ার উপকুলবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রজা বলিয়া তাহাদিগের প্রতি গুরুতর কর নিদ্ধারণ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে। কিন্তু দ্বীপবাসী এবং নগরবাসী প্রজাবগ আথীনীয় ধুরবহনে স্বভাবতই অনিচ্ছু ছিল। এক্ষণে আথানীয়দিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অনেকেই রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিলে আথানীয়েরা কঠিন দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে এরূপ বশীভূত করিয়া রাখিল যে তাহারা ভয়ে তখন আর বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে সাহস করিলনা। অনন্তর আথীনীয়েরা যখন পিলপনিসীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল তখন তাহাদের কেহ কেহ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তাহাদের মধ্যে লেস্‌বস্‌ দ্বীপের প্রধান নগর মিটিলিনের অধিবাসীরা এবিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হইয়া যাহাজ নির্ম্মাণ খাদ্যারহণ এবং [illegible] সংগ্রহ প্রভৃতি সংগ্রামোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনে নিযুক্ত হইল। কিন্তু তাহাদের প্রতিবাসীরা এই সম্বাদ আথেন্সে প্রেরণ করিল। তাহারা শ্রবণ মাত্র চত্বারিংশৎ রণতরী সুসজ্জিত করিয়া গুপ্তভাবে লেস্‌বস্‌ দ্বীপে যাইতে কহিয়া তাহাদিগকে এই ফিকির বলিয়া দিল যে যখন মিটীলিয়ানেরা ধর্ম্মমহোৎসবোপলক্ষে নগরের বহির্ভাগে আসিবে তখন তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিবে। আথীনীয়রণতরীর মধ্যে দশখানি মিটীলীয় যাহাজ ছিল। পাছে তাহারা মিটীলীয়দিগকে এই সংবাদ দেয় এই আশঙ্কায় আথীনীয়েরা সেই সমস্ত যাহাজের যাবতীয় লোককে কারারুদ্ধ করিল কিন্তু যে ভয়ে আথীনীয়েরা এই সাবধানতা গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কোন ফল দর্শিলনা। আথীনীয় পোতসৈন্য লেস্‌বসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মিটীলীয়দিগের একজন বন্ধু অগ্রে তাহাদিগকে এই সম্বাদ দিয়াছিল। সুতরাং তাহারা উক্ত মহোৎসবে নগরের বহির্গত হয় নাই।

আথীনীয়দিগের এই চাতুরী বিফল হইলে এখন তাহারা মিটিলিন অবরোধের সংকল্প করিল, এবং অবিলম্বেই পেকস্‌ নামক একজন সেনাপতি সসৈন্যে আসিয়া পূর্ব্ব সমাগত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া জল এবং স্থল উভয়েই মিটিলিন্‌ অবরুদ্ধ করিল। লেসিডিমোনিয়েরা মিটীলীয়দিগের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু তথাকার সাহায্য আসিতে বিলম্ব হওয়াতে মিটিলিনের



খাদ্যসামগ্রী প্রায় ফুরাইয়া আসিল তৎকালে একজন স্পার্টান্‌ মিটিলিনে ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকদিগকেও অস্ত্র ধারণ করাইবার জন্য শাসন কর্ত্তাকে অনুবোধ করিলে তিনি বলপূর্ব্বক সামান্যলোকদিগকেও অস্ত্রধারণ করাইলেন। কিন্তু তাহারা অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল, "যখন গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে বলপূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করাইলেন, তখন আহার ফুরাইলে মিটলার সম্ভ্রান্ত লোকেরা যদি তাহা আহরণ করিয়া না দেন তাহা হইলে আমরা নগর শত্রু হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক আথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করিব। তখন গবর্ণমেন্ট ভীত হইয়া অগত্যা শত্রুদিগের স্বয়ং শরণাগত হইবার অভিপ্রায়ে বিপক্ষদিগের অনুমতি লইয়া আথেন্সে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। এবং আথীনীয় সেনাপতি পেকসের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন যে যেপর্য্যন্ত আথেন্স হইতে সম্বাদ না আইসে তত দিন কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবেন না। পেকস্‌ তাহাতে সম্মত হইয়া অবরোধে নিরস্ত থাকিলেন। কিছু পরেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া মিটলনের প্রায় সহস্র লোককে বন্দী করিয়া আথেন্সে প্রেরণ করিলেন।

সম্পূর্ণ সহায়বল ব্যতিরেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাই মিটীলীয়ান্‌দিগের সম্পূর্ণ অকবর্ত্ত্য হইয়াছিল বলিতে হইবে। আর সহায় বল না থাকাতে অবশেষে শত্রুরা যে তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল তাহাও নিতান্তন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। আথীনীয়েরা তাহাদিগকে এইরূপে প্রতারিত করিয়াও ক্ষান্ত থাকিলনা সর্ব্ব সাধারণ সমাজে ক্লিয়নের প্রভাব অতিশয় বলবান্‌ থাকায় সকলেই ক্লিয়নকে সবিশেষ সম্মান করিত। একারণ আথেন্স বাসীরা প্রচণ্ড ও নির্দ্দয় ক্লিয়নের সবিশেষ অনুরোধে পতিত হইয়া তদীয় অভিপ্রায়ানুরূপ, পেকস্‌ যাহাদিগকে বন্দী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন এবং মিটিলনে পেকস্‌কে এই বলিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে, সমস্ত পরিণত বয়স্ক পুরুষদিগকে নিহত করিবেন, স্ত্রী এবং বালকদিগকে বিক্রয় করিবেন। যাহাহউক যাহারা স্বভাবতঃ নির্দ্দয় নহে শুদ্ধ ক্লিয়নের কুমন্ত্রণায় উক্ত বিষয়ে মত দিয়াছিল, তাহারা পর দিবস অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিল, এবং দয়ার্দ্র চিত্ত লোকেরা উক্ত হত্যা নিবারণের জন্য আর একটি সভা করিলেন। তাহাতে কতকগুলি লোক ক্লিয়নের বিপক্ষে এক মত হইলে উক্ত হত্যার নিষেধ লিখিয়া পেকসের নিকট আর একখানি যাহাজ প্রেরণ করা হইল। ক্লিয়নের প্রেরিত যাহাজ মিটিলনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এই যাহাজ তথায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া মিটিলনের প্রতিনিধিরা নাবিক দিগকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিলে নাবিকেরা শুদ্ধ রুটি এবং মদ্যপান করিয়া দিবা রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন বাহিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে অনুকূল বায়ুবশতঃ নির্ব্বিঘ্নে মিটিলনে উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রতিনিধিরা এই সম্বাদ লইয়া পেকসের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, পেকস ক্লিয়নের পত্রপাঠ

করিয়া তদনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছেন। যাহাহউক আথীনীয়েরা পেকসের প্রেরিত সমস্ত বন্দীদিগকে নিহত করিয়া, দয়া বিষয়ে তাহাদের যে মিতব্যয়িতা আছে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। অনন্তর মিটিলিণের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও সমস্ত রণতরী অধিকার করিল। এবং প্রায় সমস্ত দ্বীপ আথীনীয় ঔপনিবেশিকদিগকে বিভক্ত করিয়া দিল সেই অবধি লেসবীয়েরা আথীনীয় ঔপনিবেশিকদিগকে অদ্যাপি ভূমির কর দিয়া আসিতেছে।

---

### কর্সাইরার হত্যা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে প্লাটীয় এবং মিটীলিয়ানেরা বিদেশীয়দিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক্ষণে আমরা কর্সাইবার যে ভয়ঙ্কর নরহত্যা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি, পরে দৃষ্ট হইবে, তাহা দেশীয় লোকেরাই সম্পন্ন করিয়াছিল। গ্রীক্ প্রথানুসারে কর্সাইরায় দুইটী দল ছিল। মর্য্যাদাপন্ন লোকদিগের একটী এবং সাধারণ লোকদিগের অন্যটী। এই উভয় পক্ষে পরস্পর অহিনকুলতা সম্বন্ধ ছিল। একারণ সময়ে সময়ে ঘোরতর বিবাদ বিষম্বাদ হইত। একদা সাধারণ সমাজের অধ্যক্ষেরা সম্ভ্রান্ত সমাজের কতিপয় অধ্যক্ষদিগের নামে অভিযোগ করিয়া পরিশেষে পলায়ন পূর্ব্বক দেবালয়ে আশ্রয় লইল। পরে সেনেট্, আথীনীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন শুনিয়া তাহারা এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা ও আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সভাভাগে দ্রুত বেগে সহসা প্রবেশ করিল এবং ষাট জন সেনেটের প্রাণ বধ করিল। এই কারণে উভয় পক্ষের যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহাতে সাধারণ লোকেরা পরাস্ত হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই নগরের এক এক অংশ আশ্রয় করে। প্রাতঃকালে উভয় পক্ষীয় লোকেরাই দেশীয় ক্রীতদাসদিগকে তাহাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে অধিকাংশ লোকেই সাধারণ লোকদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু ইপিরসের বিপরীত উপকূল হইতে আট শত লোক আসিয়া সম্ভ্রান্তদিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতঃপর যে আর একটী সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহাতে সাধারণ লোকদিগের জয় লাভ হইলে সম্ভ্রান্ত লোকেরা অগ্নি সংযোগ দ্বারা নিজ গৃহ এবং নগরের অধিকাংশ দগ্ধ করিয়া ফেলায়। এইরূপ বিবাদ চলিতেছে এমন সময়ে এক জন আথীনীয় সেনাপতি তথায় উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষের এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য উভয় পক্ষের একটী সন্ধি স্থাপন করিয়া দিলেন। তাহারা বিবাদ হইতে ক্ষান্ত থাকিল। অতি অল্পকাল পরেই প্রায় চারি শত সম্ভ্রান্ত লোক, তাহাদের শত্রুরা তাহাদের বিনাশের চক্রান্ত করিতেছে এই সন্দেহ করিয়া, পলায়নপূর্ব্বক কোন দেবালয় আশ্রয় করিল। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণ লোকেরা তাহাদিগকে বন্দরের সম্মুখবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রেরণ করিয়া তথায় তাহাদের খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া



দিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া এক দেবালয়ে রাখিয়া দিল।

এই সময় এক দল আথীনীয় রণ-তরী তথায় আসিয়া পৌঁছিল। বোধ হয় এত দিন লোকেরা পিলপনীয়দিগের ভয়ে বৈর নির্য্যাতনে বিরত ছিল। এক্ষণে তাহারা সেই আশা পরিতৃপ্ত করিতে স্থির নিশ্চয় হইয়া এই বলিয়া সম্ভ্রান্তদিগকে দেবালয় ছাড়িয়া আসিবার প্রস্তাব করিল যে তাহারা আসিলে ন্যায় অন্যায়ের বিচার হইবে। সম্ভ্রান্তেরা তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঐ পবিত্র স্থানের সীমা অতিক্রম করিবা মাত্র বিনানুসন্ধানে তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রাণ বধ করিল। যাহারা দেবালয়ে রহিল তাহারা পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, ভয়ঙ্কর শত্রু হস্তে বিনাশ অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর এই বিবেচনায় তৎসম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়া কতকগুলি দেবালয়ের বৃক্ষে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিল। কেহ কেহ অন্য প্রকারে মানবলীলা সম্বরণ করিল। এইরূপে সকলেই প্রাণ ত্যাগ করিল এক জনও জীবিত রহিল না। সাধারণ লোকেরা এইরূপ ক্রমাগত; সাত দিন কাল নরহত্যা হইতে বিরত ছিল না। যাহাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা হইল তাহারই প্রাণনাশ করিতে লাগিল। এই সুযোগে অনেক অধমর্ণ ব্যক্তিরা উত্তমর্ণদিগের শোণিত দ্বারা আপন আপন ঋণ ক্ষালিত করিয়াছিল। এইরূপে নগরমধ্যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ হইলে এমন কি পিতাও পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছিল। শরণাগতদিগকে দেবালয় হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিহত করিয়াছিল। কতকগুলিকে দেবালয়ে পুরিয়া দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহারা আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিল। আথীনীয়েরা শান্তভাবে এই নৃশংস ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিল। নিবারণের কোন চেষ্টাই করিল না।

প্রায় পাঁচ শত সম্ভ্রান্ত লোক তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিপরীত উপকূল আশ্রয় করিয়া থাকিল। কিছুদিন পরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের অতিশয় হানি করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় একদল আথীনীয় রণতরী কর্সাইবায় আসিয়া পৌঁছিলে সেনাপতিরা সমস্ত সৈন্য অবরোহিত করিয়া দুর্গবাসী সম্ভ্রান্তদিগের সহিত যোগ দিল। তাহারা আথীনীয়দিগের শরণাগত হইলে আথীনীয়েরা তাহাদিগকে যতদিন আথেন্সে না লইয়া গিয়াছিল ততদিন কর্সাইরার বন্দরের সম্মুখবর্ত্তী দ্বীপে রাখিয়াছিল। যদি তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে সন্ধি ভঙ্গ জন্য সম্পূর্ণ দোষী হইতে হইত।

সম্ভ্রান্তদিগকে আথীনীয়েরা দ্বীপান্তরে বন্দী করিয়া রাখিলে, সাধারণ লোকদিগের কর্ত্তৃপক্ষেরা বৈর নির্য্যাতনের ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া বন্দীকৃতদিগকে পাতিত করিবার জন্য যে এক ভয়ানক ফন্দিকরে তাহা এই তাহারা প্রথমতঃ ঐ দ্বীপে কতকগুলি লোক পাঠাইয়া দিল। প্রেরিত ব্যক্তিরা তথায় পৌঁছিয়া বন্ধুত্বের ভান করিয়া বলিল।

আথীনীয়েরা তোমাদিগকে শত্রু হস্তে সমর্পিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি আমাদের পরামর্শ শুন তবে এই সজ্জিত যাহাজে আরোহণ করিয়া এস্থান হইতে পলায়ন কর। বন্দীরা তাহাদের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া পরিত্রাণ পাইবে এই আশয়ে সেই যাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলে পথিমধ্যে শত্রু হস্তে পতিত হইয়া এক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল। অনন্তর সেই অট্টালিকা হইতে বিংশতিজন করিয়া বাহির করিয়া আনাইয়া শ্রেণীবদ্ধ অস্ত্রধারী সৈন্যদিগের মধ্যদিয়া গমন করিতে আদেশ করিল। সৈন্যদিগের প্রত্যেক তাহাদের মধ্যে যাহাকে নিজ শত্রু বলিয়া বোধ করিল তাহারই প্রাণবধ করিতে লাগিল। অবশেষে স্বয়ং নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে ষাট জন নিহত হইলে অবশিষ্টেরা আপনাদের বিপদ জানিতে পারিয়া আথীনীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বলিল "তোমরা আইস আমাদিগকে বিনষ্ট কর আমরা বাহিরে যাইব না।" যাহা হউক সাধারণ লোকেরা সেই গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার অভ্যন্তরে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তখন অবরুদ্ধেরা পরিত্রাণের আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া কেহ কেহ বাণাঘাতে কেহবা উদ্বন্ধন দ্বারা আপন আপন প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইল। পর দিবস তাহাদের মৃত শরীর একত্র রাশীকৃত করিয়া শকট দ্বারা নগর হইতে বাহির করিয়া ফেলাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কর্সাইরার সামাজিক বিদ্রোহ পর্য্যবসিত হইয়া সম্ভ্রান্তদিগকে সমূলে উৎসন্ন করিয়াছিল॥

---

ফ্যাক্টীরিয়া দ্বীপে স্পার্টানদিগের অবরোধ।

ম্যাসীনীয়োপকূলের অনতিদূরে ফ্ল্যাক্টীরিয়া নামক একটা দ্বীপ আছে। একদা আথীনীয়েরা এই দ্বীপে কতকগুলি স্পার্টান সৈন্যকে যে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাই বর্ত্তমান যুদ্ধের অনন্তর প্রাধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত। এই অবরোধের স্থূল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ লেখাইতেছে। একদা কতিপয় আথিনীয় রণতরী মেসীনিয়ার উপকূল হইয়া যাত্রা করিতে ছিল এমত সময় ঐরণতরীর একজন কর্ম্মচারী ডিমস্থিনীস্ পাইলস্ অন্তরীপ অবলোকন করিয়া তথায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণের মানসে নাবিকদিগের তথায় অবরোহণের প্রস্তাব করিলে সেনাপতিরা তাহাতে অসম্মত হইল। দৈবযোগে এক প্রবল বাত্যা উপস্থিত হওয়াতে তাহাদিগকে অগত্যা সেই অন্তরীপ আশ্রয় করিতে হইল। সৈন্যেরা বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া তথায় একটি প্রাচীর নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া প্রাচীর নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ প্রস্তর ও কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং তাহারা হস্ত ও পৃষ্ঠ দ্বারা কর্দ্দম আনয়ন পূর্ব্বক ছয় দিনের মধ্যে ভূমিরদিকে একপ্রকার নির্ম্মাণ করিল। প্রচীর নির্ম্মিত হইতে সেনাপতিরা ইহার রক্ষণার্থ ডিমস্থিয়িসের উপর ছয় খানি যাহাজের কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ পূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন।



এদিগে লেসিডিমেনীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে তাহারা ত্বরায় আসিয়া জলে এবং স্থলে ঐ স্থান অবরুদ্ধ করিল। ঐ দ্বীপের বন্দরের মধ্য দিয়া অবরুদ্ধ স্থানে প্রবিষ্ট হইবায় একটী মাত্র পথ ছিল এবং অন্তর। উভয় পার্শ্ব দিয়া বন্দরে প্রবিষ্ট হইবারও দুইটী বৈ পথ ছিল না। সুতরাং সেই পথদ্বয় রুদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া লেসিডিমোনীয়েরা চারি শত কুড়ি জন সৈন্য এবং কতিপয় যাহাজ রাখিয়া ঐ পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে আথীনীয়দিগের আর এমন পথ রহিল না যদ্দ্বারা আসিয়া অবরুদ্ধদিগের সহায়তা করে। কিন্তু রক্ষকদিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য বশতঃ তাহাদের রক্ষণ প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহাদের অনবধানতাবসরে ডিমস্থিনিস্ কর্ত্তৃক আহূত আথীনীয় রণতরী আসিয়া অনায়াসে বন্দর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্পার্টানদিগকে পরাস্ত করিল। এবং স্পার্টানদিগের নির্গমের পথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। সুতরাং বহির্গমের পথ না থাকায় স্পার্টানদিগকে বন্দরেই অবরুদ্ধ থাকিতে হইল, এবং তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। কারণ আথীনীয়েরা যাহাতে স্পার্টানদিগের রসদ বন্ধ হয় এই অভিপ্রায়ে দুই খানি যাহাজ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সেই যাহাজ সমস্ত দিন চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া চৌকী দিত। রাত্রি হইলে সমস্ত যাহাজ আসিয়া শত্রুদিগকে বেষ্টন পূর্ব্বক নঙ্গর করিয়া থাকিত। এইরূপে শত্রুদিগের আর কোন দিকে নড়িবার যো ছিল না। স্পার্টানেরা তত্রত্য স্বাধীন ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার স্বীকার এবং হেলটদিগকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া দ্বীপ হইতে ময়দা, মদ্য এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর আয়োজনার্থ গুপ্তভাবে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহারাও গুপ্তভাবে এই সকল সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিল। যে সময় বায়ু অতিশয় প্রবল হইত আথীনীয় যাহাজ সকলের চলিবার সামর্থ্য থাকিত না সেই সময় তাহারা নৌকাযোগে যাইয়া তীর হইতে খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিত, এবং ডুবুরীরা ব্যাগ পরিপূর্ণ করিয়া পোস্তদানা শণের বীজ প্রভৃতি এমনি আনিয়া দিত যে কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না। এ জন্য দ্বীপের রক্ষকেরা আশার অতিরিক্ত কাল জীবন ধারণ করিয়াছিল। আথীনীয়েরাও যখন খাদ্যসামগ্রী এবং ভাল জলের অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল তখন কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসার জন্য সেনাপতিরা আথেন্সে সম্বাদ পাঠাইয়া দিল।

সমস্ত লোক সভায় একত্র সমবেত হইলে, নীচাশয় গর্জ্জনকারী এবং মিথ্যাবাদী ক্লিয়ন্ সকলের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল ডিমস্থিনিস্ যে জন্য অভিযোগ করিয়াছে সে সমস্তই অলীক। এই বলিয়া সেনাপতি নীসিয়সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি সেনাপতিদের পুরুষকার থাকিত তবে ঐ দ্বীপ শীঘ্র অধিকৃত হইত। যদি আমি স্বয়ং ইহার কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে ঐ দ্বীপ এত দিন অধিকৃত হইত সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া নীসিয়স্ ক্লিয়ন্কে

যে কোন সৈন্যদল লইয়া উক্ত যুদ্ধে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিলে ক্লিয়নের মুখ শুখাইয়া গেল। ক্লিয়নের মুখে যত ফলিত কাজে তাহার একাংশও সম্পন্ন হইত না। যাহাহউক ক্ষতিপ্রিয় লোকেরা নীসিয়সের প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য ক্লিয়নকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্লিয়ন্ এই শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে নাপারিয়া বাহিরে প্রসন্নতা প্রকাশ করত অগত্যা পাইলস্ যাত্রা করিতে সম্মত হইলেন। এবং আর কিছু সৈন্য প্রার্থনা করিয়া এই শপথ করিলেন যে বিংশতি দিবসের মধ্যে হয় স্পার্টানদিগকে সেই দ্বীপে নিহত করিয়া আসিবেন। নয় তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আথেন্সে আনয়ন করিবেন। ক্লিয়ন্ মনে মনে জানিতেন স্বয়ং সৈনাপত্য কার্য্যে নিতান্ত অপটু একারণ বুদ্ধি পূর্ব্বক ডিমস্থনিয়স্‌কে আপনার সহকারিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ক্লিয়ন্ পাইলসে উপস্থিত হইয়া স্পার্টান্দিগকে তাঁহার শরণাগত হইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে আথীনীয় সৈন্যেরা রাত্রিযোগে যাহাজ হইতে দ্বীপে অবতীর্ণ হইল। প্রাতঃকালে স্পাটান্দিগের সহিত ঘোরপ্রকারেযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ, উভয় পক্ষের প্রচুর অভিনিবেশ নিবন্ধন অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে যখন শতাধিক স্পার্টান্ নিহত হইল, তখন অবশিষ্টেরা তাহাদের বন্ধুজনের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তীরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ফলতঃ তাহাদের সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। কিন্তু আথীনীয়েরা একজন দূত পাঠাইল। এবং একজন স্পার্টান আসিয়া স্বপক্ষদিগকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে স্পাটান্‌রা আথীনীয়দিগের শরণাগত হইল। যাহা হউক স্পাটান্‌রা এইটী অতি বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিল। ক্লিয়ন্‌মুখে যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহা করিলেন। কুড়ি দিনের মধ্যেই স্পাটানদিগকে আথেন্সে লইয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়া এই প্রচার করিয়া দিলেন, যদি কখন স্পাটানেরা আটিকা আক্রমণ করে তাহা হইলে বন্দীদিগকে নিহত করিবে। স্পাটানেরা এপর্য্যন্ত কখন কাহারও শরণাগত হয় নাই; তাহারা এই মাত্র শরণাগত হইল। ফলতঃ এই ঘটনা গ্রীকৃদিগের অতিশয় বিস্ময় জনক হইয়াছিল।


# অবোধ-বন্ধু।

"কবরদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২য় ভাগ ] ফাল্গুন, ১২৭৫ সাল। [১১ সংখ্যা।


## নূতন বন্ধু, নব প্রণয়িনী।

### নূতন বন্ধু।

প্রথম পত্র।

এ কি এ নূতন আলো অন্তরে উজলে!
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে।
বহুদিন যে রস করিনি আস্বাদন,
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন।
মৈত্রী কিম্বা প্রেম ইহা ঠিক্ নাহি পাই,
যারে ভালবাসা বলে, বুঝি হবে তাই।
ছেলে-বেলা ছেলে-খেলা ফুরায়ে গিয়েছে,
মানুষের মনে মন পশিতে শিখেছে।
ভিতরের তন্ন তন্ন আগে দেখা চাই,
তা না হ'লে একটুও ছাড়াছাড়ি নাই।
আজি কেন পশিতে প্রবৃত্তি নাহি হয়,
কেটে ছিড়ে বুঝিতেও জন্মে যেন ভয়।
যেন ইহা প্রভাতের পবিত্র কুসম,
ছেঁড়ে কোন সহৃদয় অহৃদয় সম?
নির্ম্মল বাতাসে বেশ হেলিবে দুলিবে,
মধুর আমোদে আত্মা উথুলে উঠিবে।
হায় কেন মন ফের দোলে গো দোলায়!
ঢাকে বা উষার ছটা মেঘের ছায়ায়।
বটে এই মনোহর কুসুম রতন,
সৌরভে গৌরবে মোরে করে আকর্ষণ;
কে জানে ইহার নাই কেহ অধিকারী?
কে জানে যে নহে ইহা নিজস্ব তাহারি?
পাছে আমি নাহি পাই সম্ভোগের পথ,
হই পাছে মদ্ধিখানে ভগ্ন মনোরথ?
অথবা চরমে মম মরমের মাজে,
আচম্বিতে চোরা বাণ বেগে এসে বাজে?
কি আছে অদৃষ্টে তাহা বলা নাহি যায়,
সুখেতে থাকিতে পাছে ভুতেতে কিলায়?
দূর হোক্ এ দোলায় কেন দুলি আর,
সন্দেহে প্রণয় সুখ হয় ছারখার।
উদার অন্তরে দিয়ে হৃদয় ঢালিয়া,
বোসে থাকি চুপ্‌কোরে নিশ্চিন্ত হইয়া।
হয়তো আমার মন মজেছে যেমন,
সে তাহার বিন্দু মাত্র করেনি গ্রহণ।
আপনার তেজোগর্ভ নম্র ব্যবহার,
কতদূর শক্তি ধরে মন মোহিবার,

সরল মধুর ভাব, খোলা আলাপন,
কতদূর ক'রছে আমারে আকর্ষণ ;
হয়তো সে নিজে তাহা জ্ঞাত মাত্র নয়,
চন্দ্রমা জানে না তার করে কত হয় !
শশী হে চকোর করে তোমার ধেয়ান,
থেকনা মেঘের আড়ে, বোধ না পরাণ ।
গায়ে পড়া হ'লে তার গুমোর থাকে না,
জেনেও আমার মন প্রবোধ মানে না ।
মানিনী ভামিনী নই, ঠমক জানিনে,
তা বোলে কি প্রেমপাত্র হইতে পারিনে ?

* * * * * * * * * *

দ্বিতীয় পত্র ।

বন্ধুতা কর্কশ কথা, গেরো বাঁধা টেনে,
তাই প্রেম বোলে ডাকি ও নাম না এনে ।
প্রণয় উদার তর স্বরগের দ্বার,
ঠিক্ সোজা দেখা যায় খোলা অনিবার ।
কিন্তু ভ্রান্ত যাত্রিদের দু পা না ফেলিতে,
নিরাশা বিকট ব্যাঘ্রী গ্রাসে আচম্বিতে ।
হাড় গোড় পিষে যায় কড়্মোড়ে চর্ব্বণে,
তাকায় স্বর্গের পানে উদ্ভ্রান্ত নয়নে ।
খেলিয়ের হাতে প্রায় কাগজ আসেনা
প্রণয়ীর ভাগ্যে প্রায় প্রণয় ঘটেনা ।
তাহার সরস মন বন ফুল প্রায়,
আপনিই ফোটে হাসে, শুকাইয়ে যায় !
কেন হে প্রণয়ী মিত্র এত ম্রীয়মান,
কে হেনেছে সাদা প্রাণে বাঁকা বিষবাণ ?
যাহোক্ এবার আমি ঠেকিনি সে দায়,
উঠিয়াছি সিদে এসে ঠিক যায়গায় ।

লইয়াছে সহৃদয় ভাব অবিকল,
জুড়াল আশঙ্কা অগ্নি, হলেম শীতল ।

* * * * * * * * *

তৃতীয় পত্র ।

"মন উড়ু উড়ু ।"

পুন সেই সুখহরা মর্ম্মজরা রোগ,
তোমার অন্তরে সখা করিতেছে ভোগ !
কেনরে বিকট কীট নিরাশ হুতাশ,
প্রায়ই সরস মনে কর এসে বাস ;
একেবারে জেরে ফেল জনমের মত,
কুরে খাও সুখের মুকুল থাকে যত ;
নিরমল দীপ্তিমান প্রফুল্ল আননে,
মুড়ে রাখ বিষাদের ম্লান আবরণে ;
যে নয়ন ভালবাসে ভ্রমিতে অম্বরে,
নত কোরে রাখ তারে ধরণী উপরে ;
যে জন বেড়ায় হেসে ফুলের বাগানে,
বসাইয়ে দাও তারে বিজন শ্মশানে ?
হঠাৎ যে কোথা থেকে এই চোরা বাণ
বেঁধে গো বুকের মাজে না পাই সন্ধান ।
কেবল সদাই মন হুহু হুহু করে,
দুর্নিবার জ্বালা জলে মর্ম্মের ভিতরে ।
শূন্যময় ত্রিভুবন, সব অন্ধকার,
কোথাও কিছুই নাই এর প্রতিকার ।
নির্জ্জনে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়ে নিরবে,
যতই জলুক জ্বালা সহিতেই হবে ।
আঃ কি আকষ্টবদ্ধ, কষ্ট ভয়ঙ্কর !
কতকাল এ রোগ ভুগিবে আর নর ?



আজো ভাই গোমুখীর ধারে,
পুরাতন নিবিড় কান্তারে ;
শিলাপটে যায় দেখা,
ঋষাদের পদ্য লেখা,
সংস্কৃত অক্ষরের হারে ।

বুঝি সেই কালে কোন জন,
এই জ্বরে হয়ে জ্বালাতন ;
যাইয়ে বৈরাগ্য ছলে,
সে নির্জ্জন বনস্থলে ;
মন দুখ করেছে বর্ণন ।

সেথা সেই নির্ঝরের সনে,
খুব খুলে দেওয়া যায় মনে ;
তার মত উচ্চ রবে,
সম্বোধিয়ে বৃক্ষ সবে ;
পোরা যায় দিগন্ত ক্রন্দনে ।

সেথাকার হরিণের প্রায়,
স্বাধীন সন্তুষ্ট থাকা যায় ;
নির্ঝর নির্ম্মল জল,
তরুর মধুর ফল,
খাও, শোও শাদ্বল শয্যায় ।

বাঁশী লয়ে হয়ে একতান,
মিলায়ে পাখির তানে তান ;
বসিয়ে শিখর পরে,
ললিত করুণ স্বরে,
গাও নিসর্গের গুণ গান ।

হায়, ইহা ভবিতে যেমন,
কাজে যদি হইত তেমন ;
মনোরোগ প্রতিকার
ঔষধের আবিষ্কার,
বহু দিন হ'ত পুরাতন !

এ রোগের শান্তির কল্পনা,
কাঁচে যেন জলের আল্পনা ;
হয় প্রাণ সমর্পণ,
নহে সহ আমরণ ;
অন্য কথা উন্মত্ত যন্ত্রণা ।

দু দিন যে ভাল থাকা যায়,
সে কেবল পালা জ্বর প্রায় ;
আচম্বিতে কোথা থেকে,
একেবারে ওঠে ঝেঁকে,
প্রাণ আসে ওষ্ঠের আগায় !

* * * * * * * * * *

চতুর্থ পত্র ।

"মন প্রতি নিরখিয়া ভাবিতেছি মনে মনে,
শুখায়েছে যেই ফুল প্রফুল্ল হবে কেমনে ।"

কবির অন্তর, সুধার নির্ঝর,
অবিরল ঝরঝরে ।
চাঁদের কিরণ, উজলে যেমন,
তেমন সুষমা ধরে ।

জ্যোতি নিরমল, গতি ঢল ঢল,
রসের লহরী খেলা,
যেথা দিয়ে ধায়, আলো করে যায়,
রসায় রসিক মেলা ।

কভু খেলা করে, শিখরী শেখরে,
পারিজাত মালা মত,
কভু মেখলায়, গড়িয়ে বেড়ায়,
সমীরণ বহে যত ।

কভু কুঞ্জে গিয়ে বোপেতে লুকিয়ে,
ধীরে ধীরে গায় গান;
করিয়ে শ্রবণ, মৃগ মৃগী গণ,
খাড়া কোরে থাকে কান।

কভু ঊর্দ্ধে ধায়, মেঘেতে মিলায়,
বিলসে দামিনী সনে;
আসর সহিতে, পড়ে অবনীতে,
জুড়ায় জগত জনে।

কভু কুতূহলে, মন্দাকিনী জলে,
মিসিয়ে বহিয়ে যায়,
পোজে সুরবালা, কমলের মালা,
গলায় পরায়ে দেয়।

অসীম অম্বর, অগাধ সাগর
আঁধার পাতাল তল,
প্রমোদ কানন, নাট নিকেতন,
ভয়ানক রণস্থল;

নাহি হেন ঠাঁই, যথা গতি নাই,
জগত যুড়িয়া ঘোরে;
কে ধরিবে তাকে, শুধু বাঁধা থাকে,
প্রমের প্রমোদ ডোরে।

যদিও অবাধে, আপনার সাধে,
কবির অন্তর ধায়;
ঘোর বাধা আছে আপনারি কাছে,
আপনি ঠেকিয়ে যায়।

এই ধরাতলে, এক ভাবে চলে,
হেন দশা কোন নাই;
বুঝি এ মেলায়, সকল দশায়,
নবতা বিধান চাই!

এক এক বার, পর্ব্বত আকার
মনোরোগ গাদা গাদা;
সহসা সমুখে, বেগে আসে ঝুঁকে,
প্রবাহের দেয় বাধা।

বেধে তার মূলে, আকুলে ব্যাকুলে,
ক্রোধে যেন ওঠে ফলে;
কবির নয়ন, তাহারে তখন,
দেখিতে না পায় মূলে।

কিন্তু এ শকতি, সতী স্ত্রী যেমতি,
তেজিবার কভু নয়;
বদ্ধ থেকে থেকে, লোজ্বে ওঠে বেঁকে,
শত গুণ বেগে বয়।

ইতি নূতন বন্ধু।

---

# নব প্রণয়িনী।

---

প্রথম পত্র।

---

কালপ্রিয়ে বিজয়া দশমী;
হেরিব তোমার মুখ,
পাইব পরম সুখ,
দূরে যাবে দুখের নবমী।



আনন্দের নাহি ওর,
আমোদে হইয়ে ভোর,
কাটাইব প্রমোদে যামিনী;
হৃদি সুখ সরোবরে
ঢল ঢল ভাব ভরে,
ফুটিয়া হাসিবে কমলিনী।

শুনি গুন্ গুন্ গান,
যুড়াইয়ে যাবে প্রাণ,
চাঁদে হবে সুধা বরিষণ;
ঝলমল হাব হেলা,
নয়নে লহরী খেলা
কুবলয়ে নাচিবে খঞ্জন।

মনে মনে সাধ করি,
মনে মনে হেসে মরি,
মনে পড়ে নিরব বয়ান;
দেখো লো লাজুকলতা,
যেন নাহি কয়ে কথা,
দিওনা প্রাণেতে ব্যথা প্রাণ!

---

দ্বিতীয় পত্র।

আজি প্রিয়ে কোজাগর,
মনোহর সুধাকর,
নীলাম্বরে হইবে উদয়;
যেন নীল জল মাজে,
শ্বেত শতদল সাজে,
রূপে দশ দিশ আলোময়।

সাধুর হৃদয়োপম,
সতীর লাবণ্য সম,
নিরমল কিরণের মালা;
বিমোহিয়ে ত্রিভুবন,
করিবে অনেক ক্ষণ,
ধরণীর হৃদয়েতে খেলা।

সন্তোষ সুধার ধার,
ঝর ঝর অনিবার,
বহিবে শীতল সমীরণ,
যে রসেতে মন যার,
সে রস তখন তার,
মনোমাঝে হবে উদ্দীপন।

প্রণয়ীর হাসি মুখ,
বিরহীর ফাটে বুক,
শোকার্ত্তের সব তমোময়,
জ্ঞানী জন সচেতন,
যোগীর প্রফুল্ল মন,
ভাবুকের নানা ভাবোদয়।

কিভাবে ভাবিনী তুমি,
ভাবনাকুসুম ভূমি,
কোন্ ভাবে কাটাবে যামিনী?
শেষে শুয়ে এঁকে বেঁকে,
আননে আঁচল ঢেকে,
ছলে বুঝি হইবে মানিনী?

কিনিবারে বিনি মূলে,
মনের কবাট খুলে,
প্রকাশিবে অথবা অন্তর?
কিম্বা আধ আধ হবে,
আধ আধ কথা কবে,
আধ হাসে ভূষিবে অধর?

যা হবে তা তুমি জান,
ভাল যদি কর জ্ঞান,
ছাদে যেও নিশীথ সময়;
যে সময় চন্দ্র হাসে,
রজনী লাবণ্যে ভাসে,
নিসর্গ নিস্তব্ধ হয়ে রয়।

সে সময়ে দাঁড়াইয়ে,
স্থির হয়ে মন দিয়ে,
চক্ষু দিয়ে দেখ চারি ধারে;
যে এক বিমল ভাব,
স্বভাবেতে আবির্ভাব,
আঁক তাহা হৃদয় মাঝারে।

সামান্য রূপের লাগি,
সামান্য রূপের ভাগী,
সুন্দরী দেমাকে ফেটে মরে,
চন্দ্রমা কেমন ভাল,
যে রূপে জগৎ আলো,
সে রূপেও গর্ব্ব নাহি করে।

চন্দ্রিকা নির্ম্মল কিবা,
ঘোরা নিশা যেন দিবা
পবিত্র পরশ পেয়ে যার;
কে আছে হেন সুজন,
যাহার এমনি মন
নিরমল সরস উদার,

আহা কি আশ্চর্য্য ভাব,
দিশ দশে আবির্ভাব,
মধুর গম্ভীর শান্তিময়,
নাহি চাপল্যের লেশ,
মাধুরীর এক শেষ;
হওয়া চাই এরূপ হৃদয়।

কেমন এ সমীরণ,
আমোদিয়ে ত্রিভুবন,
ধীরে ধীরে চারি দিকে বয়;
এরূপে কাটুক দিন,
যেন পরে চির দিন,
সুকার্য্য সৌরভ ব্যেপে রয়।

তা বোলে আপনা ভুলে,
রূপ আবরণ খুলে,
যেন প্রিয়ে করোনা ভ্রমণ;
সত্য বটে লোক নাই,
তবু রূপ ঢাকা চাই,
করা চাই গৌরব রক্ষণ।

এ ঢাকা গাঢাকা নয়,
মানরাখা এরে কয়,
বুঝিতে পেরেছ অনুমানি,
দেখিয়ে রূপের ছাঁদ,
গগণে হাসিলে চাঁদ,
তাহাতেও গৌরবের হানি।

* * * * * * * * * *

তৃতীয় পত্র

## বিক্‌টোরিয়া পদ্ম।

গিয়েছিনু গত রবিবারে,
উদ্ভিজ্জ উদ্যান হেরিবারে;
গঙ্গার তরঙ্গ দিয়ে,
তরী তরঙ্গিয়ে গিয়ে,
বিকালে লাগিল তার ধারে।



তটে উঠে করিয়ে ভ্রমণ,
দেখি কত তরু অগণন;
কোথাও গুল্মের রাশি,
কোথাও ফুলের হাসি,
কোথাও বা লতার নর্ত্তন।

বটে তাহা সকলি সুন্দর,
কিন্তু রাশি রাশি একত্তর;
ঝুড়ি ঝুড়ি গহনায়
ভাল নাহি শোভা পায়,
রূপশী রমণী সুধাকর।

যদি থাকে নিসর্গের করে,
যে রূপে থাকুক শোভা ধরে;
পরিস্কার হয় যত,
কলার কৌশল তত
দর্শকের চক্ষু মন হরে।

তরু লতা করি বিলোকন,
তত তৃপ্ত হইলনা মন;
এসে শেষে যদৃচ্ছায়,
হেরিলেম দীর্ঘিকায়,
দিব্য এক অপূর্ব্ব রতন।

রূপেতে উদ্যান আলো করি,
হাসিছেন শলিল উপরি;
বিক্টোরিয়া কমলিনী,
ত্রিভুবন বিনোদিনী;
আহা কিবে শোভা মরি মরি!

নিরমল নীলাম্বর তলে,
যেন পূর্ণ চন্দ্রমা উজলে;
হেন কে রমনী ভবে,
এঁর উপমান হবে?
সীতা দেবী গেছেন অতলে!

তনু তনু লহরী মালায়,
অল্প অল্প হেলায়, দোলায়;
সুরবালা মনসুখে,
মৃদু মন্দ হাসি মুখে,
মৃদু মৃদু দোলেন দোলায়।

মরি কি আশ্চর্য্য এ কমল!
গজনতি কান্তি নিরমল;
পরে পরে থরে থরে,
চক্রাকারে একত্তরে,
সুসাজিত শত শত দল।

এদেশের দশ কুবলয়,
এক বৃন্তে ফুটে যদি রয়,
বিকাশি সহস্র দলে,
ভাসিলে দীঘীর জলে,
তবু ঢের ক্ষুদ্র বোধ হয়।

এ দেশের নবোঢ়া নলিনী,
তপনের প্রেমে পাগলিনী;
হেরিলে তাঁহার মুখ,
পাঁচ হাত হয় বুক,
হেসে মুখ তোলে বিনোদিনী।

কিন্তু এ পুরন্ধ্রী গুণালিনী,
আপন গৌরবে গৌরবিনী;
তপন উজ্জ্বল করে,
নাহি ফোটে, নাহি মরে;
অস্তগেলে হয় প্রফুল্লিনী।

চাঁদ যেন বালকের প্রায়,
কেবল অবাক হয়ে চায়;
চন্দ্রিকা কোমলা বালা,
কাছে এসে করে খেলা,
নন্দিনী জননী যেন পায়।

বড় বড় ঘোরান ঘোরান,
পত্র সব রয়েছে বিছান ;
স্থানে স্থানে চমৎকার,
কলিকা কলশ হার,
চারি দিকে সুন্দর সাজান।

মাজে সে প্রফুল্ল সুরূপশী,
আলো করি রয়েছেন বসি ;
গিরিবালা মালা মাজে,
হর মনোহরা সাজে ;
যেন তারাঘেরা পূর্ণ শশী।

কেন এনু এত দূর ছুটি,
করিনু বড়ই কুটি কুটি ;
হা, মানিনী বিক্টোরিয়ে,
ব্যথেছে তোমার হিয়ে,
প্রখর কলম কাঁটা ফুটি !

মোর চেয়ে বেশি বোঝে দর,
এই সব মত্ত মধুকর ;
কেমন মধুর রবে,
সদয় হৃদয়ে লভে,
মধুময় কোমল অন্তর !

এ রত্নটী আমেরিকা হতে,
ইংরেজে এনেছে এ ভারতে ;
ভারতের কহিনুর,
যদিও হরেছে ক্রূর,
তবু তা সহিল কোন মতে।

যত আমি করি নিরীক্ষণ,
তত যেন তাঁর চন্দ্রানন,
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে,
মধুর আমোদ ছোটে,
আকর্ষণ করে প্রাণ মন।

হৃদয়ের আনন্দ সাগর,
উথলিয়ে প্লাবিল অন্তর ;
কষ্টে সমাবেগ সয়ে,
বিহ্বলের প্রায় হয়ে,
বসিলেম তটের উপর।

দিঘী ছেড়ে ওঠা হল ভার,
নয়নেতে তৃষার সঞ্চার ;
এ জলাশয়ের কাছে,
মণিখনি কোথা আছে,
কোথা সে মানস অলকার ?

যাহার বিমল নীল জলে,
সুবর্ণ কমল ফুল ফলে ;
অপর কমল মত,
অলকাসুন্দরী কত ;
জলখেলা করে কুতূহলে।

মরি, চারিদিকে সে সময়,
স্বভাবের কি শোভা উদয় !
যে দিকে ফিরিয়ে চাই,
বিমোহিত হয়ে যাই,
নেচে ওঠে অন্তর হৃদয়।

পশ্চিমেতে দেব দিবাকর,
সিন্দুর সুন্দর কলেবর ;
ঝুলে ঝুলে ঢলে ঢলে,
যাইছেন অস্তাচলে,
রঞ্জিয়ে অম্বর জলধর।

অগ্নি কোণে ইন্দ্রধনু ধনী,
পরি নানা দীপ্তিমান মণি,
উজলিয়ে চরাচরে,
মেঘবর শিরোপরে,
দাঁড়ায়ে দেখিছে দিনমণি।



পূর্ব্ব দিকে গঙ্গা খেলা করে,
সুমধুর কল কল স্বরে ;
নাচন্ত ঘোড়ার মত,
নেচে এসে ক্রমাগত,
শুয়ে পড়ে তটের উপরে।

উত্তরে পদ্মিনী বিক্টোরিয়া,
সঙ্গিনী সকলে সঙ্গে নিয়া ;
পত্রময় সিংহাসনে,
বসেছেন হৃষ্ট মনে,
জল তলে প্রতিমা অর্পিয়া।

নিসর্গের নিধি সমুদয়,
বুঝি আজি একত্রে উদয় ;
তাই বুঝি বোধ হয়,
যেন বিশ্ব সমুদয়,
সন্তোষ সাগর সুধাময় !

---

* * * * * * * * * *

---

চতুর্থ পত্র।

---

কতগুলো পাষণ্ড পামর,
স্বাদশূন্য কর্কশ অন্তর,
ধারে না প্রেমের ধার,
ইন্দ্রিয়কে ভাবে সার,
প্রেমধনে বলে স্বার্থ পর।

সরল চকোর কোন্ আশে,
বল সুধাকরে ভালবাসে ?
দেখিতে পাইলে তায়,
জীবন জুড়ায়ে যায়,
চেয়ে থাকে তাইতো আকাশে ?

তোমারে দেখিতে শুদু চাই,
আর কোন আশা মোর নাই ;
মুখখানি হাসি হাসি,
বড় আমি ভালবাসি ;
তা পেলেই পরাণ জুড়াই।

প্রেম ভরে অঙ্গে আলিঙ্গন,
মহোল্লাসে কপোলে চুম্বন ;
চাঁদের হাসির তলে,
নিরিবিলে কুতূহলে,
পরস্পরে প্রিয় আলাপন ;

যদি প্রিয়ে স্বার্থমূল হয়,
প্রেম তবে নাহিক নিশ্চয় ;
এই মরুময়ী ধরা,
কেবল স্বার্থেতে ভরা ;
স্বার্থপর লোকে সুখে রয়।

আমোদে যামিনী হয় ভোর,
ভাগ্যের নাহিক তাহে ওর ;
মনের মানুষ পেলে,
সারা রাত কেটে গেলে ;
তবুও কি আসে ঘুমঘোর ?

এই মাত্র দুখ বড় তায়,
সাধের রজনী চলি যায় ;
( রাখিবার হয় যদি,
ধোরে রাখি নিরবধি ; )
চকিতের তড়িতের প্রায়।

বাড়াবাড়ি হ'লে ব্যাম হবে ;
তা বোলে কে প্রেমে ক্ষান্ত রবে ?
চিরদিন প্রেমাধীন,
আনন্দে কাটুক্ দিন,
যা হবার শেষে তাই হবে।

প্রেমের এমন শক্তি আছে,
স্পর্শ মাত্রে মৃত লোক বাঁচে ;
প্রেম রসামৃতময়,
প্রেমে মরামর হয় ;
জগতে কি আছে প্রেম কাছে ?

যে সময়ে যাইছে জীবন,
যদি পাই প্রেম দরশন ;
জীবন ফিরিয়ে আসে,
হৃদয় সন্তোষে ভাসে ;
সুস্থাপেক্ষা সুস্থ হয় মন।

প্রেম পূর্ণচন্দ্রের উদয়,
জ্যোৎস্নায় জগৎ শান্তিময় ;
পবিত্র হৃদয়ে বাস,
যেন পারিজাতে বাস ;
সেই স্বর্গ, যেথা প্রেম রয়।

উগ্রতর প্রণয় প্রার্থিনী,
অয়ি মম জীবিত রূপনী,
শুনে কানভাঙা কথা,
তুমি যে ভাবিবে তথা ;
আমি হেন মনেও ভাবিনি।

মেঘ মুক্ত শশিকলা প্রায়,
মুক্ত হয়ে জ্বর যাতনায়,
দিন দিন নব কান্তি,
তৃপ্তিময় শোভা শান্তি,
পাবে শীঘ্র প্রেমের কৃপায়।

* * * * * * * * *

পঞ্চম পত্র।

হা হা প্রিয়ে, কি হ'ল তোমার,
হায় একি হয়েছে আকার :
কোথা সে দেহের কান্তি,
কোথা সে মনের শান্তি,
কোথা সেই প্রফুল্ল প্রকার !

জ্বর পীড়া রাক্ষসীর প্রায়,
হৃদয় রুধির শুষে খায় ;
নিঙড়িয়ে ক্রমাগত,
শেষে ন্যাকড়ার মত,
ফেলে রেখে দিয়েছে শয্যায়।

মরি যেই মাধবী সুন্দরী,
কুসুম ভূষণ অঙ্গে পরি,
আপনার মনসুখে,
সলাজ সহাস মুখে,
ছিল দশ দিশ আলো করি ;

অকস্মাৎ অগ্নিময় বায়ু,
মূর্ত্তিমান শশীগ্রাসী রাহু ;
সে লতায় আক্রমিয়ে,
একেবারে ঝলসিয়ে,
শুদ্ধ মাত্র রেখেগেছে আয়ু।

অয়ি অয়ি সুকোমলা বালা,
কেমনে সহিবে তুমি জ্বালা ;
কুসুমে কণ্টকাঘাত,
ফুল গাছে বজ্রপাত ;
থাণে বেঁধা কলহংসমালা!

আগে কি দেখিয়েছিনু হায়,
এবে বা কি দেখিতেছি তায়,
প্রতিভায় আলো করি,
আমার নয়ন পরি,
যে রত্নটি সদা শোভা পায় ;



ওরে সেই সমুজ্জ্বল মণি,
যেন যায় প্রেবেশিতে খনি,
ক্রমে যত গত দিন,
ক্রমে ক্রমে প্রভা ক্ষীণ,
তমোময়ী হয়িছে ধরণী !

* * * * * * * * * *

ষষ্ঠ পত্র।

কি আনন্দ আজিরে আমার,
পীড়া শান্তি হয়েছে প্রিয়ার;
হৃত প্রায় শিরোমণি,
ফিরে যদি পায় ফণী,
সন্তোষের সীমা নাই তার !

এত দিন ঘোরা ঘন ঘটা,
ঢেকেছিল চন্দ্রমার ছটা ;
সাধের পূর্ণিমা মম,
হয়েছিল অমাসম,
আঁধার আঁধার এ বিশ্বটা !

শরতের শুভ আগমনে,
মুক্ত হয়ে মেঘ আবরণে;
নির্ম্মল অম্বর পরে,
আজি কিবে শোভা করে,
শশীকলা প্রফুল্ল বদনে !

ক্রমে এই কৃশাঙ্গী কলার,
হৃষ্ট পুষ্ট হইবে আকার;
দিন দিন দীপ্তি পাবে,
দিন দিন স্নিগ্ধ ভাবে,
জুড়াইবে নয়ন আমার !

এত দিন কার ছিল মনে,
পুন আমি পাব হারা ধনে ;
এস লো প্রাণের হারা,
জুড়াই নয়ন তারা.
হৃদে হেরে হৃদয় রতনে ?

অয়ি গঙ্গে কলকল্লোলিনী !
কি গান গাহিছ বিনোদিনী ?
নাহি আর ঘোলা জল,
নিরমল ঢল ঢল,
কার সুখে সুখী সুহাসিনী ?

ওহে শ্বেত শতদল দল,
কেন যেন ভাবে টলমল !
পরিয়ে মরাল মালা,
লহরী সহিতে খেলা,
খেলিতেছ হইয়ে বিহ্বল ?

ধরা, পরিয়াছ ধব কাশ,
ধপ্‌ধপে পশমের বাস ;
সুগন্ধ সেফালি ফুলে,
সাজায়েছ শ্যাম চুলে ;
স্থলপদ্ম মুখে মৃদু হাস।

কেন কেন দিগঙ্গনা গণ,
কত যেন আনন্দে মগণ ;
ধবল উজ্জ্বল ভাস,
ধবল উজ্জ্বল বাস,
ধবল উজ্জ্বল আভরণ ?

কেন মম হৃদয়ের ন্যায়,
চারি দিকে যাহা দেখা যায়,
সব ধপ্‌ধপ্ করে,
অমৃতের ধারা ক্ষরে,
আনন্দেতে আদ্রীভূত প্রায় ?

এ আনন্দ যার অনাময়ে,
উথলিছে আমার হৃদয়ে ;
কেমন হৃদয় তার,
জানে যেন এ সংসার,
বাপেগো সৌরভ দেবালয়ে !

---

* * * * * * * * *

---

সপ্তম পত্র।

---

অমরেরা নিত্য নাকি সুধা করে পান,
কলা ক্ষয়ে সুধাকর হন মীয়মান্।
অমায় ওষধি লতা ধরাধরি কোরে,
লয়ে যায় তাঁরে পুন সুধার সাগরে।
ক্রমে হয় সুধারসে জীবন সঞ্চার,
ক্রমে ক্রমে হন তিনি প্রভায় প্রচার।
আশানাশ মনস্তাপ আসিয়ে যখন,
মানুষের মনে ঘোরে করে গো চর্ব্বন ;
ছট্ ফট্ করে প্রাণ বিষম জ্বালায়,
সব শূন্যময় দেখে, যে দিকে সে চায়,
সঞ্জিবনী নব আশা দিয়ে দরশন,
ক্রমে ক্রমে তৃপ্ত করে তাহারে তখন।
প্রিয় জন মিত্রগণ বিয়োগ ঘটনা,
মুখমধু বন্ধুদের ব্যাভারে ছলনা ;
জ্বালিয়ে দিয়েছে হৃদে বিষম হুতাশ,
করিয়ে তুলেছে ক্রমে নিতান্ত উদাস।
যবে গ্রীষ্মে সূর্য্য বর্ষে খর কর বান,
ধরার হৃদয় ফেটে হয় খান্ খান্,
শুষ্ক কণ্ঠে তৃষিত চাতক হা হা করে,
সজল নয়নে চায় উন্মুখে অম্বরে,
সে সময়ে দেখা দেয় নব কাদম্বিনী ;
বর্ষে সুধা জলধারা প্রাণ সঞ্চারিণী।
যতই আমার আত্মা নিরাশায় জ্বলে,
তত তোমা প্রতি ধায় তৃপ্তি পাবে বোলে ;
তুমি কি প্রেয়সী তারে প্রেম সুধা দানে,
জুড়ায়ে জীবন মন বাঁচাবে না প্রাণে ?

মরুভূমি ভয়ঙ্কর,
সীমাহীন পরিসর,
ধূধূ করে দশ দিক, বিষম বিস্তার ;
পড়িয়াছি তার মাজে ;
হইতেছে মাজে মাজে,
জীবন সংশয় প্রায়, কিসে পাই পার।

জ্বলন্ত অনল ছবি,
ধক্ ধক্ জ্বলে রবি,
কিরণ জ্বলন জাল করিছে বর্ষণ ;
বায়ু বহে সন্ সন্,
"লু" ছোটে ভন্ ভন্,
চারি ধারে ঘেরে যেন জ্বলিছে দহন।

সমুদ্র তরঙ্গ প্রায়,
বালির তরঙ্গ ধায় ;
বালির প্রত্যুঙ্গ স্তম্ভ কত শত শত,
ঊর্দ্ধে ওঠে সোঁ সোঁ কোরে,
ভোঁ ভোঁ কোরে জোরে ঘোরে
পড়ে পড়ে যেন বেগে ঘাড়ে অবিরত।

তৃষায় ফাটিছে ছাতি,
এত খুঁজি পাতি পাতি,
তবু বিন্দু মাত্র জল দেখা নাহি যায় ;
ওই বটে দৃষ্ট হয়,
প্রসারিত জলাশয় ;
কিন্তু উহা মরীচিকা সন্দেহ কি তায় ?



যদি জলাশয় হবে,
মৃগ সব কেন তবে,
হোতা গিয়ে ঘুরে পড়ে ঊর্দ্ধদিকে চেয়ে,
ধড়্ ফড়্ কলেবর,
বিলুণ্ঠিত নিরন্তর,
রুধিরের ধারা ছোটে সর্ব্ব অঙ্গ বেয়ে।

অহহ ! সরল জন,
শুনি মধুর বচন,
ভুলে খল জনে করে মন সমর্পণ ;
আচম্বিতে বিনা লক্ষে,
বাণ এসে ফোটে বক্ষে,
ঘুরে পড়ে ওই সব মৃগের মতন।

যে যে কূপে ছিল জল,
ভাগ্য দোষে সে সকল,
নিকটে না যেতে যেতে বালি চাপা পড়ে ;
বিগুণ হইলে বিধি,
হারায় হাতের নিধি ;
বাড়া ভাত মুখ থেকে কেড়ে লয় ঝড়ে।

ওই বটে কি সুন্দর,
দেখি দ্বীপ মনোহর,
বালির সাগর মাঝে হরিৎ বরণ ;
লতা পাতা বিমণ্ডিত,
তরু রাজি নিবিড়িত,
সুশীতল ছয়াধর নয়ন রঞ্জন।

মধ্যে নিরমল জল,
বায়ুভরে টল টল,
সুশোভন সরোবর হৃদয়তর্পণ ;
যেন তরঙ্গের ছলে,
হাত নেড়ে ডেকে বলে,
তৃষিত পথিক হেথা কর আগমন।

আহা কি শীতল বায়,
আসিয়ে লাগিছে গায়,
তুষার স্তূপেতে যেন হতেছি মগণ !
দুখ পালায়িছে দূরে,
হৃদয় উঠিছে পূরে ;
অপূর্ব্ব আনন্দ রস সুধার প্লাবন !

যেমন সাগর পরি,
তরঙ্গের ভেদ করি,
করিতে করিতে কত বাধা উল্লঙ্ঘন,
কলম্বস অবশেষে,
অপূর্ব্ব আনন্দে ভাসে,
দূরে থেকে কলম্বিয়া করি বিলোকন।

কিন্তু বিধাতার মনে,
কি আছে জানি কেমনে,
হয়তো ওখানে গিয়ে পাবনা আশ্রয় ;
আমারে দেখিয়ে জল,
শুকাইয়ে হবে স্থল,
দবানলে তরু লতা হবে ভস্মময় !

সমাপ্ত।

---

## পৌল ভর্জ্জীনী।

( ১৫০ পৃষ্ঠার পর। )

দীলাতুরের নিমিত্ত সংকল্পিত পর্ণশালা খানি সমাপিত হইলেই তিনি এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। আমি ইতি পূর্ব্বে মার্গারেটের শিশু সন্তানের নাম "পৌল" রাখিয়া দিয়াছিলাম, এখনও নবপ্রসূত জননী আমাকে ও মার্গারেটকে নব জাত সন্তানের নাম রাখিতে অনুরোধ করিলেন

মর্গারেট কন্যার নাম ভর্জীনী রাখিলেন, এবং বলিলেন,আমার সংশয় মাত্র নাই যে, এই দারিকা ধর্ম্মশীলা হইবে এবং সুখের মুখ দেখিবে। ধর্ম্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই আমার এতদুঃখ ঘটিয়াছে।

যখন বিবি দীলাতূর সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইলেন, তাহার পূর্ব্বেই আমার যত্নে ও পূর্ব্বোক্ত দুই দাস দাসীর সবিশেষ পরিশ্রম দ্বারা ভূখণ্ড হইতে কিছু কিছু উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়া ছিল। মার্গারেটের দাস দমিঙ্গ বৃদ্ধ হইয়াও বিলক্ষণ সবল ছিল। সে স্বভাবতই বুদ্ধিমান্, তাহাতে আবার অনেক দেখিয়া শুনিয়া বিবিধ বিষয়ে তাহার প্রবীণতা জন্মিয়াছিল। সে দুই খণ্ড ভূমিতেই সমান পরিশ্রম করিত এবং যে ভূমির উপযুক্ত যে বীজ তাহা সেই ভূমিতেই রোপণ করিত। মধ্যম প্রকার জমীতে কিছু চিনা ও কিছু জনার রোপণ করিত, উৎকৃষ্ট জমিতে গোধূমের চাস করিত, জলার্দ্র স্থলে ধান্য বপন করিত এবং প্রস্তরময় ভূমির উপর সসা কুমড়া প্রভৃতি ঊর্দ্ধাধিরোহিনী লতা আজ্ঞাইত। যে স্থান শুষ্ক, এবং সুস্বাদু আলু উৎপাদন করে, তথায় গোল আলু রোপণ করিত এবং উন্নত ক্ষেত্রে কার্পাস শক্ত জমিতে ইক্ষু এবং শৈল পার্শ্বে কাফি বৃক্ষের চাস্ করিত।

কুটির দ্বয়ের সমন্তাৎ ও নদীর ধারে ধারে কদলী মালা বসাইয়া দিয়া সারা বৎসর সুস্বাদু ফল ও সুশীতল ছায়ার সংস্থান করিয়া রাখিল। সর্ব্বশেষে আপনার শ্রমখেদ অপনয়ন করিবার উপায় স্বরূপ গুটীকত তামাকের গাছ রোপণ করিল। এতদ্ভিন্ন, পাহাড় হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ কাটিয়া আনিত এবং স্থানে স্থানে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা রাস্তা বাঁধিয়া দিত। এই সমুদয় কর্ম্ম দমিঙ্গ মন দিয়া করিত বলিয়া সকল কর্ম্মই চতুরতা সহকারে ও সত্বরে সম্পাদিত হইত। মার্গারেট্ এবং বিবি দিলাতুরের প্রতি তাহার সাতিশয় স্নেহ মমতা ছিল। বিবি দিলাতূরও ভর্জীনীর জন্মকালে স্বীয় দাসীর সহিত দমিঙ্গের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই দাসীর নাম মেরী। দমিঙ্গ মেরীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। এই দাসী মাদাগস্করে জন্মিয়া তথাকার দুই চারি শিল্প কর্ম্ম শিখিয়াছিল, বিশেষতঃ ঝোড়া ঝুড়ি নির্ম্মাণে ও এক প্রকার বস্ত্র বয়নে সাতিশয় পটু ছিল। প্রত্যহ অন্ন প্রস্তুত করা, গুটীকত গৃহ পক্ষী পালন করা, এবং মধ্যে মধ্যে বাজারে যাইয়া দুই গৃহস্থের উদ্বৃত্ত সামগ্রী গুলি বিক্রয় করিয়া আসা তাহার প্রধান কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন রীতি দেখিলে তাহাকে ভব্য চতুর ও প্রভু পরায়ণ বলিয়া বোধ হইত। যদি ইহার উপর বলা যায় যে, শিশুদিগের দুগ্ধের নিমিত্ত এক ছাগমিথুন ছিল এবং একটী বৃহৎ কায় কুক্কুর রাত্রে গৃহ রক্ষা করিত, তাহা হইলেই তোমাকে এই দুই গৃহস্থের আয় ও পরিজনের সকল বিবরণ বলা হইল।

তাঁহারা দুই সখী প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল সূতা কাটিতেন। এই পরিশ্রম দ্বারা তাঁহাদের নিজের ও পরিজনের বস্ত্রের সংস্থান হইত। নিতান্ত আবশ্যক যে যে বস্তু, তাহার অতিরিক্ত কোন প্রকার ভোগ সামগ্রী লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন খালি পায়ে যাতায়াত করিতেন, কেবল রবিবার দিন প্রত্যূষে উঠিয়া যৎসামান্য চরণাবরণ ধারণ পূর্ব্বক বাতাবি গিরিজায় ভজনা করিতে যাইতেন। এই গিরিজা, লুইবন্দর নগরস্থ দেব মন্দির অপেক্ষা অধিক দূর বটে, কিন্তু তাঁহারা কখন সহরে যাইতেন না। তাঁহাদের ভয় ছিল, পাছে সহরের সৌখীন লোকেরা তাঁহাদের দাসোচিত হীন বেশ অবলোকন করিয়া অবজ্ঞা করে। ফলতঃ যতই কেন হউক না, পাঁচ জনের নিকট সম্ভ্রম আর গার্হস্থ্য সুখ এ দুই পদার্থকে কি সমান বলা যায়? বাহিরে কিছু কিছু অসন্তোষের হেতু দর্শন করিতে হইত বলিয়া তাঁহারা সমধিক আনন্দে গৃহে প্রবেশ করিতেন। মেরী ও দমিঙ্গ গৃহে থাকিয়া ঐ দৃশ্যমান উন্নত প্রদেশ হইতে কর্ত্রীদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিত। যখন তথা হইতে দেখিত যে, তাঁহারা বাতাবি গিরিজা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন. অমনি সত্বরে অবতীর্ণ হইয়া পর্ব্বতে উঠিতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিত। দাসেরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া কত আহ্লাদিত হইয়াছে, তাহা উহাদের মুখ দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। গৃহে আসিয়া তাঁহাদের অসন্তোষের কোন কারণ দেখিতে হইত না। তাঁহারা কাহারও অধীন ছিলেন না, প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই নিজ পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিতেন, কেহ কাহারও প্রতি অভব্যতা করিত না, দাসেরা একান্ত ভক্ত ও প্রভুপরায়ণ, মহিলারা নিজেও এক প্রকার দশাবিবর্ত্ত অনুভব করিয়া এবং সমান অবস্থায় পড়িয়া পরস্পরকে সখী, সহচরী, ভগিনী ইত্যাদি নামে আহ্বান করিতেন। উভয়ের একই অভিলাষ, একই সম্পত্তি, একই ঘরকন্না। সকলই অন্যোন্যসাধারণ। তবে যদি কখন বন্ধু-প্রাপ্তি অপেক্ষা উদ্ধততর কোন চিত্তবৃত্তি তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিত, তাহা হইলে নির্ম্মল আচরণ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের গুণে সেই প্রাচীন বাসনা পরলোকে প্রবর্ত্তিত করিতেন। যেমন পৃথিবী তলে আহার না পাইলে অগ্নি শিখা স্বর্গাভিমুখী হয়, সেইরূপ তাঁহাদেরও কামনা রূপ অগ্নিশিখা, ইহকালে চরিতার্থ হইবার নহে, জানিতে পারিয়া পারত্রিক আশায় পর্য্যবসিত হইত।

দুটী শিশুর প্রতিপালন প্রসঙ্গে সখীদ্বয়ের সহবাসসুখ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন ভাবিতেন যে, উভয়েই প্রণয়ানুসন্ধানে এক রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া প্রণয়ের ফলস্বরূপ এক একটী অপত্য লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সৌহার্দ্দ দ্বিগুণ হইয়া উঠিত। দুটী সন্তানকে এক কুণ্ডে স্নান এবং এক শয্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হইত। প্রায়ই তাঁহারা স্তন্য বিনিময় করিতেন। বিবি দীলাতুর কহিতেন, 'সখি! তোমারও দুই সন্তান আমার ও দুই সন্তান। আর আমাদের প্রত্যেক সন্তানেরই দুই দুই মা।' শিশুদের আর কোন আত্মীয় বান্ধব ছিল না অতএব যখন গর্ব্ভধারিণীরা পরস্পর স্তন্য বিনিময়

করিতেন, তখন শিশু যুগলের মনে পুত্র কন্যা কিম্বা সোদর সোদরার সমুচিত স্নেহ অপেক্ষা মধুরতর সদ্ভাব সন্তানিত হইত। ইতিমধ্যেই জননীরা বালদোলায় তাহাদের বিবাহের কথা কহিতেন। যখন এই ভাবী দাম্পত্য সুখ বিষয়ে চিন্তা করিয়া নিজ দুঃখের বিনোদন করিতেন, তখন জননীদের স্ব স্ব দশা স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া অশ্রুজলের আবির্ভাব করিত। এক জন ভাবিতেন যে, আমি পরিণয়ের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, দ্বিতীয়া মনে করিতেন, পরিণয়ের যথার্থ নিয়মের অনুসরণ করিয়াই জ্ঞাতিবর্গের রোষভাজন হইয়াছি। একজন ভাবিতেন, আমি স্বীয় দরিদ্র দশা উন্নত করিতে গিয়াই সব হারাইয়াছি দ্বিতীয়া মনে করিতেন, আমি আপনার উন্নত পদ হইতে অবতরণ করিয়াই বিপদে পড়িয়াছি। কিন্তু উভয়েই এই বলিয়া প্রবোধ মানিতেন যে, এক দিন আমাদের সন্তানেরা ইয়োরোপে প্রচলিত কঠোর দেশাচারের বহির্ভূত থাকিয়া প্রণয়জনিত নৈসর্গিক পরমানন্দ ভোগ করিবে।

ফলে, ইতি মধ্যেই শিশুদ্বয়ের পরস্পর যে রূপ স্নেহ প্রকাশ পাইল, তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। যদি পৌল রোদনের উদ্‌যোগ করিত, তাহা হইলে ভর্জীনীকে তাহার নিকট আনিত, ভর্জীনীকে দেখিলেই সে রোদনে বিরত ও স্মিতমুখ হইত। আবার ভর্জীনীর কোন প্রকারে বেদনা বোধ হইলে পৌল রোদন দ্বারা সকলকে জানাইয়া দিত, কিন্তু সেই বুদ্ধিমতী বালীকা, পাছে পৌলের কষ্ট হয় ভবিয়া আপন দুঃখ গোপন করিবার চেষ্টা করিত। আমি যখনই এখানে আসিতাম দেখিতাম দুজনে হাতধরাধরি করিয়া নগ্ন শরীরে হেলিতে দুলিতে বিচরণ করিতেছে। রাত্রিকালেও তাহারা পৃথক্ হইতে চাহিত না। কত বারই দেখা যাইত যে, রাত্রি উপস্থিত, অথচ তাহারা কপোলে কপোলে ও বক্ষে বক্ষে অর্পণ করিয়া এবং পরস্পর ভুজপাশে কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক এক দোলায় শয়ান আছে।

কথা কহিতে শিখিয়াই তাহারা সর্ব্বাগ্রে ভাই ভগিনী সম্বোধন আরম্ভ করিল। জননীর উৎসঙ্গ বাল্যকালে সমধিক মধুর বটে, কিন্তু ভাই ভগিনী সম্বোধন অপেক্ষা মধুরতর নাম আর নাই। যত বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই পরস্পর কৃত প্রতিকৃত দ্বারা তাহাদের প্রেমের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছু দিন পরেই গৃহ মার্জন ও গ্রাম্য অন্ন প্রস্তুত করণ প্রভৃতি অনেক গৃহ কর্ম্ম ভর্জীনীর উপর ন্যস্ত হইল। এই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে পৌল ভর্জীনীকে প্রশংসা চুম্বন ও নানাবিধ আদর করিত, তাহাতেই ভর্জীনীর পুরস্কার বোধ হইত। পৌলও নিজে এক দণ্ড কর্ম্ম ছাড়া থাকিত না, কখন দমিঙ্গের সঙ্গে উদ্যান খনন করিত, কখন ক্ষুদ্র কুঠার হস্তে বনে কাষ্ঠ কাটিতে যাইত। যদি ইতস্তত পরিক্রমের অবসরে সুন্দর পুষ্প বা সুপক্ক ফল বা পক্ষিকুলায় তাহার দৃষ্টিগোচর হইত, তবে তাহা অত্যুচ্চ বৃক্ষশিখরে অবস্থিত হইলেও ভর্জীনীকে পাড়িয়া আনিয়া দিত।


# অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

২য় ভাগ ] চৈত্র, ১২৭৫ সাল। [১২ সংখ্যা।


## পৌল ভর্জ্জীনী।

দুটী শিশু পরস্পর এরূপ আসক্ত ছিল যে, একজনকে দেখিলেই নিশ্চয় হইত আর একজন অদূরে আছে। এক দিন এই দিকে আসিবার সময় আমি পাহাড় হইতে নামিতেছি, দেখি যে, ভর্জীনী বৃষ্টি নিবারণ করিবার নিমিত্ত ঘাঘরাটী পশ্চাদ্‌ভাগে মাতায় তুলিয়া ধরিয়াছে, বাতাস লাগাতে তাহা ফুলিয়া ছাতার মত হইয়াছে। সঙ্গে কেহ নাই, হাত ধরিয়া গৃহে লইয়া যাই, এই ভবিয়া যেমন আমি দ্রুতগতি তাহার নিকটে গেলাম, দেখিলাম পৌলও ঘাঘরার ভিতর রহিয়াছে, দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতেছে এবং স্ববুদ্ধিকৌশলে এরূপ নূতন প্রকার ছত্র প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

পরস্পরের সন্তোষ সাধন ও সাহায্য করাই তাহাদের পড়াশুনা স্বরূপ হইল। দূর দেশে বা অতীত কালে কি ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান করিয়া তাহারা কখন ব্যাকুল হয় নাই। তাহারা জানিত যে, যথায় এই দ্বীপের শেষ, সেই স্থানেই জগতের শেষ এবং যথায় আপনারা নাই, তথায় কিছুই রমণীয় নাই। পরস্পর সদ্ভাব ও জননীস্নেহদ্বারাই তাহাদের চিত্তের সমুদয় ব্যাপার চরিতার্থতা লাভ করিত। অকিঞ্চিৎকর শাস্ত্র শিখিতে গিয়া তাহাদের কখন অশ্রুপাত হয় নাই, সুনীতি বিষয়ক রথা উপদেশ শুনিয়া তাহাদের কখন বিরক্তি জন্মে নাই। 'চুরি করা ভাল নয়' ইহা তাহাদিগকে বলিয়া দিতে হয় নাই, তাহাদিগের গৃহে সকল দ্রব্যই সাধারণ, চুরি করিবে কি; অতিভোজন করিও না, এ উপদেশ তাহাদের পক্ষে অনর্থক, পরিপাটী বিবর্জিত স্বাস্থ্যবিধায়ক আহার তাহারা ইচ্ছা মত পাইত, অহিতাচারে প্রবৃত্তিই হইত না। মিথ্যা কথার অসাধুতা বিষয়ে তাহাদিগকে নোদনা করিতে হয় নাই, কারণ গোপনের যোগ্য কোন বিষয়ই তাহারা অবগত ছিল না। ভগবান কৃতঘ্ন দুর্দ্দান্ত সন্তানদিগের ঘোর শাস্তি বিধান

করেন, এইরূপ ভয় দেখাইয়া তাহাদের
মনে মাতৃভক্তি উদয় করিয়া দিতে হয় নাই,
জননীরা তাহাদিগের প্রতি বৎসল ছিলেন
সুতরাং স্বভাবতই তাহাদিগের মনে মাতৃ-
ভক্তির সঞ্চার হইল। পরস্পর প্রীতি ব্য-
তীত অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহাদিগকে
শিখান হয় নাই, দেবমন্দিরে যাইয়া সুদীর্ঘ
স্তোত্রাদি পাঠ করা তাহাদের অভ্যাস হয়
নাই। যখন তাহাদের মুকুলায়মান মানসে
দেবভক্তি স্ফুরিত হইত, তখনই তাহারা
অকলঙ্ক পাণিযুগল স্বর্গাভিমুখে উত্তোলন
পূর্ব্বক আপনাদিগের মাতৃভক্তিই জগৎ-
পিতার নিকট উপহার স্বরূপ অর্পণ করিত,
গৃহে কি মাঠে কি অরণ্যে যথায় থাকুক, তা-
হারা এইরূপেই উপাসনা করিত।

যেরূপ প্রভাত কাল রমণীয় হইলে দিব-
সও রমণীয় হইবে মনে হয়, সেইরূপ তাহা-
দিগের শৈশবের শান্ত অবস্থা দেখিয়া
বোধ হইত যে, চিরকালই এইরূপ যাইবে।
অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা সমস্ত
গৃহকার্য্যে জননীদের সহায়তা করিতে আ-
রম্ভ করিল। কুক্কুটের ধ্বনি দ্বারা, প্রভাত
হইয়াছে, বুঝা গেলেই ভর্জীনী গাত্রোত্থান
পূর্ব্বক সন্নিহিত প্রস্রবণ হইতে জল আনি-
তে যাইত এবং গৃহে আসিয়া অন্ন প্রস্তুত
করিত। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলমালার শি-
খরশ্রেণী সূর্য্য কিরণে রঞ্জিত হইলে মার্গা-
রেট্ নিজ পুত্রের সহিত বিবি দিলাতুরের
গৃহে প্রবেশ করিতেন, তখন সকলে মিলিয়া
একটি স্তোত্র পাঠ হইত, তদন্তর ভোজন
করিতেন। কখন বা দ্বারের পুরোভাগে কদ-
লীদলের আস্তরণ বিসারণ করিয়া আহার
হইত, এই রূপে কদলীষণ্ড দ্বারা অশেষ
উপকার সাধিত হইত। সুস্বাদু ফল
চিরকালই পাওয়া যাইত, আবার তদী
পত্রদ্বারা ভোজভূমির আচ্ছাদন সমাধান
হইত এবং ছায়ায় আতপ নিবারণ হইত।
প্রচুর ও স্বাস্থ্যবিধায়ক আহার পাইয়া
শিশুযুগলের অবয়ব শীঘ্র শীঘ্র পরি-
পুষ্ট হইতে লাগিল এবং জননীদের
নিকট শিক্ষা পাওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত
দিন দিন বিবিধ নির্ম্মলভাবে পূর্ণ হইতে
লাগিল, ফলতঃ তাহাদের মুখশোভা অব-
লোকন করিলেই আন্তরিক পবিত্রতা উন্নয়ন
করা যাইত। দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম হইলেই
ভর্জীনীর সর্ব্বাঙ্গ চতুরস্র হইয়া উঠিল, তা-
হার মস্তক সুবর্ণবর্ণ ঘন কেশপাশ দ্বারা
আবৃত হইল, নীলবর্ণ লোচনযুগল এবং
প্রবালতাম্র অধরোষ্ঠের আভা সংমিলিত
হইয়া লাবণ্যময় মুখমণ্ডলে পরম রমণীয়
কান্তি আধান করিল। যখন কথা কহিত,
দুই চক্ষুই অসামান্যরূপে বিকসিত হইত,
কিন্তু মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে চক্ষু দুটী
স্বভাবত কিছু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকিত।
তাহার চক্ষুর ঈদৃশ ভঙ্গি দেখিলে বোধ হইত
যে, ইহার মন সাতিশয় সুকুমার। ভর্জী-
নীর সহচর পৌলও বাল্য ও যৌবনের সন্ধি-
দশায় উপনীত হইয়া অতি সুশ্রী হইয়া উ-
ঠিল। তাহার আকৃতি কিছু অধিক লম্বা,
তাহার বর্ণ কিছু মলিন, নাসিকা সমধিক
উন্নত এবং চক্ষু দুটী শ্যাম বর্ণ। এই নিমিত্ত
হঠাৎ দেখিলে তাহাকে দৃপ্ত বোধ হইত,
কিন্তু সুদীর্ঘ পক্ষ্মরাজি দ্বারা নয়নের চণ্ডভাব
কিছু আচ্ছাদিত হওয়াতে স্নিগ্ধভাব প্রকাশ



স অ ত। সে সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু ভগিনীকে
স্ত ও ...ই তাহার নিকটে স্থির হইয়া ব-
...রতে লা...র সময়ে তাহারা প্রায় মৌনী
...রাই থাকিত, কেবল কেহ কাহারও
প্রতি নেত্রপাত করিলে নয়নে নয়নে সং-
গতি হইবা মাত্র উভয়ের মুখেই স্মিতোদয়
হইত। তাহাদের মৌনভাব, রমণীয় অঙ্গ-
ভঙ্গি এবং শ্বেতবর্ণ চরণের সুশ্রীকতা সহসা
অবলোকন করিলে মনে হইত, যেন সুদক্ষ
ভাস্করের নির্ম্মিত কয়খানি শ্বেতাশ্মময়ী
প্রতিমা রহিয়াছে। কিন্তু যখন পরস্পর
দৃষ্টিপাত কিম্বা স্মিত বিনিময় করিত, তখন
বোধ হইত যে, ইহারা সেই সকল স্বর্গবাসী
জীব হইবে, যাহাদের প্রকৃতি প্রেমময় এবং
যাহারা কথা কহিয়া পরস্পর ভাব ব্যক্ত
করে না, কেবল দৃষ্টিপাত দ্বারাই সে কার্য্য
সমাধান করে।

এই সময়ে দুহিতাকে দিন দিন নব নব
সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতে দেখিয়া বিবি দিলা-
তূরের যুগপৎ বাৎসল্য ও উদ্বেগ বাড়িতে
লাগিল। তিনি এক এক বার আমায়
বলিতেন, যদি আমার মৃত্যু হয়, ধনহীন
ভর্জীনীর দশা কি হইবে।

ফ্রান্সে তাঁহার এক পিতৃস্বসা ছিল।
ইনি আঢ্য, অহঙ্কৃত ও বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অ-
অবিবাহিত ছিলেন। বিবি দিলাতূর অকু-
লীন স্বামীর পাণিগ্রহণ করিলে তিনি এ-
রূপ শক্ত বাক্যে তদীয় সাহায্যপ্রার্থনা অব-
ধীরণ করিয়াছিলেন যে, বিবি দিলাতূর,
'হাজার দুর্দ্দশা হইলেও তাঁহার নিকট
আর যাইব না,' বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা
করিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি জননী হইয়া-
তিনি যাচ্ঞাভঙ্গের লজ্জা বিস্মৃত হই-
লেন। স্বামীর যেরূপে অকস্মাৎ মৃত্যু হই-
য়াছে, তদনন্তর দুহিতার জন্ম হইয়া বিদে-
শে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যবিবর্জ্জিত হওয়াতে
স্বয়ং যেরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছেন, পিতৃ-
স্বসাকে তদ্বিবরণ সমেত এক পত্র লিখিলেন,
কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না। যদিও
তাঁহার প্রণয়-পরিগৃহীত স্বামী অতিশয়
সচ্চরিত্র ছিলেন, তথাপি আভিজাত্যশূন্য
স্বামীকে বিবাহ করা অপরাধ তদীয় পিতৃ-
স্বসা ক্ষমা করেন নাই। কিন্তু উদারস্বভাবা
বিবি দিলাতূর তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার
করিতে কিম্বা তদীয় তিরস্কারভাগিনী হ-
ইতে সঙ্কোচ করেন নাই, তিনি সুবিধা
পাইলেই ভর্জীনীর প্রতি তাঁহার করুণো-
দয় করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিতেন, কিন্তু
অনেক বৎসর অতিবাহিত হইল, তাঁহার
পিতৃস্বসা তদীয় পত্রের কোন খবর লইলেন
না। পরিশেষে লাবুর্দ্দনে সাহেবের এই
দ্বীপে গবর্ণর হইয়া আসিবার তিন বৎসর
পরে ১৭৩৮ অব্দে শুনিলেন যে, তাঁহার
পিতৃস্বসার একখানি পত্র আসিয়াছে।
শুনিয়া তিনি নগরে উপস্থিত হইলেন, এ-
বার আর প্রাকৃত জনোচিত পরিচ্ছদে স-
হরে দেখা দিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইল না,
সন্তানের দুঃখ ঘুচিবে এই আনন্দে, লোকে
কি বলিবে তাহা ভুলিয়া গেলেন। লাবুর্দ্দনে
সাহেব বাস্তবিকও পিতৃস্বসার একখানি
পত্র তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে
লেখা ছিল যে, 'অজ্ঞাতকুলশীল যথেচ্ছা-
চারী এক ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিয়া তো-
মার সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। রিপুর বশী-

ভূত হইলেই তদনুরূপ দণ্ডভোগ করিতে হয়। তোমার অসম্ভাবিত বৈধব্যদশা পরমেশ্বর প্রযুক্ত নিগ্রহস্বরূপ হইয়াছে। অতএব ফ্রান্সে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ কুলকে অবমাননা না করিয়া উপনিবেশে থাকাই তোমার পক্ষে ভাল। আর যতই কেন হউক না, তুমি এক্ষণে যে স্থানে আছ, তথায় অলস না হইলেই ধন সঞ্চয় হয়, তবে এত দুঃখই বা কি?' এইরূপে ভ্রাতুষ্পুত্রীর নিন্দা করিয়া পিতৃস্বসা আত্মপ্রশংসা দ্বারা পত্র শেষ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে 'পরিণয় প্রায়ই অশুভফলে পরিণত হয়, ইহা সম্যক বুঝিয়া আমি কুমারী হইয়া আছি।' কিন্তু বাস্তবিক ঐ বৃদ্ধার বিবাহ না করিবার কারণ উহা নহে, মানস্পৃহা বলবতী ছিল বলিয়া তিনি আভিজাত্যসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পাণি গ্রহণে অভিলাষিণী ছিলেন। কিন্তু যদিও তাঁহার অতুল-ঐশ্বর্য্য ছিল এবং যদিও রাজসভাসঞ্চারী লোকেরা ঐশ্বর্য্য ভিন্ন আর কিছুই অনুসন্ধান করে না, তথাপি এমন লোকই জুটিল না যে, তাদৃশ কুরূপা নিষ্ঠুরচিত্তা অবলার পাণি গ্রহণে সম্মত হয়। পত্রের শেষে লেখা ছিল "যাহা হউক সমুদয় বিবেচনা করিয়া, তোমার রক্ষণাবেক্ষণার্থ গবর্ণরকে অনুরোধ করিয়াছি।" বাস্তবিকও লাবুর্দ্দনের উপর তদ্ঘটিত এক পত্র আসিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতে বিবি দিলাতুরের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ অনুরোধ না থাকিয়া তাঁহার নিন্দাই বিলক্ষণরূপে উল্লিখিত ছিল। তাঁহার পিতৃস্বসা তদীয় দশাবিবর্ত্তে শোক প্রকাশ করিবার ভাণ করিয়া, 'তিনিই স্বীয় রূঢ় আচরণের যোগ্য পাত্র, ইহাই ফলরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।' আর তদীয় লাবুর্দ্দনে সাহেব এই পত্র দ্বারা বিবি দিলাতুরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে জনিতবিরাগ হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার বিষণ্ণ মূর্ত্তি ও সরল আচরণ দেখিয়া তাঁহার বিরাগের হ্রাস হইল না। তিনি শুদ্ধ শিষ্টাচারের অনুরোধে দু-একটি আশার কথা কহিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা, দেখা যাইবে, আমি চেষ্টা করিব। কেন বল দেখি, ঈদৃশ দয়ালু স্বজনের মন চটাইয়াছ, তোমারইত যত দোষ।

বিবি দিলাতুর এইরূপে ভগ্নমনোরথ হইয়া নিতান্ত খিন্নমানসে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভোজপীঠের উপর চিঠিখানি রাখিয়া সাতিশয় বিরক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ একবার, এগার বৎসর সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিবার ফল দেখ। কিন্তু আর কেহ পড়িতে জানিত না। অতএব তিনিই সকলের সম্মুখে পত্র পাঠ করিলেন। পত্র পাঠ শেষ হইবা মাত্র মার্গারেট সরল ভাবে নিবেদন করিলেন, সখি! তোমার কুটুম্বদিগের সাহায্যে কি প্রয়োজন আছে? ভগবান কি আমাদিগকে ত্যাজ্য করিয়াছেন? তাঁহার অনুগ্রহে কি আমরা এখানে সুখে কাটাই নাই? তুমি ওসব মনে করিয়া কেন দুঃখ কর? তোমার ভাই সাহস্র নাই, এই বাক্যে বিবি দিলাতুরকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া প্রিয়সখি! প্রিয়সখি! বলিয়া সপ্রেমে কণ্ঠধারণ করিলেন। ইহা দেখিয়া ভর্জ্জীনীর চক্ষু জলে ভাসিয়া উঠিল, সে আপন হৃদয়ে ও মুখে একবার জননীর হস্ত ও আর বার মার্গারেটের হস্ত অর্পণ করিতে লাগিল। পৌল কাহাকেও ইহার হেতু দেখিতে না পাইয়া রোষে নয়ন রক্ত বর্ণ করিয়া মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক ভূমিতে পদাঘাত করিল ও চীৎকার করিয়া উঠিল। এই শব্দ শুনিয়া দমিঙ্গ ও মেরী তথায় উপস্থিত হইল এবং তখন কেবল 'ঠাকুরাণী মাঠাকুরাণী মা কি হইয়াছে, কেন রোদন ক?' ইত্যাকার ধ্বনি শ্রুতিগোচরহইতে লাগিল। এই সকল বাৎসল্যসূচক নিদর্শন দেখিয়া বিবি দিলাতুরের শোক অপগত হইল। তিনি শিশুযুগলকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, বাছারা তোদেরই জন্যে আমার দুঃখ, তোদেরই জন্যে আমার সুখ। আমার শোকের কারণ দূরবর্ত্তী, গৃহে আমার সকলই সুখ। শিশুরা তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাঁহাকে সুস্থির দেখিয়া স্মিতমুখে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। সুরম্য ঋতুর মধ্যেও যেমন ক্ষণিক বাত্যা উপস্থিত হয়, তদ্রূপে এই ঘটনা নিঃশেষিত হইলে তাঁহাদের শান্তিসুখ প্রত্যুজ্জীবিত হইল।

শিশু দুটীর সুশীলতা দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। এক দিন রবিবারে অরুণোদয় সময়ে জননীরা দেবমন্দিরে গমন করিলে এক পলাতক কৃষ্ণদাসী সন্নিহিত কদলীষণ্ডে উপস্থিত হইল। তাহার শরীর কঙ্কালশেষ এবং কটিদেশে একটী কদর্য্য চীর বসন মাত্র পরিধান ছিল। তৎকালে ভর্জ্জীনী প্রাতরাশ প্রস্তুত করিতেছিল, তাহার পদতলে পতিত হইয়া কৃষ্ণদাসী কহিল, 'ভর্তৃদারিকে, এই পলায়িত হতভাগা কৃষ্ণদাসীর প্রতি দয়া দৃষ্টি কর। আমার প্রভু শ্যাম নদীতীরে বাস করেন। তিনি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন দেখ।' এই বলিয়া পৃষ্ঠদেশ দেখাইল, কশাঘাতে উহা দাগড়া দাগড়া হইয়াছিল। কহিল, 'আমি ডুবিয়া মরিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু তোমরা এখানে আছ শুনিয়া ভাবিলাম, এখনও দুই চারি জন দয়ালু গোরা লোক আছেন, অতএব এখন মরিয়া কাজ নাই। এক মাস হইল ক্ষুধায় আধমরা হইয়া এবং শিকারী কুকুরের তাড়না খাইতে খাইতে বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেছি!' ভর্জ্জীনী দয়ার্দ্রচিত্তে 'হতভাগি! স্থির হ, এই সব খাইয়া আগে প্রাণ ধারণ কর' এই বলিয়া ঘরে যা ছিল ধরিয়া দিল। ক্ষণেক কাল মধ্যে কৃষ্ণদাসী সব খাইয়া ফেলিল। তখন তাহার ক্ষুধা শান্ত হইল দেখিয়া বলিল 'হতভাগি! চল, আমি তোর সঙ্গে যাইয়া তোর প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দি। তোর অবস্থা দেখিলে তাঁহার মন বিগলিত হইবে।' কৃষ্ণদাসী কহিল 'ভগবতি! তুমি যেখানে বলিবে আমি সেইখানে যাইব।'

ভর্জ্জীনী পৌলকে সঙ্গে লইল, কৃষ্ণদাসী বনপথ দিয়া লইয়া চলিল। তাহারা কত কষ্টে পাহাড় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল এবং প্রতারস্থলে নদী পার হইতে লাগিল। মধ্যাহ্ন সময়ে শ্যামনদীর তীরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে উপস্থিত হইল। তথায় দেখিল, সুদৃশ্য একখানি অট্টালিকা,

চারি দিকে প্রশস্ত ক্ষেত্রমণ্ডল, এবং বহু-সংখ্যক দাস বিবিধ প্রকার পরিশ্রমে ব্যাপৃত আছে। তাহাদিগের প্রভু কশা হস্তে, চুরট মুখে করিয়া মধ্যস্থলে বিচরণ করিতেছিলেন। ইনি দেখিতে বৃহৎকায় পিঙ্গলবর্ণ ও কৃশাঙ্গ, চক্ষু অন্তর্নিমগ্ন, ভ্রূযুগল শ্যামবর্ণ ও পরস্পর সংযুক্ত।

ভর্জ্জীনী সভয়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া ভগবানের নামে কৃষ্ণদাসীকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিল। ঐ ব্যক্তি তাহাদের সামান্য পরিচ্ছদ দেখিয়া প্রথমে তত অবধান করে নাই, কিন্তু ভর্জ্জীনীর সুগঠন মূর্ত্তি ও সৌবর্ণ-কেশপাশ-মণ্ডিত শীর্ষ দেখিয়া, এবং ক্ষমা প্রার্থনাবসরে দেহযষ্টির সহিত কম্পমান তদীয় স্বরমাধুরী শ্রবণ করিয়া, মুখ হইতে চুরট অবতারণ পূর্ব্বক, করস্থ কশা ঊর্দ্ধমুখ করিলেন এবং ভীষণ শপথ উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি দাসীকে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু ভগবানের নামে নহে, তোমারই নিমিত্তে। ভর্জ্জীনী তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলিসংজ্ঞা দ্বারা কৃষ্ণদাসীকে নিকটে যাইতে কহিয়া স্বয়ং পৌলের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অপসৃত হইল।

পরে যে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার শিখরে প্রত্যারোহণ পূর্ব্বক তথায় ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে একান্ত খিন্ন হইয়া এক তরুতলে দুজনে উপবেশন করিল। তখন তাহাদের প্রাতঃকাল অবধি ন্যূনতঃ সাত ক্রোশ ভ্রমণ হইয়াছিল। পৌল কহিল 'ভগিনি, মধ্যাহ্ন অতীত হয়, তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছ, এখানে কিছুই আহার মিলিবে না, অতএব চল অবতরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণদাসীর প্রভুর নিকট আহার প্রার্থনা করি।' ভর্জ্জীনী কহিল 'না ভাই না, তাহাকে দেখিলে আমার বড় ভয় করে। তোমার কি মনে পড়ে না, মা এক একবার বলেন, দুর্জ্জনের অন্ন বিষ তুল্য।' পৌল কহিল 'তবে এখন কি হবে? এসকল বৃক্ষে ত ভাল ফল হয় না। এখানে একখানি তেঁতুল বা একটি কলম্বা পর্য্যন্ত নাই, যে খাইলে তোমার শ্রম শান্তি হইবে।' ভর্জ্জীনী কহিল, 'ভাই ভগবান আহার দিবেন। তিনি পক্ষি-শাবকদিগের সূক্ষ্ম কলরব শ্রবণ করিয়া তাহাদের ক্ষুধা শান্তি করেন।' অনন্তর তাহারা নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে বিগলৎ জলের শব্দ শুনিতে পাইল। তথায় উপস্থিত হইয়া তদীয় স্বচ্ছ বারি দ্বারা পিপাসা শান্তি করিয়া তত্তীররূঢ় শৈবাল বিশেষ সংগ্রহ পূর্ব্বক খাইতে লাগিল। উপাদেয়তর আর কিছু আহার মিলে কি না দেখিবার নিমিত্ত যেমন এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এমত সময়ে ভর্জ্জীনী অনেক তরুর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তাল বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিল। এই তরুর মস্তকস্থ সাঁস অতি সুস্বাদ বটে। কিন্তু যদিও তাহার স্কন্ধ জঙ্ঘা অপেক্ষা স্থূলতর ছিল না, তথাপি উচ্চে চল্লিশ হাত হইবে। ইহার কাণ্ড কতকগুলি সূক্ষ্ম তন্তু সমষ্টি দ্বারা সংঘটিত বটে, কিন্তু বল্কল এমন শক্ত যে, তীক্ষ্ণ কুঠার পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া যায়, আর পৌলের কাছে ছুরিকা পর্য্যন্ত ছিল না। মনে করিল, তলায় অগ্নি জ্বালিয়া দেয়, কিন্তু বনের মধ্যে ইস্পাত পাইবে কোথা। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এইস্থলে, এই দ্বীপে রাশি রাশি অশ্মখণ্ড আছে, কিন্তু তন্মধ্যে একখানি চকমকি পাতর দেখা যায় না। প্রয়োজন হইলেই বুদ্ধি যোগায় এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনেক শিল্পকৌশল অতিদুর্দ্দশাপন্ন লোকের বুদ্ধিতেই প্রথম আবির্ভূত হয়। পৌল কৃষ্ণকায়দিগের রীতিতে অগ্নি জ্বালিল। একটি শুষ্ক ক্ষুদ্রশাখা লইয়া অশ্মখণ্ডের ধারা দ্বারা তাহাকে সূচল করিল। পরে তদ্রূপ শুষ্ক অন্য জাতীয় বৃক্ষের একটি শাখা লইয়া অশ্মখণ্ডের ধারা দ্বারা তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র করিয়া লইল, তদনন্তর সূচল শাখাগ্রটি রন্ধ্রের অভ্যন্তরে বসাইয়া দুই হাতে ঘুরাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ধূম স্ফুলিঙ্গ ও চড় চড় শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। শুষ্ক পর্ণ রাশি ও অন্যান্য কাষ্ঠখণ্ডের উপর এই অগ্নি সংক্রান্ত করিয়া তালীতলে অগ্নি দান করিল, তরুটী অনেক ক্ষণ পরে সশব্দে নিপতিত হইল। অগ্নি দ্বারা তীক্ষ্ণধার পত্রজালরূপ আবরণ হইতে সাঁস নিষ্কাশন পূর্ব্বক কতক অপক্ব, কতক অগ্নিতে তাতাইয়া, উভয়ে ভক্ষণ করিল। প্রভাতে যে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া তাহারা আনন্দপূর্ণচিত্তে এই অকিঞ্চিৎকর আহার নির্ব্বাহ করিল, কিন্তু এতক্ষণ জননীরা কি উদ্বেগসাগরে পড়িয়াছেন, তাহা ভাবিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ভর্জ্জীনী ভূয়োভূয়ঃ এই বিষয় উল্লেখ করিতে লাগিল। পৌল বলিল 'ভয় কি? ক্ষুধা শান্তি হইয়াছে, এখন শীঘ্র যাইয়া তাঁহাদের উদ্বেগ দূর করিব।'



ভোজনানন্তর কোন্ পথে যাইবে ভাবিয়া মহা সংশয় হইল, সঙ্গে কেহ নাই যে পথ দেখায়, পৌলের কিছুতেই ভয় বা বুদ্ধিলোপ হইত না, সে বলিল 'ভগিনি! মধ্যাহ্নে সূর্য্য যে দিকে থাকেন, আমাদের আবাসও সেই দিকে। ঐ যে শিখরত্রয়বিশিষ্ট পাহাড় দেখিতেছ, প্রভাতে উহা অতিক্রম করিয়াছিলাম, এখন আবার তাহাই করিতে হইবে। এস ভগিনি! যাওয়া যাউক।' পৌলের নির্দ্দিষ্ট শিখরত্রয়বিশিষ্ট পর্ব্বতের নাম স্তনত্রয়ী শৈল, কেন না তাহার শিখরগুলি দেখিতে এইরূপই বটে। শিশুরা শ্যামনদীর তটস্থ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ করিল। দুই দণ্ড পর্য্যটন করিলে এক বিসারিণী তটিনী পুরোবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদের পথ অবরোধ করিল। দ্বীপের ঐ ভাগ এরূপ অরণ্যাকীর্ণ ও অপরিজ্ঞাত যে, তথাকার অনেক পর্ব্বত ও নদীর অদ্যাপি নামকরণ হয় নাই। তাহাদের পুরঃস্থিত নদী শিলাময় ভূমির উপর দিয়া আবর্ত্ত সহকারে তরঙ্গিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। জলকলকল শ্রবণ করিয়া জলে পা দিতে ভর্জ্জীনীর সাহস হইল না। তখন পৌল ভর্জ্জীনীকে পৃষ্ঠদেশে আরোপণ পূর্ব্বক তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জনে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় গর্ভস্থ পিচ্ছিল প্রস্তররাশির উপর দিয়া চলিয়া গেল এবং ভর্জ্জীনীকে বলিল 'কিছু ভয় নাই, তোমার নিকটে থাকিলে আমার অতুল বিক্রম হয়। যদি দাসীর প্রভু তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা

দিতাম।' ভজ্জীনী কহিল 'কি বলিলে, তুমি ততবড়ও তত দুষ্ট পুরুষের সহিত মারামারি করিতে? তবে ত আমি তোমাকে বিষম বিপদে ফেলিয়াছিলাম। তবেত উপকার করা সহজ কর্ম্ম নহে। কেবল মন্দ কর্ম্মই অনায়াসে করা যায়, নদী পার হইয়া পৌল ভাবিল, ভগিনীকে লইয়া বরাবর যাই ও পাহাড়ও পার হই। কিন্তু কতক দূর যাইয়া নিসহ হইয়া পড়িল এবং অগত্যা ভজ্জীনীকে নামাইয়া শ্রমখেদে তৎসন্নিধানে বসিয়া পড়িল। তখন ভজ্জীনী কহিল 'ভাই দিন শেষ হয়, আমার আর চলিবার শক্তি নাই, তোমার তবু কিছু আছে, অতএব বাড়ী যাইয়া মাদিগের উদ্বেগ দূর কর আমি এই স্থানে থাকি।' পৌল কহিল, 'না ভগিনি! না আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব না। যদি রাত্রি হইয়া যায়, আমি অগ্নি জ্বালিয়া একটি গাছ ফেলিব, তুমি তাহার সাঁস খাইবে, আমি পাতা লতা দিয়া একখানি কুটীর বাঁধিব, তুমি তন্মধ্যে শয়ন করিবে।' ভজ্জীনী সৎকর্ম্ম করিবার আগ্রহে প্রভাতে চরণাবরণ লইতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং শুধু পায় পাতরে পাতরে বেড়াইয়া তাহার চরণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছিল, এখন ক্ষণেক বিশ্রাম পূর্ব্বক এক প্রাচীন তরুস্কন্ধজাত লতাবিশেষের সুদীর্ঘ পত্র দ্বারা এক প্রকার পাদুকা প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিল। তদীয় শৈত্য দ্বারা বেদনার কিছু শান্তি হইলে এক বংশযষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক তদুপরি এক হস্তে ভর দিয়া এবং অপর হস্তে ভ্রাতার স্কন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল।

এইভাবে শনৈঃ শনৈঃ বনমার্গ দিয়া কতক দূর যাইতে যাইতে, ক্ষুদ্র পল্লবসংচ্ছন্ন উন্নত তরুসমূহের অন্তরালে স্তনত্রয়ী পর্ব্বতের শিখর তাহাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং ভানুমানও নিমজ্জনোদ্যত হইলেন। যে পথ দিয়া আসিতেছিল, ক্রমে তথা হইতে চ্যুত হইয়া পরিশেষে লতাজালবেষ্টিত এক গহন মার্গে পতিত হইয়া তাহাদের গতিরোধ হইয়া গেল। পৌল অধীর হইয়া ইতস্ততঃ নিষ্ক্রমের দ্বার অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। অনন্তর ভজ্জীনীকে তরুতলে বসাইয়া স্বয়ং এক উন্নত মহীরুহে আরোহণ পূর্ব্বক স্তনত্রয়ী শৈল শিখর খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল, চারিদিকে কেবল তরুমালার শীর্ষদেশ অস্তাচলচূড়াবলম্বী কমলিনীনায়কের চরম রশ্মিজালে ছুরিত হইয়া আছে। দেখিতে দেখিতে উপত্যকা বনান্ত গিরিগণের ছায়ায় তমসাবৃত হইল, বায়ু দিনান্ত সময়ের স্বাভাবিক স্থিরভাব ধারণ করিলেন। সেই সকল বিবিক্ত প্রদেশের সর্ব্বভাগে গভীর স্তব্ধভাব বিসারিত হইল, কেবল মধ্যে মধ্যে আবাসাভিমুখে ধাবমান হরিণযূথের উন্নাদ শুনা যাইতে লাগিল। যদি কোন বনচারী ব্যাধ শুনিতে পায়, এই আশায় তরুশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক পৌল এই বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল যে, কোথায় কে আছিস আয়, ভজ্জীনীকে আসিয়া উদ্ধার কর! কিন্তু তদীয় আঘোষের প্রতিধ্বনি মাত্র ভূয়ো ভূয়ঃ 'ভজ্জীনী' 'ভজ্জীনী' উচ্চারণ রবে অরণ্য পূর্ণ করিতে লাগিল। তখন খিন্ন মনে অবতীর্ণ হইয়া রাত্রি অতিবাহন করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই জঙ্গলে নির্ঝরও ছিল না, তাল বৃক্ষও ছিল না, অগ্নি জ্বালাইবার উপযুক্ত শুষ্ক কাষ্ঠও ছিল না। এই সকল কিছুই না পাইয়া পৌল নিরুপায় ভাবিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ভজ্জীনী কহিল 'ভাই তুমি কাঁদিলে আমি একেবারে বুকভাঙা হইব, অতএব স্থির হও। আমিই তোমার এই সব দুঃখ ঘটাইয়াছি, এবং জননীরা বাড়ীতে যে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন, তাহারও কারণ হইয়াছি। এবার বুঝিলাম সকল কর্ম্মেই তাঁহাদের মত লইতে হয়, তাঁহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে ভাল কর্ম্মেও হাত দিতে নাই।' এই বলিয়া আর অশ্রু সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরে পৌলকে কহিল 'এস, ভাই, একবার ভগবান্‌কে স্মরণ করি। তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন।' এই বলিয়া উভয়ে স্তোত্র আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সারমেয়ধ্বনি কর্ণগোচর হইল। পৌল কহিল, বোধ হয় কোন ব্যাধ নিদ্রিত হরিণ শীকার করিতে আসিয়াছে, তাহারই কুকুর ডাকিতেছে। বলিতে বলিতে সেই শব্দ স্পষ্টতর হইল। ভজ্জীনী কহিল 'ভাই এ যে আমাদের বাড়ীর কুকুরের মত শব্দ, হাঁ, তার আর সন্দেহ নাই, সেই বটে, তবে কি আমরা বাড়ীর এত কাছে আসিয়াছি।' ক্ষণকাল পরে যথার্থই তদীয় গৃহকুক্কুর বিবিধপ্রকার স্বরভেদে শব্দ করিতে করিতে পদতলে উপস্থিত হইল এবং ভূয়োভূয়ঃ বৎসলভাবে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। তাহাদিগের বিস্ময় শেষ না হইতেই দমিঙ্গ গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণদাস আনন্দাশ্রুতে মুখ ভাসাইয়া দিল, শিশুরাও তাহাকে রুদিত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল, একটী কথাও কহিতে পারিল না। ক্ষণেক কাল হর্ষাতিশয়ে অধীর থাকিয়া দমিঙ্গ পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল। 'হায়! তোমাদের জননীরা এখন কি যাতনাই ভোগ করিতেছেন। দেবমন্দির হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে না পাইয়া তাঁহাদের যেন বজ্রাঘাত হইল। আমি সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতাম না, মেরি এক পার্শ্বে কর্ম্ম করিতে ছিল, সেও কিছু বলিতে পারিল না। আমি হেথা সেথা কত স্থানে খুঁজিয়া কিছুই ঠিকানা করিতে পারিলাম না। পরে তোমাদের উভয়ের পুরাতন বস্ত্র লইয়া কুকুরকে দেখাইলাম, বেচারা যেন আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, তখনই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বরাবর পথ আঘ্রাণ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল এবং লাঙ্গুল কাঁপাইতে কাঁপাইতে শ্যামনদী পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া গেল। তথায় শুনিলাম যে, তোমরা পলাতক কৃষ্ণদাসীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তত দূর গিয়াছিলে এবং শুনিলাম তাহার প্রভু তোমাদের কথায় মার্জ্জনা করিয়াছেন কিন্তু হায় রে মার্জ্জনা, দেখিলাম দাস গলায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া হাড়িকাঠে বাঁধা রহিয়াছে। তথা হইতে কুকুর আঘ্রাণ করিয়া

করিতে শ্যাম নদীর ক্ষুদ্র শৈলে উঠিল এবং সেই স্থানে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেখিলাম, একটা তাল বৃক্ষ পড়িয়া আছে, তন্নিকটে এখনও ধূম নির্গত হইতেছে তাহার পর আমাকে এই স্থানে আনিল। এখনও পাকা ছয় ক্রোশ পথ অন্তরে আমাদের ঘর।' জননীরা শিশুদিগের পথে বলাধান ও খেদাপনয়নের নিমিত্ত শর্করাজল, কলম্বারস, দ্রাক্ষা ও জায়ফল মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার পেয় প্রস্তুত করিয়া দমিঙ্গের হাতে দিয়াছিলেন। সে এক বৃহৎ পাত্রে তাহা ঢালিয়া শিশুদিগকে পান করিতে দিল এবং একখানি পিষ্টক ও কতকগুলি ফল খাইতে দিল। ভজ্জীনী কৃষ্ণদাসীর দশা শুনিয়া এবং জননীদিগের উদ্বেগবার্ত্তা পাইয়া বারম্বার নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং এক একবার বলিয়া উঠিল 'হায়! সৎকর্ম্ম করিয়া উঠা কি কঠিন ব্যাপার।' শিশুদিগের ভোজন সময়ে দমিঙ্গ এক প্রকার সুদাহ্য ও প্রভূতালোকবিসারী কাষ্ঠ জ্বালিয়া মশাল করিল। কিন্তু পথে চলিবার উপক্রম করিয়া দেখিল, শিশুদিগের চরণ দুখানি ক্ষতবিক্ষত স্ফীত ও তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহারা এক পাও চলিতে পারে না। এখন কি করা উচিত। সন্নিহিত লোকালয় হইতে লোক জন আনিয়া ঘরে যাই, কি আজি রাত্রি এই স্থানেই কাটাই দমিঙ্গ তখন ইহা বিবেচনা [illegible]িতে লাগিল। বলিল 'আর সে সময় কোথা, [illegible]দিন আমি তোমাদের উভয়কে দুই কোলে লইয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পারিতাম। এখন তোমরাও বড় হইয়াছ, আমারও বৃদ্ধ দশা উপস্থিত।' এই প্রকারে হতবুদ্ধি হই[illegible] আছে, ইতিমধ্যে একদল কৃষ্ণদাস দৃষ্টি[illegible] হইল। তাহাদের দলপতি [illegible] ভজ্জ[illegible]নীর কাছে গিয়া বলিল 'বাছারা, তো[illegible]দের ভয় নাই, আজি প্রভাতে এক কৃ[illegible] দাসীর নিমিত্তে মার্জ্জনা চাহিতে তোম[illegible] উভয়ে শ্যাম নদীতে গিয়াছিলে। তা[illegible] পুরস্কারের নিমিত্ত আমরা তোমাদিগকে স্কন্ধে বহন করিয়া ঘরে পঁহুচিয়া দিব।'

পরে ঐ ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে চারি জন দৃঢ়কায় কৃষ্ণদাস শাখা ও লতা দ্বারা এক খানি ডুলি প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে তদুপরি আরোহণ করাইল। দমিঙ্গ মশাল ধরিয়া আগে আগে যাইতে লাগিল এবং কৃষ্ণকায়েরা তাহাদিগের সদ্গুণের প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিল। নিশীথ সময়ে তাহারা আপন পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া দেখিল, তদীয় শিখর সমূহে আগুন জ্বলিতেছে। আরোহণ করিবামাত্র 'বাছারা কি এলি' এই শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহারা সকলে উত্তর করিল, হাঁ আমরাই বটি। তখন দেখিল, দুই জননী ও মেরী প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা বলিলেন 'হা হতভাগা সন্তান, কোথা গিয়াছিলি বল দেখি। কি উদ্বেগেই আমাদিগকে মগ্ন করিয়াছিলি!' ভজ্জীনী কহিল 'আমরা এক কৃষ্ণদাসীকে গৃহের প্রাতরাশ খাইতে দিয়া তাহার ক্ষমাপ্রার্থনার নিমিত্ত শ্যাম নদী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। তাই জন্যে দেখ কৃষ্ণ কায়েরা স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছে।' বিবি দিলাতুর একটীও কথা কহিতে না পারিয়া ভজ্জীনীকে উৎসঙ্গে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখমণ্[illegible] স্বীয় নয়ন জলে ভাসাইয়া দিলেন এবং বা[illegible]ন, তোমার নিমিত্ত যত দুঃখ পাইয়াছি, তুমি সে সমুদায়ের অনুরূপ সুখও [illegible]। মার্গারেট আহ্লাদে মগ্ন হইয়া পো[illegible]কে অঙ্কস্থ করিলেন এবং কহিলেন 'বাছা' তবে তুমিও সৎকর্ম্মের ভাগ লইতে এতদূর গিয়াছিলে। সসন্তানে গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারা কৃষ্ণকায়দিগকে প্রচুর আহার প্রদান করিলেন। তাহারা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য আশংসা করত অরণ্যে প্রত্যাগমন করিল।

তাঁহারা প্রতিদিনই আহ্লাদে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতেন দুরাকাংক্ষা বা মাৎসর্য্য জনিত চিত্তবেদনা কাহাকে বলে, তাঁহারা কখন অনুভব করেন নাই। কুচক্রিকা দ্বারা যে সুখ্যাতি লাভ হয় এবং কুৎসাপরায়ণ লোকেরা যাহা অপহরণ করে, তাঁহারা তাদৃশ সুখ্যাতির প্রার্থনায় উৎসুক থাকিতেন না, স্বয়ং আপনাদের সাক্ষী এবং স্বয়ং আপনাদের বিচারপতি হইলেই তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত হইত। উপনিবেশের লোকেরা পরের কুৎসা লইয়াই কাল ক্ষেপ করে, এবং গোপনে কে কি অপকর্ম্ম করে, সেই সকল কথা শুনিতেই ভালবাসে, অতএব কেহই এই দুই গৃহস্থের সুচরিত বিষয়ে অনুসন্ধান করিত না। তবে যদি কখন বাতাবিকুঞ্জ মার্গের কোন পথিক, অধিত্যকাস্থ দুটী কুটীর দেখিয়া, তথাকার অধিবাসী কে, জানিতে বাসনা প্রকাশ করিত, তাহা হইলে উপত্যকাবাসী কৃষাণদিগের নিকট এই মাত্র উত্তর পাইত যে, উহারা এক ঘর ভদ্র লোক। এইরূপেই কণ্টকতরুর আবরণে লোকলোচনের অগোচর থাঁকিয়া সুরভি কুসুমসমূহ দূর হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে।

তাঁহাদিগের কথা বার্ত্তায় পরকুৎসার লেশ মাত্র থাকিত না। বাস্তবিকও যাহারা, সত্য বলিতে দোষ কি, ভাবিয়া পরের দোষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের মন কখন ভাল থাকিতে পারে না। তাহারা নয় বিদ্বেষী নয় কপটী হইয়া উঠে। যদি ধার্ম্মিক ব্যক্তি পরের দোষ সত্য বলিয়া জানিতে পারেন, তবে তাঁহার মনে সেই সকল লোকের প্রতি অবশ্যই অশ্রদ্ধার উদয় হয়, তিনি তাহাদিগের নামে ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না, এইরূপে তাঁহার মন কষায়িত হইয়া গিয়া শনৈঃ শনৈঃ বিদ্বেষের আবির্ভাব হয়। আর যে ব্যক্তি পরের দোষ জানিয়াও মুখে সদালাপ শিষ্টতাদি করিয়া আন্তরিক অশ্রদ্ধা গোপন পূর্ব্বক চলে, তাহাকে অবশ্যই কপটী বলিতে হয়। এইরূপে পরকুৎসার অনুশীলন করা উভয় প্রকারে মন্দ ফলে পরিণত হয় এবং পরনিন্দার সংস্পর্শে থাকিলে একটি না একটি অপরাধে কলঙ্কিত হইতে হয়। এই দুই গৃহস্থ পরনিন্দার নিকটেও যাইতেন না, পরের দোষ শুনিতেও চাহিতেন না, তাঁহারা এই মাত্র জানিতেন যে, পাপীই হউক আর পুণ্যবানই হউক, দুর্দ্দশায় পড়িলে সকলের প্রতি দয়াদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপে তাঁহাদের দয়াবৃত্তি চিরজাগরিত হইয়া থাকিত এবং দয়ার উপযুক্ত পত্র দেখিলেই তাঁহারা সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা বিধান করিতেছেন।

জনসমাজের জুগুপ্সিত বিষয় ঘটিত কথা বার্ত্তা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহারা প্রকৃতি বিষয়ক বিশুদ্ধ আলাপ দ্বারা আমোদ লাভ করিতেন। যে বিধাতা তাঁহাদিগের হস্তকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া অত্রত্য মরুভূমিতে প্রাচুর্য্য ও সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং নিরন্তর-নবী-কৃত পরিশুদ্ধ প্রমোদ বিতরণ করিতেছিলেন, সেই জগৎ পিতার প্রতি ভক্তি ভাব প্রকাশ করাই তাঁহাদিগের কথা বার্ত্তার প্রধান অঙ্গ ছিল।

ইউরোপীয় বালকেরা পঞ্চদশ বর্ষেও যত বলবান্ বা সুবোধ না হয়, পৌল দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়েই তাদৃশ হইয়া উঠিল। দমিঙ্গ পরিশ্রম করিয়া যে সকল ভূমিতে তরু শস্যাদি রোপণ করিয়াছিল, পৌল এক্ষণে তাহা বিবিধ মণ্ডনে ভূষিত করিয়া পরম সৌখীন করিয়া তুলিল। উপাদেয় ফলশালী যত প্রকার মহীরুহ আছে, এবং সুরভি পুষ্পরাজী দ্বারা যত প্রকার লতা নয়ন সার্থক বা ঘ্রাণে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, তাহাদের বীজ কিম্বা চারা অরণ্য হইতে আনয়ন পূর্ব্বক পৌল আবাসের সমস্তাৎ বসাইয়া দিল। আম কাঁঠাল তেঁতুল জাম বাদাম পেয়ারা কমলালেবু প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃক্ষাদি তাহার যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অচিরাৎ ফলশালী হইল এবং গৃহস্থদ্বয়ের নানা উপকারে আসিতে লাগিল।

এই উদ্ভিজ্জমণ্ডলীকে সে এবম্বিধ ভাবে সংস্থিত করিয়াছিল, যে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলেই একেবারে সকল বৃক্ষ দেখা যাইত। মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম; তৎপরে মধ্যোন্নতিশীল দ্রুম সমূহ, তদনন্তর প্রান্তে বিশাল বনস্পতিসমূহ রোপণ করাতে বৃক্ষবাটিকাটী, পুষ্পফল-পল্লবময় উপাদানে গঠিত এক বিশাল নাট্যশালার ন্যায় দেখিতে হইল। এই নৈসর্গিক নাট্যশালার মধ্যে শস্যক্ষেত্র, ব্যঞ্জনোপযুক্ত উদ্ভিজ্জসমূহ, এবং গৃহস্থের উপযোগী আর আর সকল পদার্থই পাওয়া যাইত। এই উদ্যান নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত পৌলকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার গ্রন্থ পাঠ করিতে হয় নাই, সে প্রকৃতির প্রদিষ্ট পথ অনুসরণ পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিল, সুতরাং তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। সে দেখিল যে উদ্বায়ী বীজ সমূহ গন্ধবহ দ্বারা বাহিত হইয়া ইতস্ততঃ বিসারিত হয়, অতএব উন্নতস্থলে তাদৃশ বীজ রোপণ করিল। জলবিলাসিনী লতারা প্রবাহের উপরে ভাসিতে পারিবে এই আশয়ে নির্ঝর তটে তাহাদের বীজ নিহিত করিল। এইরূপে, যাহার অনুকূল যে মৃত্তিকা, তাহাতে সেই উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইল, এবং প্রত্যেক প্রদেশই আপনার অনুরূপ হরিন্ময় পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইল। শৈলের অগ্রভূমি হইতে জল-প্রবাহ পতিত হইয়া কোথাও গিরিনদী ভাবে বহিতেছিল, কোথাও বা কুণ্ডের আকারে বিস্তারিত হইয়া দর্পণের মত স্বচ্ছ হইয়াছিল। এই সকল নৈসর্গিক দর্পণে মহীরুহগণের নব পল্লব, পুষ্পিত লতা সমূহ, এবং অন্তরীক্ষের নীলিমা প্রতিবিম্বিত হইত।

---



# নব দম্পতি।

১

আহা আজ কিবা সুখের যামিনী,
চারি দিক্ পূর্ণ আনন্দ স্বরে;
সুখের সাগরে ভাসিছে কামিনী,
হেরিতে নয়নে নূতন বরে।

২

পরে মনমত বসন ভূষণ,
ভুবনমোহিনী রূপের ছাঁদ;
কনেকে ঘেরিয়া বসেছে, সে মন,
চাঁদকে ঘেরিয়া রয়েছে চাঁদ।

৩

যথা সরোজিনী নাথেরে হেরিতে
প্রভাতে প্রফুল্ল হইয়ে রয়;
অথবা শ্যামের বাঁশরী ধ্বনিতে,
পুলকিত যথা গোপিনী চয়;

৪

সেরূপ শুনিয়া লোককোলাহল,
পুলকে পূরিত বধূর মন;
কনক বরণ, দ্বিগুণ উজল,
ভাবি মনে, ভাবী নাথমিলন।

৫

একে সে জগতমোহিনী মূরতি,
তাহাতে নূতন প্রণয় আশা;
আধ আধ হাসি লুকায় অধরে;
চপল নয়নে লাজের বাসা।

৬

এ নব কুসুম হেরিলে নয়নে,
নাহি হয় প্রীতি কাহার মনে;
শোকের আগার ভগ্ন তনু যার,
জীয়ে উঠে পুন, সুখ মিলনে।

৭

নাহি দরশন অতি অভাজন,
প্রকৃতি বিকৃতি যাহার কাছে;
সুখের ভবন এই ভূমণ্ডল,
আলোক আঁধার সকলি মিছে।

৮

এ সুখ নিশিতে সকলের চিতে,
যেমন ভাবের উদয় হয়;
সে পোড়া হৃদেও সুখের আলোকে,
দুখের আঁধার করে হে জয়।

৯

ছার রাজ্য ধন সোণার ভবন,
দাস দাসী ঠাট কিছু না চাই;
বান্ধব সকলে একত্রেতে মিলে,
যদি হেন সুখরজনী পাই।

১০

হেথা যত বালা হইয়ে উতলা,
বরের প্রতীক্ষা করিয়া রয়;
কোলাহল ধ্বনি হইলে তখনি,
তাড়াতাড়ি সবে দেখিতে যায়।

১১

নাহি দেখি বর পুন আসি ঘরে,
ক'নেরে ঘেরিয়া বসিল পরে;
বরের প্রসঙ্গে নানা মত রঙ্গে,
ভাসিতে লাগিল সুখের নীরে।

১২

কেহ বলে আহা সোণার প্রতিমে,
আমাদের মেয়ে দেখ লো ওই,
বর যদি হয় মনের মতন,
কেমন সুখের হইবে সই।

১৩

কেহ বলে, সই মুকুতার মালা,
পরে বই, কেহ দলেনা পদে ;
নিরমল নীর ফেলিয়া কি কেহ,
ডুব দেয় গিয়ে পাঁকের হ্রদে ?

১৪

এ হেন রতন হেরিলে নয়নে,
পাসরিতে কেবা পারেলো বল ;
বর যদি হয় পাষাণ সমান,
ইহার পরশে হবেলো জল।

১৫

চঞ্চল স্বভাব হ'লেও তাহার,
তথাপি রহিবে ইহার বশে ;
নারিবে বন্ধন করিতে মোচন,
পড়িলে ইহার প্রণয়পাশে।

১৬

কেহ বলে সই এমন ভাবনা,
মনেতে কখন দিওনা স্থান ,
সোণার প্রতিমা ভাসাবে সাগরে,
বিধাতার কিলো নাহিকো জ্ঞান।

১৭

দেখিবে যখন সে মন মোহন,
আসিয়া তুষিবে মধুর ভাষে ;
নাহি পাবে ঠাঁই রাখিতে সে সুখ,
সরিবে না মন যেতে আবাসে।

১৮

আলাপে আমোদে রমণী সকলে,
বরের প্রতীক্ষা করিছে যবে ;
বর এলো এলো লোক কোলাহল,
ছুটিয়া দেখিতে চলিল সবে।

১৯

নিরখি সেরূপ ফেরেনা নয়ন,
যে যেখানে ছিল রহিল তথা ;
গদ গদ মন সুখেতে মগন,
আনন্দে মুখেতে সরেনা কথা।

২০

কেহ বাতায়নে কেহবা দুয়ারে,
অনিমিষ দিটে হেরিছে বর ;
যেন শত রথী করিয়ে যুকতি,
এক লক্ষ্য প্রতি হানিছে শর।

২১

শ্বেত ফুলমালা দুলিছে গলায়,
প্রফুল্ল আননে লোহিত আভা ;
লাজ ভয়ে হাসি না হয়ে প্রকাশ,
ভিতরেতে যেন খেলিছে প্রভা।

২২

নয়ন যুগল, শত দল দল,
নিম্ন দৃষ্টে আজি রয়েছে কেন ;
বধূরে না হেরে, দেখিবে না কারে,
ভাবিয়া বুঝি বা হয়েছে হেন।

২৩

সে সুখ সময় দেরি নাহি আর,
ভাবিয়া পুলকে পূরিত মন ;
দেরি নাহি সয়, অধীর হৃদয়,
কখন হইবে সুখমিলন॥

২৪

বিবাহের শুভ লগন হইলে,
কন্যা সম্প্রদান হইলে পরে ;
কুলবালা কুল সুখেতে মগন,
বাসরে লইয়া চলিল বরে।

তৎপরে [illegible]

[illegible] আলাপে,
[illegible]য়া কাটায় রাত ;
সুখের সময় থাকিবার নয়,
দেখিতে দেখিতে হ'লো প্রভাত।

২৬

পরে শুভক্ষণে বধূরে লইয়া,
প্রবেশিল বর আপন বাসে ;
পুত্র পুত্রবধূ উভয়ে হেরিয়া,
জনক জননী পুলকে ভাসে।

২৭

উভয়ের মন উভয়ে মগন,
প্রণয়সৌরভে মানস মোহে ;
এই বাঞ্ছা করি দিবাবিভাবরী,
চির সুখে যেন থাকয়ে দোঁহে।

২৮

বিরহ অনল নাহি জ্বলে যেন,
এ নব-প্রণয়-কুসুম-বনে ;
শোকের বিকট কীট নিরদয়,
না পশে কোমল মুকুল মনে।

---

# ফুলের বাগান, মাতৃস্নেহ এবং সখীদ্বয়ের কথোপকথন।

(শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী বিরচিত।)

---

### ফুলের বাগান।

আহা কিবা শোভাময় ফুলের বাগান,
হেরিলে কাহার বল তৃপ্ত নয় প্রাণ।
চারিদিকে বৃক্ষগণ শোভিছে কেমন !
হরেক রকম ফুল ফুটেছে এখন।
মল্লিকা মালতী জুঁই সেফালিকা জাঁতি,
ফুটিয়াছে চারি ধারে ফুল নানাজাতি।
ফুটন্ত গোলাপ ফুল দেখহ কেমন,
যাহার সৌরভে আমোদিত উপবন।
আহা মরি গোলাপের কি সুন্দর রূপ,
গুণের তুলনা নাই, অপরূপ রূপ।
ভ্রমরেরা মধু পান করিয়ে বেড়ায়,
গুণ্ গুণ্ স্বরে তারা ফুল গুণ গায়।
ফুল গন্ধ সহ বায়ু ধীরে ধীরে বয়,
সেবনে শীতল বায়ু প্রফুল্ল হৃদয়।
ডালে বসি পাখিগণ মধুময় গায়,
শ্রবণ করিলে পরে শ্রবণ জুড়ায়।
তা'র মাঝে সরোবর কিবা শোভা করে,
ঘেরিয়াছে পদ্ম ফুল কিনেরা উপরে।
হংস সব জলে ভাসি দিতেছে সাঁতার,
কিবা শোভা হইয়াছে অতি চমৎকার।

---

### মাতৃস্নেহ।

আহা কি আশ্চর্য্য স্নেহ মায়ের অন্তরে,
সন্তানের মঙ্গল সর্ব্বদা মনে করে।
দশমাস দশদিন ধরিয়ে উদরে,
কঠিন যাতনা পেয়ে প্রসবে কুমারে।
তনয়ের মুখ শশি হেরিবার আশে,
যাতনা করিয়ে দূর আনন্দ প্রকাশে।
ঝাল খেয়ে সেক নিয়ে কত কষ্ট পেয়ে,
পালন করেন মাতা যতন করিয়ে।
অবিরত স্নেহ-মাখা মধুর বচনে,
মধুময় কথাগুলি শেখান যতনে।
স্নেহময়ী মার মত বল কেবা আর,
যতনেতে সেবা শিশু করগো তাঁহার।
তব সুখে সুখ তাঁর তব দুখে দুখ,
শুনিলে তোমার নিন্দা ফাটে তাঁর বুক।
এ হেন মায়ের প্রতি ভক্তি যে না করে,
তার সম নরাধম কে আছে সংসারে ?

জননীর ধার বল শুধিতে কে পারে,
যত পার যত্নশীল হও শুধিবারে।

---

সখীদ্বয়ের কথোপকথোন।

---

উক্তি।

সুধাই তোমারে আজি ও হে শশি মুখি,
বিরলে বসিয়ে কেন ভাবিতেছ সখি।
ক্ষণে ক্ষণে বহিতেছে দু নয়নে ধারা,
থেকে থেকে হইতেছ কেন জ্ঞানহারা।
বাক্য নাহি সরে মুখে কিসের কারণে,
কোন জন অপরাধ করেছে চরণে।
প্রকাশ করিয়ে তুমি বল ধরি করে,
চঞ্চল হইল প্রাণ তব দুঃখ হেরে।

প্রত্যুক্তি।

জিজ্ঞাসিলে প্রাণসখি কি কব তোমারে,
কহিতে আমার দুখ পাষাণ বিদরে।
আমার যাতনা সখি জেনে কি জাননা,
মোর সম জন্মদুখী কে আছে বলনা।
দেখ এসে এ ভারতে,এসে এ ভারতে,
কেবল দুঃখের ভার হইল বহিতে।
জন্মিয়ে হয়েছি আমি জননীরে হারা,
জননী বিহনে আমি যাইতাম মারা।
ছিলেন আমার মাসি মায়ের মতন,
স্নেহময়ী মাসি আর হবেনা তেমন।
মা,মা ব'লে মাসীমারে ডাকৃতাম্ যখন,
খেদেতে আমার মাসি বলিত তখন।
মা নই তোমার বাছা আমি তোর মাসি,
মা বোলে বাড়াও আর কেন দুখ রাশি।
...লাম আমি নয়নের তারা,
আমি যেন হনু মাতৃ হারা।
ভাল বাসিত যাহারা,
...ধ্যে তারা সবে গেল মারা।

...বিহনে পি... তৎপরে
দিলেন আমার বিয়ে ...
আমারে বিবাহ দিয়া হলেন
আমারে ত্যেজিয়ে পিতা হলেন সন্ন্যাসী।
পিতার বিহনে আমি দুখ নীরে ভাষি,
কেমনে ধরিব প্রাণ ভাবি দিবানিশি।
পরেতে স্বামীর সহ হইল মিলন,
দিন কত ছিল বেশ প্রফুল্লিত মন,
পরেতে স্বামী করিলেন প্রবাসে গমন।
তাই বলি হতভাগা আমার পরান,
রোদনের তরে বুঝি হয়েছ নির্ম্মাণ।
গত নিশি দেখেছি যে করাল স্বপন,
অবসন্ন হইয়াছে তাই মম মন।

---

দ্বিতীয় ভাগের
সূচীপত্র।


গ্রীসদেশের ইতিহাস।—৭।২৭।৪১।৬১।৭১।৮
১০২।১১৫।১২৯।১৫২।
ধর্ম্মাচার্য্য।—১৪।১৭।৩৮।৫৪।৬৫।৮৩।৯৭।১১
প্রেম-প্রবাহিনী কাব্য।—৩১।৪৬।৬২।৭৫
বন্ধুবিয়োগ কাব্য।—১১৭।১৩৩।১৫০
নূতন বন্ধু, নব প্রণয়িনী।—১৬২।
সংগীত ... ... ...
সমুদ্র সন্দর্শন ... ...
নববর্ষ ... .. ..
অশ্বত্থামার বিলাপ ... ...
দুরাশা ... ... ...
সভ্যতা ও সমাজ সংস্কার ...
যশোধাম ... ... ...
দুঃখী বালক ... ...
বিদ্যা এবং ঈশ্বরের মহিমা ..
স্বাস্থ্যরক্ষা ... ... ৩৩।৪৯
অশোক বনে সীতা ...
শ্রীরামের বিলাপ .. ..
হতাশ যুবক .. ..
ব্যায়াম শিক্ষা .. ..
চিন্তা .. ..
মৃত অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত
পৌল ভর্জীন।১৪২।১৫৫।১৭৩।১৭৬
নব দম্পতি ..
ফুলের বাগান, মাতৃস্নেহ, কথোপকথন